(মূল ও অনুবাদ সমেত)

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী
তর্ক-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সংশোধিত
অনুদিত ও সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

5.2 3/-

सिद्धनागार्जुन कक्षपुटम्

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সিদ্ধনাগার্জ্জুন-কক্ষপুটম্

(মূল ও অনুবাদ সমেত)

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী
তর্ক-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সংশোধিত
অনুদিত ও সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ভূমিকা

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণায় বহুকাল পরে সিদ্ধনাগার্জুন-কক্ষপুট নামক তন্ত্র গ্রন্থখানি নব কলেবর লইয়া শিক্ষাব্রতী তন্ত্রানুরাগী সিদ্ধিকামী পাঠক-গণের নিকটে উপস্থিত হইতেছে। আশা করি, তাঁহারা ইহার নব কলেবর দেখিয়া আনন্দিত হইবেন।

কোন গ্রন্থ বিশেষতঃ সাধনার গ্রন্থ প্রামাণিক পুরুষ কর্তৃক রচিত না হইলে তাহাতে কাহারও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মে না। কেহ তাহা পড়িতে বা পড়াইতে আগ্রহী হয় না; বহু ব্যয়সাধ্য বহু পরিশ্রম সাধ্য কর্মের আয়োজনে অনুষ্ঠানে উৎসাহী হয় না। পরন্তু তাহা অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

কিন্তু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এরূপ আলোচনার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা লোকহিত-ব্রতী নানা শাস্ত্র-দর্শী তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ মহাপণ্ডিত নাগার্জুন কর্তৃক রচিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, বিবাদও নাই। যেহেতু তিনি ষোড়শ পটলের শেষে বলিয়াছেন— নাগার্জুনেন কথিতং জীব-কল্যাণ হেতবে। অন্যকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় নাই। ইহা দুষ্টের দমনের জন্য—শ্রান্ত, ক্লান্ত, রুগ্ন মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য—কৌতুকের জন্য—আনন্দের জন্য ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত বা কল্পিত কোন বিষয়ই নাই। ইহা অলৌকিক বিষয়েও পূর্ণ নহে। তিনি নিজে বেদ ও দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ দেশিকগণ বিরচিত নানা শাস্ত্র দেখিয়া, সম্প্রদায় সিদ্ধ মহাজনগণের মুখ পরম্পরায় মণি, মন্ত্র ও ঔষধি প্রভৃতি জানিয়া, নিজে সেই সেই বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া ও তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা আমরা তাঁহার উক্তি হইতেই বুঝিতে পারি। তিনি নিজে গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"যেষাং বক্ত্রাচ্ছ্রুতং কিঞ্চিন্ মণি-মন্ত্রৌষধাদিকম্"।
"অন্যৈর্দেবগণৈঃ সিদ্ধৈর্মুনি-দেশিক-সাধকৈঃ।
যদ্ যদুক্তং হি শাস্ত্রেষু তৎ সর্বমবলোকিতম্ ॥"
"ইত্যেবমাগমোক্তঞ্চ বক্ত্রাদ্ বক্ত্রেণ যচ্ছ্রুতম্।
এতৎ সর্বং সমুদ্ধৃত্য দধ্নো ঘৃতমিবাদরাৎ।
সাধকানাং হিতার্থায় মন্ত্রখণ্ডমিহোচ্যতে ॥"

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

যদি ইহা সত্য না হইত, তবে তৎকালে বিরুদ্ধ বাদিগণের আক্রমণে ঘাত প্রতিঘাতে এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে কোন বিরুদ্ধবাদীর আপত্তি নাই, প্রতিবাদও নাই। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রামাণিক পুরুষের রচিত গ্রন্থাবলম্বনে প্রামাণিক পুরুষ কর্তৃক রচিত হওয়ায় ইহাতে অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা হয় না, অবিশ্বাসও জন্মে না।

এই গ্রন্থকার প্রাচীনগণের রীতি অনুসরণ করিয়া মঙ্গলাচরণের অনন্তর এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সেগুলির কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া বলিতেছি।

এই গ্রন্থে দুষ্ট ব্যক্তিগণের দমন মূলক নানা প্রকার কর্ম—বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটন, মারণ, বিদ্বেষণ, ব্যাধির উৎপাদন প্রভতি কর্ম সকল যেমন অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত কথিত হইয়াছে। সেইরূপ কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত, রুগ্ন, দরিদ্র মানবগণের কৌতুকজনক, বিস্ময়জনক, আনন্দজনক, আরোগ্যজনক, লাভজনক বহু কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে।

সাধারণ দেবপূজার ন্যায় কেবল মন্ত্র দ্বারা এই কর্মগুলি সম্পাদিত হইলে তাহা দ্বারা কোন ফলই উৎপন্ন হইবে না। যে যে মন্ত্রের দ্বারা যে যে কর্মের অনুষ্ঠান হইবে, তাহারও সিদ্ধি আবশ্যক। মন্ত্রকে প্রথমে জপহোমাদি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা কর্ম করিলে তবেই তাহা ফল প্রদান করে, নচেৎ উহা কোনই ফল দেয় না। তাহা গ্রন্থকার সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

সুসাধ্যং প্রত্যয়োপেতং সাধকানাং হিতং প্রিয়ম্।
তৎ তন্মন্ত্রমুখং জ্ঞাত্বা কর্ত্তব্যং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥
মন্ত্র-সাধনকং পূর্বং সিদ্ধ্যর্থং সাধকোত্তমৈঃ।
বিনা মন্ত্র-বিধানেন ন সিদ্ধিং লব্ধবান্ ভবেৎ॥

এই জন্যই গ্রন্থকার প্রথম পটলে মন্ত্র সিদ্ধির উপায়—মন্ত্রের গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য অংশের নির্ণয়, মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার, মন্ত্রসাধনার স্থান, কূর্ম-চক্রাদির বিচার, জপমালার মণিসংখ্যা, জপে অঙ্গুলি নিয়ম, জপের সময়, জপের আসন, জপের স্থান, জপে দিঙ্‌নিয়ম, ধ্যানের স্থান, জপ প্রকার, হোম প্রকার, হোমান্তে মন্ত্রসিদ্ধির সপ্তবিধ উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

যদি এক একটি কর্মের এক একটি মন্ত্র হইত এবং ঐ মন্ত্র যদি সিদ্ধাদিবিচারে সাধকের গ্রহণীয় না হইত, তবে সাধক সেই কর্ম করিতে বা সেই কর্ম হইতে ফল লাভ করিতে পারিতেন না। এই জন্যই প্রতি কর্ম প্রকরণে বিভিন্ন প্রয়োগ ও প্রয়োগভেদে বিভিন্ন মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন একটি মন্ত্র সাধকের গ্রহণীয়

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

হইবে। সাধক সেই মন্ত্র গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সিদ্ধ করিবেন এবং সেই সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিয়া ফলভাগী হইবেন। যথাযথ নিয়মে জপাদি কর্ম না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না এবং সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা কর্ম না করিলে এই গ্রন্থোক্ত কোন কর্মই ফলপ্রদ হয় না। সুতরাং উহা কঠোর সাধনা সাধ্য।

লোকহিতকামী ভারতের সাধক সম্প্রদায় ইহা জানিয়াও এই সাধনা হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। জীবগণের কল্যাণের জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে, লোকালয় বর্জ্জিত নদনদী পরিবেষ্টিত পর্বতে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে ভূতপ্রেত পরিবৃত ভীষণ শ্মশানে সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন; নানারূপ বাধাবিঘ্নের অপসারণের জন্য ভূতপ্রেতের ভয় নিবারণের জন্য আসন রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহাসাধক নাগার্জ্জুন ইহাদের অন্যতম। ইঁহার ন্যায় যে কেহ এইরূপ সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে শারদা-তিলক তন্ত্রকার লক্ষ্মণ দেশিকেন্দ্র ও তাঁহার পিতামহ আচার্য্য পণ্ডিত প্রভৃতি এই সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। ইহা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে তন্ত্রসার-কার মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ, শাক্তানন্দ তরঙ্গিনীকার মহাতপস্বী ব্রহ্মানন্দ গিরি, মহাসাধক রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ইহাদের সাধনার স্থান এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী এখনও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। সুতরাং মন্ত্রের সিদ্ধি অসম্ভব নহে, অবিশ্বাস্যও নহে। সাধনা করিলে সকলই সিদ্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—সিদ্ধি লাভ করিলেও সেই সিদ্ধি চিরকাল থাকে না। ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে লোভের বশবর্ত্তী হইস অসৎসঙ্গ করিলে সিদ্ধ পুরুষও সিদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মহাসাধক নাগার্জ্জুন এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধ—প্রয়োগ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই জন সমাজে তিনি সিদ্ধনাগার্জ্জুন নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থখানি সিদ্ধনাগার্জ্জুনের রচিত, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই নাগার্জ্জুন কে? ইঁহার ইতিবৃত্তই বা কি? বর্ত্তমানে তাহা সঠিকভাবে জানিবার কোনই উপায় নাই। তিনি নিজে নিজের কোন পরিচয় লিখিয়া যান নাই। তাঁহার সম্প্রদায় বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার বিদ্যাবংশেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ এ যুগের ভূমিকায় গ্রন্থকারের ইতিবৃত্ত না থাকিলে তাহা ভূমিকা বলিয়া গণ্য হয় না। তাই আমি ঐতিহাসিকের শরণ লইতেছি। আমি কিন্তু ঐতিহাসিক নহি, কেবল ঐতিহাসিকের উক্তিগুলি পাঠক সমাজে তুলিয়া ধরিতেছি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—নাগার্জুন চারিজন। (১) কাশ্মীরের রাজা নাগার্জুন। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক। (২) বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন। ইনি বিচার মল্ল বৌদ্ধ। (৩) বৌদ্ধদর্শন প্রবর্ত্তক নাগার্জুন। ইনি শূন্যবাদী মহাযান সম্প্রদায়ের প্রচারক। (৪) সাধক নাগার্জুন। ইনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ।

কেহ কেহ বৌদ্ধ নাগার্জুনকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের সহিত এক মত হইতে পারিতেছি না। আমার মতে এই গ্রন্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতের রচিত নহে। উহা হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বী মহাসাধক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রচিত। যদি বৌদ্ধ পণ্ডিত এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতেন, তবে তিনি মঙ্গলাচরণে পরম শিবকে প্রণাম না করিয়া অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থের ন্যায় বুদ্ধকে বা তাঁহার শিষ্যকে প্রণাম করিতেন। কিন্তু এখানে তিনি পরম শিব ও বাগ্‌দেবীকে প্রণাম করিয়াছেন। বৈদিক দেবতা পরম শিব ও বাগ্‌দেবী বৌদ্ধের প্রণম্য হইতে পারেন না।

বেদের অপ্রামাণ্যবাদী নাস্তিক বৌদ্ধ কখনও বেদ ও শিব-প্রণীত আগম এবং মুনিগণ সিদ্ধ দেশিকগণ বিরচিত তান্ত্রিক নিবন্ধকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের মতে এই শাস্ত্রগুলি প্রমাণই নহে। অথচ গ্রন্থকার এই সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; নূতন কিছুই বলেন নাই। যে সকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাহার কোনখানিই বৌদ্ধ প্রণীত বৌদ্ধ গ্রন্থ নহে।

বিশেষ, কোন সনাতনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৌদ্ধের সাধনার গ্রন্থ বা ধর্ম গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া কোন সাধনার গ্রন্থ লিখেন নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাদি শাস্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধ মানবের সমস্ত কাম্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। এই সকল শাস্ত্রে সমস্ত কর্ম ও সমস্ত দেবতার প্রয়োগ পূজা পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এমন কি বিষয়, এমন কি মন্ত্র, এমন কোন দেবতা আছেন, যাহা সনাতনীগণ গ্রহণ করিতে পারেন ?

সত্য বটে, বৌদ্ধগণের মধ্যে তারা, মহাকাল প্রভৃতি কতিপয় দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। সেই জন্যই কি তাঁহারা বৌদ্ধদেবতা হইয়া যাইবেন ? আমার মনে হয়, বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদিগণের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন ; কোন কোন স্থানে নিজেদের প্রভাব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া হিন্দুদের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া কোন কোন দেবতার জপ পূজার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সেই দেবতাকে পূজ্যরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন।

হিন্দুগণ পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধদেবতা তারা প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই মতবাদ একেবারেই অসত্য। তাহা যদি হইত, তবে ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ভগবান্

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শঙ্করাচার্য্য তারার স্তুতি করিতেন না। যে হিন্দু পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, যাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ভারত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া নিবীর্য্য ও পরাধীন হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানেন। তাঁহারা বৌদ্ধ দেবতা তারাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা একেবারেই অসত্য ও অবিশ্বাস্য। আমি শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর ভূমিকায় ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সমস্ত কারণে আমি মনে করি, এই গ্রন্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতের রচিত নহে। উহা সনাতনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রচিত।

আমি এই গ্রন্থের প্রকাশে তিনখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। এক—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত। দুই—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। তিন—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত। ফুটনোটে এই গুলিকে যথাক্রমে ক+খ+গ এই সঙ্কেতে ব্যবহার করিয়াছি।

পরিশিষ্টটি খ ও গ পুস্তকে নাই এবং উহার শেষে উপসংহারের পরিচয়ও কিছু নাই। কিন্তু লেখার শৈলী একরূপ। উহা নাগার্জুন কর্ত্তৃক বা তাঁহার শিষ্য কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে যোজিত হইয়াছে কিনা, তাহা পাঠকগণ বিচার করুন।

এই গ্রন্থখানির অশুদ্ধ পাঠগুলি যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। অল্প সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের সহজবোধের জন্য সরল বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছি। উহা মূলের নীচে শ্লোকাঙ্ক অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠান্তরগুলি বিভিন্ন পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া ফুটনোটে সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহা শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে। কতিপয় স্থলে বিষয়ের অশুদ্ধি বহু পরিশ্রমে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংশোধন পত্রে তাহা দিয়াছি। আরও যে বিষয়ের অশুদ্ধি নাই, সমস্তই সংশোধিত হইয়াছে; এরূপ বলিবার সাহস আমার নাই। আরও কিছু কিছু অশুদ্ধি রহিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই নাই বলিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারি নাই। মুদ্রাকর প্রমাদ বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইলে তাহা পাঠকগণ নিজেই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। এই ত্রুটির জন্য আমি অবনত মস্তকে ক্ষমা চাহিতেছি। গ্রন্থখানিকে নির্ভুল ও সুন্দর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইলে ইহা দ্বারা উপকৃত হইলে শ্রম সফল মনে করিব।

নবভারত পাব্লিসারের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সাহা মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থ বহুকাল পরে প্রকাশিত হইল। ইনি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ না করিলে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। ভগবান্ পরমেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

ইনি মহামনীষী তন্ত্র-শাস্ত্র-পারঙ্গত প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ রচিত আগম-তত্ত্ব-বিলাস গ্রন্থখানি সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইহা

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা তন্ত্রসার অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তন্ত্রসারে যে সমস্ত ন্যূনতা আছে; ইহাতে তাহা নাই; যে সমস্ত প্রমাদ আছে, তাহা প্রমাণ সহকারে সংশোধন করিয়াছেন, বিচার্য্যস্থলে বিচার করিয়া সিদ্ধান্তগুলি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন; সঙ্কল্প হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই ইহা অপূর্ব ও সুন্দর। অনুসন্ধিৎসু প্রয়োগ-কুশল পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ ইহা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহা অতি বৃহৎ গ্রন্থ বলিয়া একাধিক খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। অচিরেই উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। রণজিৎ বাবু বাঙ্গালী পণ্ডিতের অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া ঈশ্বর ঈশ্বরীর সাধনার সহায়তা করিয়া তাঁহাদের কৃপাভাজন হইয়াছেন। শ্রীমানের উপর তাঁহাদের করুণাধারা বর্ষিত হউক।

আশ্রব

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথমঃ পটলঃ	
মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থসূচনা	১
গ্রন্থের উপজীব্য গ্রন্থ	২
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়	৩
সিদ্ধ সাধ্যাদি বিচার	৪
সাধনার স্থান	৬
কূর্মচক্র	„
জপমালার মণি-সংখ্যা	৮
জপে অঙ্গুলি-নিয়ম	৯
জপের সময়	১০
জপে আসন-নিয়ম	১১
জপের বার ও তিথি	„
জপস্থান ও দিক্‌নিয়মাদি	১২
ধ্যানের স্থান ও ফল	১৩
ধ্যেয় মূর্তির বর্ণভেদ	১৪
জপের প্রকারভেদ ও হোম	„
কর্মভেদে হোমদ্রব্যের ভেদ	১৫
সাধকের ভোজন নিয়ম	১৬
মন্ত্রসিদ্ধির শেষ সপ্ত উপায়	১৭
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ	
বশীকরণ	
সর্ব্বলোক বশীকরণ	২০
বশীকরণ প্রয়োগ	„
বশীকরণে নানা প্রয়োগ	২১
তৃতীয়ঃ পটলঃ	
রাজবশী-করণে নানা প্রয়োগ	৩৫
পরবাদিজয়	৩৭
দুষ্টদমন-প্রয়োগ	৩৯
চতুর্থঃ পটলঃ	
নারী-বশীকরণে নানা প্রয়োগ	৪২
পঞ্চমঃ পটলঃ	
দ্রাবণ	৫২
স্ত্রী-দ্রাবণে নানাবিধ প্রয়োগ ও ঔষধ	„
ষষ্ঠঃ পটলঃ	
পতি-বশীকরণ	৫৬
পতি-বশীকরণে নানা প্রয়োগ ও ঔষধ	„
যোনি সঙ্কোচের উপায়	৬০
সপ্তমঃ পটলঃ	
আকর্ষণ	৬১
আকর্ষক মন্ত্রের সিদ্ধি	„
স্ত্রীর আকর্ষণে প্রয়োগ	৬২
স্ত্রীর আকর্ষণে নানা ঔষধ	„
পুরুষের আকর্ষণে প্রয়োগ	৬৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টমঃ পটলঃ	
স্তম্ভন	৬৭
গতির স্তম্ভন	”
উত্থান-স্তম্ভন	”
গোমেষাদি-স্তম্ভন	”
লোক-স্তম্ভন	৬৮
মুখ-স্তম্ভন	”
বাক্-স্তম্ভন	”
শত্রু-স্তম্ভন	৬৯
শত্রুর বাক্য-স্তম্ভন	”
মনঃ, বাক্য ও গতির স্তম্ভন	৭০
বুদ্ধি-স্তম্ভন	”
মন্ত্রজপ দ্বারা মুখ ও গতির স্তম্ভন	৭১
চোরের গতি-স্তম্ভন	”
বহ্নি, মুষিক, ব্যাঘ্র, নৃপতি, চোর; শত্রু প্রভৃতির ভয় নিবারণ	”
বাণ-স্তম্ভন	৭২
শত্রুভয়-নিবারণ	”
সংগ্রামে শত্রু-স্তম্ভন	”
খড়্গাস্তম্ভন ও মন্ত্রবাধা নিবারণ	৭৩
শত্রুর শস্ত্রবাধা ও মেষের খড়্গাচ্ছেদ নিবারণ	”
শস্ত্র-স্তম্ভন	৭৪
শত্রু-জয় প্রয়োগ	”
প্রকারন্তরে শস্ত্র-স্তম্ভন	৭৫
অঙ্গার মধ্যে প্রবেশ	৭৬
তপ্ত লৌহাদি ধারণ	”
অগ্নি-স্তম্ভন	৭৭
গৃহদাহ নিবারণ	৭৯
বস্ত্র সূত্রাদির দাহনিবারণ	৮০
বেগুনের দাহনিবারণ	৮১
যোগপট্টের দাহনিবারণ	”
পৈতার দাহ নিবারণ	”
স্থালীর অন্তঃপাক নিবারণ	”
অন্নপাক নিবারণ	”
দীপ্তাঙ্গারে মুখের দাহনিবারণ	৮২
জল-স্তম্ভন	”
জলে বিচরণ	৮৩
বাপীকূপাদির জল-স্তম্ভন	”
ভগ্ন কুম্ভের জল-স্তম্ভন	৮৪
জল-স্তম্ভন প্রয়োগ	”
নবমঃ পটলঃ	
সৈন্য-স্তম্ভন	৮৫
শস্ত্র-স্তম্ভন	”
শস্ত্রদ্বারা শত্রুনাশ	৮৬
জল দূষণ	৮৭
শস্ত্র দ্বারা প্রকারান্তরে শত্রুনাশ	”
অঘোর মন্ত্রসিদ্ধির উপায়	৮৮
অঘোর মন্ত্রের প্রয়োগ	৮৯
দেবীর নিকট নানা শস্ত্র প্রাপ্তি	”
অঘোরের পূজাপদ্ধতি	৯২
ক্ষেত্রপাল পূজা	৯৪
উক্ত পূজায় পঞ্চ প্রকার মুদ্রা	”
বজ্র, পতঙ্গাদির ভয় নিবারণ	৯৫
দশমঃ পটলঃ	
মোহন	৯৮
মোহকর নানাবিধ ঔষধ	৯৭
মোহকর প্রয়োগ	৯৯
মোহনিবৃত্তির উপায়	১০০

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়	পৃষ্ঠা
একাদশঃ পটলঃ	
উচ্চাটন	১০১
দুষ্টদণ্ডের বিধান	১০১
উচ্চাটনের নানা ঔষধ ও প্রয়োগ	"
উচ্চাটনে পুত্তলিকা প্রয়োগ	১০৮
গ্রাম ও দেশের উচ্চাটন	১০৯
দ্বাদশঃ পটলঃ	
মারণ	১১০
শত্রুর কুল মারণ	"
শত্রুর কুটুম্ব মারণ	"
শত্রুর সন্তান মারণ	"
শত্রুদেহে স্ফোটক সৃষ্টি	১১১
শত্রুর মলরোধ	১১৪
বিবিধ মারণ প্রয়োগ	১১৫
দূরদেশস্থ শত্রুর মারণ	১১৬
ত্রয়োদশঃ পটলঃ	
বিদ্বেষণ	১১৭
পিতা পুত্রের বিদ্বেষণ	"
সহোদরদের পরস্পর বিদ্বেষণ	"
স্বামী-স্ত্রীর বিদ্বেষণ	১১৮
বিদ্বেষকর মন্ত্র	১১৯
চতুর্দশঃ পটলঃ	
ব্যাধি-জনন	১২১
শত্রুদেহে কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি	"
শত্রুদেহে বিস্ফোটক সৃষ্টি	"
শত্রুদেহে লূতার সৃষ্টি	১২২
ঐ লূতার উপশম	১২২
শত্রুদেহে গলৎ কুষ্ঠের সৃষ্টি	১২৩
শত্রুর মূত্ররোধের সৃষ্টি	"
শত্রুর চক্ষুরোগের সৃষ্টি	১২৪
শত্রুর খঞ্জতার সৃষ্টি	"
শত্রু স্ত্রীর রক্তস্রাব সৃষ্টি	১২৫
শত্রুস্ত্রীর মূত্র দ্বারে বেদনা সৃষ্টি	১২৬
শত্রুদেহে জ্বরাতিসার সৃষ্টি	"
শত্রুর মুখরোধ	১২৭
শত্রুর মূত্ররোগ সৃষ্টি	"
শত্রুর বমনরোগ সৃষ্টি	"
শত্রুর শ্বেতকুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি	১২৮
শত্রুস্ত্রীর গ্রহাবেশ সৃষ্টি	"
শত্রু কুম্ভকারের পোয়ান নাশ	১২৯
তেলীর ঘানিনাশ	"
ঘানির তৈল নিঃসরণ স্তম্ভন	"
দোকানে পণ্যদ্রব্যের নাশ	১৩০
শত্রুর শাকক্ষেত্র নাশ	"
শত্রুর উপবন নাশ	"
শস্যাদি ক্ষেত্রের উপদ্রব নিবারণ	"
পঞ্চদশঃ পটলঃ	
ক্লীবকরণ	১৩২
ক্লীবত্বের নানা ঔষধ ও প্রয়োগ	"
ক্লীবত্ব শান্তির নানা উপায়	১৩৩
ষোড়শঃ পটলঃ	
যোনিবন্ধন	১৩৫
যোনিবন্ধন প্রয়োগ	"
যোনিবন্ধন শান্তি	১৩৬
যোনিবন্ধনে শিখাবন্ধন মন্ত্র	১৩৭

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশঃ পটলঃ	
গৃহক্লেশ-নিবারণ	১৩৮
মক্ষিকা-নিবারণের উপায়	„
মূষিকের উপদ্রব-নিবারণ	„
পক্ষিমূষিকাদির মুখ-বন্ধন	১৩৯
যুক-মৎকুণ নিবারণের উপায়	„
কীট পতঙ্গাদির নিবারণ	১৪০
গৃহে সর্প, বৃশ্চিকাদির নিবারণ	১৪১
অষ্টাদশঃ পটলঃ	
কৌতুক	১৪২
কুক্রিয়াকৃত পীড়ার নিবারণ	„
দর্শকের দৃষ্টি বন্ধন	„
বস্ত্রপরিহিতকে উলঙ্গ দর্শন	১৪৩
তালপত্রকে সর্পদর্শন	„
ঐ সর্পের উল্লম্ফন	„
কলশে জলের অপ্রবেশ দর্শন	„
অঙ্কোল তৈল নির্মাণ প্রণালী	„
দৃশ্যকে অদৃশ্যকরণ	১৪৪
সদ্য কেশোদ্গম	„
অকালে ফলোৎপাদন	১৪৫
সদ্য আম্র ফল উৎপাদন	১৪৫
সদ্য পুষ্পাদির উৎপাদন	১৪৫
অন্য বীজে অন্য বৃক্ষের উৎপাদন	১৪৫
কুমুদনালে সর্প দর্শন	১৪৫
অন্য ধাতুতে অন্য ধাতুর দর্শন	১৪৬
দর্পণে গ্রহণ দর্শন	১৪৬
স্থলভূমিতে সমুদ্র দর্শন	১৪৭
ঊনবিংশঃ পটলঃ	
আশ্চর্য্য গুটিকা	১৪৮
বস্ত্র দ্বারা কেশচ্ছেদন	১৪৮
জলের উপর ভ্রমণ	„
জলে প্রদীপ জ্বলন	১৪৯
নটীর নৃত্যনিবৃত্তি	„
অন্ধকারে পুস্তক পাঠ	„
রাত্রিতে দিবার ন্যায় ভ্রমণ	১৫০
তাল যন্ত্রের নাশ	„
রাত্রিকালে দিবার ন্যায় দর্শন	„
পুষ্পবর্ণের বিবর্ণতা সম্পাদন	„
বিচিত্র দর্শন	১৫১
দুগ্ধপাত্রের দুগ্ধশোষ ও দুগ্ধ পূর্ণতা	১৫৭
হস্তস্পর্শে নারিকেল বিদারণ	„
সর্পের মৎস্য রূপ প্রাপ্তি	„
মৎস্যের সর্পরূপ প্রাপ্তি	১৫৮
ক্ষেত্রে ধানের সদ্য উৎপত্তি	„
ধান্য চূর্ণ নির্মিত অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রছেদন	১৫৯
মোম নির্মিত অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রছেদন	„
মস্তকস্থিত বস্ত্র খণ্ডে অগ্নি দর্শন	„
ললাটে অগ্নিদর্শন	১৬০
অগ্নিশিখায় কেশদাহ নিবারণ	„
সর্পের তিরোধান আবির্ভাব	১৬১
চণককে পাষাণীকরণ	„
ফলের উল্লম্ফন	„
হস্তে মৎস্যগ্রহণ	„
অগ্নিতে সৌবীরের আর্দ্রীভাব	১৬২
রুদ্রদর্শন	„
দিনে তারকাদর্শন	„

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূর্য্যরথ-দর্শন	১৬২
দিবায় পিশাচ-দর্শন	"
মুখে অগ্নি-গ্রহণ	১৬৩
অগ্নিমধ্যে পুষ্প-দর্শন	"
আকাশে উল্কা-দর্শন	"
মৃত মৎস্যের পুনর্জ্জীবন	"
বনমধ্যে সাগর প্রদর্শন	"
গৃহে জ্বলন্ত অগ্নির দর্শন	১৬৪
তৈলহীন দীপের জ্বলন	"
সূর্য্যরশ্মিযোগে অগ্নি-প্রজ্বালন	"
প্রকারান্তরে দিবায় তারকা দর্শন	"
রাক্ষস-দর্শন	১৬৫
বহুরূপ-দর্শন	"
ভূমিতে সুবর্ণ-দর্শন	"
গৃহে সর্প-দর্শন	"
বন্ধুবিচ্ছেদের উপায়	১৬৬
বাদ্য যন্ত্রের ভগ্নীকরণ	"
আকাশস্থ পক্ষীর পতনদর্শন	১৬৭
বৃক্ষারূঢ়ের অশ্বারোহণ প্রদর্শন	"
নারীর বিবাদ-দূরীকরণ	"
স্তন-পতন দর্শন	"
লিঙ্গহীনতা-দর্শন	১৬৮
পতিত স্তনের উত্থান	"
সহসা বৃশ্চিকোৎপত্তি-দর্শন	"

বিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
যক্ষিণী-সাধন	১৭০
বিচিত্রা-সাধন	"
কনকবতী-সাধন	১৭১
কুবলয়া-সাধনা	১৭১
বিভ্রমা-সাধন	১৭২
জলপানী-সাধন	"
সুলোচনা-সাধন	"
রতিপ্রিয়া-সাধন	১৭৩
পিশাচিকা-সাধন	"
চন্দ্রগিরা-সাধন	১৭৪
সুরসুন্দরী-সাধন	"
মৈথুনপ্রিয়া-সাধন	১৭৫
মনোহরা-সাধন	"
শঙ্খিনী-সাধন	১৭৬
মণিভদ্র-সাধন	"
ত্যাগী-সাধন	১৭৭
সাগরচেটক-সাধন	"
স্বামীশ্বরী-সাধন	"
বটযক্ষিণী-সাধন	১৭৮
চন্দ্রযোগিনী-সাধন	"
বিশালা-সাধন	১৭৯
মহাভয়া-সাধন	"
চন্দ্রিকা-সাধন	১৮০
পাতালসিদ্ধিদা-সাধন	"
চেটিকা-সাধন	১৮১
রক্তকম্বলা-সাধন	"
বিদ্যুজ্জিহ্বা-সাধন	"
চন্দ্রস্রাবিণী-সাধন	১৮২
চামুণ্ডা-সাধন	১৮৩
পিশাচিনী-সাধন	"
কর্ণপিশাচিনী-সাধন	১৮৪

একবিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অঞ্জন	১৮৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়	পৃষ্ঠা
অঞ্জনে অগ্নিগ্রহণ নিয়ম	১৮৫
কজ্জল গ্রহণের নিয়ম	১৮৬
কজ্জলের দ্রব্যসমূহ	১৮৭
নিধিদর্শক কজ্জল	১৮৮
সর্বভূত-বশীকর অঞ্জন	১৯১

দ্বাবিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুমারাঞ্জন	১৯৪
নিধিদর্শক কুমারাঞ্জন	„

ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
পদাঞ্জন	১৯৬
নিধিদর্শক পাদাঞ্জন	„

চতুর্বিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেপাঞ্জন	১৯৮
নিধিনির্দেশক অঞ্জন	„
হংসীদেবী প্রদত্ত অঞ্জন	১৯৯
স্বর্ণরেখাদেবী দত্ত অঞ্জন	২০০
প্রমোদা প্রদত্ত অঞ্জন	„
যক্ষিণী প্রদত্ত অঞ্জন	২০১
পদ্মিনী প্রদত্ত অঞ্জন	„
কনকাবতী প্রদত্ত অঞ্জন	„

পঞ্চবিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজ্ঞাতনিধিগ্রহণনিয়ম	২০৩
শিখাবন্ধন	„
অজ্ঞাত নিধিগ্রহণের পূর্বকৃত্য	„
অঘোর পূজা	„
অভিষেক	২০৪
সর্পভীতি-হরণ	২০৫
নিধির প্রকারভেদ	২০৮
পলায়মান নিধি দর্শনের উপায়	„
নিধি-শোধন	২০৯

ষড়্‌বিংশ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদৃশ্যীকরণ	২১০
অদৃশ্যকর অঞ্জন	২১১
পক্ষীর অদৃশ্যকর অঞ্জন	২১৫
অদৃশ্যকরী মালা	২২১
অদৃশ্যকর তিলক	২২২

সপ্তবিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাদুকা-সাধন	২২৪
দূরগমন	২২৭
যথেচ্ছ গমন	২২৮

অষ্টাবিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুটিকা-সাধন	২২৮
দ্বাদশ যোজন গমন	„
আকাশে গমন	২৩০
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা	২৩১
সর্পদংশন-মৃতের পুনর্জীবন	২৩৩

ঊনত্রিংশঃ পটলঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালবঞ্চন	২৩৪
মৃত্যুকাল-রোধ	„
মৃত্যুর কালজ্ঞানের উপায়	২৩৫
মৃত্যুকাল সূচক অরিষ্টবর্গ	২৩৬
মৃত্যুকালের প্রতিরোধ	২৩৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিংশঃ পটলঃ	
অত্যাহার ও অনাহার	২৪১
ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ	„
একত্রিংশঃ পটলঃ	
সর্ব্বসিদ্ধিকর-যোগ	২৪৪
যোগ স্থাপন পদ্ধতি	„
জগদ্-বশকর যোগ	২৪৬
পতি-বশকর যোগ	„
যুদ্ধ বিজয় যোগ	২৪৭
চৌরবাধাহর যোগ	„
শত্রু-জয়কর যোগ	„
সর্পাদি-বাধাহর যোগ	২৪৮
ধন-ধান্যকর যোগ	২৪৯
দৃষ্টিস্তম্ভন যোগ	„
বাদ-জয়কর যোগ	২৫০
বিষনাশক যোগ	২৫১
ভূনিধি দর্শনকর যোগ	২৫২
পশু-বশ্যকর যোগ	„
অপস্মার=রোগাদিহর যোগ	২৫৩
অদৃশ্যকর যোগ	„

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্টম্	
খেচরত্বপ্রাপ্তি যোগ	২৫৪
গ্রহদোষ-নিবারণ	২৫৫
বাজীকরণ	২৫৬
মৃতবৎসার=বৎস-জীবনোপায়	২৫৮
কাকবন্ধ্যার পূজা প্রয়োগ	২৬০
ঐ লক্ষণ	„
কাকবন্ধ্যা-দোষোপশমনম্	„
বন্ধ্যাগর্ভজননম্	২৬১
গর্ভস্তম্ভনম্	২৬৩
বীর্য্যস্তম্ভনম্	২৬৪
গর্ভনাশক যোগ	২৬৫
লিঙ্গবর্দ্ধনোপায়	২৬৬
ক্লীবত্বের উপায়	„
লোমনাশের উপায়	২৬৭
স্তন-দৃঢ়ীকরণের উপায়	২৬৮
ভূতপ্রেতপিশাচাদির উপদ্রব-নিবারণের উপায়	„
অধিক আহারশক্তি	২৬৯
অনাহারীর জীবন ধারণ	২৭০
কুতুনী ঔষধির পরিচয়	২৭১

—: :—

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অশুদ্ধি-সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙক্তি
যদ্ যদ্-যোনি *	পদ্মযোনি	৭	৫
অমৃত, শূলরাজ	অমৃত, বৃষভ, শৈলরাজ	৭	১৭
সমুদ্ধৃত্য	সমুদ্ধৃত্য	২১	৮
পুষ্পয়োঃ	পুষ্পয়োঃ	২৬	৬
প্রসিধ্যতি	প্রসীদতি	৩৪	৩
বদ্ধং	বদ্ধং	৩৯	২
পিষ্ট্বং	পিষ্টং	৫৩	১১
তর্পেয়েৎ	তর্পয়েৎ	৭১	৩
চূর্ণস্ত	চূর্ণস্ত	৮৩	১১
বিদার্ধ্য	বিদার্য্য	৯৪	১৪
সর্বসণ্ডী	সর্বষণ্ঠী	১৩২	৬
কৃষ্ণঃ শ্বানং	কৃষ্ণং শ্বানং	১৫১	১
বক্তে	বক্তে	১৫৪	২
রজনী	রজনী	১৮২	৪
শেচতৌ	শৈচতৌ	২০৮	৬
চভুর্দশ্যাং	চতুর্দশ্যাং	২১৭	৩
কামসঙ্কর্ষণ্যৈ	কালসঙ্কর্ষণ্যৈ	২৪০	১
অপস্মার	অপস্মার	২৫৩	১২
মূর্দ্ধ্নি্রস্থৈ	মূর্দ্ধ্নিস্থৈ	২৫৪	৫
শুণ্টিকা	শুষ্ঠিকা	২৬৫	১৩
যস্মৈ যস্মৈ	যস্মৈ কস্মৈ	২৬৯	৮
ভক্ষণা	ভক্ষণ	২৭১	১

* তন্ত্রসারে ও আগমতত্ত্ববিলাসে কূর্মচক্রের নয়টি কোষ্ঠে নয়জন ক্ষেত্রপালের পূজার কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু এই গ্রন্থে ও শারদাতিলকতন্ত্রের টীকা পদার্থাদর্শে নয়জন ক্ষেত্রপালের পূজা বিহিত হইয়াছে। পদার্থাদর্শে যদ্‌যদ্‌যোনি স্থলে পদ্মযোনি এবং শূলরাজ স্থলে শৈলরাজ পাঠ আছে। পদার্থাদর্শ-ধৃত বচনকে সমধিক প্রমাণ মনে করিয়া ঐ পাঠকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছি। এই গ্রন্থে নয় ক্ষেত্রপালের নাম আছে, কিন্তু পদার্থাদর্শে বচনের অশুদ্ধত্বহেতু ক্ষেত্রপালের নাম ও সংখ্যা নির্ণয় অতিকঠিন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুটম্

প্রথমঃ পটলঃ

মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থ-সূচনা

যঃ শান্তঃ পরমালয়ঃ[১] পরশিবঃ কঙ্কালমাল্যন্তকো[২]
ধ্যানাতীত অনাদি-নিত্য-নিলয়ঃ[৩] সঙ্কল্প-সঙ্কোচকঃ।
আভাসান্তর-ভাসকঃ সমরসঃ সর্ব্বাত্মনা বোধকঃ
সোঽয়ং শর্ম দদাতু সর্ব্বজগতাং[৪] বিদ্যাদি-সিদ্ধ্যষ্টকম্ ॥ ১

যা নিত্যা কুলকেলিশোভিত-বপুর্বোধোদিতা জৃম্ভতে
পূর্ণাভাঽমৃতকুণ্ডলা পরপরা মন্ত্রাত্মিকা সিদ্ধিদা।
মালা-পুস্তক-ধারিণীং ত্রিনয়নাং কুন্দেন্দু-বর্ণোজ্জ্বলাং
নিত্যানন্দকুল-প্রকাশ-জননীং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ২

যিনি শান্ত, পরম আলয় (আশ্রয়), পরমশিব, কঙ্কাল-মালী, অন্তকস্বরূপ, ধ্যানের অতীত, অনাদি, নিত্য পদার্থের আশ্রয়, সংকল্প-সঙ্কোচক (সকল প্রকার সঙ্কল্পের সঙ্কোচ (বিনাশ) সাধন করেন, যিনি স্বীয় আভাস (প্রতিবিম্ব) দ্বারা সমস্ত আভ্যন্তর বস্তুর প্রকাশক, যিনি সমরস ও সকলের সর্বরূপে প্রকাশক, সেই পরমশিব সর্বজগতের মঙ্গল ও বিদ্যাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করুন। ১

যিনি নিত্যা, কুলক্রীড়ায় যাঁহার দেহ সুশোভিত, যিনি জ্ঞানে প্রকাশমানা হইয়া নৃত্য করেন। যিনি পূর্ণদীপ্তিশালিনী, অমৃতকুণ্ডলধারিণী, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা, মন্ত্রময়ী ও সিদ্ধিপ্রদায়িনী, যিনি মালা ও পুস্তকধারিণী, যিনি ত্রিনয়না; যিনি কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণে সমুদ্ভাসিতা এবং যিনি নিত্যানন্দসমূহের প্রকাশে জননীস্বরূপা, সেই বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি। ২

১। খ—পরমানয়। ২। খ+গ—কঙ্কালমালান্তকো। ৩। খ+গ—নিত্যনিচয়।
৪। খ—নিত্যজগতাং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অশুদ্ধি-সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙক্তি
যদ্ যদ্-যোনি *	পদ্মযোনি	৭	৫
অম্বৃত, শূলরাজ	অম্বৃত, বৃষভ, শৈলরাজ	৭	১৭
সমূদ্ধৃত্য	সমুদ্ধৃত্য	২১	৮
পূষ্পয়োঃ	পুষ্পয়োঃ	২৬	৬
প্রসিধ্যতি	প্রসীদতি	৩৪	৩
বদ্ধং	বদ্ধং	৩৯	২
পিষ্ট্ং	পিষ্টং	৫৩	১১
তর্পেয়ৎ	তর্পয়েৎ	৭১	৩
চূর্ণস্তু	চূর্ণস্তু	৮৩	১১
বিদার্য্য	বিদার্য্য	৯৪	১৪
সর্বসণ্ডী	সর্বষণ্ঠী	১৩২	৬
কৃষ্ণঃ শ্বানং	কৃষ্ণং শ্বানং	১৫১	১
বক্তে	বক্তে	১৫৪	২
রঞ্জনী	রজনী	১৮২	৪
শেচতৌ	শৈচতৌ	২০৮	৬
চভুর্দশ্যাং	চতুর্দশ্যাং	২১৭	৩
কামসঙ্কর্ষণ্যৈ	কালসঙ্কর্ষণ্যৈ	২৪০	১
অপস্মার	অপস্মার	২৫৩	১২
মূর্দ্ধ্নি্রৈস্থে	মূর্দ্ধ্নিস্থে	২৫৪	৫
শুন্টিকা	শুণ্ঠিকা	২৬৫	১৩
যস্মৈ যস্মৈ	যস্মৈ কস্মৈ	২৬৯	৮
ভক্ষণা	ভক্ষণ	২৭১	১

* তন্ত্রসারে ও আগমতত্ত্ববিলাসে কূর্মচক্রের নয়টি কোষ্ঠে নয়জন ক্ষেত্রপালের পূজার কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু এই গ্রন্থে ও শারদাতিলকতন্ত্রের টীকা পদার্থাদর্শে নয়জন ক্ষেত্রপালের পূজা বিহিত হইয়াছে। পদার্থাদর্শে যদ্‌যদযোনি স্থলে পদ্মযোনি এবং শূলরাজ স্থলে শৈলরাজ পাঠ আছে। পদার্থাদর্শ-ধৃত বচনকে সমধিক প্রমাণ মনে করিয়া ঐ পাঠকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছি। এই গ্রন্থে নয় ক্ষেত্রপালের নাম আছে, কিন্তু পদার্থাদর্শে বচনের অশুদ্ধত্বহেতু ক্ষেত্রপালের নাম ও সংখ্যা নির্ণয় অতিকঠিন।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুটম্

প্রথমঃ পটলঃ

মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থ-সূচনা

যঃ শান্তঃ পরমালয়ঃ[১] পরশিবঃ কঙ্কালমাল্যন্তকো[২]
ধ্যানাতীত অনাদি-নিত্য-নিলয়ঃ[৩] সঙ্কল্প-সঙ্কোচকঃ।
আভাসান্তর-ভাসকঃ সমরসঃ সর্ব্বাত্মনা বোধকঃ
সোঽয়ং শর্ম দদাতু সর্ব্বজগতাং[৪] বিদ্যাদি-সিদ্ধ্যষ্টকম্ ॥ ১

যা নিত্যা কুলকেলিশোভিত-বপুর্বোধোদিতা জৃম্ভতে
পূর্ণাভাঽমৃতকুণ্ডলা পরপরা মন্ত্রাত্মিকা সিদ্ধিদা।
মালা-পুস্তক-ধারিণীং ত্রিনয়নাং কুন্দেন্দু-বর্ণোজ্জ্বলাং
নিত্যানন্দকুল-প্রকাশ-জননীং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ ২

যিনি শান্ত, পরম আলয় (আশ্রয়), পরমশিব, কঙ্কাল-মালী, অন্তকস্বরূপ, ধ্যানের অতীত, অনাদি, নিত্য পদার্থের আশ্রয়, সংকল্প-সঙ্কোচক (সকল প্রকার সঙ্কল্পের সঙ্কোচ (বিনাশ) সাধন করেন, যিনি স্বীয় আভাস (প্রতিবিম্ব) দ্বারা সমস্ত আভ্যন্তর বস্তুর প্রকাশক, যিনি সমরস ও সকলের সর্বরূপে প্রকাশক, সেই পরমশিব সর্বজগতের মঙ্গল ও বিদ্যাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করুন। ১

যিনি নিত্যা, কুলক্রীড়ায় যাঁহার দেহ সুশোভিত, যিনি জ্ঞানে প্রকাশমানা হইয়া নৃত্য করেন। যিনি পূর্ণদীপ্তিশালিনী, অমৃতকুণ্ডলধারিণী, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা, মন্ত্রময়ী ও সিদ্ধিপ্রদায়িনী, যিনি মালা ও পুস্তকধারিণী, যিনি ত্রিনয়না; যিনি কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণে সমুদ্‌ভাসিতা এবং যিনি নিত্যানন্দসমূহের প্রকাশে জননীস্বরূপা, সেই বাগ্‌দেবতাকে আশ্রয় করি। ২

১। খ—পরমানয়। ২। খ+গ—কঙ্কালমালান্তকো। ৩। খ+গ—নিত্যনিচয়।
৪। খ—নিত্যজগতাং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

যেষাং বক্ত্রাচ্ছ্রুতং কিঞ্চিন্ মণি-মন্ত্রৌষধাদিকম্ ।
তৎ-কর্ম্মণি রতান্ পূর্ব্বং প্রণমামি মহাজনান্[১] ॥ ৩

সংসারে বহু-বিস্তীর্ণে বিদ্যাসিদ্ধিরনেকধা ।
প্রোক্তবান্ শঙ্করঃ পূর্ব্বং যদা[২] পৃচ্ছতি পার্ব্বতী ॥ ৪

অন্যৈর্দেবগণৈঃ সিদ্ধৈর্মুনি-দেশিক-সাধকৈঃ ।
যদ্ যদুক্তং হি শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমবলোকিতম্ ॥ ৫

শাম্ভবে যামলে শাস্ত্রে মৌলে কৌলেয়-ডামরে ।
স্বচ্ছন্দে কাকুলে শৌচে রাজতন্ত্রেঽমৃতেশ্বরে[৩] ॥ ৬

উড্ডীশে বাতুলে তন্ত্রে উচ্ছিষ্টে সিদ্ধিশাবরে ।
কিঙ্কিণী-মেরুতন্ত্রে চ কালচণ্ডেশ্বরে মতে ॥ ৭

শাকিনী-ডাকিনীতন্ত্রে রৌদ্রেঽনুগ্রহ-নিগ্রহে ।
কৌতুকে শাল্যতন্ত্রে চ ক্রিয়াকাল-গুণোত্তরে ॥ ৮

হরমেখলকে গ্রন্থে ইন্দ্রজালে রসার্ণবে ।
আথর্ব্বণে মহাবেদে চার্বাকে গারুড়েঽপি চ ॥ ৯

ইত্যেবমাগমোক্তঞ্চ বক্ত্রাদ্ বক্ত্রেণ যচ্ছ্রুতম্ ।

——যাঁহাদিগের প্রমুখাৎ মণি, মন্ত্র ও ঔষধাদির বিষয় কিছু শ্রবণ করিয়াছি এবং যাঁহারা তত্তৎ কর্মে রত, সেই সকল মহাজনগণকে অগ্রে প্রণাম করি। ৩

এই বহু বিস্তীর্ণ সংসারে বিদ্যাসিদ্ধি অনেক প্রকার। পূর্ব্বে পার্ব্বতী যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন মহাদেব শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন এবং অন্য অন্য দেবগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ ও মন্ত্রোপদেষ্টা সাধকগণ যাহা যাহা শাস্ত্রে বলিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই অবলোকন করিয়াছি। ৪-৫

শাম্ভবতন্ত্র, যামলতন্ত্র, মৌল, কৌলেয়, ডামর, স্বচ্ছন্দ, কাকুল, শৌচ, রাজতন্ত্র, অমৃতেশ্বর, উড্ডীশ, বাতুল, উচ্ছিষ্ট, সিদ্ধিতন্ত্র, শাবরতন্ত্র, কিঙ্কিণীতন্ত্র, মেরুতন্ত্র, কালচণ্ডেশ্বর, শাকিনী, ডাকিনীতন্ত্র, রৌদ্র, অনুগ্রহতন্ত্র, নিগ্রহতন্ত্র, কৌতুক, শাল্যতন্ত্র, ক্রিয়াকাল-গুণোত্তর, হরমেখলক গ্রন্থ, ইন্দ্রজাল, রসার্ণব, আথর্ব্বণ মহাবেদ, চার্ব্বাক, গারুড় ইত্যাদি আগমে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে এবং একজনের মুখ হইতে আর

১। খ+গ—মহাত্মনঃ। ২। খ+গ—যদি।
৩। ক+খ—মৃতেশ্বরে এই পাঠ আছে। কিন্তু অমৃতেশ্বরে এই পাঠ সঙ্গত মনে হয়।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

এতৎ সর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য দধ্নো ঘৃতমিবাদরাৎ
সাধকানাং হিতার্থায় মন্ত্রখণ্ডমিহোচ্যতে ॥ ১০
বশ্যমাকর্ষণং স্তম্ভং মোহমুচ্চাট-মারণম্ ।
বিদ্বেষ-ব্যাধিকরণং পশু-শস্যার্থ-নাশনম্ । ১১
কৌতুকঞ্চেন্দ্রজালঞ্চ যক্ষিণীমন্ত্র-সাধনম্ ।
চেটকঞ্চাঞ্জনং দিব্যমদৃশ্যং পাদুকাগতিম্ ॥ ১২
গুটিকা-খেচরত্বঞ্চ মৃতসঞ্জীবনাদিকম্ ।
তথা কক্ষপুটীসিদ্ধিঃ[১] সাঙ্গোপাঙ্গমনেকধা ॥ ১৩
সুসাধ্যং প্রত্যয়োপেতং সাধকানাং হিতং প্রিয়ম্ ।
তত্তন্মন্ত্রমুখং জ্ঞাত্বা কর্ত্তব্যং[২] সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১৪
মন্ত্রসাধনকং পূর্ব্বং সিদ্ধ্যর্থং সাধকোত্তমৈঃ ।
বিনা মন্ত্রবিধানেন ন[৩] সিদ্ধিং লব্ধবান্ ভবেৎ ॥ ১৫
অথ মন্ত্রাংশকং বক্ষ্যে মেরুতন্ত্রে শিবোদিতে ।
মন্ত্র-সাধকয়োর্বর্ণান্ স্বরাংশ্চ ক্রমতঃ পৃথক্ ।

একজন, তাহার মুখ হইতে আর একজন—এইভাবে মুখে মুখে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সাধকগণের হিতার্থ আমি আদরের সহিত দধি হইতে ঘৃতের ন্যায় তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থে মন্ত্রখণ্ড বলিতেছি। ৬-১০

বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটন, মারণ, বিদ্বেষণ, ব্যাধির উৎপাদন, পশু, শস্য ও অর্থের নাশ-করণ, কৌতুক, ইন্দ্রজাল, যক্ষিণীমন্ত্রের সাধন, চেটকসাধন, দিব্য অঞ্জন, অদৃশ্যকরণ, পাদুকাগতি (ক্ষণমধ্যে পাদুকাধারণপূর্ব্বক বহুদূর গমন), গুটিকাসিদ্ধি, খেচরত্বসিদ্ধি, মৃতসঞ্জীবনাদি, কক্ষপুটীসিদ্ধি, এই সমস্ত বিষয় ইহাতে অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত অনেক প্রকারে বর্ণিত হইল। ১১-১৩

যাহা সুসাধ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং সাধকদিগের প্রিয় ও হিতকর। সিদ্ধিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি অগ্রে সেই সেই মন্ত্রশ্রেষ্ঠ অবগত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিবেন। সাধকশ্রেষ্ঠগণ অগ্রে সিদ্ধির জন্য মন্ত্রের সাধনা করিবেন। মন্ত্রের বিধান ব্যতীত কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। ১৪-১৫

শিবকথিত মেরুতন্ত্রে যে মন্ত্রাংশ বিদ্যমান আছে, তাহা অতঃপর বলিব। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রথম মন্ত্র-বিচার আবশ্যক। মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ দেয় মন্ত্র ও সাধকের নামের ব্যঞ্জনবর্ণ

১। খ+গ—কক্ষপুটীসিদ্ধাঃ। ২। খ+গ—কর্ত্তব্যা। ৩। ক+খ+গ—স সিদ্ধিং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিধায় সিদ্ধ-সাধ্যাদ্যৈর্গণয়েন্ মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ১৬
মন্ত্রং বিচার্য্য ক্রমেণ সাধয়েৎ ক্রমতঃ পৃথক্ ।
বিধায় সিদ্ধ-সাধ্যারি-সুসিদ্ধান্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ১৭
অনুস্বারং বিসর্গঞ্চ জিহ্বামূলীয়-সংজ্ঞকম্ ।
সহিতোচ্চারণাৎ প্রাপ্তং ক্লীব-লক্ষৈরসংযুতম্[১] ।
অপভ্রংশাক্ষরং ত্যক্ত্বা সাধকশ্চাত্র শোধয়েৎ ॥ ১৮
ব্যঞ্জনৈর্ব্যঞ্জনং শোধ্যং স্বরৈর্নাম স্বরাংস্তথা
আদ্যমাদ্যেন সংশোধ্যং দ্বিতীয়েন দ্বিতীয়কম্ ।
অনেনৈব প্রকারেণ শেষাঃ শোধ্যা যথাক্রমম্ ॥ ১৯
আদ্যং যদক্ষরং নাম্নো[২] স্থাপয়েৎ তু তদাদিতঃ ।
এবং মন্ত্রাক্ষরং স্থাপ্যং মাত্রাঙ্কানাময়ং[৩] ক্রমঃ ॥ ২০
চতুষ্কঞ্চ চতুষ্কঞ্চ পরিত্যাজ্যং পুনঃ পুনঃ ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি-সংজ্ঞয়ৈব যথাক্রমম্ ॥ ২১

ও স্বরবর্ণগুলি ক্রমে ক্রমে পৃথক্ করিয়া ক্রমানুসারে সিদ্ধ, সাধ্যাদি দ্বারা গণনা করিবেন। ১৬

মন্ত্রবিৎ সাধক সিদ্ধি, সাধ্য, অরি ও সুসিদ্ধকে ক্রমে ক্রমে পৃথক্ করিয়া ক্রমে ক্রমে মন্ত্রকে বিচার করিয়া সাধনা করিবেন। ১৭

সহোচ্চারণ প্রাপ্ত অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় নামক বর্ণ, ক্লীব বর্ণ ও লক্ষ বর্ণ অপভ্রংশাক্ষর প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ সাধক কেবল মন্ত্রের অক্ষর শোধন করিবেন। ১৮

ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ দ্বারা নামের স্বরবর্ণ শোধন করিবেন। আদ্য দ্বারা আদ্য ও দ্বিতীয় দ্বারা দ্বিতীয় শোধন করিতে হয়। এই প্রকারে অবশিষ্ট বর্ণগুলি ক্রমে ক্রমে শোধন করিবেন। ১৯

নামের যে অক্ষরটি প্রথম, সেই অক্ষরটিকে কোষ্ঠের প্রথম কোষ্ঠ হইতে ক্রমে ক্রমে স্থাপন করিবেন। এইরূপ মন্ত্রাক্ষরকেও স্থাপন করিবেন। স্বরসংখ্যা প্রভৃতির স্থাপনের এই ক্রম। ২০

বার বার প্রতি চতুষ্ক কোষ্ঠ পরিত্যাজ্য। সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি নামের দ্বারা

১। ক+খ+গ—কেবলাক্ষরসংযুতম্। এই পাঠ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ মূলে প্রদত্ত হইল।
২। খ+গ—নাম্না গোপনেন। মনে হয় এই পাঠও অশুদ্ধ। স্থাপয়েৎ বা গোপয়েৎ হইবে।
৩। গ—মাত্রাঙ্কারাম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

এবং ক্রমেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং গণনে কৃতে
কিয়ৎ সিদ্ধং কিয়ৎ সাধ্যমিত্যাদ্যপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২
যত্র মন্ত্রে[১] ভবেদেতৎ সিদ্ধাদীনাং[২] চতুষ্টয়ম্ ।
স মন্ত্রঃ সিদ্ধ ইত্যুক্তঃ সাধ্যো বৈ সিদ্ধবর্জ্জিতঃ[৩] ॥ ২৩
রিপুবর্জ্জং যত্র মন্ত্রং[৪] সা সুসিদ্ধিরিহোচ্যতে ।
সুসিদ্ধমরিহীনঞ্চ মন্ত্রং[৫] যচ্ছত্রুভূষিতম্ ॥ ২৪
আদিসিদ্ধোঽন্তসিদ্ধোঽয়ং[৬] মধ্যসিদ্ধোঽথবা ভবেৎ
সুসিদ্ধঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সাধকানাং ফলপ্রদঃ ॥ ২৫
আদাবন্তে সুসিদ্ধোঽয়ং ত্রৈলোক্যমপি দাস্যতি ।
আদাবন্তে চ সাধ্যো যঃ সোঽতিকালেন সিধ্যতি ।
আদাবন্তে চ যঃ শত্রুঃ সাধকং মারয়ত্যলম্ ॥ ২৬
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যোঽথ জপ-হোমতঃ ।
সুসিদ্ধঃ স্মরণাদ্ দেবি ! রিপুঃ সাধক-মারকঃ ॥ ২৭

ক্রমে ক্রমে গণনা করিবেন। এই ক্রমে সমস্ত মন্ত্রের গণনা করিলে কোন্‌টি সিদ্ধ, কোন্‌টি সাধ্য ইত্যাদি চিন্তা করিবেন। ২১-২২

যে মন্ত্রে এই সিদ্ধাদিসমূহের চারিটি হইবে, সে মন্ত্র সিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। সিদ্ধিবর্জিত মন্ত্র সাধ্য বলিয়া কথিত হয়। ২৩

যেখানে মন্ত্র রিপু বর্জিত হয়, এখানে তাহা সুসিদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। অরিহীন সুসিদ্ধ মন্ত্রকে গ্রহণ করিবেন। শত্রু ভূষিত মন্ত্রকে গ্রহণ করিবেন না। ২৪

এই মন্ত্র আদিসিদ্ধ, অন্তসিদ্ধ অথবা মধ্যসিদ্ধ হইতে পারে, সুসিদ্ধও হইতে পারে। যে মন্ত্র সুসিদ্ধ, তাহা সাধকের ফলপ্রদ জানিবেন। ২৫

আদিতে ও অন্তে এই মন্ত্র সুসিদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্যও দান করিবে। যে মন্ত্র আদিতে ও অন্তে সাধ্য, তাহা দীর্ঘকালে সিদ্ধ হয়। যে মন্ত্র আদিতে ও অন্তে শত্রু, সে মন্ত্র সাধককে নিশ্চয়ই বিনাশ করে। ২৬

সিদ্ধ মন্ত্র যথাকালে সিদ্ধ হয়, সাধ্য মন্ত্র জপ হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুসিদ্ধ মন্ত্র স্মরণমাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং অরি মন্ত্র সাধককে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। ২৭

১। ক+খ+গ—যন্ত্রমন্ত্রে। ২। খ+গ—সিদ্ধ্যাদীনাং। ৩। ক+খ+গ—সিদ্ধিবর্জিতঃ।
৪। ক+খ+গ—মন্ত্রযন্ত্রং। ৫। গ—সুসিদ্ধিমবিহীনঞ্চ। ক+খ+গ—যন্ত্রং।
৬। ক+খ+গ—আদিসিদ্ধান্তসিদ্ধোঽয়ং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

এবং মন্ত্রাংশকং জ্ঞাত্বা সুসিদ্ধং সিদ্ধমেব চ।
সাধ্যঞ্চাপি ক্বচিদ্ গ্রাহ্যং সিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রমুত্তমম্।
শাস্ত্রাদ্ বা গুরু-বক্ত্রাদ্ বা গ্রাহয়েৎ সাধয়েৎ পুনঃ ॥ ২৮

সাধনার স্থান

পুরে বা পত্তনে গ্রামে কটকে সিন্ধুসঙ্গমে।
বনে চোপবনে তীর্থে মহাপীঠে চ সাগরে ॥ ২৯
পর্ব্বতে সিদ্ধবৃক্ষে চ কুলবৃক্ষে[১] শ্মশানকে।
গুহা-মাতৃগুহে পুণ্যক্ষেত্রে বাথ মহানদে ॥ ৩০
সিদ্ধমন্ত্রে শিবস্থানে গৃহে বাথ যথোদিতে।
দীপস্থানং সুনিশ্চিত্য কূর্ম্মচক্রে সুসিদ্ধিদম্ ॥ ৩১

কূর্মচক্র

সপ্তবর্গং[২] লিখেদ্ধীমান্ মধ্যতো যাবদুত্তরম্।
ল-ক্ষমীশপদে[৩] ক্ষেত্রে বেদান্তে নবকোষ্ঠকে[৪] ॥ ৩১

এইরূপে মন্ত্রাংশ জ্ঞাত হইয়া সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। কোন স্থলে উত্তম সাধ্য মন্ত্রও সিদ্ধির জন্য গ্রহণীয়। শাস্ত্র হইতে বা গুরুমুখ হইতে উত্তম মন্ত্র জানিয়া ও গ্রহণ করাইয়া সাধনা করিবেন। ২৮

পুর, (গৃহ) পত্তন, (নগর) গ্রাম, কটক, (পর্বতের সানুদেশ) নদীসঙ্গম, বন, উপবন, তীর্থ, মহাপীঠ, সাগর, পর্ব্বত, সিদ্ধবৃক্ষের মূল, কুলবৃক্ষের মূল, শ্মশান, গুহা, মাতৃগুহা, পুণ্যক্ষেত্র, মহানদ—এই সকল স্থানের মধ্যে যে কোন স্থানে মন্ত্রের সাধনা করিবেন। সিদ্ধমন্ত্র সাধনা করিতে হইলে শিবমন্দিরে বা গৃহে যথোক্ত স্থানে বসিয়া করিতে পারেন। কূর্ম্মচক্রে সিদ্ধিপ্রদ দীপস্থান স্থির করতঃ তথায় বসিয়া মন্ত্রের সাধনা করিবেন। ২৯-৩১

জপ ও পূজায় বসিবার স্থানে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিম চারিটি রেখা পাত করিয়া মধ্যে সংযুক্ত রেখা চারিটির মধ্যে দুই দুইটি রেখা দিয়া নয়টি কোষ্ঠ করিবেন। ধীমান্ পূজ্য পূজকের মধ্য নামক পূর্বদিক্ হইতে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত বাহিরের সাতটি কোষ্ঠে যথাক্রমে সাতটি বর্গ বর্ণ লিখিবেন। ঈশান কোষ্ঠে ল ও ক্ষ বর্ণ লিখিবেন। সেই বর্গগুলি কাদি অর্থাৎ ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ, য বর্গ ও শ বর্গ। শেষ যাদি ও শাদি—এই দুইটি বর্গ বেদ (চারি) সংখ্যক। মধ্যের নয়টি কোষ্ঠে সেই স্বর বর্ণসমূহ আছে।

১। খ+গ—সিদ্ধবৃক্ষে চ মূলে বৃক্ষে। ২। ক+খ+গ—অপবর্গং।
৩। ক+খ+গ—ক্ষমীশানপদে ৪। খ+গ—নেকবোষ্টকে, ক—হনেককোষ্ঠকে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

হৃদাস্য-ভুজকুক্ষ্যঙ্ঘ্রি-পুচ্ছং বর্ণক্রমাৎ স্থিতাঃ[১]।
পদানি[২] দীপসংজ্ঞানি তেষু ক্ষেত্রাধিপালকঃ ॥ ৩৩
অমৃতং বৃষভঞ্চৈব শূলরাজঞ্চ বাসুকিম্।
অমরং অজরঞ্চৈব পূজ্যং শক্তিযুতং তথা ॥ ৩৪
যদ্‌যদ্‌যোনির্মহাশঙ্খো (?) জ্ঞেয়স্তন্ত্রাদনুক্রমাৎ[৩]।
মধ্যাৎ[৪] পূর্ব্বাদিতঃ পূজ্যা মন্ত্রমত্রৈব কথ্যতে ॥ ৩৫

ওঁ অমুকক্ষেত্রপাল অমৃতদেবীপুত্র অবতার মুবল্লিং নিপিতং গৃহ্ণ ওঁ খ খ ল ল খ খ ল ল ক্ষেত্রপাল সর্ব্ববিঘ্নান্ হন হন স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্বক্ষেত্রপালা অমৃতাদয়ঃ পূজ্যাঃ ॥ ৩৬

যত্র যত্র ভবেদ্ বর্গে ক্ষেত্রাণামাদ্যমক্ষরম্।
তন্মুখং শেষ-বর্গেষু কর-কুক্ষ্যঙ্ঘ্রি কল্পনা ॥ ৩৭
মুখস্থঃ ক্ষোভতে মন্ত্রী[৫] করস্থঃ স্বল্পভোগভাক্।
কুক্ষিস্থিতো হ্যুদাসীনঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮

হৃদয়, মুখ, দুই বাহু, দুই কুক্ষি, দুই পাদ ও পুচ্ছ বর্ণক্রমে অবস্থিত আছে। অবশিষ্ট কোষ্ঠগুলি দীপ নামক কোষ্ঠ। সেই দীপনামক কোষ্ঠগুলিতে ক্ষেত্রপাল অবস্থিত আছেন। ৩২-৩৩

সাধক ঐ স্থানে বসিয়া অমৃত, শূলরাজ, বাসুকি, অমর, অজর—শক্তির সহিত এই ক্ষেত্রপালগণকে পূজা করিবেন। ৩৪

ক্ষেত্রপাল সমূহের যে যে যোনি (জননী), তাহা তন্ত্র হইতে অনুক্রমে জানিতে হইবে। মধ্য কোষ্ঠ হইতে পূর্বাদি-ক্রমে ক্ষেত্রপালগণকে পূজা করিবেন। এখানে পূজামন্ত্র কথিত হইতেছে। ৩৫

"ওঁ অমুক ক্ষেত্রপাল" ইত্যাদি মূলোক্ত এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। অমুক ক্ষেত্রপাল এই স্থলে অমুক পদের স্থানে অমৃত প্রভৃতি ক্ষেত্রপালের নাম বলিবেন। ৩৬

যে যে বর্গে ক্ষেত্রের অর্থাৎ গ্রামের আদি অক্ষর অবস্থিত, তাহাই মুখ। অবশিষ্ট বর্গসমূহে হস্ত, কুক্ষি ও পাদের কল্পনা করিবেন। ৩৭

মন্ত্রী মুখে অবস্থিত হইয়া জপ করিলে ক্ষুব্ধ হন। করে অবস্থিত হইলে অল্প ভোগভাগী হন, কুক্ষিস্থ হইলে উদাসীন হন, পদস্থ হইলে দুঃখ প্রাপ্ত হন। ৩৮

১। ক+খ+গ—পুচ্ছবর্গক্রমাৎ। ২। ক+খ+গ—যদাদি।
৩। ক+খ+গ—শঙ্খো জ্ঞেয়স্তত্রানক্রমাৎ। ৪। খ+গ—মধ্যমাৎ।
৫। ক+খ+গ—ক্ষোভয়েন্মন্ত্রী।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পুচ্ছ-স্থিতো বধং বন্ধং তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
দীপস্থানমতঃ ক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং শুচির্জপেৎ ॥ ৩৯
ক্ষেত্র-সাধন-মন্ত্রাণামেকমেবাদ্যমক্ষরম্ ।
যদি স্যাৎ স ধ্রুবং মন্ত্রং[১] ক্ষিপ্রমেব সুসিধ্যতি[২] ।
জপমালাদি-সিদ্ধান্তা মন্ত্রাণাং সাধনোচ্যতে ॥ ৪০

জপমালার মণিসংখ্যা

অষ্টোত্তরশতঞ্চৈব চতুঃপঞ্চাশদেব বা[৩] ।
সপ্তবিংশন্মণির্বাথ কর্ত্তব্যা জপমালিকা ॥ ৪১
উত্তমা মধ্যমা হীনা ত্রিধা প্রোক্তা ক্রমেণ তু ।
ব্রহ্মগ্রন্থ্যন্বিতা প্রোক্তা মেরুতন্ত্রে শিবোদিতা ॥ ৪২
মন্ত্র-প্রত্যক্ষতা-সিদ্ধ্যৈ শান্তিকে বাথ পৌষ্টিকে ।
স্ফাটিকী মৌক্তিকী বাপি প্রোতব্যা[৪] সিতসূত্রকৈঃ ॥ ৪৩
সর্ব্বকাম-প্রসিদ্ধ্যর্থং জপেদ্ রুদ্রাক্ষমালয়া ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থী জপেৎ পদ্মাক্ষমালয়া ॥ ৪৪

পুচ্ছে অবস্থিত সাধক বধ ও সেই সেই বন্ধগুলি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন। অতএব দীপস্থান ক্ষেত্রকে জানিয়া শুচি হইয়া মন্ত্রকে জপ করিবেন। ৩৯

যদি ক্ষেত্র, সাধক ও মন্ত্রের আদি অক্ষর এক হয়, তবে সেই মন্ত্র শীঘ্রই নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। জপমালায় জপের আদি হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত কর্মগুলি মন্ত্রের সাধনা কথিত হয়। ৪০

মন্ত্রের সাধনাতে মালা দ্বারাই জপ করিতে হয়। অষ্টোত্তর শত (১০৮) অথবা চতুঃপঞ্চাশৎ (৫৪) কিংবা সপ্তবিংশতি (২৭) মণি দ্বারা মালা প্রস্তুত করিবেন। যথাক্রমে এই মালা—উত্তম, মধ্যম ও অধম বলিয়া কথিত হয়। মেরু তন্ত্রে শিব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মগ্রন্থি দিয়া মালা প্রস্তুত করিতে হয়। ৪১-৪২

শান্তিকার্য্যে বা পুষ্টিকার্য্যে মন্ত্রফলের প্রত্যক্ষের জন্য স্ফটিক বা মুক্তা দ্বারা গুটি প্রস্তুত করিয়া শ্বেতসূত্র দ্বারা মালা গ্রথিত করিবেন। ৪৩

সর্ব্বকামনার সিদ্ধির জন্য রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা জপ করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামী পদ্মাক্ষের (পদ্মবীজের) মালা দ্বারা জপ করিবেন। ৪৪

১। খ—মন্ত্র শুচি। ২। খ+গ—সুসিধ্যতি ইত্যনন্তরং ইতি কূর্মচক্রমিত্যধিকঃ পাঠঃ।
৩। খ+গ—পঞ্চাশদেব তাঃ। ৪। খ+গ—প্রোক্তব্যা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সারস্বতে প্রবালোত্থা বশ্যে সৈব প্রকীর্ত্তিতা।
পদ্মরাগময়ী বাপি সমস্তে পুত্রজীবিকা ॥ ৪৫
বেগাত্তুচ্চাটয়েচ্ছত্রুং[১] মহাদেবেন ভাষিতম্।
গর্দ্দভস্য হ্যধোদন্তৈর্মণিং কৃত্বা চ বালকৈঃ।
জপমালা প্রকর্ত্তব্যা শত্রূণাং মার-কর্ম্মণি ॥ ৪৬
লোম্না পূল্যস্য সূত্রেণ প্রোতব্যা কার্য্যসিদ্ধিদা।
প্রেতদন্তৈরথোদ্ভূতা কর্ত্তব্যা জপমালিকা।
সাধ্যদেহ-নখৈঃ কেশৈঃ গ্রথিতা দ্বেষ-কর্ম্মণি ॥ ৪৭
মণিভিঃ শঙ্খসম্ভূতৈরক্ষমালাঽর্থ-সাধনে।
নিধানযক্ষিণী-সিদ্ধ্যৈ প্রোতব্যা সিতসূত্রকৈঃ ॥ ৪৮

জপে অঙ্গুলি-নিয়ম

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু জপেদুত্তম-কর্ম্মণি।
অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমাভ্যান্তু জপেদাকৃষ্ট-কর্ম্মণি। ৪৯
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যোগেন বিদ্বেষোচ্চাটনে জপঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকাভ্যান্তু জপেন্মারণকর্ম্মণি ॥ ৫০

সারস্বতে প্রবালকৃত মালা, বশীকরণে সেই প্রবালমালা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিম্বা পদ্মরাগময়ী মালা প্রশস্তা এবং অন্য সমস্ত ক্রিয়ায় পুত্রজীব বীজের মালা প্রশস্তা। ৪৫

মহাদেব বলিয়াছেন, শত্রুকে উচ্চাটন করিতে হইলে বেগ সহকারে মন্ত্র জপ করিতে হয়। শত্রুর মারণকার্য্যে বালকের কর্তৃক গর্দ্দভের অধোদন্ত দ্বারা মণি করিয়া জপমালা করিবেন। ৪৬

পূল্যের (পশুবিশেষ) রোমজাত সূত্র দ্বারা মালা গ্রথিত করিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। বিদ্বেষ কার্য্যে মৃত ব্যক্তির দন্ত দ্বারা মণি প্রস্তুত করতঃ সাধ্য ব্যক্তির নখ ও কেশ দ্বারা গ্রথিত করিবেন। ৪৭

অর্থসাধনে অর্থাৎ কোন ভূম্যাদি মধ্যে প্রোথিত অর্থ পাইতে হইলে নিধান যক্ষিণীকে বশ করিতে হয়। সেই নিধান যক্ষিণীর সিদ্ধি কার্য্যে শঙ্খ সম্ভূত মণি দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিয়া শ্বেতসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিবেন। ৪৮

উত্তম কর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, আকর্ষণে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জপ করিবেন। বিদ্বেষণে ও উচ্চাটনে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং মারণ কর্ম্মে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিতে হয়। ৪৯-৫০

---

১ খ+গ—বেগাত্তুচ্চাটয়েচ্ছত্রুং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পুচ্ছ-স্থিতো বধং বন্ধং তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
দীপস্থানমতঃ ক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং শুচির্জপেৎ ॥ ৩৯
ক্ষেত্র-সাধন-মন্ত্রাণামেকমেবাদ্যমক্ষরম্ ।
যদি স্যাৎ স ধ্রুবং মন্ত্রং[১] ক্ষিপ্রমেব সুসিধ্যতি[২] ।
জপমালাদি-সিদ্ধান্তা মন্ত্রাণাং সাধনোচ্যতে ॥ ৪০

জপমালার মণিসংখ্যা

অষ্টোত্তরশতঞ্চৈব চতুঃপঞ্চাশদেব বা[৩] ।
সপ্তবিংশন্মণির্বাথ কর্ত্তব্যা জপমালিকা ॥ ৪১
উত্তমা মধ্যমা হীনা ত্রিধা প্রোক্তা ক্রমেণ তু ।
ব্রহ্মগ্রন্থ্যন্বিতা প্রোক্তা মেরুতন্ত্রে শিবোদিতা ॥ ৪২
মন্ত্র-প্রত্যক্ষতা-সিদ্ধ্যৈ শান্তিকে বাথ পৌষ্টিকে ।
স্ফাটিকী মৌক্তিকী বাপি প্রোতব্যা[৪] সিতসূত্রকৈঃ ॥ ৪৩
সর্ব্বকাম-প্রসিদ্ধ্যর্থং জপেদ্ রুদ্রাক্ষমালয়া ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থী জপেৎ পদ্মাক্ষমালয়া ॥ ৪৪

পুচ্ছে অবস্থিত সাধক বধ ও সেই সেই বন্ধগুলি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন। অতএব দীপস্থান ক্ষেত্রকে জানিয়া শুচি হইয়া মন্ত্রকে জপ করিবেন। ৩৯

যদি ক্ষেত্র, সাধক ও মন্ত্রের আদি অক্ষর এক হয়, তবে সেই মন্ত্র শীঘ্রই নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। জপমালায় জপের আদি হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত কর্মগুলি মন্ত্রের সাধনা কথিত হয়। ৪০

মন্ত্রের সাধনাতে মালা দ্বারাই জপ করিতে হয়। অষ্টোত্তর শত (১০৮) অথবা চতুঃপঞ্চাশৎ (৫৪) কিংবা সপ্তবিংশতি (২৭) মণি দ্বারা মালা প্রস্তুত করিবেন। যথাক্রমে এই মালা—উত্তম, মধ্যম ও অধম বলিয়া কথিত হয়। মেরু তন্ত্রে শিব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মগ্রন্থি দিয়া মালা প্রস্তুত করিতে হয়। ৪১-৪২

শান্তিকার্য্যে বা পুষ্টিকার্য্যে মন্ত্রফলের প্রত্যক্ষের জন্য স্ফটিক বা মুক্তা দ্বারা গুটি প্রস্তুত করিয়া শ্বেতসূত্র দ্বারা মালা গ্রথিত করিবেন। ৪৩

সর্ব্বকামনার সিদ্ধির জন্য রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা জপ করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামী পদ্মাক্ষের (পদ্মবীজের) মালা দ্বারা জপ করিবেন। ৪৪

১। খ—মন্ত্র শুচি। ২। খ+গ—সুসিধ্যতি ইত্যনন্তরং ইতি কূর্মচক্রমিত্যধিকঃ পাঠঃ।
৩। খ+গ—পঞ্চাশদেব তাঃ। ৪। খ+গ—প্রোক্তব্যা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সারস্বতে প্রবালোত্থা বশ্যে সৈব প্রকীর্ত্তিতা ।
পদ্মরাগময়ী বাপি সমস্তে পুত্রজীবিকা ॥ ৪৫
বেগাদুচ্চাটয়েচ্ছক্রুং[১] মহাদেবেন ভাষিতম্ ।
গর্দ্দভস্য হ্যধোদন্তৈর্মণিং কৃত্বা চ বালকৈঃ ।
জপমালা প্রকর্ত্তব্যা শত্রূণাং মার-কর্ম্মণি ॥ ৪৬
লোম্না পূল্যস্য সূত্রেণ প্রোতব্যা কার্য্যসিদ্ধিদা ।
প্রেতদন্তৈরথোদ্ভূতা কর্ত্তব্যা জপমালিকা ।
সাধ্যদেহ-নখৈঃ কেশৈঃ গ্রথিতা দ্বেষ-কর্ম্মণি ॥ ৪৭
মণিভিঃ শঙ্খসম্ভূতৈরক্ষমালাঽর্থ-সাধনে ।
নিধানযক্ষিণী-সিদ্ধ্যৈ প্রোতব্যা সিতসূত্রকৈঃ ॥ ৪৮

জপে অঙ্গুলি-নিয়ম

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু জপেদুত্তম-কর্ম্মণি ।
অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমাভ্যান্তু জপেদাকৃষ্ট-কর্ম্মণি । ৪৯
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন বিদ্বেষোচ্চাটনে জপঃ ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকাভ্যান্তু জপেন্মারণকর্মণি ॥ ৫০

সারস্বতে প্রবালকৃত মালা, বশীকরণে সেই প্রবালমালা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিম্বা পদ্মরাগময়ী মালা প্রশস্তা এবং অন্য সমস্ত ক্রিয়ায় পুত্রজীব বীজের মালা প্রশস্তা। ৪৫

মহাদেব বলিয়াছেন, শত্রুকে উচ্চাটন করিতে হইলে বেগ সহকারে মন্ত্র জপ করিতে হয়। শত্রুর মারণকার্য্যে বালকের কর্ত্তৃক গর্দ্দভের অধোদন্ত দ্বারা মণি করিয়া জপমালা করিবেন। ৪৬

পূল্যের (পশুবিশেষ) রোমজাত সূত্র দ্বারা মালা গ্রথিত করিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। বিদ্বেষ কার্য্যে মৃত ব্যক্তির দন্ত দ্বারা মণি প্রস্তুত করতঃ সাধ্য ব্যক্তির নখ ও কেশ দ্বারা গ্রথিত করিবেন। ৪৭

অর্থসাধনে অর্থাৎ কোন ভূম্যাদি মধ্যে প্রোথিত অর্থ পাইতে হইলে নিধান যক্ষিণীকে বশ করিতে হয়। সেই নিধান যক্ষিণীর সিদ্ধি কার্য্যে শঙ্খ সম্ভূত মণি দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিয়া শ্বেতসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিবেন। ৪৮

উত্তম কর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, আকর্ষণে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জপ করিবেন। বিদ্বেষণে ও উচ্চাটনে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং মারণ কর্ম্মে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জপ করিতে হয়। ৪৯-৫০

১। খ+গ—বেগাদুচ্চারয়েচ্ছক্রুং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

জপবিষয়ে সময়

উদয়াদ্ যামপর্য্যন্তং হেমন্তে পৌষ্টিকে জপেৎ।
যামদ্বয়ং পূর্ব্বরাত্রে শিশিরে মারণে[1] জপেৎ॥ ৫১

বসন্তে প্রহরাদূর্দ্ধং যামদ্বয়-মিতে জপেৎ।
কার্য্যমাকর্ষণং তত্র মন্ত্রৈরিষ্টস্য বস্তুনঃ॥ ৫২

গ্রীষ্মে তৃতীয়কে যামেঽভিহিতো দ্বেষকর্মণি।
ততোঽস্তময়পর্য্যন্তমুচ্চাটে তোয়দাগমে।
অর্দ্ধরাত্রে নিশান্তে চ জপেচ্ছরদি শান্তিকে॥ ৫৩

মতান্তরম্[2]—যস্মিন্ কস্মিন্নৃতৌ কার্য্যং মন্ত্রাণাং সাধনং শুভম্।
পূর্ব্বাহ্নে বশ্য-পুষ্ট্যর্থং মধ্যাহ্নে প্রীতি-নাশনম্।
উচ্চাটমপরাহ্নে তু সন্ধ্যায়াং মারণং তথা॥ ৫৪

সোম-দেবগুরূপেতা পৌষ্টিকেঽভিহিতা বুধৈঃ।
অষ্টমী নবমী চৈব দশম্যেকাদশী তথা॥ ৫৫

পৌষ্টিক কর্ম্মে হেমন্ত-ঋতুতে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া এক প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবেন। মারণ কর্ম্মে শিশির ঋতুতে পূর্ব রাত্রির প্রথম দুই প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিতে হয়। ৫১

আকর্ষণ কর্ম্মের জন্য বসন্ত কালে এক প্রহরের পর দুই প্রহর যাবৎ জপ করা কর্ত্তব্য। সেস্থলে ঐ মন্ত্রের দ্বারা ইষ্ট (প্রিয়) বস্তুর আকর্ষণ কার্য্য করিবেন। ৫২

পূর্বোক্ত বিদ্বেষ কার্য্যে গ্রীষ্ম কালে তৃতীয় প্রহর হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত এবং উচ্চাটন কর্ম্মে বর্ষাকালে অর্দ্ধ-রাত্রিতে ও শান্তিকার্য্যে শরৎকালে নিশান্তে (প্রভাতে) জপ করিতে হয়। ৫৩

মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যে কোন ঋতুতে মন্ত্রসাধন করিলেই শুভ ফল হয়। পূর্ব্বাহ্নে বশীকরণ ও পুষ্টিকর্ম্ম, মধ্যাহ্নে বিদ্বেষণ, অপরাহ্নে উচ্চাটন ও সন্ধ্যাকালে মারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ৫৪

পণ্ডিতগণ বলেন—সোম ও বৃহস্পতিবার যুক্ত অষ্টমী, নবমী, দশমী ও একাদশী তিথি পৌষ্টিক কর্ম্মে কথিত হয়। ৫৫

১। ক+খ+গ—নারণং। ২। খ+গ—অন্যমতং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শুক্র-ভানুসুতোপেতা প্রশস্তাঽঽকৃষ্টকর্মণি।
অষ্টমী পৌর্ণমাসী চ প্রতিপন্নবমী তথা॥ ৫৬
শুক্র-ভানুসুতোপেতা প্রশস্তা দ্বেষকর্মণি।
ততশ্চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা শনিবারে তথাষ্টমী।
উচ্চাটনেঽতিশস্তেয়ং জপেচ্ছঙ্করভাষিতা॥ ৫৭
অমাবস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তাদৃশী চ চতুর্দ্দশী।
ভানুনা তৎসুতোপেতা ভূসুতেনাথ সংযুতা। ৫৮
মারয়েদদ্ভুতং হোমাদ্রক্ষিতং শম্ভুনাপি বা।
এবং সিধ্যন্তি কর্মাণি তিথি বারানুসারতঃ॥ ৫৯

জপে আসন-নিয়ম

যথোক্তাসনমারূঢ়ো জপং মন্ত্রে সমাচরেৎ।
কৃশাজিনেঽম্বরে[১] রক্তে চতুরঙ্গুলমূর্দ্ধতঃ॥ ৬০
চতুরস্রং দ্বিহস্তঞ্চ সুদৃঢ়ং মৃদুনির্মিতম্।
তত্রোপরি নিযুঞ্জীত যোগমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে॥ ৬১

শুক্র ও সূর্য্যপুত্র শনিবার যুক্ত অষ্টমী, পূর্ণিমা, প্রতিপৎ ও নবমী তিথি আকর্ষণ কর্ম্মে প্রশস্ত। ৫৬

শুক্র বা শনিবার যুক্ত ঐ অষ্টমী, পূর্ণিমা, প্রতিপৎ ও নবমী তিথিগুলি দ্বেষ কার্য্যে প্রশস্ত।

শঙ্কর বলিয়াছেন, শনিবারে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বা কৃষ্ণাষ্টমী তিথি উচ্চাটন কার্য্যে অতি প্রশস্ত। ঐ কার্য্যের জন্য ঐ তিথিতে জপ করিবেন। ৫৭

রবি, শনি বা মঙ্গলবার যুক্ত কৃষ্ণা অষ্টমী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যাতে হোম করিলে সাধ্য শত্রু ব্যক্তি যদি মহাদেব কর্ত্তৃকও রক্ষিত হয়, তথাপি তাহাকে অদ্ভুত-ভাবে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করা যায়। এই প্রণালীতে তিথি ও বার অনুসারে কার্য্য করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ৫৮-৫৯

যথোক্ত আসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রের জপ করিতে হয়। কুশাসন, অজিনাসন ও রক্তবর্ণ চেলাসন চতুরস্র, দ্বিহস্ত পরিমিত, চতুরঙ্গুল উচ্চ, সুদৃঢ় ও কোমলভাবে নির্ম্মিত হইবে। যোগ ও মন্ত্রের সিদ্ধির নিমিত্ত তদুপরি বসিয়া জপাদির প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ৬০-৬১

১। ক+খ+গ—কৃশাজিনাম্বরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বদন্নশ্নন্ স্বপন্ বাঽন্যমাশ্রয়ন্ কিমপি স্মরন্ ।
ক্ষুত্তৃড়্-জৃম্ভণ-হিক্কাদি-বিকলীকৃত-মানসঃ[১] ।
মন্ত্রসিদ্ধিং ন বাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ ॥ ৬২
ব্যাঘ্রচর্মাসনং বশ্যে মোক্ষে চ ধনসাধনে ।
আকৃষ্টৌ যদ্ যদিষ্টং স্যাদ্ বারণং শান্তি-পৌষ্টিকে ॥ ৬৩
উচ্চাটে মাহিষং চর্ম মারণে নর-কেশজম্ ।
শান্তিকে স্বস্তিকে প্রোক্তং পৌষ্টিকে পঙ্কজাসনম্[২] ॥ ৬৪
আকৃষ্টৌ পার্ষ্ণিকং জ্ঞেয়ং বিদ্বেষে কুক্কুটাসনম্ ।
অর্দ্ধস্বস্তিকমুচ্চাটে অর্দ্ধোত্থানস্তু মারণে ॥ ৬৫

জপস্থান ও দিঙ্‌নিয়মাদি

মহাকাল্যাশ্চ দুর্গায়া বশ্যে উক্তং শিবালয়ে ।
আকৃষ্টৌ নিয়মো নাস্তি বিদ্বেষস্য শ্মশানকে ॥ ৬৬
উচ্চাটনং কুৎসিতে চ শূন্যে দেবালয়োপরি ।
শ্মশানে কালিকাক্ষেত্রে প্রেতমারুহ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৭

জপকালে কথা কহিতে কহিতে, কিছু আহার করিতে করিতে, নিদ্রা যাইতে যাইতে, অন্য কোন ব্যক্তিকে অবলম্বন করিতে করিতে বা অন্য কোন বিষয় স্মরণ করিতে করিতে জপ করিলে মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ করা যায় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৃম্ভণ, হিক্কা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত বিকল হইলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। ৬২

বশীকরণে, মোক্ষ সাধনে ও ধন সাধন ক্রিয়ায় ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন, আকর্ষণে ইচ্ছামত যে কোন আসন, শান্তি ও পৌষ্টিকে গজচর্ম্মাসন প্রশস্ত। ৬৩

উচ্চাটনে মহিষ চর্ম্মের আসন, মারণে নরের কেশনির্ম্মিত আসন, শান্তি কর্ম্মে, স্বস্তিকাসন ও পৌষ্টিক কর্ম্মে পদ্মাসন প্রশস্ত। ৬৪

আকর্ষণ ক্রিয়ায় পার্ষ্ণিকাসন, বিদ্বেষে কুক্কুটাসন, উচ্চাটনে অর্দ্ধস্বস্তিকাসন ও মারণে অর্দ্ধোত্থান্ আসন প্রশস্ত জানিবেন। ৬৫

বশীকরণে শিবালয়ে মহাকালী ও দুর্গা মন্ত্রের জপ কর্ম বিহিত। আকর্ষণে কোন নিয়ম নাই। বিদ্বেষ কার্য্য শ্মশানে এবং উচ্চাটন কার্য্য ঘৃণিত স্থানে বা দেবালয়ে বিগ্রহশূন্য স্থানে জপ করিতে হয়। মারণ কার্য্যে মন্ত্রবিৎ সাধক শ্মশানে কালিকাক্ষেত্রে

১। ক+খ+গ—মানসং। ২। খ+গ—পদ্মজাসনম্

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা দন্তৈঃ সংপীড্য চাধরম্।
রিপুং স্মৃত্বা জপং কুর্ব্বন্ সপ্তরাত্রেণ মারয়েৎ ॥ ৬৮

বাসনাঽত্র যথা প্রোক্তা কর্মষট্কানুরূপিণী।
শান্তিকে সৌম্যরূপা সা পৌষ্টিকে বশ্য-কর্মণি ॥ ৬৯

কাকোলুকাদিভিঃ শত্রুং ভক্ষ্যমাণং মৃতৌ[১] স্মরেৎ।
ইত্যেবং বাসনা কার্য্যা স্থান-ধ্যানমথোচ্যতে ॥ ৭০

ধ্যানের স্থান

চতুষ্পত্রাম্বুজে গুহ্যে কুর্য্যান্মূলে মনঃ-স্থিরম্।
রসসিদ্ধিং তথা বশ্যমাকৃষ্টিং কালবঞ্চনম্ ॥ ৭১

জপনাদ্ বিষভূতাদি-কার্য্যারম্ভং গমাগমৌ।
সারস্বতং স্তম্ভনঞ্চ বামবাহেন সাধয়েৎ ॥ ৭২

হৃৎপদ্ম-কর্ণিকাং ধ্যায়ন্ স্থিরচিত্তেন যোজয়েৎ।
লভতে পৌষ্টিকীং সিদ্ধিং শত্রূচ্চাটন-মারণে ॥ ৭৩

শবের উপর দক্ষিণমুখে বসিয়া দন্ত দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক শত্রুকে স্মরণ করিয়া জপ করিলে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তাহাকে বধ করিতে পারেন। ৬৬-৬৮

জপকালে ষট্কর্ম অনুসারে মনে মনে যেরূপ বাসনা (ধ্যান) করিবেন, তাহা বলা যাইতেছে—শান্তিকর্ম, বশীকরণ ও পৌষ্টিক কার্য্যে বাসনা সৌম্যরূপা অর্থাৎ শান্তিময়ী হওয়া কর্ত্তব্য। ৬৯

মৃতি অর্থাৎ মারণ কর্মে শত্রু বায়স ও পেচকাদি কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ চিন্তা করিবেন। সেই সেই কর্মে এইরূপই বাসনা কর্ত্তব্য। অতঃপর স্থান ও ধ্যান কথিত হইতেছে। ৭০

জপের আরম্ভ হইতে গুহ্যদেশ-সন্নিহিত মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মে মন স্থির করতঃ রসসিদ্ধি, বশীকরণ, আকর্ষণ, কালবঞ্চন, বিষভূতাদি কার্য্যের আরম্ভ, কোন স্থানে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য জপ করিবেন। যখন বামনাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে, সেই সময় সারস্বত সাধন ও স্তম্ভন সাধন করিবেন। ৭১-৭২

হৃৎপদ্মকর্ণিকাকে ধ্যান করিতে করিতে স্থিরচিত্তের সহিত যুক্ত করিবেন। ইহাতে পৌষ্টিক সিদ্ধি, শত্রুর উচ্চাটন ও মারণ কর্মে সিদ্ধিলাভ করিবেন। ৭৩

১। খ+গ—মৃতং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিদ্বেষে রবিবাহেন বরনারী-বিমোহনম্ ।
শান্তিকং পৌষ্টিকং বশ্যং সাধয়েচ্ছঙ্করোদিতম্ ॥ ৭৪
ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিপত্রে চ দক্ষবাহেন সাধয়েৎ ।
ক্ষুদ্রবিদ্যা মহাবিদ্যা মোক্ষ-কৌতূহলানি চ ॥ ৭৫
যস্য মন্ত্রস্য যদ্ ধ্যানং ধ্যায়েৎ স্থানগতং বুধঃ ।
অথবা সর্ব্বমন্ত্রাণাং ধ্যানং সিদ্ধিকরং শৃণু ॥ ৭৬
কক্ষং বিন্দুগতং ধ্যাত্বা প্রাণশক্তি-সমুত্থিতম্ ।
শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশং শান্তিকে পৌষ্টিকে শুভে ।
সারস্বতে রসে মোক্ষে খেচরত্বে রসাতলে ॥ ৭৭
সা রক্তা সর্ব্ববশ্যেষু স্তম্ভনে মোহনেঽপি চ ।
আকর্ষণে ব্রহ্মবাদে কৌতুকে সিদ্ধিদায়িনী ।
পীতা তূচ্চাটনে দ্বেষে কৃষ্ণা মারণ-কর্ম্মণি ॥ ৭৮
এবং ধ্যাত্বা জপং কুর্য্যান্ মানসোপাংশু-বাচিকম্ ।
শান্তিকে পৌষ্টিকে মোক্ষে মানসং জপমাচরেৎ ॥ ৭৯

যখন সূর্য-নাড়ীতে (পিঙ্গলাতে) বায়ু প্রবহমান হয়, সেই সময় সুন্দরী নারীর বিমোহন, শান্তি কর্ম্ম ও বশীকরণ সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা মহাদেব বলিয়াছেন। ৭৪

যখন দক্ষিণ-নাসায় শ্বাস বহন হয়, তৎকালে ভ্রূমধ্যগত দ্বিদল পদ্মে চিত্ত স্থির রাখিয়া ক্ষুদ্রবিদ্যা, মহাবিদ্যা, মোক্ষবিষয়ক কার্য্য ও কৌতূহল-জনক কর্ম সাধন করিবেন। ৭৫

যে মন্ত্রের যেরূপ ধ্যান, তাহা বিহিত স্থানে কর্ত্তব্য। অথবা সকল মন্ত্রেরই সিদ্ধিপ্রদ ধ্যান শ্রবণ কর। ৭৬

প্রাণশক্তি সমুত্থিত বিন্দুগত কক্ষকে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ ধ্যান করিয়া শান্তিকর্মে, শুভ পৌষ্টিক কর্মে, সারস্বত কর্মে, রসকর্মে, মোক্ষ সাধনকর্মে, আকাশ-বিচরণ কর্মে, রসাতল-গমন কর্মের সাধন করিবেন। ৭৭

সর্ব্বপ্রকার বশীকরণে, স্তম্ভনে, মোহনে, আকর্ষণে, ব্রহ্মবাদে, কৌতুকে সেই সিদ্ধিদায়িনী দেবীকে রক্তবর্ণা ধ্যান করিবেন। উচ্চাটনে ও বিদ্বেষে পীতবর্ণা এবং মারণ কর্মে কৃষ্ণবর্ণা ধ্যান করিতে হয়। ৭৮

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস, উপাংশু বা বাচিক জপ করিবেন। শান্তিকর্ম, পৌষ্টিককর্ম ও মোক্ষ সাধন ক্রিয়ায় মানস জপ করিবেন। ৭৯

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বশ্যাকৃষ্টাবুপাংশু স্যাদ্বাচিকং ক্ষুদ্র-কর্ম্মণি।
শনৈঃ শনৈঃ সুবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্ ॥ ৮০
জপং সপ্রণবং কুর্য্যাৎ সর্ব্ব-কর্ম্মার্থসিদ্ধয়ে।
জপপ্রারম্ভ-কালে তু মন্ত্রায়ার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৮১
নাতিরিক্তঞ্চ ন্যূনঞ্চ জপং কুর্য্যাৎ সুনিশ্চিতম্।
জপস্য চ দশাংশেন হোমং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে।
অথবা লক্ষ-পর্য্যন্তং হোমঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা ॥ ৮২
গব্যক্ষীরাজ্য-মধুভির্বশ্য-পৌষ্টিক-কর্মণি।
ত্রিকোণে বৃত্তকুণ্ডে বা বায়ব্যাভিমুখো হুনেৎ ॥ ৮৩
লবঙ্গঃ শ্রীফলং[১] জাতী প্রিয়ঙ্গুঃ কিংশুকং তথা।
পঞ্চদ্রব্যৈর্মিতং হোমং কুর্য্যাদাকৃষ্টকর্মণি ॥ ৮৪
লবঙ্গৈকেন বা কুর্য্যাৎ তির্য্যগ্ বোদঙ্মুখ-স্থিতঃ[২]।
কার্য্যঃ সমস্ততন্ত্রোক্তস্তথা[৩] বারাটবীজকৈঃ[৪] ॥ ৮৫

বশীকরণ ও আকর্ষণে উপাংশু এবং ক্ষুদ্র কার্যে বাচিক জপ করিবেন। জপের নিয়ম এই—শনৈঃ শনৈঃ স্পষ্টভাবে জপ করিবেন, অতি দ্রুত বা অতি বিলম্ব করিয়া জপ করিবেন না। ৮০

সর্ব্বকর্মের ফলের সিদ্ধির জন্য প্রণব সহিত মন্ত্র জপ করাই কর্ত্তব্য। জপের আরম্ভকালে মন্ত্রের উদ্দেশে একটি অর্ঘ দিতে হয়। ৮১

অতিরিক্ত সংখ্যক বা ন্যূন সংখ্যক জপ অবশ্যই করিবেন না; এজন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করিবেন। প্রত্যহ জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবেন অথবা পণ্ডিত সাধক কর্ত্তৃক লক্ষ সংখ্যা পর্য্যন্ত হোম কর্ত্তব্য। ৮২

বশীকরণ ও পৌষ্টিককর্মে ত্রিকোণ কুণ্ডে বা বৃত্ত কুণ্ডে বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া গব্য দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু দ্বারা হোম করিবেন। ৮৩

আকর্ষণ কার্য্যে লবঙ্গ, বিল্ব, জাতি, প্রিয়ঙ্গু ও পলাশ—এই পঞ্চ দ্রব্য দ্বারা বিহিত পরিমাণ হোম করিবেন। ৮৪

অথবা কির্য্যক্‌ভাবে বা উত্তরমুখ হইয়া একমাত্র লবঙ্গ দ্বারা হোম করিবেন কিম্বা বরাটবীজ (পদ্মবীজ) দ্বারাও হোম করিতে পারেন, ইহা সমস্ত তন্ত্রে উক্ত আছে। ৮৫

১। খ+গ—লবঙ্গ শ্রীফলং। ২। খ+গ—তির্যাগুদঙ্‌মুখ।
৩। খ+গ—কার্য্যা সমস্ততন্ত্রোক্তা। ৪। ক+খ+গ—বারাটবীজকম্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিদ্বেষে জুহুয়ান্মন্ত্রী রাক্ষসীদিক্-কৃতাননঃ।
ঔডুম্বর-বটাশ্বত্থ-প্লক্ষবীজৈর্ঘৃতপ্লুতৈঃ ॥ ৮৩ ॥ ৮৬
উচ্চাটনে মৎস্যকুণ্ডে জুহুয়াৎ পাবকাননঃ।
অজাসর্পিশ্চ তৎক্ষীরং বীজং কার্পাসসম্ভবম্ ॥ ৮৭
দগ্ধাস্থি-নরমাংসঞ্চ সাধ্য-রোম-নখাংস্তথা।
অষ্টোত্তর-সহস্রঞ্চ বজ্রকুণ্ডেঽনলোত্থিতে।
দক্ষিণাস্যস্তু পঞ্চত্বে জুহুয়াদ্ মারয়েদ্ রিপূন্ ॥ ৮৮
অথবা যত্র যদ্ দ্রব্যং প্রোক্তং মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে।
তথা হোমঃ প্রকর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা। ৮৯

হোমান্তে মন্ত্রসিদ্ধির উপায়

পূজয়িত্বাথ হুত্বাথ জপ্ত্বা ধ্যাত্বাঽথ দেবতাম্।
মৃত্তু সোষ্ণং সুপক্বঞ্চ ভুঞ্জীত লঘু ভোজনম্ ॥ ৯০
যদ্বা তদ্বা পরিত্যজ্য দুষ্টানাং কুৎসিতৌদনম্[১]।
শস্তমন্নন্তু ভুঞ্জীয়াজ্জিতাত্মা সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ॥ ৯১

বিদ্বেষ কর্মে সাধক নৈঋ‌র্ত কোণাভিমুখ হইয়া ঘৃতাপ্লুত ঔডুম্বর, বট, অশ্বত্থ ও পাকুড় বীজের দ্বারা হোম করিবেন। ৮৬

উচ্চাটন কর্মে অগ্নিকোণ-মুখ হইয়া মৎস্যাকৃতি কুণ্ডে ছাগীঘৃত, ছাগীদুগ্ধ ও কার্পাস বীজ হোম করিতে হয়। ৮৭

মারণ কর্মে দক্ষিণমুখ হইয়া বজ্রাকৃতি কুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ অস্থি, নরমাংস এবং মারণীয় ব্যক্তির রোম ও নখ—এই সমস্ত দ্রব্য অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) হোম করিবেন। ইহা দ্বারা শত্রুকে নিপাতিত করা যায়। ৮৮

অথবা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যে যে দ্রব্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধানে হোম করিবেন। ৮৯

এই প্রকারে পূজা, হোম, জপ ও দেবতাকে ধ্যান করিয়া ঈষদুষ্ণ সুপক্ব কোমল ও লঘুপাচ্য অন্ন ভোজন করিবেন। ৯০

পাপিষ্ঠগণের যাহা তাহা কুৎসিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া জিতাত্মা সাধক প্রশস্ত অন্ন ভোজন করিবেন। ইহাতে সিদ্ধিভাগী হইবেন। ৯১

১। খ+গ—কুৎসিতোদনম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অন্যথা ভোজনে দোষঃ সিদ্ধি-হানিশ্চ জায়তে।
ইতি সর্ব্বং শিবেনোক্তং মন্ত্রাণাং সাধনং শুভম্ ॥ ৯২
অনুষ্ঠিতো যথান্যায়ং যদি মন্ত্রো ন সিধ্যতি।
পুনস্তাবদনুষ্ঠেয়ং ততঃ সিদ্ধো ভবত্যলম্ ॥ ৯৩
পুনস্ত্বনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্কর-ভাষিতাঃ ॥ ৯৪
দ্রাবণং বোধনং বশ্যং পীড়নং শোষ-পোষণম্।
দহনং তৎ[১] ক্রমং কুর্ব্বন্ মন্ত্রঃ[২] সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৫
দ্রাবণং বারুণে বীজে গ্রথনং ক্রমযোগতঃ[৩]।
তন্মন্ত্রাদ্যন্তমালিখ্য[৪] শিলা-কর্পূর-কুঙ্কুমৈঃ।
উশীর-রোচনাভ্যাঞ্চ মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ ॥ ৯৬
ক্ষীরাজ্য-তোয়-মধুভির্মধ্যে তং লিখিতং ক্ষিপেৎ।
পূজনাদ্ জপনাদ্ধোমাদ্ দ্রাবিতঃ[৫] সিদ্ধিদো ধ্রুবম্ ॥ ৯৭

অন্যথা ভোজনদোষে সিদ্ধিহানি ঘটে। এই প্রকারে শিবোক্ত শুভকর মন্ত্রের সাধন সকল কথিত হইয়াছিল। ৯২

যথাযথ নিয়মে ইহা অনুষ্ঠিত হইলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত সমুদয় অনুষ্ঠান করিলেই নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। ৯৩

যদি তাহাতে মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তবে শঙ্করোক্ত সপ্ত উপায় যথাক্রমে অবলম্বন করিবেন, তাহা হইলেই মন্ত্র নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে। ৯৪

সেই সপ্ত উপায় এই—দ্রাবণ, বোধন, বশীকরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ ও দহন। এইগুলিকে ক্রমে ক্রমে করিলে অবশ্যই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৯৫

বরুণ বীজে (বং) মন্ত্র বর্ণকে মালার ন্যায় ক্রমানুসারে গ্রথিত করিবেন, ইহাই দ্রাবণ। মনঃশিলা, কর্প্পূর ও কুঙ্কুম এই সমস্ত বস্তু দ্বারা মন্ত্রটি আদ্যন্ত লিখিয়া বেণার মূল ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করত উহা দ্বারা ঐ গ্রথিত মন্ত্র পুনর্ব্বার লিখিবেন। ৯৬

দুগ্ধ, ঘৃত, জল ও মধুর মধ্যে লিখিত এই মন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে পূজা জপ ও হোম দ্বারা দ্রাবিত হইয়া মন্ত্র নিশ্চয়ই সিদ্ধিপ্রদ হয়। ৯৭

১। খ+গ—ভং। ২। খ+গ—কুর্ব্বন্নতঃ। ৩। ক+খ+গ—ক্রমপোষতঃ।
৪। খ+গ—তন্মাত্রাদ্যন্ত। ৫। খ+গ—দ্রোচিতঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দ্রাবিতোঽপি ন সিদ্ধশ্চেদ্ বোধনং তস্য[১] কারয়েৎ।
সারস্বতেন বীজেন সংপুটীকৃত্য সংজপেৎ।
এবং বুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো নোচেৎ তর্হি বশীকুরু ॥ ৯৮

আরক্ত-চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রা মদনং শিলা[২]।
এতৈস্তু মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে।
ধার্য্যং কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধির্বশ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৯

বশীকৃতো ন সিদ্ধশ্চেৎ পীড়নং তস্য কারয়েৎ।
অধরোত্তর-যোগেন যদা তু পরিজপ্যতে ॥ ১০০

ধ্যায়ী তদৈব তাং তদ্বদধরোত্তররূপিণীম্[৩]।
বিদ্যামাবিকতুগ্ধে[৪] তু লিখিত্বা কশ্যপাজ্ঘ্রিণা[৫] ॥ ১০১

তথাভূতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে।
পীড়িতো লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃ স্যাদ্‌ বাথ পোষয়েৎ ॥ ১০২

দ্রাবিত হইয়াও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়; তবে বোধন করিতে হয়। সারস্বত (ঐঁ) বীজ দ্বারা পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ইহারই নাম বোধন। এই প্রকারে মন্ত্র বুদ্ধ হইয়া সিদ্ধ হইবে। যদি ইহাতেও মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তবে মন্ত্রের বশীকরণ করিবেন। ৯৮

গাঢ় রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, মদনফল ও মনঃশিলা—এই সমস্ত দ্বারা সুশোভন ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ইহা বশ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৯৯

ইহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার পীড়ন করিতে হয়। কশ্যপ মৎস্যের পাদাস্থি দ্বারা ঊর্দ্ধাধোভাবে মেষদুগ্ধে মন্ত্র লিখিয়া যখন মন্ত্র জপ করিবেন, তখনই সেই ঊর্দ্ধাধোরূপিণী বিদ্যাকে তদ্বৎ ধ্যান করিবেন। ১০০-১০১

তৎপরে সেই মন্ত্রে প্রত্যহ হোম করিতে হয়। এইরূপে মন্ত্র পীড়িত হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ইহাতেও সিদ্ধ না হইলে পোষণ ক্রিয়া করিবেন। ১০২

১। খ+গ—বোধনাৎ তত্ত্ব। ২। খ+গ—শিলাং। ৩। খ+গ—তং তদ্বদধরোত্তররূপিণী।
৪। খ+গ—মাদিত্য মুগ্ধে তু। ৫। খ+গ—কস্য বাজ্যি না।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নিত্যায়াস্ত্রৈপুরং বীজমাদ্যন্তে তস্য যোজয়েৎ।
গোক্ষীরৈর্মধুনাঽঽলিখ্য বিদ্যাং পাণৌ বিধারয়েৎ।
পোষিতোঽথ[১] ভবেৎ সিদ্ধো নোচেৎ কার্য্যাঽস্য[২] শোষণা ॥ ১০৩
দ্ব্যাভ্যাং দ্বাভ্যাঞ্চ বীজাভ্যাং মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদ্ বিদর্ভণম্।
এষা বিদ্যা গলে ধার্য্যা লিখিত্বা বট-ভস্মনা।
শোষিতোঽপি ন সিদ্ধশ্চেদ্ দহনীয়োঽগ্নিবীজতঃ ॥ ১০৪
আগ্নেয়েন চ বীজেন মন্ত্রস্যৈকৈকমক্ষরম্।
আদ্যন্তমধ ঊর্দ্ধন্ত যোজয়েদ্ দাহকর্ম্মণি ॥ ১০৫
ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ।
কণ্ঠদেশে ততো মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছঙ্করোদিতম্।
ইত্যেবং সর্ব্বমন্ত্রাণামুপায়ঃ শম্ভুনোদিতঃ ॥ ১০৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে[৩] মঙ্গলাচরণ-মন্ত্রসাধনাদি-বর্ণনং নাম[৪] প্রথমঃ পটলঃ।

নিত্যা দেবীর ত্রৈপুর বীজ মন্ত্রের আদ্যন্তে যোজনা করিয়া গোদুগ্ধ ও মধু দ্বারা লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবেন। এইভাবে পোষিত হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। তথাপি সিদ্ধ না হইলে শোষণ কার্য্য করিতে হয়। ১০৩

দুই দুইটি বীজ দ্বারা মন্ত্র বিদর্ভণ করিবেন। উহা বটভস্ম দ্বারা লিখিয়া গলে ধারণ করিবেন। ইহাই শোষণ। ইহাতেও সিদ্ধ না হইলে অগ্নিবীজ দ্বারা দহন ক্রিয়া করিতে হয়। ১০৪

দাহকর্মে অগ্নিবীজ (রং) দ্বারা মন্ত্রের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক একটি অক্ষর অধ ও উর্দ্ধে যোজনা করিবেন। ১০৫

পরে উডুম্বর-ফলোৎপন্ন তৈল দ্বারা ঐ মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবেন। তাহাতে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এইরূপেই শঙ্কর কর্ত্তৃক মন্ত্রসিদ্ধির উপায় কথিত হইয়াছে। ১০৬

সিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিত কক্ষপুটের মঙ্গলাচরণ ও মন্ত্র সাধনাদি বর্ণন নামক প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

১। খ+গ—পোষিতোঽতো। ২। খ+গ—কার্য্যস্য শোষণা।
৩। ক—নাগার্জ্জকক্ষপুটে। ৪। খ+গ—মন্ত্র সাধনং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

বশীকরণ

একচিত্ত-স্থিতো মন্ত্রী মন্ত্রং জপ্ত্বাঽযুত-দ্বয়ম্ ।
ততঃ ক্ষোভয়তে লোকান্ দর্শনাদেব সাধকঃ ॥ ১

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা[১] ।

সর্ব্বলোক-বশীকরণ

বিদারী-বটমূলন্তু জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রী তিলকং লোক-বশ্যকৃৎ ॥ ২
পুষ্যে পুনর্নবা-মূলং রুদ্রদন্তীয়-মূলিকাম্[২] ।
যববীজং তথা বদ্ধা করে সপ্তাভিমন্ত্রিতম্ ।
পূজ্যো ভবতি সর্ব্বত্র মন্ত্রমত্রৈব কথ্যতে ॥ ৩

মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা। এতন্মন্ত্রমযুতদ্বয়ং জপ্ত্বা সিদ্ধো ভবতি।

সাধক চিত্ত স্থির করত "ওঁ ঐং পুরং ক্ষোভয়" ইত্যাদি মন্ত্র দুই অযুত (২০ হাজার জপ করিয়া বশীকরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলেই তিনি দর্শনমাত্র সকল ব্যক্তিকে ক্ষোভিত (বশীভূত) করিতে পারেন। ১

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ ঐং পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা।

বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) ও বটগাছের শিকড় জলের সহিত ঘর্ষণ করিবেন। পরে উহা বিভূতির সহিত মিশ্রিত করতঃ ললাটে তিলক ধারণ করিবেন। ঐ তিলক সর্ব্বলোককে বশীভূত করিতে পারে। ২

পুষ্যা নক্ষত্রে পুনর্নবার শিকড় ও রুদ্রদন্তীর শিকড় এই দুই দ্রব্য তুলিয়া যববীজের সহিত একত্র করতঃ 'ওঁ ঐং' ইত্যাদি মন্ত্রে সাত বার অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে উহা হাতে বাঁধিলে সে সর্ব্বত্র পূজনীয় হয় অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হইয়া থাকে। এখানে মন্ত্র কথিত হইতেছে। ৩

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ ঐং পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা। এই মন্ত্র অযুতদ্বয় (বিংশতি সহস্র) জপ করিয়া সিদ্ধ হয়।

১। খ+গ—অয়ং মন্ত্রো নাস্তি। ২। খ+গ—মূলিকা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উদ্‌ভ্রান্তপত্রং মঞ্জিষ্ঠাং ককুভং তগরং সমম্ ।
খাদ্যে[1] পানে তথা স্পর্শে দত্তে বশ্যং ভবত্যলম্ ॥ ৪
সিংহীমূলং হরেৎ পুষ্যে কট্যাং বদ্ধা জগৎপ্রিয়ঃ ।
নিশি কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং মহানীলীং শ্মশানতঃ ।
উদ্ধৃত্য নরতৈলেন অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ ॥ ৫
তন্মুলং স্বস্য শুক্রেণ অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ ।
তন্মূলং বন্ধয়েদ্ধস্তে সর্ব্বলোক-প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৬
চন্দ্রপুষ্যে সমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মদণ্ডীয়-মূলকম্ ।
ভোজয়েৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং বশীকরণমদ্ভুতম্ ॥ ৭
উলূক-হৃদয়ং তুল্যং কুমারী-রোচনে[2] সুধীঃ ।
অঞ্জনং লোচনে বশ্যমানয়েদ্ ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৮

উদ্‌ভ্রান্ত পত্র (বাতাসে যে বৃক্ষপত্র উড়িয়া আসে), মঞ্জিষ্ঠা, ককুভ (কুরচির ছাল) ও তগরকাষ্ঠ—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে মিশাইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক যাহার খাদ্যে ও পানীয়ে প্রদান করা যায়, অথবা উহাতে যাহার স্পর্শ হইবে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ৪

পুষ্যা নক্ষত্রে কণ্টকারীর শিকড় তুলিয়া কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে সেই ব্যক্তি পৃথিবীর সকলের প্রিয় হয়। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে নিশাভাগে শ্মশানস্থ মহানীলী গাছের শিকড় তুলিয়া মনুষ্য তৈলের দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রদান করিলে সে ব্যক্তি সকল লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। ৫

শ্মশানস্থ মহানীলী বৃক্ষের মূল ও স্বীয় শুক্র—এই দুই দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে সর্ব্বজনকে বশীভূত করিতে পারা যায়। উক্ত শিকড় হাতে বাঁধিলেও সর্ব্বলোকের প্রিয় হইতে পারে। ৬

পুষ্যা নক্ষত্রে যখন চন্দ্রনাড়ীতে (ইড়া নাড়ীতে) শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই সময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর শিকড় তুলিয়া উহা যাহাকে ভোজন করাইবেন, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। ইহা সর্ব্ববিধ প্রাণীরই অদ্ভুত বশীকরণ। ৭

ধীমান্ সাধক পেচকের বক্ষঃস্থলের মাংস, ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা—এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রদান করিলে ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারেন। ৮

১। খ+গ—খানে। ২। খ+গ—কুমারী রোচনং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা উদ্‌ভ্রান্তপত্রাদিসর্ব্বৈর্যোগাঃ[১] কর্ত্তব্যাঃ। শতবারমভিমন্ত্র্য সিদ্ধা ভবন্তি।

সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং মন্ত্রধ্যানং পৃথক্ পৃথক্।
উক্তস্থানে যথাসংখ্যমনুক্তে ত্বযুতং জপেৎ ॥ ৯

মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্যং সুরক্ত-করবীরকম্।
নবাঙ্গুলং কীলকন্তু সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
যস্য নাম্না খনেদ্ ভূমৌ স বশ্যো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১০

ওঁ ঐঁ স্বাহা। প্রথমমযুতজপঃ।

অপামার্গস্য কীলন্তু মূলমুৎসার্য্য ত্র্যঙ্গুলম্।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে ক্ষিপ্তং বশী ভবেৎ ॥ ১১

ওঁ মদনকামদেবায় ফট্ স্বাহা।

মন্ত্র হইতেছে—মূলোক্ত "ওঁ নমো মহাযক্ষিণি" ইত্যাদি। পূর্ব্বেই এই মন্ত্রের অযুত-সংখ্যক জপ করিয়া পূর্ব্ব কথিত উদ্‌ভ্রান্তপত্র প্রভৃতির সহিত যোগ (মিশ্রণ) কর্ত্তব্য, পরন্তু এই সমস্তকে শত বার মন্ত্রপূত করিলে সিদ্ধ হইবে।

সমস্ত মন্ত্রেরই ধ্যান ও জপসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। যে মন্ত্রের যে প্রকার সংখ্যা কথিত আছে, সেই মন্ত্র সেইরূপ সংখ্যাতেই জপ করিবেন। যেখানে কোন সংখ্যা কথিত নাই, তথায় দশ হাজার জপ করাই নিয়ম। ৯

মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্ত করবীর বৃক্ষের শিকড় তুলিয়া তদ্দ্বারা নয় অঙ্গুল প্রমাণ একটি কীলক (গোঁজ) প্রস্তুত করিবেন। ঐ কীলক 'ওঁ ঐঁ স্বাহা' মন্ত্রে সাত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখ করতঃ মাটীতে পুতিয়া রাখিবেন, সে বশীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। ১০

ওঁ ঐং স্বাহা মন্ত্র প্রথমে অযুতসংখ্যক জপ করিবেন।

আপাঙের শিকড় তুলিয়া তদ্দ্বারা তিন অঙ্গুলী প্রমাণ কীলক প্রস্তুত করিবেন। ঐ কীলক 'ওঁ মদন' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে ফেলিয়া দিবেন, সেই বশীভূত হইবে। ১১

১। খ+গ—পত্রাদিসর্ব্বৈর্যোগাঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পূর্ব্বমেব ততো নরঃ[১]।
সিদ্ধো ভবতি তৎ সত্যং তিলকং কুরুতে বশম্ ॥ ১২
স্বয়ম্ভূ-কুসুমং বস্ত্রে গৃহীত্বা ত্রিপথে দহেৎ।
শনের্ভৌমস্য[২] বারে বা তদ্‌ভস্ম-তিলকং কৃতম্।
বশং নয়তি রাজানমন্যলোকেষু কা কথা ॥ ১৩

ওঁ নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জিনি লোকবশ্যমোহিনি[৩] অমুকং মে মোহয় গুরুপ্রসাদেন।

রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং লাঙ্গলীমূলমুদ্ধরেৎ।
শ্বেত-চ্ছগলিকাগর্ভ-শয্যয়া[৪] নরতৈলকম্।
ক্ষৌদ্র-তালক-সংযুক্তং তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ ॥ ১৪
অজমোদস্য মূলেন তুরগী-গর্ভশয্যয়া।
হরিতালঞ্চ সংপিষ্য গুটিকা মুখ-মধ্যগা।
যদ্ যস্মাদ্ যাচতে বস্তু তৎ তদেব দদাত্যসৌ ॥ ১৫

পূর্বোক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তর শত (১০৮) জপ করিয়া মানব যে সিদ্ধ হয়, তাহা সত্য। উক্ত আপাঙের শিকড় ঘষিয়া ললাটে তিলক করিলে উহা সকলকে বশীভূত করে। ১২

শনি বা মঙ্গলবারে বস্ত্রাভ্যন্তরে স্বয়ম্ভূ কুসুম (স্ত্রীরজঃ) লইয়া ত্রিপথে (তেমাথায়) ঐ বস্ত্র দগ্ধ করিবে। ঐ দগ্ধ বস্ত্রের ভস্ম দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিতে হয়। ইহা রাজাকেও বশীভূত করে। অন্য লোকগণকে যে বশীভূত করিবে; তাহাতে আর কথা কি? ১৩

মন্ত্রটি মূলে উক্ত হইয়াছে। "ওঁ নমো ভৈরবী" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলককে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে নিশাভাগে লাঙ্গলীমূল (ঈষলাঙ্গলী গাছের শিকড়) তুলিয়া উহার সহিত শ্বেতবর্ণা গর্ভবতী ছাগীর গর্ভ-শয্যার সহিত নরতৈল, মধু ও হরিতাল মিশাইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তিলক করতঃ ধারণ করিলে সকল ব্যক্তিকেই বশীভূত করা যায়। ১৪

অজমোদ বৃক্ষের (যমানী গাছের) শিকড় ও হরিতাল গর্ভবতী অশ্বার গর্ভ-শয্যার সহিত একসঙ্গে মর্দ্দন পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। ঐ গুটিকা মুখ বিবরে স্থাপন

১। খ+গ—পূর্বমেবাহভবন্নরঃ। ২। খ+গ—শনিভৌমস্য।
৩। খ+গ—বশ্যমোহনি মে মোহং ওঁ গুরু। ৪। খ+গ—গর্ভে শয্যায়াং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি ত্বর্ব্বলে আইকেশিকজটাকলাপে চক্কার-ফেৎকারিণি স্বাহা। বটপত্রং ময়ূরশিখয়া তুল্যং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ ॥

বিষ্ণুক্রান্তা ভৃঙ্গরাজং রোচনং সহদেবিকা।
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং কন্যাহস্তে প্রলেপয়েৎ।
বারিণা তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোক-বশঙ্করম্ ॥ ১৬
রক্তাশ্বমার-পুষ্পঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ শ্বেতসর্ষপম্।
শ্বেতার্কমূলং তগরং শ্বেতগুঞ্জা চ বারুণী ॥ ১৭
কৃষ্ণাষ্টম্যাং[১] পুষ্যযুক্ত-চতুর্দ্দশ্যাং তথাবিধম্।
পেষয়েৎ কন্যকা-হস্তে তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ ॥ ১৮
অপামার্গস্য মূলন্তু পেষয়েদ্ রোচনেন তু।
ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ম্ ॥ ১৯

করতঃ যাহার নিকট যে কোন দ্রব্য প্রার্থনা করা যায়, সে ব্যক্তি তাহার দানে সম্মত হয়। ১৫

গুটিকা প্রস্তুত করিবার এবং মুখমধ্যে ধারণ করিবার পূর্ব্বে—"ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে গুটিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন।

বটপাতা ও ময়ূরের শিখা (ঝুঁটির পাখা) তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কপালে তিলক করিলে সকলকেই বশীভূত করা যায়।

বিষ্ণুক্রান্তা (কৃষ্ণ অপরাজিতা), ভৃঙ্গরাজের শিকড়, গোরোচনা, সহদেবিকা (বেড়েলা) ও শ্বেত অপরাজিতার শিকড়—এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কুমারী কন্যার হাতে লেপন করিবেন। অনন্তর এই হস্তলেপ জল দ্বারা তিলক করিলে সকলকে বশীভূত করা যায়। ১৬

রক্ত-অশ্বমার (রক্ত করবীর) পুষ্প, কুষ্ঠ (কুড়), শ্বেতসর্ষপ, শ্বেত-আকন্দের শিকড়, তগর, শ্বেত-গুঞ্জা ও বারুণী (রাখাল-শসার মূল)—এই সমস্ত বস্তু পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী বা তথাবিধ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কন্যার (অবিবাহিতা রমণীর) হস্তে লেপন করিয়া দিবেন, পরে উহা দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারিবেন। ১৭-১৮

অপামার্গের শিকড় ও গোরোচনা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কন্যার হস্তে লেপন করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারেন। ১৯

১। খ+গ—কৃষ্ণাষ্টম্যাং পুষ্যযুক্তং চতুর্দশ্যাং। ক—পুষ্যাযুক্তকৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো বরজালিনি[১] সর্ব্বলোকবশঙ্করি[২] স্বাহা অয়ং মন্ত্র উক্তযোগানাম্। অষ্টোত্তর-সহস্র-জপাৎ সিদ্ধিঃ।

উলুক-চক্ষুরাদায় গোরোচন-সমন্বিতম্।
বারিণা সহ দাতব্যং পানাদ্ বশ্যকরং পরম্॥ ২০

উলূকস্য তু কর্ণৌ দ্বৌ চটকস্য বিলোচনম্।
তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধ-পুষ্পয়োঃ।
ক্ষিপেদ্ বা মস্তকে যস্য স বশ্যো জায়তেঽচিরাৎ॥ ২১

মাংসং গ্রাহ্যমূলুকস্য কুঙ্কুমাগুরু-চন্দনম্।
গোরোচনং সমং[৩] পিষ্টং ভক্ষ্যে পানে জগদ্ বশম্।
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্র-জপনাদ্ ভবেৎ॥ ২২

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রুঃ ক্ষঃ[৪] হ্রেঃ ফট্ নমঃ।

পরন্তু পূর্বোক্ত সকল প্রয়োগেই "ওঁ নমো বরজালিনি" ইত্যাদি মূলোক্ত সকল মন্ত্র প্রযোজ্য অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা গুটিকার অভিমন্ত্রণ, লেপন, তিলক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবেন এবং ধারণ কালেও ঐ মন্ত্র পড়িবেন। প্রথমে পূর্বোক্ত সকল মন্ত্র অষ্টোত্তর-সহস্র (১০০৮) জপ দ্বারা ঐ মন্ত্র সকলকে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

উলুকের (পেচকের) চক্ষু লইয়া গোরোচনার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক যাহাকে জলের সঙ্গে পান করিতে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হয়। ২০

পেঁচার কর্ণদ্বয় ও চড়াই পাখীর চক্ষু একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তির খাদ্যের বা পানীয়ের সঙ্গে ঐ চূর্ণ প্রদান করিবেন, কিংবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের সঙ্গে মিশাইয়া আঘ্রাণ করাইবেন অথবা ঐ চূর্ণ যাহার মস্তক প্রদেশে নিক্ষেপ করিবেন, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ২১

পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন ও গোরোচনা এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবেন। ঐ মর্দ্দিত বস্তু খাদ্যে বা পানীয়ে প্রদান করিলে জগত্রয় বশীভূত করিতে পারা যায়। "ওঁ হ্রীং হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ করিয়া এই কার্য্য করিতে হয়। ইহা দ্বারা স্ত্রী অথবা পুরুষ সকলেই বশীভূত হয়। ২২

১। খ+গ—জালিনী। ২। খ+গ—বশঙ্করী। ৩। খ+গ—গোরোচনসমং।
৪। খ+গ—হুং ক্ষঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি তুর্ব্বলে আইকেশিকজটাকলাপে চক্কার-ফেৎকারিণি স্বাহা। বটপত্রং ময়ূরশিখয়া তুল্যং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ ॥

বিষ্ণুক্রান্তা ভৃঙ্গরাজং রোচনং সহদেবিকা।
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং কন্যাহস্তে প্রলেপয়েৎ।
বারিণা তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোক-বশঙ্করম্ ॥ ১৬
রক্তাশ্বমার-পুষ্পঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ শ্বেতসর্ষপম্।
শ্বেতার্কমূলং তগরং শ্বেতগুঞ্জা চ বারুণী ॥ ১৭
কৃষ্ণাষ্টম্যাং[১] পুষ্যযুক্ত-চতুর্দ্দশ্যাং তথাবিধম্।
পেষয়েৎ কন্যকা-হস্তে তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ ॥ ১৮
অপামার্গস্য মূলন্তু পেষয়েদ্ রোচনেন তু।
ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ম্ ॥ ১৯

করতঃ যাহার নিকট যে কোন দ্রব্য প্রার্থনা করা যায়, সে ব্যক্তি তাহার দানে সম্মত হয়। ১৫

গুটিকা প্রস্তুত করিবার এবং মুখমধ্যে ধারণ করিবার পূর্ব্বে—"ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে গুটিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন।

বটপাতা ও ময়ূরের শিখা (ঝুঁটির পাখা) তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা কপালে তিলক করিলে সকলকেই বশীভূত করা যায়।

বিষ্ণুক্রান্তা (কৃষ্ণ অপরাজিতা), ভৃঙ্গরাজের শিকড়, গোরোচনা, সহদেবিকা (বেড়েলা) ও শ্বেত অপরাজিতার শিকড়—এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কুমারী কন্যার হাতে লেপন করিবেন। অনন্তর এই হস্তলেপ জল দ্বারা তিলক করিলে সকলকে বশীভূত করা যায়। ১৬

রক্ত-অশ্বমার (রক্ত করবীর) পুষ্প, কুষ্ঠ (কুড়), শ্বেতসর্ষপ, শ্বেত-আকন্দের শিকড়, তগর, শ্বেত-গুঞ্জা ও বারুণী (রাখাল-শসার মূল)—এই সমস্ত বস্তু পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী বা তথাবিধ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কন্যার (অবিবাহিতা রমণীর) হস্তে লেপন করিয়া দিবেন, পরে উহা দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারিবেন। ১৭-১৮

অপামার্গের শিকড় ও গোরোচনা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কন্যার হস্তে লেপন করিয়া তদ্দারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারেন। ১৯

১। খ+গ—কৃষ্ণাষ্টম্যাং পুষ্যযুক্তং চতুর্দশ্যাং। ক—পুষ্যাযুক্তকৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো বরজালিনি[১] সর্ব্বলোকবশঙ্করি[২] স্বাহা অয়ং মন্ত্র উক্তযোগানাম্। অষ্টোত্তর-সহস্র-জপাৎ সিদ্ধিঃ।

উলুক-চক্ষুরাদায় গোরোচন-সমন্বিতম্।
বারিণা সহ দাতব্যং পানাদ্ বশ্যকরং পরম্॥ ২০

উলূকস্য তু কর্ণৌ দ্বৌ চটকস্য বিলোচনম্।
তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধ-পুষ্পয়োঃ।
ক্ষিপেদ্ বা মস্তকে যস্য স বশ্যো জায়তেঽচিরাৎ॥ ২১

মাংসং গ্রাহ্যমূলুকস্য কুঙ্কুমাগুরু-চন্দনম্।
গোরোচনং সমং[৩] পিষ্টং ভক্ষ্যে পানে জগদ্ বশম্।
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্র-জপনাদ্ ভবেৎ॥ ২২

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রুঃ ক্ষঃ[৪] হ্রেঃ ফট্ নমঃ।

পরন্তু পূর্বোক্ত সকল প্রয়োগেই "ওঁ নমো বরজালিনি" ইত্যাদি মূলোক্ত সকল মন্ত্র প্রযোজ্য অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা গুটিকার অভিমন্ত্রণ, লেপন, তিলক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবেন এবং ধারণ কালেও ঐ মন্ত্র পড়িবেন। প্রথমে পূর্বোক্ত সকল মন্ত্র অষ্টোত্তর-সহস্র (১০০৮) জপ দ্বারা ঐ মন্ত্র সকলকে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

উলুকের (পেচকের) চক্ষু লইয়া গোরোচনার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক যাহাকে জলের সঙ্গে পান করিতে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হয়। ২০

পেঁচার কর্ণদ্বয় ও চড়াই পাখীর চক্ষু একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তির খাদ্যের বা পানীয়ের সঙ্গে ঐ চূর্ণ প্রদান করিবেন, কিংবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের সঙ্গে মিশাইয়া আঘ্রাণ করাইবেন অথবা ঐ চূর্ণ যাহার মস্তক প্রদেশে নিক্ষেপ করিবেন, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ২১

পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন ও গোরোচনা এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবেন। ঐ মর্দ্দিত বস্তু খাদ্যে বা পানীয়ে প্রদান করিলে জগত্রয় বশীভূত করিতে পারা যায়। "ওঁ হ্রীং হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ করিয়া এই কার্য্য করিতে হয়। ইহা দ্বারা স্ত্রী অথবা পুরুষ সকলেই বশীভূত হয়। ২২

১। খ+গ—জালিনী। ২। খ+গ—বশঙ্করী। ৩। খ+গ—গোরোচনসমং।
৪। খ+গ—হুং ক্ষঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কৃতোপবাসো গৃহ্লীয়াৎ সমূলাঞ্চেন্দ্রবারুণীম্ ।
উত্তরাভিমুখেনৈব কুট্টয়েৎ তদূদূখলে ।
তৎকল্কং ত্রিকটু তুল্যমজামুত্রেণ পেষয়েৎ ॥ ২৩

ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ সা বটী রক্তচন্দনম্ ।
ঘৃষ্ট্বাথ স্বাঙ্গুলীং লিপ্ত্বা তয়া স্পৃষ্টে জগদবশম্ ॥ ২৪

সা বটী দেবদারুঞ্চ তুল্যঞ্চ সিত-চন্দনম্ ।
জলে ঘৃষ্ট্বা বিলেপায় দত্তং যস্য ভবেদ্ বশঃ ॥ ৫

সা বটী রোচনং তুল্যং কৃত্বা তোয়েন পেষয়েৎ ।
অনেন তিলকং কৃত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৬

ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থসাধিনী স্বাহা। অস্য সহস্রে জপ্তে পূর্ব্বযোগসিদ্ধিঃ।

পূর্ব্বদিন অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রবারুণী (পূর্ব্বদিক্‌স্থিত রাখালশসা বৃক্ষ) শিকড় সহ তুলিবেন। তৎপরে উত্তরমুখ হইয়া উদূখলে শিকড় সহ উহা চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণের কল্ক ও ত্রিকটু (মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী) সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রের সহিত পেষণ করিবেন। ২৩

উত্তমরূপে মর্দিত হইলে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া উহাতে বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ বড়ী ও রক্তচন্দন একসঙ্গে ঘর্ষণ করতঃ নিজের অঙ্গুলীতে লেপন করিবেন। ঐ অঙ্গুলী দ্বারা যাহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা সমগ্র জগৎ বশীভূত হয়। ২৪

উপরি-উক্ত বটিকা, দেবদারু ও শ্বেতচন্দন সমভাগে লইয়া একসঙ্গে জলে ঘর্ষণ করিবেন। ঐ ঘর্ষিত দ্রব্য অঙ্গে লেপনার্থ যাহাকে দিবেন, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। ২৫

পূর্ব্বোক্ত বটিকা ও গোরোচনা এই বস্তুদ্বয় সমভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবেন। উত্তমরূপে মর্দিত হইলে উহা দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়ী হইতে পারা যায়। ২৬

"ওঁ নমঃ শচী" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র। ইহা সহস্রসংখ্যক জপ করিলে সকল পূর্ব্বযোগ সিদ্ধ হইবে।

CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা উপোষিতঃ।
বলিং দত্ত্বা সমুদ্ধৃত্য সহদেবীং সুচূর্ণয়েৎ।
তাম্বুলেন তু তচ্চূর্ণং যোজ্যং বশ্যকরং পরম্ ॥ ২৭

রোচনা-সহদেবীভ্যাং তিলকো বশ্যকারকঃ।
মনঃশিলা চ তন্মুলমঞ্জয়েৎ সর্ব্ববশ্যকৃৎ ॥ ২৮

সপ্তাহং তাম্বূলস্যান্তঃ সহদেবীং প্রযোজয়েৎ।
রাজা বশ্যমবাপ্নোতি সর্ব্বলোকেষু কা কথা ॥ ২৯

শিরসা ধারয়েৎ তচ্চ চূর্ণং সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ।
মুখে ক্ষিপ্ত্বাঽথ তন্মুলং কট্যাং বদ্ধা চ কাময়েৎ।
যাং নারীং[১] সা ভবেদ্ বশ্যা মন্ত্রযোগেন নান্যথা ॥ ৩০

ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জিনি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গ-কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু কুরু স্বাহা। সহস্রজপে উক্তযোগানাং সিদ্ধিঃ।

কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী বা অষ্টমী তিথিতে অনাহারে থাকিয়া দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান পূর্ব্বক সহদেবী (বেড়েলা) তুলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবেন। পরে ঐ চূর্ণ তাম্বুলের সহিত যাহাকে ভক্ষণ করিতে দিবেন, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। ২৭

রোচনা ও বেড়েলা এই দুই দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে সকলকে বশীভূত করা যায়। মনঃশিলা ও বেড়েলার শিকড় একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও সকলে বশীভূত হয়। ২৮

এক সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যহ তাম্বুলের মধ্যে সহদেবী (বেড়েলা) প্রয়োগ করিয়া তাহা ভক্ষণ করাইতে পারিলে অন্য সকল ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, রাজাও বশীভূত হন। ২৯

বেড়েলার চূর্ণ মস্তকে ধারণ করিলে সকল ব্যক্তিকেই বশীভূত করা যায়। বেড়েলার মূল-মুখবিবরে রাখিয়া অথবা কটিদেশে বাঁধিয়া যে স্ত্রীলোককে কামনা করা যায়, সেই রমণীই মন্ত্র প্রয়োগে বশীভূতা হয়। ইহা অন্যথা হয় না। ৩০

"ওঁ নমো ভগবতি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের সহস্রবার জপে এই সকল যোগের সিদ্ধি হয়।

১। খ-গ—সা নারী।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সুনির্বৃত-চিতাঙ্গারং[১] শৃগাল-রুধিরৈঃ সহ।
যস্যৈব শিরসি ক্ষিপ্তং স বশ্যো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৩১
শিখি পিত্তঞ্চ গোরম্ভা মোহিনী রোচনা[২] শিখা।
পেষয়েৎ কন্যকা-হস্তাৎ স্পর্শে পানে জগদ্বশম্ ॥ ৩২
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং চন্দ্রগ্রহণ উদ্ধৃতম্।
অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন তিলকো লোক-বশ্যকৃৎ ॥ ৩৩
মেঘনাদস্য মূলন্তু বক্ত্রস্থং বশ্যকারকম্।
প্রতিবাদী[৩] ভবেন্মূকোঽথবা যাতি দিগন্তরম্ ॥ ৩৪
গ্রাহ্যং কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং শ্বেতগুঞ্জীয়-মূলকম্।
তাম্বূলেন প্রদাতব্যং সর্ব্বলোক-বশঙ্করম্ ॥ ৩৫
শিলা-রোচন-তন্মূলং বারিণা তিলকে কৃতে।
সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ৩৬

শ্মশানস্থ সুসম্পন্ন চিতার অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত এই দুই দ্রব্য একত্র করত যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিবেন, সেই ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে বশীভূত হইবে। ৩১

ময়ূরের পিত্ত, গোরম্ভা, জাতিফুল, রোচনা ও ময়ূরের শিখা এই সমস্ত বস্তু কন্যা দ্বারা একসঙ্গে পেষণ করাইবেন। পরে উহা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবেন অথবা যাহাকে পান করাইবেন, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। ইহা দ্বারা জগৎ বশীভূত হয়। ৩২

চন্দ্র গ্রহণের সময় শ্বেত অপরাজিতার শিকড় উঠাইয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। যে ব্যক্তি চক্ষুতে ঐ অঞ্জন প্রদান করে, অথবা উহা দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করে, সে সর্ব্বলোককে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। ৩৩

মেঘনাদের (কাঁটা নটিয়ার) শিকড় মুখের মধ্যে স্থাপন করিয়া রাখিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারেন এবং তাহাকে দেখিবামাত্র প্রতিবাদী মূক হয় কিংবা দিগন্তরে পলায়ন করে। ৩৪

কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীতে শ্বেত গুঞ্জার (কুঁচের) শিকড় তুলিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বলোকের বশ-কর। ৩৫

মনঃশিলা, রোচনা ও শ্বেতগুঞ্জার শিকড়—এই কয় বস্তু সমভাগে লইয়া জলের

১। খ+গ—সুনির্ব্বাত্তচিতা। ২। ঘ+গ—রোচনী। ৩। খ+গ—পরবাদী।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্বর্ণবেষ্টিত-তন্মূলং সমুদ্রং কারয়েদ্ বুধঃ।
তদ্বাক্যাদ্ বশমায়াতি প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ৩৭

চর্ব্বয়িত্বা তু তন্মূলং তেনৈব তিলকং কৃতম্।
দৃষ্টমাত্রে বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা ॥ ৩৮

ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মামাদি[1] অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। উক্তযোগানাং সহস্রজপে সিদ্ধিঃ।

কৃতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্যে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে।
পুষ্প-ধূপ-বলিং দত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ।
দত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিক-সহস্রকম্ ॥ ৩৯

ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু স্বাহা[2]।

শ্বেতগুঞ্জা-ফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানান্ মৃত্তিকাযুতম্।
ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্ব্বং নবপাত্রে তু শোভনে ॥ ৪০

সহিত মর্দ্দন করতঃ তদ্দ্বারা তিলক ধারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, সেই সকল ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। উহা সকলের উত্তম বশীকরণ। ৩৬

শ্বেত গুঞ্জার মূল সুবর্ণ দ্বারা বেষ্টিত করতঃ মুদ্রা (মাদুলি) মধ্যগত করিয়া ধারণ করিলে সেই ব্যক্তির কথায় সকলেই প্রাণ ও মনের সহিত বশীভূত হয়। ৩৭

শ্বেত গুঞ্জার শিকড় চর্ব্বণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিয়া যাহাকে দর্শন করা যায়, সে পুরুষই হউক আর নারীই হউক বশীভূত হয়। ৩৮

"ওঁ বজ্রকিরণে" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের সহস্র জপে উক্ত যোগ সফল সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্ব দিনে উপবাসপূর্ব্বক সাধক পুষ্যা নক্ষত্র-যুক্ত কৃষ্ণা অষ্টমীতে পুষ্প ধূপ উপচার দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতদীপ দান করিবেন। সেই সকল দান করিয়া সেই প্রয়োগে অষ্টোত্তর-সহস্র (১০০৮) মন্ত্র জপ করিবেন। ৩৯

জপ মন্ত্র হইতেছে—ওঁ শ্বেতবর্ণে সিত ইত্যাদি। উহা মূলে উক্ত হইয়াছে।

অনন্তর শ্বেত গুঞ্জার ফল ও তত্রত্য মৃত্তিকা লইবেন। গুঞ্জাফল ও মৃত্তিকা সমস্তই ঘৃত দ্বারা লিপ্ত করিবেন। পরে ঐ ফল ও মাটী একটি সুন্দর নূতন পাত্রে রাখিয়া দিয়া কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিবেন। যত দিন পর্য্যন্ত ঐ

১। খ+গ—মমাদি। ২। খ+গ—কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং ভুরি নিক্ষিপেৎ।
সমন্ত্রেণোদকেনৈব সিঞ্চেন্নিত্যং ফলাবধি॥ ৪১

ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা[১]।

পুনঃ পুষ্যে শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধূপ-দীপোপচারাদ্যৈর্ন্যাসং কৃত্বা সমুদ্ধরেৎ॥ ৪২

ওঁ শ্বেত হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমো নেত্রত্রায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্রায় ফট্।

সর্ব্বাণ্যঙ্গানি নমোঽন্ত-প্রণবাদীনি[২]। ইতি ন্যাসং কৃত্বা ততো মূলমন্ত্রেণোৎপাটয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি হ্রীং শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা।

অস্য চ মূলমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ।
দশাংশং হবনং কুর্য্যাৎ তিল-দূর্ব্বা-ঘৃত-প্লুতম্॥ ৪৩
এবং কৃত্বা সমুদ্ধৃত্য গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদম্[৩]।
তন্মূলং মধুনা যুক্তং লেপঃ সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ॥ ৪৪

বীজ হইতে বৃক্ষ না হয় এবং ফল না জন্মে, তত দিন প্রত্যহ "ওঁ শ্বেতবর্ণে" ইত্যাদি মূলোক্ত দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উহাতে জল সেচন করিবেন। ৪০-৪১

পরে ফল হইলে পুনরায় সাধক পূর্ব্ব দিনে উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী যুক্ত পুষ্যা নক্ষত্রে পবিত্রভাবে ন্যাস করিয়া ধূপ দীপাদি উপচারে ঐ বৃক্ষকে পূজা করিবেন ও "ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মূলোক্ত অঙ্গন্যাস মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মূল মন্ত্রে ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিবেন। ৪২

সকল অঙ্গন্যাস মন্ত্রের আদিতে প্রণব ও অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিতে হইবে। এইরূপ ন্যাস করিয়া তাহার পর "ওঁ নমো ভগবতি" ইত্যাদি মূল মন্ত্রের দ্বারা উৎপাটন করিবেন এবং ঐ মূলমন্ত্রে শিকড় তুলিয়া লইবেন।

এই প্রক্রিয়ার অগ্রে "ওঁ নমো ভগবতি" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ, সঘৃত তিল দ্বারা ও শ্বেতদূর্ব্বা দ্বারা তাহার দশাংশ সহস্রসংখ্যক হোম কর্তব্য। ৪৩

এই প্রকারে সকল কার্য্য করিয়া সুসিদ্ধি-প্রদ গুঞ্জার মূল তুলিয়া (উক্ত শ্বেত

১। খ+গ—স্বাহা ইত্যনন্তরং "ইতি সেচন মন্ত্রঃ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ। ২। খ+গ—নমোঽন্তাদীনি।
৩। খ+গ—সুসিদ্ধিদম্ ইত্যনন্তরম্—তন্মূলং চন্দনং শ্বেতং লেপঃ স্যাদ্ বশ্যকারকঃ ইত্যধিকঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মনঃশিলা চ তন্মূলং বারিণা শ্বেতচন্দনম্।
ঘৃষ্ট্বা তৎ তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোক-বশঙ্করম্ ॥ ৪৫
তন্মূলং সর্ষপং শ্বেতং প্রিয়ঙ্গু চ সমং সমম্।
চূর্ণিতং মস্তকে যস্য ক্ষিপ্তং[১] বশ্যকরং পরম্ ॥ ৪৬

ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে সর্ব্বলোক-বশঙ্করি দুষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা। উক্তযোগানামষ্টোত্তরশতজপেন[২] সিদ্ধিঃ।

বাসামূলং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ কুষ্ঠৈলা নাগকেশরম্।
শ্বেতসর্ষপ-সংযুক্তো ধূপঃ সর্ব্ব-বশঙ্করঃ ॥ ৪৭

ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ। অনেন ধূপমভিমন্ত্রয়েৎ। অথানেন মন্ত্রেণ শতমভিমন্ত্রিতং পুষ্পং যস্য হস্তে দীয়তে, যস্য নাম্না নিত্যং সপ্তগ্রাসমন্নং ভুজ্যতে, সপ্তদিনেন স বশ্যো ভবতি।

গুঞ্জার মূল) ও শ্বেত চন্দন একত্র পেষণে প্রস্তুত লেপ বশকারক হয়। মধুর সঙ্গে ঐ শিকড় মর্দ্দন পূর্ব্বক অঙ্গে মাখিলে সর্ব্বজনকে বশীভূত করিতে পারেন। ৪৪

উপরি উক্ত প্রকারে উত্তোলিত শ্বেতগুঞ্জার শিকড়, মনঃশিলা শ্বেতচন্দন, এই কয় বস্তু একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করতঃ ললাটে তিলক করিলে সকল ব্যক্তিকেই বশীভূত করা যায়। ৪৫

পূর্ব্বোক্ত শ্বেতগুঞ্জার শিকড়, শ্বেত সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ যাহার মস্তক-প্রদেশে নিক্ষেপ করিবেন, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। ৪৬

"ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে" ইত্যাদি মন্ত্রের একশত আটবার জপের দ্বারা এই সকল প্রক্রিয়া সিদ্ধ হয়।

বাসকের শিকড়, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাইচ, নাগকেশর ও শ্বেত সরিষা—এই সমস্ত বস্তু একত্র পেষণ করিয়া ধূপ নির্ম্মাণ করিবে ও ঐ ধূপ সকলের বশকর হয়। ৪৭

"ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ" এই মন্ত্রে শতবার ধূপকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে যে ব্যক্তির অঙ্গে ঐ ধূপের ধূম দেওয়া যাইবে, সেই বশীভূত হইবে। আবার "ওঁ কামিনী" ইত্যাদি মন্ত্রে একটি ফুল শতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার হস্তে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হয়। ঐ মন্ত্রে অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করতঃ সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ সপ্ত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন, সেই ব্যক্তি সাত দিনেই বশীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

১। খ+গ—ক্ষিপ্ত্বা। ২। খ+গ—জপ্তে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ কটংকটে ঘোররূপিণি স্বাহা[১]। অস্য মন্ত্রস্য উক্তসিদ্ধিশ্চ পূর্ব্বমন্ত্রবৎ।

ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। অস্য পূর্বমেবাযুতং জপ্ত্বা ততোঽনেন মন্ত্রেণ পাষাণং সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পত্তনে বা গ্রামে ক্ষিপেৎ বা তেন পাষাণেন বৃক্ষং তাড়য়েৎ। গ্রামমধ্যে অপ্রার্থিতং সুখভোগং প্রাপ্নোতি।

কন্দরাধো জপেল্লক্ষদ্বয়ং মন্ত্রস্য সাধকঃ।
ঘৃতাক্তৈর্গুগ্‌গুলৈর্হোমৈর্দেবী সৌভাগ্যদায়িনী।
ত্রৈলোক্যং বশমায়াতি স্পৃষ্টমাত্রে ন সংশয়ঃ॥ ৪৮

ক্লীং জনকে স্বাহা।

যক্ষমন্ত্রেণ সংতাড্য সপ্তধা ক্ষীর-ভূরুহম্।
তৎকাষ্ঠঞ্চৈব সংগ্রাহ্যমেকবিংশতি-মন্ত্রিতম্।
ধারয়েদ্ দক্ষিণে কর্ণে অন্নমপ্রার্থিতং লভেৎ॥ ৪৯

ওঁ নমো মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মণিভদ্রায়[২] অপ্রার্থিতমন্নং দেহি মে দেহি স্বাহা।

ওঁ কটকটে ইত্যাদি মন্ত্রের জপ ও সিদ্ধি পূর্বমন্ত্রের ন্যায় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া করিবার অগ্রে "ওঁ কটং-কটে" ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর শতসংখ্যক জপ করিতে হয়। তাহা হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং প্রক্রিয়া নিশ্চিত ফলবতী হইবে।

অগ্রে অযুতসংখ্যক 'ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ' মন্ত্র জপ করিয়া পরে ঐ মন্ত্রেই একখণ্ড প্রস্তর সাতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যে কোন নগরে বা গ্রামে ফেলিয়া দিলে কিংবা তত্রত্য কোন বৃক্ষে উহা দ্বারা তাড়না (আঘাত) করিলে তাহাতে সেই পত্তনে বা গ্রামে অযাচিত সুখভোগ ঘটে।

মন্ত্রের সাধক গুহার অধোদেশে "ক্লীং জনকে স্বাহা" এই মন্ত্র লক্ষদ্বয় জপ করিবেন। ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুলু দ্বারা দেবীর উদ্দেশ্যে জপের দশাংশ সংখ্যক হোমে সেই দেবী সৌভাগ্য-দায়িনী হন। সাধক ত্রিলোকের যাহাকেই স্পর্শ করিবেন, তৎক্ষণাৎ সে নিশ্চিত বশীভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ক্লীং জনকে স্বাহা—এইটী মন্ত্র। ৪৮

নিম্ন লিখিত "ওঁ নমো মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে" ইত্যাদি যক্ষমন্ত্রে প্রথমতঃ সাত বার ক্ষীরবৃক্ষকে (যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতি বৃক্ষকে) তাড়ন পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠ সংগ্রহ করতঃ ঐ মন্ত্রে একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিবেন, পরে ঐ কাষ্ঠ দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিলে অযাচিত অন্ন লাভ হইয়া থাকে। ৪৯

১। অয়ং স্বাহা পাঠঃ নাস্তি। স্বাহা স্থানে ঠঃ ঠঃ। ২। খ+গ—মনিভদ্রায়।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অশ্বত্থবৃক্ষমারূঢ়ঃ পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ ।
করবীরক-পুষ্পঞ্চ সপ্তমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ ।
তৎ পুষ্পং দীয়তে যস্য স বশ্যস্তৎক্ষণাদ্ ভবেৎ ॥ ৫০

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবন্ধ সর্বেষাং শিবমস্তু শিবমস্তু হন হন রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ ।

বাসো পিধায় কৌসুম্ভং রাত্রৌ মন্ত্রাযুতং জপেৎ ।
নর-নারী-নরেন্দ্রাণাং সততং ক্ষোভ-কারকঃ ॥ ৫১

ওঁ নমো ভূতনাথায় অমুং ভূপালং বশং[১] কুরু কুরু ভুবনক্ষোভক সর্বলোকান্ ক্ষোভয় ক্ষোভয় স্ফেং ব্লীং ব্লীং ব্লূং স্বাহা ।

রাত্রৌ দশসহস্রাণি জপ্তব্যং পদ্মকেশরৈঃ ।
সিতা-মধু-পয়োমিশ্রৈঃ কৃতহোমো দশাংশতঃ ।
রঞ্জকশ্চেষ্টতে লোকান্ দর্শনে[২] তৃপ্তিকারকঃ ॥ ৫২

ওঁ ঐং অমুকং বশং করু হ্রীং[৩] স্বাহা ।

ভুক্তোচ্ছিষ্টো জপেন্মন্ত্রী পূর্ব্বমেবাযুতং ততঃ ।
একান্তে স্মরণান্মন্ত্রী তত্রৈবায়াতি ভোজনম্ ॥ ৫৩

প্রথমে অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর উঠিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন । তদনন্তর একটি করবীর পুষ্প লইয়া ঐ মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার হাতে উহা দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয় । ৫০

জপমন্ত্র ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মূলে উক্ত হইয়াছে ।

কুসুম্ভরাগে রঞ্জিত কৌসুম্ভ বসন পরিয়া নিশাভাগে "ওঁ নমো ভূতনাথায়" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন । উহা পুরুষ, নারী ও রাজগণের সর্বদা ক্ষোভকারক । ৫১

নিশাভাগে "ওঁ ঐং অমুকং" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন । অনন্তর চিনি, মধু ও দুগ্ধ সংযুক্ত পদ্মকেশর দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে । এই হোম অনুরাগ কারক । উহা সকল লোককে অনুরাগ প্রদর্শনে চেষ্টিত করে এবং তাহাকে দেখিলে সকলেরই প্রীতি জন্মে । ৫২

প্রথমে আহারান্তে উচ্ছিষ্টমুখে "ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন । পরে কোন জনহীন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ঐ মন্ত্রে ভোজ্য বস্তুর স্মরণ করিবামাত্র সেই স্থানেই সাধক সমীপে ভোজ্য উপস্থিত হইবে । ৫৩

১। খ+গ—নাথায় বৎ ভূপাল বশং । ২। খ+গ—দর্শনতৃপ্তি । ৩। খ—অমুকং রঞ্জয় হ্রীং ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বাগ্‌বাদিনি রাজমোহনি প্রজামোহন স্ত্রীমোহন আন্ আন্ বেবে বায়ু বায়ু উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সত্যবাদিনি কী শক্তিফুরৈং[১]।

মন্ত্রং লক্ষমিমং[২] জপ্‌ত্বা ভূতনাথঃ প্রসিধ্যতি।
খ-ভূ-পাতাল-ভূতানি স্মরণাৎ কুরুতে বশম্।
ওঁ নমো ভূতনাথায় সমস্ত-ভুবন-ভূতানি সাধয়[৩] ॥ ৫৪

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে[৪] সর্ব্ববশীকরণং
নাম দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

যে সাধক "ওঁ নমো ভূতনাথায়" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপ করে, ভূতনাথ তৎপ্রতি প্রীত হন। সেই সাধক স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের যে ব্যক্তিকে যে স্মরণ করে, সে সাধ্যকে বশীভূত করে। ৫৪

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের সর্ব্ববশীকরণ নামক দ্বিতীয় পটলের
অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—শক্তিফুরৈ। ২। খ+গ—লক্ষমিদং। ৩। খ+গ— সাধয় হং।
৪। ক—নাগার্জুন কক্ষপুটে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তৃতীয়ঃ পটলঃ

রাজবশীকরণ ও বিবাদে জয়লাভ

অথ রাজবশ্যমাহ[1]

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব রোচনং শশিমিশ্রিতম্ ।
গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্য-করং পরম্ ॥ ১

ওঁ ক্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা। পূর্ব্বমেব সহস্রং জপ্ত্বা ততোঽনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং তিলকং[2] কুর্য্যাৎ।

চক্রমর্দ্দস্য মূলন্তু হস্তর্ক্ষে তু সমুদ্ধরেৎ ।
রাজদ্বারে ভবেৎ পূজ্যো হস্তে বদ্ধ্বা চ বাদজিৎ ॥ ২

ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা। পূর্ব্বমেব সহস্রজপেন[3] সিদ্ধিঃ।

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা চণ্ডমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে ।
ততো হ্যৌষধ-যোগায় কুরু সপ্তাভিমন্ত্রিতম্ ।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকর্মাণি পূর্ব্বমেব প্রভাবতঃ ॥ ৩

অনন্তর রাজার বশীকরণ বলিতেছেন—কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর—এইগুলি সমভাগে লইয়া গোদুগ্ধের দ্বারা তিলক করিলে উহা শ্রেষ্ঠ রাজ-বশ্যকর হয়। ১

তৎপূর্ব্বে "ওঁ ক্লীং সঃ" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া পরে ললাটে তদ্দ্বারা সপ্তধা অভিমন্ত্রিত তিলক ধারণ করিবেন। (মন্ত্রের মধ্যে যেখানে 'অমুকং' শব্দ আছে, তথায় যাহাকে বশ করিতে হইবে, তাহার নাম উচ্চার্য্য।)

হস্তা নক্ষত্রে চক্রমর্দ্দের (চাকুলিয়ার) শিকড় তুলিয়া "ওঁ সুদর্শনায়" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ যে ব্যক্তি হস্তে ধারণ করে, সে রাজদ্বারে সম্মান প্রাপ্ত হয় এবং বিবাদে জয়ী হইয়া থাকে। অগ্রে উক্ত মন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়। ২

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অগ্রে "ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র বার জপ্তব্য। তৎপরে ঔষধ সংগ্রহ, প্রস্তুতি ও ঔষধ প্রয়োগের জন্য এই মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের প্রভাবে পূর্ব্বেই সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি হইবে। ৩

১। ক—অয়ং পাঠো নাস্তি। ২। খ+গ—পূর্বতিলকং। পূর্ববৎ তিলকমিত্যর্থঃ।
৩। খ+গ—জপে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে রক্তং কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অয়ং চণ্ডচন্দ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধো ভবতি।

মঞ্জিষ্ঠা কুঙ্কুমঞ্চৈব অজমোদা কুমারিকা।
চিতিভস্ম স্বরক্তঞ্চ স্বরেতসা[১] চ মারয়েৎ ॥ ৪
পুষ্যে চ বটিকাং কৃত্বা খাদ্যে[২] পানে চ দাপয়েৎ।
স্পৃষ্টে বা রাজবশ্যং স্যাচ্চণ্ডমন্ত্র-প্রভাবতঃ ॥ ৫
শ্বেতাপরাজিতামূলং চন্দ্রগ্রহণ উদ্ধৃতম্।
প্রভূণাং ভোজনে দেয়ং চণ্ডমন্ত্রাদ্ বশঙ্করম্ ॥ ৬
উত্তরায়াং সমাদায় প্রাতরশ্বত্থ-ব্রধ্নকম্।
করে বদ্ধা তু সর্ব্বত্র রাজদ্বারে জয়াবহম্ ॥ ৭
ধাত্রী-ব্রধ্নং ভরণ্যাস্তু বিশাখে চাম্রব্রধ্নকম্[৩]।
পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে গ্রাহ্যং দাড়িম্ব-ব্রধ্নকম্।
করে বদ্ধা ভবেদ্ বশ্যো যদি রাজা পুরন্দরঃ ॥ ৮

ওঁ হ্রীং রক্ত চামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্রটী চণ্ডমন্ত্র। ইহা দ্বারা সমস্ত সিদ্ধ হয়। (মন্ত্রের মধ্যে 'অমুকং' শব্দস্থলে বশ্যের নাম উচ্চার্য্য।)

মঞ্জিষ্ঠা, কুঙ্কুম, অজমোদা (যমানী), ঘৃতকুমারী, চিতার ভস্ম ও নিজ দেহের রক্ত এই সমস্ত বস্তু একত্র করতঃ স্বীয় রেতো দ্বারা ভাবনা দিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে বটিকা প্রস্তুত করিবেন। খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে ঐ বটিকা যাহাকে খাওয়াইবেন, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। ঐ বটিকা রাজার দেহে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্র বলে তিনিও বশীভূত হন। ৪-৫

চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্বেত অপরাজিতার শিকড় তুলিয়া প্রভুকে খাওয়াইলে চণ্ডমন্ত্র প্রভাবে তিনিও তৎক্ষণাৎ বশীভূত হন। ৬

উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ বা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে প্রভাতে অশ্বত্থ গাছের শিকড় তুলিয়া বাহুতে ধারণ করিলে রাজদ্বারে ও অপরাপর সর্ব্বত্র বিজয়ী হওয়া যায়। ৭

ভরণী নক্ষত্রে ধাত্রী বৃক্ষের (আমলকী গাছের) শিকড়, বিশাখা নক্ষত্রে আম্রের শিকড় ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম গাছের শিকড় তুলিয়া হাতে ধারণ করিলে যদি রাজা সুররাজ ইন্দ্র হন, তবে তিনিও বশীভূত হন। ৮

১। ক+খ+গ—স্বরেতেন। ২। খ+গ—ভক্ষে। ৩। ক+খ+গ—বিশাখামাম্র।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অশ্লেষায়াং গৃহীত্বা তু নাগকেশর-ব্রধ্নকম্ ।
করে বদ্ধ্বা ভবেদ্ বশ্যো যো রাজা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯
নিঘৃষ্যাঙ্কোল তৈলেন রক্তমণ্ডল-মূলকম্ ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তিলকং রাজবশ্যকৃৎ ॥ ১০

উক্তযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ

হোময়েৎ কটুতৈলেন রক্তচন্দন-রাজিকাম্[১] ।
সহস্রাহুতিমাত্রেণ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ১১
সর্ষপং ছাগরক্তেন হুত্বা রাত্রৌ স্বকে গৃহে ।
সংখ্যা চ পূর্ব্ববদ্ বশ্যো রাজা ভবতি নান্যথা ॥ ১২
মধুনা তস্য পুষ্পন্তু রাত্রৌ হুত্বা চ পূর্ব্ববৎ ।
চক্রবর্ত্তী ভবেদ্ বশ্যশ্চণ্ডমন্ত্র-প্রভাবতঃ ॥ ১৩

অথ পরবাদি-জয়ঃ[২]

গোজিহ্বা শিখিমূলং বা মুখে শিরসি সংস্থিতা ।
কুরুতে সর্ব্ববাদেষু জয়ং পুষ্যে সমুদ্ধৃতা ॥ ১৪

অশ্লেষা নক্ষত্রে নাগকেশরের শিকড় তুলিয়া হাতে বাঁধিয়া রাখিলে তৎসকাশে ধরণীপতি রাজাও বশীভূত হন। ৯

আকোঁড় ফলের তৈল সহ রক্তমণ্ডলের শিকড় ঘষিয়া পূর্ব্ব কথিত চণ্ডমন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করতঃ ললাটে তিলক ধারণ করিলে রাজাকেও বশীভূত করা যায়। ১০

ইহার অগ্রে যে কয়টি প্রক্রিয়া কথিত হইলে, সে সকল যোগেরই সহস্রসংখ্যক চণ্ডমন্ত্র জপ দ্বারা সিদ্ধি হয়।

কটুতৈলের সঙ্গে রক্তচন্দন ও শ্বেতসরিষা মিশাইয়া তদ্দ্বারা এক হাজার হোম করিলে আশু রাজাকে বশ করা যায়। ১১

নিশাভাগে নিজগৃহে ছাগরক্তের সঙ্গে শ্বেতসর্ষপ মিশাইয়া এক হাজার হোম করিলে রাজাও বশীভূত হন, ইহাতে অন্যথা নাই। ১২

মধু ও শ্বেত সরিষার ফুল একত্র করতঃ তদ্দ্বারা নিশাভাগে একহাজার হোম করিলে উক্ত চণ্ডমন্ত্র বলে চক্রবর্ত্তী সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিও তৎক্ষণাৎ বশীভূত হন। ১৩

পুষ্যা নক্ষত্রে গোজিহ্বা (গোজিয়া) ও আপাঙ্গের শিকড় তুলিয়া মুখবিবরে বা মস্তকে রাখিলে সর্বত্র বিবাদে জয়লাভ করা যায়। ১৪

১। খ+গ—রাজিকা। ২। ক—অয়ং পাঠো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মার্গশীর্ষে তু পূর্ণায়াং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ।
বাহৌ শিরসি বা ধার্য্যং বিবাদে বিজয়ো ভবেৎ।
বন্ধনান্মুচ্যতে তেন শিখাবন্ধে ন সংশয়ঃ॥ ১৫

মেঘনাদস্য মূলন্তু বক্ত্রস্থং তার-বেষ্টিতম্।
পরবাদী ভবেন্মূকোঽথবা যাতি দিগন্তরম্॥ ১৬

নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহানীলীং শ্মশানতঃ।
আদায় বন্ধয়েদ্ধস্তে বিবাদে বিজয়ো ভবেৎ।
শ্বেতগুঞ্জান্বিতং মূলং মুখস্থং দুষ্টতুণ্ড-জিৎ॥ ১৭

উক্তযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ।

ত্রিসন্ধ্যং ত্রিদিনং ন্যস্তং যস্য মূর্দ্ধি করস্থিতম্।
ভস্ম চটকনাশোত্থং[১] স জয়ং লভতে নরঃ॥ ১৮

ওঁ নমো ভস্মি জয় ধুলি ধুসরি অর রণি জয় বাগ্‌বন্ধয়তু[২] স্বাহা

অগ্রহায়ণ মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে আপাঙ্গের শিকড় তুলিয়া বাহুতে বা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয় লাভ করা যায়। আর উহা দ্বারা শিখা বাঁধিলে কারাবন্ধন হইতে নিশ্চিত মুক্তি হইয়া থাকে। ১৫

মেঘনাদের (নটিয়া শাকের) শিকড় রৌপ্যের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া মুখবিবরে ধারণ করিলে বিবাদী মূক হয় বা দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করে। ১৬

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে নিশাভাগে শ্মশান হইতে মহানীলী গাছের শিকড় আনিয়া হাতে বাঁধিলে বিবাদে জয় হয়। শ্বেতগুঞ্জাযুক্ত ঐ শিকড় মুখবিবরে ধারণ করিলে দুষ্টলোকের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। ১৭

চণ্ড মন্ত্রের দ্বারা এই কয়টি যোগের সিদ্ধি হয়।

চটক পক্ষীর ভস্ম হাতে লইয়া যে ব্যক্তির মাথায় তিন দিন ত্রিসন্ধ্যা রাখা যায়, সে বিবাদে জয়ী হয়। ১৮

পরন্তু "ওঁ নমো ভস্মি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতঃ ঐ ভস্ম অভিমন্ত্রিত করিবেন।

১। খ+গ—ভস্মচেটকনামাখ্যং; ২। খ+গ—বাগ ধ্যং যন্তু।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অথ দুষ্টদমন-প্রয়োগঃ[1]

শুক্লপক্ষ-যুতে পুষ্যে গুঞ্জামূলং সমুদ্ধরেৎ।
বদ্ধং শিরসি শয্যায়াং চৌরবাধা-হরং পরম্॥ ১৯

ধাত্র্যাস্তু[2], ব্রধ্নকং গ্রাহ্যমশ্লেষায়াং প্রযত্নতঃ।
হস্তে বদ্ধং ভয়ং হন্তি চৌর-ব্যাঘ্রাদি-রাজকম্॥ ২০

আর্দ্রায়ামাহৃতং বংশ-ব্রধ্নকং কর্ণ-ধারিতম্।
বিজয়ং প্রাপয়েদ্ যুদ্ধে শত্রুমধ্যে ন সংশয়ঃ॥ ২১

অঙ্কোল-তৈল-সংভিন্নং কুর্য্যাদাম্রাত-চূর্ণকম্।
অনেন স্পৃষ্টমাত্রেণ মহাহস্তী বশো[3] ভবেৎ॥ ২২

গৃহীত্বা হস্তনক্ষত্রে চূর্ণয়িত্বা[4] ছুছুন্দরীম্।
তল্লেপেন গজা যান্তি দূরতো নত-মস্তকাঃ[5]॥ ২৩

বিল্বপুষ্পস্য চূর্ণন্তু ছুছুন্দর্য্যাশ্চ তৎ সমম্।
তল্লিপ্তাঙ্গং নরং দৃষ্ট্বা দূরে গচ্ছন্তি কুঞ্জরাঃ॥ ২৪

শুক্ল পক্ষে পুষ্যা নক্ষত্রে গুঞ্জার মূল তুলিবেন। উহা মাথায় বা শয্যাতে রাখিলে তস্কর ভয় দূর হয়। ১৯

অশ্লেষা নক্ষত্রে আমলকী গাছের শিকড় তুলিয়া হাতে বাঁধিলে চৌর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ জনিত ভয় ও নৃপতি-জনিত ভয় দূর হয়। ২০

যদি আর্দ্রা নক্ষত্রে বাঁশের মূল তুলিয়া কর্ণে ধারণ করা যায়, তাহা হইলে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ২১

আঁকোড় ফলের তৈলের সঙ্গে আমড়াফল চূর্ণ করিয়া যদি মহাহস্তীর গাত্রে স্পর্শ করান যায়, তবে সে হাতীও বশ্য হয়। ২২

হস্তা নক্ষত্রে একটি ছুঁচা মারিয়া তাহাকে চূর্ণ করিতে হয়। ঐ চূর্ণ স্বীয় অঙ্গে মাখিলে তাহাকে দেখিবামাত্র হাতী নতশিরে দূরে পলায়ন করে। ২৩

বিল্বফুল ও ছুছুন্দরী এই দুই বস্তুর চূর্ণ সম পরিমাণে যে ব্যক্তির অঙ্গে লেপন করা যায়, তাহাকে দেখিবামাত্র হস্তী দূরে পলায়ন করে। ২৪

১। ক—অয়ং পাঠো নাস্তি। ২। খ+গ—ধাত্র্যাং তু। ৩। খ+গ—বশং।
৪। খ+গ—চূর্ণয়েৎ তু। ৫। খ+গ—নতসম্মুখাঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মূলং মর্কট-বল্ল্যাশ্চ বাহৌ বদ্ধঞ্চ মূর্দ্ধনি।
দুষ্ট-দন্তি-ভয়ং ন স্যাদ্ যুদ্ধাদি-ভয়-নাশনম্ ॥ ২৫
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং হস্তস্থং বারয়েদ্ গজান্।
শ্বেতং বৃহতি-মূলঞ্চ হস্তস্থং ব্যাঘ্রভীতি-নুৎ ॥ ২৬

ওঁ চিত্তচিতলো বৃচ্ছে আবে কুরু কুরুর্জ্জিপুচ্ছড়োলাবে হসে চলে তরি মুহি ভাবে গৌরি কর্ণ্ডে মহাদেব বৃণজাল আহাবাধীং পুতাকিজে সহায়া[১] উত্তরাজে ইহ তু ভূমি ছর্ড্জে তারিতৈপ্যুনুধরুকীজৈ বিবাহ জপৈ যা পুটালৈ ভুঞ্জে মোরি-হ্নিকালং যে হনুমন্তকী আজ্ঞা[২]।

অনেন মন্ত্রেণ স্বরক্তবিন্দুং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপেৎ, ব্যাঘ্রো দূরে গচ্ছতি। যদ্বা[৩] যত্র গ্রামে নগরে বনে বা ব্যাঘ্রো মত্তো ভবতি, তত্র বনমধ্যে শূকরং বদ্ধা পূর্ব্বমন্ত্রে সহস্রমেকং জপ্তে ব্যাঘ্রঃ স্বয়মেবাগত্য শূকরং ভক্ষয়িত্বা তৎ স্থানং ত্যক্ত্বা অন্যস্থানং গচ্ছতি। ইতি দুষ্ট দমনপ্রয়োগঃ[৪]।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরাচতে কক্ষপুটে[৫] রাজবশীকরণ-বিবাদজয়লাভো নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ।

মর্কটবল্লীর (আপাঙ্গের) শিকড় বাহুতে ও শিরোদেশে ধারণ করিলে তাহার আর দুষ্ট হস্তি-জনিত ভয় থাকে না এবং সংগ্রামাদির ভয়ও দূর হয়। ২৫

শ্বেত অপরাজিতার শিকড় হাতে বাঁধিয়া রাখিলে হস্তীকে নিবারণ করা যায় এবং শ্বেত বৃহতীর শিকড় হাতে বাঁধিলে ব্যাঘ্রের ভয় দূর হয়। ২৬

ব্যাঘ্রকে দেখিবামাত্র নিজ অঙ্গের রক্তবিন্দু লইয়া "ওঁ চিত্ত চিতলো" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ নিক্ষেপ করিলে ব্যাঘ্র দূরে পলায়ন করে। অথবা যদি কোন গ্রামে, নগরে বা বনমধ্যে ব্যাঘ্র ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে সেই গ্রামের বনমধ্যে একটি শূকর বাঁধিয়া রাখিয়া ঐ মন্ত্র এক হাজার জপ করিবেন। তাহা হইলেই বাঘ নিজে আসিয়া ঐ শূকরকে ভক্ষণ পূর্ব্বক তৎস্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করে। ইহাই দুষ্টদমনের প্রয়োগ। ২৭

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের রাজবশীকরণ ও বিবাদে জয় নামক তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

১। খ—মহায়া। ২। খ—আজ্ঞা। ৩। খ—যথা যত্র।
৪। গ—অয়ং মন্ত্রো নাস্তি মন্ত্র কৃত্যঞ্চ। ৫। ক—নাগার্জ্জুন কক্ষপুটে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

চতুর্থঃ পটলঃ

নারীবশীকরণ

অথ স্ত্রীবশ্যমাহ[১]

পারাবতস্য হৃচ্চক্ষুঃ স্বরক্তং রোচনং তথা।
জিহ্বামল-সমাযুক্তমঞ্জনে স্ত্রী বশা ভবেৎ[২] ॥ ১
রোচনং চিতিভস্মাপি নরতৈলং স্বশুক্রকম্।
পিষ্ট্বা সম্যক্[৩] প্রদাতব্যং সদ্যো বশ্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২
চিতি-ভস্ম বসা কুষ্ঠং তগরং কুঙ্কুমং সমম্।
চূর্ণং স্ত্রীশিরসি ক্ষিপ্তং[৪] পুরুষস্য তু পাদয়োঃ।
স্বদাস-দাসতাং যাতি যাবজ্জীবং ন সংশয়ঃ ॥ ৩
উন্মত্তং মাতুলঙ্গঞ্চ স্বরক্তং মল-পঞ্চকম্।
চেটিকা-হৃদয়ঞ্চৈব ভক্ষ্যে পানে স্ত্রিয়ো বশাঃ ॥ ৪
ত্রিংশৎ-চণকবীজানি ষোড়শেন্দ্রষবাংস্তথা[৫]।

অনন্তর স্ত্রীবশীকরণ বলিতেছেন—কপোতের বক্ষোমাংস ও নেত্র, নিজ দেহের রক্ত, গোরোচনা, জিহ্বামল—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে স্ত্রী বশীভূতা হইবে। ১

গোরোচনা, চিতার ভস্ম, নরতৈল ও নিজের শুক্র—এই কয় দ্রব্য (সম ভাগে) লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ যে স্ত্রীলোককে প্রদান করিবেন, সে বশীভূত হইবে। ২

চিতার ভস্ম, চবি, কুড়, তগরকাঠ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র চূর্ণ করিতে হয়। ঐ চূর্ণ যে নারীর শিরোদেশে বা যে পুরুষের চরণদ্বয়ে নিক্ষেপ করিবেন, সেই নারী বা সেই পুরুষ যাবজ্জীবন তাহার দাসানুদাস হইয়া থাকিবে। ইহাতে সংশয় নাই। ৩

ধুস্তুরবীজ, ছোলঙ্গ লেবুর বীজ, নিজের রক্ত, মল পঞ্চক (দন্তমল, চক্ষুঃমল, কর্ণমল জিহ্বামল, নাসামল), চেটিকার হৃদয়—এই সকল একত্র করিয়া ভক্ষ্য ও পানীয়ে প্রদান করিলে স্ত্রীগণ বশ্য হয়। ৪

ত্রিশটি চণক (ছোলা), ষোড়শ সংখ্যক ইন্দ্রষব, গোদন্ত ও মনুষ্যদন্ত এই কয় দ্রব্য

১। ক—অয়ং পাঠো নাস্তি। ২। খ+গ—বশীভবেৎ। ৩। খ+গ—পিষ্টে পিষ্টা।
৪। খ+গ—ক্ষিপ্ত্বা। ৫। খ+গ—ভ্রষবাস্তথা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গোদন্তং নরদন্তঞ্চ পিষ্ট্বা তৈলেন লেপয়েৎ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাৎ তিলোত্তমাম্ ॥ ৫
টঙ্কণং মধুযষ্টী চ রোচনং চিতিভস্ম বৈ[১]।
কাকজিহ্বা সমং ক্ষৌদ্রং তিলকে স্ত্রী বশীভবেৎ ॥ ৬
পুষ্যে পুষ্পঞ্চ সংগ্রাহ্যং ভরণ্যান্তু ফলং তথা।
শাখাঞ্চৈব বিশাখায়াং হস্তে পত্রং তথৈব চ ॥ ৭
মূলে মূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণোন্মত্তস্য চ ক্রমাৎ।
পিষ্ট্বা কর্পূর-সংযুক্তং কুঙ্কুমং রোচনং সমম্।
তিলকে স্ত্রী বশং যাতি যদি সাক্ষাদরুন্ধতী ॥ ৮
কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং বিল্বপত্রঞ্চ কুঙ্কুমম্।
স্বরক্ত-সংযুতং ভালে তিলকং দার-বশ্যকৃৎ ॥ ৯
কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং শুক্র-শোণিত-সংযুতম্।
দত্তে সা ভোজনে বালা শ্মশানে রুদতে সদা ॥ ১০

তৈলের সঙ্গে মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপন করিবেন। তাহা দ্বারা কপালে তিলক করিলে তিলোত্তমাকেও বশীভূত করা যায়। ৫

টঙ্কণ (সোহাগা), যষ্টিমধু, রোচনা, চিতার ভস্ম ও বায়সের জিহ্বা—এই সকল বস্তু সমভাগে মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিবেন। পরে উহা দ্বারা ললাটে তিলক করিলে যে কোনও স্ত্রীলোক বশীভূত হইবে। ৬

যথাক্রমে পুষ্যা নক্ষত্রে কৃষ্ণ ধুতুরার ফুল, ভরণী নক্ষত্রে উহার ফল, বিশাখা নক্ষত্রে উহার শাখা, হস্তা নক্ষত্রে উহার পাতা এবং মূলা নক্ষত্রে উহার শিকড় তুলিয়া একত্র মর্দ্দন করিবেন। পরে তৎসহ কুঙ্কুম, কর্পূর ও রোচনা সমভাগে মিশাইয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে স্ত্রী যদি বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী হয়, তবে সে বশীভূত হইবে। ৭-৮

কাকের জঙ্ঘা, বচ, কুড়, বিল্বপত্র ও কুঙ্কুম—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া স্বীয় দেহ-রক্তের সহিত মর্দ্দনপূর্বক ললাটে তিলক ধারণ করিলে উহা স্ত্রীকে বশীভূত করে। ৯

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, নিজের রেতঃ ও রক্ত এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ যে নারীকে ভোজনে দিবেন অর্থাৎ ভক্ষণ করাইবেন, সে বশীভূত হইবে। অধিক কি, যদি সেই পুরুষের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও সেই স্ত্রী তজ্জন্য শ্মশানে গিয়া সর্বদা ক্রন্দন করে। ১০

১। খ+গ—চিতিভস্ম চ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কলবিঙ্ক-শিরস্তুল্যং শ্বেতার্কস্য চ মূলকম্।
মঞ্জিষ্ঠা খদিরং পানে দত্তে কান্তাং বশং নয়েৎ ॥ ১১
সর্পত্বগ্-বীজপূরঞ্চ তৈলমেরণ্ড-জং সমম্।
যোষিতাং[১] মোহকৃদ্ ধূপো রতিকালে প্রধূপয়েৎ[২] ॥ ১২
অশ্বিন্যাং গ্রাহয়েদ্ ধীমান্ পলাশস্য চ ব্রধ্নকম্।
করে বদ্ধ্বা ভজেদ্ যান্তু নায়িকা বশগা ভবেৎ ॥ ১৩
ঔড়ুম্বরস্য[৩]-ব্রধ্নন্তু মৃগশীর্ষে সমাহরেৎ।
হস্তে বদ্ধা স্পৃশেৎ কন্যাং সা বশ্যা ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৪
শিরীষস্য ধনিষ্ঠায়াং ব্রধ্নমাদায় বন্ধয়েৎ।
করে বা ধাতকী-ব্রধ্নং স্বাতৌ রামাং বশং নয়েৎ ॥ ১৫
অশ্বিন্যাং গ্রাহরেদ্ ধীমান্ পলাশস্য চ ব্রধ্নকম্।
করে বদ্ধা স্পৃশেদ্ যান্তু নায়িকা সা বশা ভবেৎ ॥ ১৬
রেবত্যাং বট-শুঙ্গঞ্চ হস্তে বদ্ধা বশং নয়েৎ।
মূলে বা বদরী-ব্রধ্নং ভোজনে স্ত্রী বশা ভবেৎ ॥ ১৭

চড়াই পাখীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের শিকড়, মঞ্জিষ্ঠা ও খদির—এই সমস্ত বস্তু সম ভাগে লইয়া একত্র করতঃ স্ত্রীর পানীয়ে প্রদান করিলে সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে। ১১

সাপের খোলস, বীজপুর (টাবা লেবু), ও এরণ্ডতৈল এই সমস্ত সম ভাগে লইয়া সহবাস কালে উহার ধূপ প্রজ্বালিত করিলে সেই নারী চির-বশীভূত থাকে। ১২

অশ্বিনী নক্ষত্রে পলাশ গাছের শিকড় তুলিয়া হাতে বাঁধিলে তাহার প্রণয়পাত্রী তাহাকে দর্শন করিবামাত্র বশীভূত হয়। ১৩

মৃগশিরা নক্ষত্রে যজ্ঞ ডুমুরের শিকড় তুলিবেন। উহা হাতে বাঁধিয়া কন্যাকে স্পর্শ করিবেন। সে তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইয়া থাকে। ১৪

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শিরীষ গাছের মূল ও স্বাতী নক্ষত্রে ধাতকী (ধাই ফুলের গাছের) মূল তুলিয়া হাতে বাঁধিলে যে কোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করা যায়। ১৫

অশ্বিনী নক্ষত্রে পলাশ গাছের শিকড় তুলিয়া হস্তে বন্ধনপূর্ব্বক যে প্রিয় নারীকে স্পর্শ করা যায়, সেই বশীভূত হয়। ১৬

রেবতী নক্ষত্রে বটশুঙ্গ (বটের ঝুরি) সংগ্রহ করত হাতে বাঁধিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে। মূলা নক্ষত্রে বদরীর (কুলগাছের) শিকড় তুলিয়া যে স্ত্রীলোককে ভক্ষণ করাইবেন, সেই স্ত্রীলোকই বশীভূতা হইবে। ১৭

১। খ+গ—যোষিতা। ২। খ+গ—প্রধূজয়েৎ। ৩। খ+গ—ওড় ম্বরস্য।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্বর্ণে তারপুষ্প-মূলং ঘৃষ্ট্বা স্পৃষ্টে স্ত্রিয়ো বশাঃ ॥ ১৮

এতান্ সর্ব্বপ্রয়োগাংশ্চ চণ্ডমন্ত্রেণ যোজয়েৎ।

শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ততঃ সিদ্ধো ভবত্যলম্ ॥ ১৯

মার্গশীর্ষে তু পূর্ণায়াং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ।

মন্ত্রেণ দাপয়েৎ স্ত্রীণাং ভোজনে স্ত্রীবশঙ্করম্ ॥ ২০

মন্ত্রেণ চণ্ডমন্ত্রেণ।

শ্বেতগুঞ্জাভবং মন্ত্রে মূলং পঞ্চ-মলান্বিতম্।

ভক্ষ্যে পানে[১] চ দাতব্যং বশ্যে বামাবশঙ্করম্ ॥ ২১

প্রাতঃ স্বদন্তং প্রক্ষাল্য সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।

যস্যা নাম্না পিবেৎ তোয়ং সা বামা বশগা ভবেৎ ॥ ২২

ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং কামিনীং অমুকীং মে বশমানয় হুঁ ফট স্বাহা।

অন্যোন্যং মেলয়েল্লিঙ্গং যা নারী বীক্ষতে চিরম্[২]।

হুঁকারান্তং[৩] জপেৎ তাবৎ সা নারী বশগা ভবেৎ ॥ ২৩

কুন্দগাছের শিকড় সুবর্ণপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক যে স্ত্রীলোককে স্পর্শ করাইবে, সেই বশীভূত হইবে। এই সমস্ত প্রয়োগ চণ্ডমন্ত্র দ্বারা যুক্ত করিবেন অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রয়োগ চণ্ডমন্ত্রের দ্বারা করিবেন। তাহার পর উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া অবশ্যই সিদ্ধ হয়। ১৮-১৯

অগ্রহায়ণী পূর্ণিমাতে আপাঙ্গের শিকড় তুলিয়া যে স্ত্রীলোককে পূর্ব্বোক্ত ভোজনে দিবে অর্থাৎ খাওয়াইবেন, সেই স্ত্রীলোকই বশীভূত হইবে। ২০

মূলোক্ত মন্ত্রেণ কথার অর্থ—চণ্ডমন্ত্রের দ্বারা।

শ্বেত গুঞ্জার শিকড় ও পঞ্চ মল (নেত্রমল, নাসামল, কর্ণমল, দন্তমল, জিহ্বামল) একত্র মিশাইয়া চণ্ডমন্ত্র পাঠ করতঃ রমণীকে খাদ্যে বা পানীয়ে প্রদান করিবেন। উহা স্ত্রী বশীকর। ২১

প্রভাতে উঠিয়া নিজের দন্ত ধৌত করতঃ 'ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং' ইত্যাদি মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জল সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করতঃ যে রমণীর নামে পান করিবেন, সেই নারী বশীভূত হইবে। ২২

(মন্ত্রমধ্যস্থ 'অমুকীং' শব্দ স্থানে বশ্যা স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতে হয়।)

১। খ+গ—ভক্ষে পানে। ২। ক—অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ৩। খ+গ—হুকারান্তং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ তগরং পদ্মকেশরম্ ।
বচাং মাংসীং[১] সমানীয় চূর্ণয়েন্ মন্ত্রবিত্তমঃ ।
স্বাঙ্গন্তু ধূপয়েৎ তেন ভজন্তে কামবৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪

ওঁ মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্ব্বাসাং ক্ষেত্রেভ্যঃ[২] পরেভ্যঃ স্বাহা

জিহ্বামলং দন্তমলং নাসা-কর্ণমলং তথা ।
সুরাপানে প্রদাতব্যং বশীকরণমদ্ভুতম্ ॥ ২৫

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ নমঃ শিবান্যৈ[৩] চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ।

বাট্যালকস্য মন্ত্রেণ পুষ্পং সপ্তাভিমন্ত্রিতম্ ।
ফলং বা দীয়তে যস্যৈ[৪] সম্যগ্ বশ্যকরং পরম্ ॥

ওঁ নমো বাচাট পথ পথ হিটি[৫] দ্রাবহি স্বাহা ॥ ২৬

অপামার্গস্য মধ্যে তু চতুরঙ্গুল-কীলকম্ ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং গ্রাহ্যং ক্ষিপেদ্ বেশ্যাগৃহে বশা ॥

ওঁ দ্রাবিণী স্বাহা ওঁ হমিলে স্বাহা ॥ ২৭

মন্ত্রবিৎ সাধক নাগকেশর ফুল, প্রিয়ঙ্গু, তগরকাঠ, পদ্মকেশর, বচ, জটামাংসী—এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশাইয়া চূর্ণ করিবেন। তাহা দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিবেন। তদ্দ্বারা নিজ দেহকে ধূপিত করিবেন। তাহাতে স্ত্রীলোকগণ তাহাকে কন্দর্পবৎ ভজনা করে। ২৪

জিহ্বামল, দন্তমল, নাসামল ও কর্ণমল এই সমস্ত একত্র করিয়া মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা "ওঁ নমঃ শিবায়ৈ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া স্ত্রীলোকের পানীয় সুরায় প্রদান করিবেন। ইহা আশ্চর্য্যকর বশীকরণ। ২৫

বেড়েলার পুষ্প বা ফল "ওঁ নমো বাচাট" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া যে স্ত্রীলোককে প্রদান করিবেন। সেই সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া থাকে। ২৬

আপাঙ্ গাছের মধ্যভাগস্থ চতুরঙ্গুল প্রমাণ কীলক কাঠ লইয়া "ওঁ দ্রাবিণী স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করতঃ যে বেশ্যার গৃহে নিক্ষেপ করিবেন, তাহাতে সে বশীভূত হয়। ২৭

১। খ+গ—বচা মাংসীং। ২। খ+গ—ক্ষেত্রয়েভ্যঃ। ৩। খ+গ—সবায়ৈ নমঃ সবানৈ। ৪। খ+গ—বৈশ্যে। ৫। ক—বাচাট পথ হিটি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উলূক-নেত্র-মাংসঞ্চ[১] চন্দনঞ্চৈব রোচনম্।
কুঙ্কুমং মৎস্যতৈলঞ্চ দেহাভ্যঙ্গাদ্ বশাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮

ওঁ হ্রীং হ্রীং প্রং প্রং ফট্[২] নমঃ।

বিধিনা কৃকলাসস্য পাদং সংগৃহ্য দক্ষিণম্।
বেষ্টনে রতিকালে তু মুখস্থং নায়িকা বশা ॥ ২৯
তস্যৈব বামনেত্রেণ মধুতৈলেন চাঞ্জয়েৎ।
যাং পশ্যতি নরো মত্তাং বামা সা তৎক্ষণাদ্ বশা ॥ ৩০

ওঁ আনন্দো ব্রহ্ম 'ওঁ আনন্দো ব্রহ্ম' স্বাহা[৩] ওঁ হ্রাং ক্লীং প্লাং কালি কপালি স্বাহা।

তস্যৈব দক্ষনেত্রঞ্চ সৌবীরং মধুনা সহ।
অঞ্জিতাক্ষস্য সা বশ্যা যা স্ত্রী রূপাতিগর্ব্বিতা ॥ ৩১
ওঁ পূজিতায় স্বাহা।
ত্রিসন্ধ্যন্তু জপেন্ মন্ত্রং মন্মথস্য শতং শতম্।
সম্ভ্রমাৎ কামিনীং[৪] মাসান্মোহয়ত্যেব দর্শনাৎ ॥ ৩২

পেচকের চক্ষু ও মাংস, চন্দন, রোচনা, কুঙ্কুম ও মৎস্যতৈল—এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া "ওঁ হ্রীং হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত অঙ্গে মাখিলে তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রীলোকগণ বশীভূত হয়। ২৮

রতিকালে কৃকলাসের দক্ষিণ চরণ বিধিপূর্বক উক্ত মন্ত্রে লইয়া নিজ শরীরে ধারণ করিলে অথবা মুখবিবরে ধারণ করিলে সেই নায়িকা বশীভূত হয়। ২৯

রতিকালে কৃকলাসের বাম চক্ষু, মধু ও তৈল—এই কয় দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ নেত্রে অঞ্জন দিয়া যে মত্তা স্ত্রীলোককে দর্শন করিবেন, সেই তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। ৩০

রতিকালে কৃকলাসের দক্ষিণ নেত্র, সৌবীর (কাঁজি) ও মধু—এই কয় দ্রব্য মিশাইয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে রূপে অতি গর্ব্বিতা নারীও বশীভূত হয়। ৩১

ক্রিয়াকালে "ওঁ পূজিতায় স্বাহা" মন্ত্রে দ্রব্যগুলি অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন।

"ওঁ নমঃ কামদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যায় এক শত সংখ্যায় জপ করিবেন। দর্শন মাত্রে একমাস মধ্যে সম্ভ্রম সহকারে নারীকে মোহিত করিবেন। ৩২

১। ক—নেত্রং মাংসঞ্চ। ২। খ+গ—হ্রীং প্রং প্রং।
৩। খ—ওঁ আনন্দো ব্রহ্মা স্বাহা ওঁ হ্রীং। ৪। খ+গ—কামিনী।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমঃ কামদেবায় সহফল সহদশ সহযম সহালি মে বহ্নে খুনন জনং মম দর্শনং[1] উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষদণ্ডধর কুসুমং[2] বাণেন হন হন স্বাহা।

কামাক্রান্তেন চিত্তেন নাম্না মন্ত্রং জপেন্নিশি।
অবশ্যং কুরুতে বশ্যং প্রসন্নো বিশ্বচেটকঃ॥ ৩৩

ওঁ সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্বিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় শ্রীং[3] ফট্।

চণ্ডমন্ত্রেণ হোমাদি[4] বশ্যার্থে কারয়েৎ সুধীঃ।
পূর্ব্বমেবাযুতে জপ্তে সিদ্ধঃ স্যাদ্ বশ্যকারকঃ॥ ৩৪
লবণং তিল-সংযুক্তং ক্ষীর-মধ্বাজ্য-সংযুতম্।
সপ্তাহাদ্ রূপহীনোঽপি বশীকুর্য্যাৎ তিলোত্তমাম্॥ ৩৫
রাজিকা লবণং ক্ষীর-মধ্বাজ্যৈর্মিশ্রিতং হুতম্।
সপ্তাহেন বশং যাতি যা রামা রূপ-গর্ব্বিতা॥ ৩৬
অষ্টোত্তরশতং কাষ্ঠৈরেরণ্ডং[5] চতুরঙ্গুলম্।
লবণং কটু-তৈলঞ্চ ত্রিভিরেকত্র হোময়েৎ।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা যন্নাম্না সা বশা ভবেৎ॥ ৩৭

নিশাভাগে কামার্ত্ত হৃদয়ে যাহার নাম উচ্চারণ করিয়া "ওঁ সহবল্লীং" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করা যায়, বিশ্বচেটক দেব প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে বশীভূত করেন। ৩৩

বিজ্ঞ সাধক বশীকরণ ক্রিয়ায় হোম, জপ, পূজা, দ্রব্য সংগ্রহ—এই সমস্ত চণ্ডমন্ত্রে সমাপন করিবেন। প্রয়োগের পূর্বে ঐ মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিলে উহা অবশ্য বশ্যকারক হয়। ৩৪

রূপহীন ব্যক্তিও যদি এক সপ্তাহ যাবৎ সৈবন্ধ লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু ও গব্য ঘৃত—এই সকল দ্রব্য দ্বারা হোম করে, তাহা হইলে সে তিলোত্তমাকেও বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। ৩৫

শ্বেতসর্ষপ, লবণ, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত—এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা এক সপ্তাহ যাবৎ হোম করিলে রূপ-গর্ব্বিতা নারীও বশীভূতা হয়। ৩৬

চারি অঙ্গুলপ্রমাণ ১০৮ এরণ্ড কাষ্ঠ লবণ ও কটু তৈল এই তিনের সহযোগে একশত

১। ক—মমদর্শন। ২। ক—কুঙ্কুমং। ৩। খ+গ—শ্রী ফট্।
৪। খ+গ—হোমানি। ৫। খ—মৈয়ণ্ডং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মহানিম্বস্য পুষ্পাণি ঘৃতেন সহ হোময়েৎ
সপ্তরাত্রে বশং যাতি যদি রামা মনোরমা ॥ ৩৮

ওঁ হ্রীং রুদ্রচামুণ্ডে রক্তাং কুরু কুরু[১] অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।

গোমুণ্ড-ত্রিতয়ে চুল্লীং কৃত্বা পশ্চান্ নৃমুণ্ডকে।
পাত্রে শালিস্তু ভল্লাজাংশ্চূর্ণয়েৎ ভদ্‌বহির্গতান্।
পাত্রস্থস্তু পৃথক্ চূর্ণং মুর্দ্ধ্নি ক্ষিপ্তং[২] বশাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৯
অন্তর্গতেন চূর্ণেন ক্ষিপ্তং বশ্যং নিবর্ত্ততে।
সিদ্ধিযোগো হ্যসংখ্যাতো বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধিদঃ ॥ ৪০
গর্দ্দভস্য শিরো-মজ্জাং পূরয়েন্ নরপাত্রকে।
ভৃঙ্গরাজ-রসৈর্ভাব্যা বর্ত্তিঃ কার্পাস-সম্ভবা।
সপ্তবারস্তু সা শুষ্কা মজ্জা পাত্রে প্রদীয়তে ॥ ৪১

আটবার হোম করিবেন। যে রমণীর নামে ১০৮ হোম করিবেন, সে নিশ্চয় বশীভূত হইবে। ৩৭

মহানিম্বের ফুলের সঙ্গে ঘৃত মিশাইয়া প্রত্যহ একশত আটটি হোম করিবেন। এই ভাবে সপ্তাহকাল হোম করিলে মনোরমা রমণীও বশীভূতা হয়। ৩৮

যে সকল হোমের বিধান কথিত হইল, "ওঁ হ্রীং রুদ্রচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্রে উহা করিবে। মন্ত্র মধ্যস্থ 'অমুকীং' স্থলে বশ্যার নাম উচ্চার্য্য।

তিনটি গোমুণ্ড দ্বারা একটি চুল্লী প্রস্তুত করিবেন। পরে সেই উনানে মানুষের মাথার খুলীতে শালিধান্য ভাজিতে হয়। ভাজিবার সময় যে সমস্ত খৈ খুলী হইতে ছিটকাইয়া বাহিরে পড়িবে, সেইগুলি চূর্ণ করিয়া এক জায়গায় রাখিবেন। খুলীর মধ্যে যে সকল খৈ থাকিবে, তাহাও চূর্ণ করিয়া অন্য এক স্থানে রাখিবেন। প্রথমোক্ত চূর্ণ যে নারীর মাথায় নিক্ষেপ করিবেন, সেই বশীভূতা হইবে। ৩৯

আবার শেষোক্ত চূর্ণ যদি নিক্ষেপ করা যায়, তবে বশীকরণ চলিয়া যাইবে অর্থাৎ সে আর বশ্য থাকিবে না। বিনা মন্ত্রে সিদ্ধিদায়ক সিদ্ধিযোগ অসংখ্যাত আছে। ৪০

মানুষের মাথার খুলীর মধ্যভাগ গাধার মস্তক-মধ্যস্থ মজ্জা দ্বারা পূর্ণ করতঃ তাহাতে ভৃঙ্গরাজরস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবেন। এক সপ্তাহ যাবৎ কার্পাসের শলিতায় উহা ভাবনা দিবেন ও পরে শুষ্ক করিবেন। এইরূপ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া নর কপালে ঐ মজ্জায় কার্পাস তুলার বাতির প্রদীপ জ্বালিবেন। ঐ

১। খ+গ—রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু। ২। খ+গ—মূর্দ্ধ্নি ক্ষিপ্তে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কজ্জলং নরপাত্রে তু শনিবারে সমুদ্ধরেৎ।
তেনাহঞ্জয়েদ্ বশীকুর্য্যাৎ কামিনীস্তু বিলোকনাৎ॥ ৪২
শিলা তালং স্ববীর্য্যঞ্চাঙ্কোলতৈল-বিমিশ্রিতম্[১]।
গজগণ্ড-মদোন্মিশ্রং তিলকং স্ত্রী-বশঙ্করম্॥ ৪৩
মনঃশিলা প্রিয়ঙ্গুঞ্চ নাগকেশর-রোচনম্।
অঞ্জিতাক্ষো নরো রামাং বশীকুর্য্যান্মনোরমাম্॥ ৪৪
প্রিয়ঙ্গু চ বচা পত্রং রোচনাঞ্জন-চন্দনম্।
অঞ্জিতাক্ষো নরো রামাং দৃষ্ট্বা মোহয়তি ধ্রুবম্॥ ৪৫
সোমরাজী রবের্মূলং মূলং বা চক্রমর্দ্দজম্।
কটিস্থং নর-নার্য্যোর্বা পরস্পর-বশঙ্করম্॥ ৪৬
কৃষ্ণাষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যোঃ[২] পীত-ধুস্তূর-মূলকম্।
হেমতারপুটী-কুষ্ঠং দেবদারু সমং সমম্।
চূর্ণং স্ত্রীণাং শিরঃ-ক্ষিপ্তং পুংসো বাথ বশঙ্করম্॥ ৪৭

দীপশিখায় নর-কপালে যে কাজল পড়ে, উহা শনিবারে লইয়া তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিবেন। এইরূপ করিয়া যে স্ত্রীলোককে দর্শন করা যায়, সেই বশীভূত হয়। ৪১-৪২

মনঃশিলা, হরিতাল, নিজ রেতঃ, আকোড় ফলের তৈল ও হাতীর গণ্ডনির্গত মদজল —এই সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে সকল স্ত্রীলোককেই বশীভূত করা যায়। ৪৩

মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর ফুল ও রোচনা—এই সমস্ত বস্তু একসঙ্গে মিশাইয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে উহা মনোরমা নারীকেও বশীভূত করিতে পারে। ৪৪

প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপাতা, রোচনা, অঞ্জন (রসাঞ্জন) ও চন্দন—এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিয়া যে ব্যক্তি নারীকে দর্শন করে, সেই নারী নিশ্চয় বশীভূত হয়। ৪৫

সোমরাজ, রবিমূল (আকন্দের শিকড়) ও চক্রমর্দ্দের মূল (চাকুলীয়ার শিকড়) কটিদেশে ধারণ করিলে পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর বশীভূত হয়। ৪৬

কৃষ্ণা অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে পীত ধুতুরার শিকড়, হেমতারপুটী, কুড় ও দেবদারু—এই সমস্ত সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মস্তকে সমানভাগে নিক্ষেপ করিলে পরস্পর বশীভূত হয়। ৪৭

১। ক+খ+গ—ঞ্চ অঙ্কোলতৈলমিশ্রিতম্। ২। খ+গ—চতুর্দশ্যাং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

জলেন সহ ঘৃষ্ট্বাথ সৌধামলকমঞ্জয়েৎ।
তিলকে বা কৃতে বশ্যং কুর্য্যাৎ স্ত্রীমণ্ডলং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮
ইন্দ্রবারুণিকা-মূলং পুষ্যে নগ্নঃ সমুদ্ধরেৎ।
কটুত্রয়ৈর্গবাং ক্ষীরৈঃ পিষ্ট্বা তদ্বটিকা কৃতা[১] ॥
চন্দনেন সমাযুক্তং তিলকং স্ত্রী-বশঙ্করম্ ॥ ৪৯
বর্ব্বুট-ব্রধ্নকং স্বাত্যাং বদর্য্যাস্ত্বনুরাধয়া।
ব্রধ্নং বা ধারয়েদ্ধস্তে পৃথক্ স্ত্রীবশ্য-কারকৌ ॥ ৫০
উর্দ্ধপুষ্পী অধঃপুষ্পী লজ্জালুর্গিরিকর্ণিকা।
সপ্তাহং ভাবয়েচ্ছুক্রে পঞ্চাঙ্গমল-সংযুতে।
খাদ্যে পানে[২] প্রদাতব্যং নারী-বশ্যকরং পরম্ ॥ ৫১
শুক্লপক্ষ-যুতে পুষ্যে সংগ্রাহ্যং রতি-সঙ্গমে।
যোনিস্থমুভয়োর্বীর্য্যং যত্নতো বাম-পাণিনা ॥ ৫২

জলের সঙ্গে রাজগৃহ-স্থিত আমলকী গাছের শিকড় ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন করিবেন অথবা ললাটে তিলক ধারণ করিলে অচিরকাল মধ্যেই নারীগণকে বশীভূত করিতে পারেন। ৪৮

উলঙ্গ হইয়া পুষ্যা নক্ষত্রে ইন্দ্রবারুণীর (রাখালশশার) শিকড় তুলিয়া তৎসহ মরিচ, পিপ্পল ও শুঁঠ সমভাগে মিশ্রিত করতঃ গোদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক বড়ী প্রস্তুত করিবেন। চন্দনের সহিত ঐ বড়ী ঘষিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে যে কোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করা যায়। ৪৯

স্বাতী নক্ষত্রে বর্ব্বটীর শিকড় অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে বদরীর শিকড় তুলিয়া হাতে ধারণ করিবেন। এই দুইটী পৃথক্‌ভাবে স্ত্রীলোককে বশীভূত করে। ৫০

উর্দ্ধপুষ্পী ও অধঃপুষ্পী (দেশবিশেষে উৎপন্ন স্বনামখ্যাত লতা) নামক ওষধি, লজ্জাবতী ও গিরিকর্ণিকা (অপরাজিতা) এই সকলের পুষ্প আনয়ন পূর্ব্বক সাত দিন যাবৎ পঞ্চ অঙ্গমল (জিহ্বামল, দন্তমল, নেত্রমল, কর্ণমল ও নাসামল) মিশ্রিত নিজ শুক্রে ভাবনা দিবেন। যে স্ত্রীলোককে খাদ্য বা পানীয়ের সহিত উহা সেবন করাইবেন, সেই নারীই বশীভূত হইবে। ৫১

শুক্লপক্ষে পুষ্যা-নক্ষত্রে বিহারসময়ে যোনিস্থ উভয়ের রেতঃ সযত্নে বামহস্ত দ্বারা

১। খ+গ—বটকীকৃতম্। ২। খ+গ—খানে পানে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বশ্যা বামপাণি-তলে কিল।
কৃষ্ণপক্ষ-যুতে পুষ্যে পূর্ব্ববৎ স্ত্রী বশা ভবেৎ॥ ৫৩
বচা লাঙ্গলী শ্বেতার্কং[১] লজ্জালুর্বিষমুষ্টিকা[২]।
তুল্যং তুল্যং প্রচূর্ণ্যাথ রুক্ষং শৌব-পয়ঃ-স্নুতম্[৩]॥ ৫৪
ধুস্তূর-ফল-মধ্যস্থমেকীকৃত্য প্রযোজয়েৎ।
কামবাণমিদং খ্যাতং ভোজনে স্ত্রী-বশঙ্করম্॥ ৫৫
উক্তানাং সর্ব্বযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ মন্ত্রণম্।
সিধ্যন্তি নাত্র সন্দেহঃ পূর্ব্বমেবাযুতে কিল॥ ৫৬
পানীয়স্যাঞ্জলীন্ সপ্ত দত্ত্বা বিদ্যামিমাং জপেৎ।
সালঙ্কারাং নরঃ কন্যাং লভতে মাসমাত্রতঃ॥ ৫৭

ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা॥

সুসেনং লাঙ্গলী-কন্দং মধুপিষ্টং বিলেপয়েৎ।
নাভৌ যোনৌ চ কন্যায়া বালা ভবতি কামিনী॥ ৫৮

ওঁ দ্রাবিকাসর স্বাহা।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে স্ত্রীবশীকরণং নাম চতুর্থঃ পটলঃ।

লইয়া নারীগণের বামহাতের তলদেশে স্পর্শ করাইলে সেই নারীগণ বশ্য হয়। কৃষ্ণ-পক্ষের পুষ্যা নক্ষত্রে এই প্রকার ঐ প্রক্রিয়া স্ত্রীবশীকারক বলিয়া কথিত আছে। ৫২-৫৩

শ্বেত আকন্দ, লাঙ্গলীয়া, বচ, লজ্জাবতীর শিকড়, বিষমুষ্টি—এই সমস্ত বস্তু সমভাগে চূর্ণ করত শুষ্ক করিবেন। পরে কুকুরের দুগ্ধে ডুবাইবেন। অনন্তর উহা একত্র করিয়া ধুতুরাফলের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া প্রয়োগ করিবেন অর্থাৎ ভোজন করাইবেন। ইহা কামবাণ বলিয়া খ্যাত। ভোজনে স্ত্রীলোককে বশীভূত করে। ৫৪-৫৫

ইতঃপূর্বে যে কয়টি যোগ বলা হইল, সে সকল পূর্বোক্ত চণ্ডমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রণ করিবেন। অগ্রে উক্ত মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। ৫৬

সাতটি জলাঞ্জলি দিয়া "ওঁ বিশ্বাবসু" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র অযুত সংখ্যক যাবৎ জপ করিবেন। একমাস মধ্যে সালঙ্কারা কন্যা লাভ করে। ৫৭

বেতের শিকড় ও লাঙ্গলীয়ার মূল মধুর সঙ্গে মর্দ্দন পূর্ব্বক "ওঁ দ্রাবিকাসর স্বাহা" মন্ত্রে যে বালিকার নাভি ও যোনিতে লেপন করা যায়, সে অচিরে যুবতী হইয়া থাকে। ৫৮

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের স্ত্রীবশীকরণ নামক চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—শ্বেতার্কং লাঙ্গলী বচা। ২। খ+গ—লজ্জালী বিষ। ৩। খ+গ—কৃষ্ণঃ স্বানপয়ঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পঞ্চমঃ পটলঃ

অথ দ্রাবণম্

অর্কমূলং সকর্পূরং হরিদ্রা কনকং মধু।
মেষী-পিত্তেন লেপোঽয়ং লিঙ্গে[১] স্ত্রীদ্রব-কারকঃ[২] ॥ ১
কর্পূরোন্মত্তমূলং বাহলক্তকং নৃ-কপালকে।
ঘৃষ্ট্বা সমধু লেপোঽয়ং লিঙ্গে[৩] স্ত্রীদ্রব-কারকঃ ॥ ২
শৈবাল-পুষ্পং কর্পূরং মুণ্ডিপুষ্পঞ্চ পেষিতম্।
লিঙ্গলেপে[৪] বশং যান্তি দ্রবন্তি রতিসঙ্গমে ॥ ৩
কপিলিঙ্গং সমানীয় কর্পূরং কনকং মধু।
গৃধ্রবিষ্ঠা নরস্যাস্থি ঘৃষ্ট্বা লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।
এষ হালাহলো[৫] যোগো দ্রাবকো বশ্যকৃৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪
শৈবালং মালতীপুষ্পং মুণ্ডিপুষ্পং সমং মধু।
লিঙ্গলেপে[৬] স্ত্রিয়ো বশ্যা দ্রাবণং ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৫

অনন্তর দ্রাবণ কথিত হইতেছে। আকন্দমূল, কর্পূর, হরিদ্রা, কনক ধুতুরা ও মধু—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া মেষীপিত্তের সহিত মিশ্রিত করতঃ শিশ্নে লেপন করিলে উহা স্ত্রীদ্রব-কারক হয়। ১

কর্পূর, ধুস্তুরমূল, আলতা—এই কয় দ্রব্য মড়ার মাথার খুলীতে ঘর্ষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশ্নে লেপন করিলে স্ত্রীলোকের দ্রাবক হয়। ২

শৈবালপুষ্প, কর্পূর, মুণ্ডিপুষ্প—এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শিশ্নে লেপন করিলে স্ত্রীলোক বশীভূত হয় ও বিহারকালে দ্রাবণ হইয়া থাকে। ৩

বানরের শিশ্ন আনিয়া তৎসহ কর্পূর, কনক ধুস্তর, মধু, গৃধ্রের বিষ্ঠা ও মনুষ্যের অস্থি ঘর্ষণ পূর্ব্বক শিশ্নে লেপন করিলে উহা নারী দ্রাবক ও বশ্যকারক হইয়া থাকে। ইহাকে হালাহল যোগ বলে। ৪

শৈবাল, মালতীপুষ্প, মুণ্ডিফুল ও মধু সমভাগে একত্র করতঃ শিশ্নে লেপন করিলে নারীকে বশীভূত করা যায় ও নিশ্চয়ই দ্রাবক হয়। ৫

১। খ+গ—লিঙ্গস্ত্রী। ২। খ+গ—স্ত্রীদ্রাব। ৩। খ+গ—লিঙ্গস্ত্রীদ্রাব।
৪। খ+গ—লিঙ্গ লেপঃ। ৫। ক—হালাহলযোগ। ৬। খ+গ—লিঙ্গলেপঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

টঙ্কণং মধু কর্পূরং পারদং মর্দ্দয়েৎ সমম্।
তেন লেপঃ পরং শিশ্নে[১] বশ্যকৃদ্ বর-যোষিতাম্ ॥ ৬
বৃহতী-ফল-মূলানি পিপ্পলী মরিচানি চ।
মধু-রোচনয়া সার্দ্ধং লিঙ্গ-লেপোঽতিবশ্যকৃৎ ॥ ৭
নরাজোলূক-গৃধ্রাণাং সমমস্থীনি পেষয়েৎ।
স্ব-শুক্রেণ সহালেপো লিঙ্গে[২] স্ত্রীদ্রব-কারকঃ ॥ ৮
শ্বেতার্ক-চন্দনালেপো লিঙ্গে স্যাৎ পূর্ব্ববৎ ফলম্।
বিষ্ঠালেপশ্চাঙ্গুল্যা[৩] চ লিঙ্গে স্ত্রীদ্রব-কারকঃ ॥ ৯
ক্ষৌদ্র-গন্ধক-লেপেন শিলাযুক্তেন তৎ ফলম্।
শশি-টঙ্কণ-পিপ্পল্যঃ সূরণং মদনং ফলম্।
মাতুলুঙ্গ-ফলৈঃ পিষ্ট্বা লিঙ্গলেপে[৪] স্ত্রিয়ো বশাঃ ॥ ১০
মল্লী-কোদ্রব-কর্পূর-মধুলেপে চ তৎ ফলম্[৫]।
পক্ব-বিল্বফলৈর্দ্রাবৈরর্দ্ধসূতঞ্চ টঙ্কণম্।
রক্ত-কুস্তুনি-পুষ্পঞ্চ[৬] লিঙ্গলেপে চ বশ্যকৃৎ ॥ ১১

সোহাগা, মধু, কর্পূর ও পারদ সমভাগে লইয়া মর্দনপূর্ব্বক শিশ্নে লেপন করিলে শ্রেষ্ঠা নারীকেও বশীভূত করা যায়। ৬

বৃহতীর ফল ও মূল, পিপ্পল, মরিচ, মধু ও গোরোচনা—এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া শিশ্নে লেপন করিলে উহা নারীকে অত্যন্ত বশীভূত করে। ৭

মানুষ, ছাগ, পেচক ও গৃধ্র—ইহাদের অস্থি সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবেন। উহা নিজ শুক্রের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক লিঙ্গে লেপ দিলে উহা স্ত্রীর দ্রাবক হয়। ৮

শ্বেত আকন্দ ও চন্দন একত্র করিয়া লিঙ্গে লেপ দিলে পূর্ব্ববৎ ফল হয়। শিশ্নে অঙ্গুলী দ্বারা বিষ্ঠার প্রলেপ স্ত্রীদ্রাবক হইয়া থাকে। ৯

গন্ধক, মধু ও মনঃশিলা একত্র করিয়া লেপন করিলেও পূর্ব্বোক্ত ফল হয়। কর্পূর সোহাগা, পিপুল, ওল, মদনফল ও মাতুলুঙ্গ—এই সকল একত্র পেষণ পূর্ব্বক লিঙ্গে লেপন করিলেও নারীকে বশীভূত করা যায়। ১০

মল্লিকাপুষ্প, কোদ্রব (কোদধান), কর্পূর ও মধু একত্র করিয়া লিঙ্গে লেপ দিলে সেই ফল অর্থাৎ নারী বশীভূত হয়। দ্রবীভূত পক্ব বিল্ব ফল, তদর্দ্ধ পারদ, সোহাগা, রক্ত কুস্তুনি পুষ্প—এই সকল একত্র করিয়া লিঙ্গে লেপ দিলেও নারীকে বশ করা যায়। ১১

১। খ+গ—লিঙ্গে। ২। খ+গ—লিঙ্গ স্ত্রী ৩। খ+গ—লেপশ্চ গুল্যা চ।
৪। খ+গ—লিঙ্গলেপঃ। ৫। খ+গ—যৎফলম্। ৬। খ+গ—রক্তকস্তুনিপুষ্প।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

জাতিকুসুম-পত্রাণি মঞ্জিষ্ঠা শ্বেতসর্ষপাঃ।
আলেপো ধ্বজ-দণ্ডে তু রাত্রৌ স্ত্রীদ্রাব-বশ্যকৃৎ ॥ ১২
শিলা-কালীস-তারেণ[১] কুঙ্কুম-ক্ষৌদ্র-লেপনাৎ।
সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা বামা বশা ভবতি[২] কিঙ্করী ॥ ১৩
কর্পূরং টঙ্কণং সূতমুন্মত্ত-বীজ-পিপ্‌লী।
মল্লী-কাঞ্চন-পত্রস্য রসং ক্ষৌদ্রঞ্চ পূরয়েৎ।
লিঙ্গলেপে কৃতে বামা রাত্রৌ ভবতি কিঙ্করী ॥ ১৪
ওঁ কং দং লং ম্লে হ্রীং রসাধিকা স্রবতু অমুকীং রতিকালে দেবদূষ্কীং স্বাহা[৩]।
সূত-টঙ্কণ-কর্পূর-কনকং মুনি-পত্রকম্[৪]।
ঘৃতেন লিঙ্গ-লেপোঽয়ং কামিনী-দর্পনাশনঃ[৫] ॥ ১৫

জাতিপুষ্প ও তৎপত্র, মঞ্জিষ্ঠা (নটকান ফল) ও শ্বেতসর্ষপ—এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করতঃ তদ্দ্বারা শিশ্নে লেপ দিলে উহা রাত্রিকালে স্ত্রীর বশকারক ও দ্রাবক হয়। ১২

মনঃশিলা, কালীস, তার, কুঙ্কুম ও মধু—এই কয় দ্রব্যের সহযোগে প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিলে বিহারকালে সৌভাগ্য-গর্বিতা নারীও কিঙ্করীবৎ বশীভূতা হয়। ১৩

কর্পূর, সোহাগা, পারদ, ধুস্তূরবীজ, পিপুল, মল্লিকাপত্রের রস, কাঞ্চনপত্রের রস, ও মধু—এই সকল একত্র করিয়া শিশ্নে লেপ প্রদান করিলে রাত্রিকালে নারী দাসীবৎ বশীভূত হয়। ১৪

পারদ, সোহাগা, কর্পূর, ধুতুরা ও মুনিপত্র (বকপত্র)—এই সকল একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া শিশ্নে লেপ প্রদান করিলে কামিনীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। ১৫

১। খ+গ—কাশীশতারেণ। ২। খ+গ—সঙ্গে ভবতি। ৩। ক—অয়ং মন্ত্রো নাস্তি।
৪। খ+গ—মুলিপত্রকম্। ৫। খ+গ—নাশন ইত্যনন্তরমধোলিখিতাঃ শ্লোকাঃ দৃশ্যন্তে। ষোড়শ-সপ্তদশসংখ্যকৌ শ্লোকৌ ন স্তঃ।

উপহায় পশো রক্তং গৃহ্লীয়াদন্তরীক্ষতঃ।
তচ্ছুক্রং চূর্ণিতং স্থাপ্যং পুষ্পে রক্তাশ্বমারজে ॥
তৎপুষ্পং ধারয়েদ্ধস্তে তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগতঃ।
আবর্ত্ত্য স্বং মুখং স্ত্রীণাং দৃষ্টিমাত্রে দ্রবন্তি তাঃ ॥
কৃষ্ণগর্দভলিঙ্গস্য শলাকাং মধ্যতঃ ক্ষিপেৎ।
তামানয়িত্বা বিশোধ্যাথ শলাকাং মধ্যত উদ্ধরেৎ ॥
তচ্ছিদ্রে নিক্ষিপেৎ সূতং কর্ষমাত্রং তু রঞ্জয়েৎ।
বহির্বিচিত্রয়েল্লেপৈলাক্ষাদিং গুণকাদিভিঃ ॥
ঊর্ধ্বাগ্রং ধারয়েদ্ধস্তে কামিনীনাঞ্চ সন্নিধৌ।
কৃতে ত্বধোমুখে তস্মিন্ দৃষ্টিমাত্রে দ্রবন্তি তাঃ ॥
জম্বিরমূলমধ্যে তু সূতং বৃশ্চিককণ্টকম্।
ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা স্ত্রিয়ো দদ্যাদ্ ঘ্রাণমাত্রে দ্রবত্যলম্ ॥

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সংগৃহ্য চ পশো রক্তং গৃহ্নীয়াদন্তরীক্ষতঃ।
কাকমলঞ্চ পুষ্যে তু গৃহীত্বা ধারয়েৎ করে ॥ ১৬
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন রাত্রৌ নারী-সমাগমে।
দৃষ্টিমাত্রেণ নার্য্যস্তা দ্রবন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭
আধারে বাম-জঙ্ঘাতঃ[১] টিট্টিভস্য চ পক্ষিণঃ।
তন্মধ্যে নিক্ষেপেৎ ভূর্জ্জপত্রং ক্লূংকার-লেখিতম্ ॥ ১৮
রক্তাশ্বমার-পুষ্পেণ[২] মুখং তস্য নিরোধয়েৎ।
কর্ণোপরি স্থিতং তচ্চ দৃষ্ট্বা স্ত্রী দ্রবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৯
জলেন লাঙ্গলীকন্দং ঘৃষ্ট্বা হস্তং প্রলেপয়েৎ।
হস্তে স্ত্রিয়াঃ করস্পৃষ্টে দ্রবত্যগ্নৌ ঘৃতং যথা ॥ ২০
সর্ব্বেষাং দ্রাব-যোগানাং মন্ত্ররাজং শিবোদিতম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তত্তদ্-যোগস্য সিদ্ধয়ে ॥ ২১

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রাবয় দ্রাবয় স্ত্রীণাং মদং পাতয় পাতয় স্বাহা।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে দ্রাবণং নাম পঞ্চম পটলঃ।

পুষ্যা নক্ষত্রে পশুর রক্ত ও অন্তরীক্ষ হইতে পতিত অবস্থায় কাকমল—এই দুই দ্রব্য করতলে গ্রহণ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হস্তে ধারণ করিবেন। অনন্তর রাত্রিকালে বিহারসময়ে তাহাকে দর্শনমাত্র রমণী দ্রবীভূত হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৬-১৭

টিট্টিভ পক্ষীর বাম জঙ্ঘা গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে একটি আধার (খোল) প্রস্তুত করিবেন। পরে উহার মধ্যে ক্লূং বীজ-লিখিত ভূর্জ্জপত্র দিয়া রক্ত অশ্বমার পুষ্প দ্বারা ঐ বামজঙ্ঘার মুখ নিরুদ্ধ করিবেন। অতঃপর উহা কর্ণোপরি ধারণ করিলে নারী তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই দ্রবীভূত হয়। ১৮-১৯

জলের সহিত লাঙ্গলীমূল ঘর্ষণ পূর্ব্বক হস্তে প্রলেপ দিবেন। সেই হস্তে নারীর হস্ত স্পর্শ হইলেই, অগ্নিস্পর্শে ঘৃত যেমন গলিয়া যায়, সেইরূপ নারী দ্রবীভূতা হয়। ২০

সমস্ত দ্রাবণ যোগের সিদ্ধির জন্য শিবকথিত "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। ২১

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের দ্রাবণ নামক পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—আহারে বামজঙ্ঘাতু। ২। খ+গ—রক্তাশ্বমারপুষ্পে বা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ষষ্ঠঃ পটলঃ

অথ পতিবশীকরণম্

পতি-বশীকরণ

মালতী-পুষ্প-সংযুক্তং কটুতৈলং সুপাচিতম্ ।
এতৈর্লিপ্তভগা নারী রতৌ মোহয়তে পতিম্ ॥ ১
খঞ্জরীটস্য মাংসঞ্চ মধুনা সহ পেষয়েৎ ।
অনেন যোনি-লেপেন পতির্বশ্যো[১] ভবত্যলম্ ।
কর্পূরং দেবদারুঞ্চ সক্ষৌদ্রং পূর্ব্ববৎ ফলম্ ॥ ২
সৈন্ধবেন তিলান্ ভাব্য সপ্তবারান্[২] পুনঃ পুনঃ ।
তদ্ ঘৃষ্টা লেপয়েদ্ যোনিং পতির্দাসো রতৌ ভবেৎ ॥ ৩
সৌবর্চ্চলং বচা সিন্ধুর্মীন-পিত্তং বসা ঘৃতম্ ।
সৌবীরঞ্চ সমং পিষ্টা যোনিলেপে পতির্বশঃ ॥ ৪
পঞ্চাঙ্গীং দাড়িমীং[৩] পিষ্টা শ্বেতসর্ষপ-সংযুতাম্[৪] ।
যোনি-লেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ দুর্ভগা ॥ ৫

অনন্তর পতির বশীকরণ কথিত হইতেছে। মালতীপুষ্প সহিত সুপাচিত কটুতৈল দ্বারা যোনি লেপন করিলে নারী রাত্রিকালে পতিকে বিমুগ্ধ করিতে পারে। ১

খঞ্জরীটের (খঞ্জনপক্ষীর) মাংস মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা যোনি লেপন করিলে পতিকে নিশ্চয়ই বশীভূত করা যায়। ২

কর্পূর, দেবদারু ও মধু একত্র করিয়া যোনিতে লেপন করিলেও পূর্ববৎ ফল প্রাপ্তি হয়। ২

সৈন্ধবের সহিত পুনঃ পুনঃ সপ্ত বার তিল ভাবনা দিয়া উহা ঘর্ষণ (পেষণ) পূর্ব্বক যোনিপ্রদেশে লেপ দিলে বিহারকালে পতিকে বশীভূত করা যায়। ৩

সৌবর্চ্চল (সোরা), বচ, সৈন্ধব, মৎস্যের পিত্ত, চর্বি, ঘৃত ও কাঁজি—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক যোনিতে লেপ প্রদান করিলে পতি বশীভূত হয়। ৪

শ্বেত সর্ষপের সহিত পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত দাড়িমফল মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা যোনি লেপন করিলে দুর্ভগা নারীও পতিকে দাসবৎ বশীভূত করিতে পারে। ৫

১। খ+গ—পতির্দাসো। ২। খ+গ—সপ্তবারং। ৩। খ+গ—পঞ্চাঙ্গং দাড়িমং। ৪। খ+গ—সংযুতম্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ কামমালিনি ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাং সপ্তাভিমন্ত্রিতে সিদ্ধিঃ। মতান্তরে —ওঁ মহাযক্ষিণি পতিং মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা[১]।

রোচনং মৎস্যপিত্তঞ্চ পিষ্ট্বা তু তিলকে কৃতে।
বামহস্ত-কনিষ্ঠায়াং পতির্দাসো ভবত্যলম্ ॥ ৬
স্বযোনাবৃতু-কালে তু রোচনং নিক্ষিপেৎ পুনঃ।
চোন্মত্তং[২] ভাবয়েৎ তেন তিলকং পতি-বশ্যকৃৎ ॥ ৭
ধুস্তূরবীজ-চূর্ণন্তু সপ্তাহং ভাবয়েন্মলৈঃ।
সর্বদ্বারোদ্ভবৈস্তেন খাদ্যে[৩] পানে পতির্বশঃ ॥ ৮
পুত্রজীবী তু রক্তা চ প্রিয়ঙ্গু[৪] গিরিকর্ণিকা।
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং সমাংশঞ্চ বিচূর্ণিতম্[৫]।
দীয়তে পশ্চিমে রাত্রৌ তাম্বুলেন তু বশ্যকৃৎ[৬] ॥ ৯
সুশ্বেতং কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলঞ্চ গিরিকর্ণিকম্[৭]।
তাম্বূলেন প্রদাতব্যং দাসবৎ কুরুতে পতিম্ ॥ ১০

এই যে কয়টি যোগ বলা হইল, ইহাতে দ্রব্যগুলি "ওঁ কামমালিনি" ইত্যাদি মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলে উক্ত যোগসমূহের সিদ্ধি হয়। মতান্তরে 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি' ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশত বার জপে সিদ্ধি হইবে।

রোচনা ও মৎস্যের পিত্ত একত্র পেষণপূর্ব্বক বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা তিলক করিলে নিশ্চয়ই পতি দাসস্বরূপ হইয়া থাকে। ৬

ঋতুকালে স্বযোনিতে রোচনা লেপন করিবে। পরে সেই রোচনা দ্বারা ধুস্তূর পুষ্প ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তিলক ধারণ করিলে পতি বশীভূত হয়। ৭

ধুস্তুর বীজের চূর্ণকে এক সপ্তাহ যাবৎ সর্বদ্বারোদ্ভব (কর্ণদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, জিহ্বা, পায়ু ও উপস্থ হইতে উদ্ভূত) মল দ্বারা ভাবনা দিবেন। উহা খাদ্যে বা পানীয়ের সহিত প্রদান করিলে পতি বশীভূত হয়। ৮

রক্তবর্ণ পুত্রজীব, প্রিয়ঙ্গু, গিরিকর্ণিকা ও শ্বেত অপরাজিতার মূল—এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া শেষ রাত্রিতে তাম্বুলের সহিত সেবন করাইলে পতি বশীভূত হয়। ৯

কণ্টকারির শ্বেত মূল, অপরাজিতার মূল—এই দুই বস্তু তাম্বুলের সহিত প্রদান করিলে পতিকে দাসবৎ বশীভূত করা যায়। ১০

১। খ+গ—মতান্তরপাঠো নাস্তি। ২। খ+গ—স্বপুষ্পং। ৩। খ+গ—খানে।
৪। খ+গ—মোহিনী। ৫। খ+গ—সমাংশং চূর্ণমধ্যতঃ।
৬। খ+গ—সতাম্বুলেহতিবশ্যকৃৎ। ৭। ক+খ+গ—কর্ণিকা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সমূলচূর্ণা ধাত্রী চ[১] বস্ত্রে বদ্ধা নিবাসয়েৎ।
নবনীতে বিনিক্ষিপ্তং তচ্চূর্ণং পাচয়েদ্ ঘৃতে।
তদ্ ঘৃতং ভোজনে দেয়ং পতির্দাসো ভবত্যলম্॥ ১১
পুংবিন্দুং গ্রাহ্য কার্পাস-বীজন্তু তৎসমন্বিতম্[২]।
সজীব-মণ্ডুকস্যাস্যে কার্পাসং তং বিনিক্ষিপেৎ॥ ১২
কন্যাকর্ত্তিত-সূত্রেণ পুংপাদান্তং শিরো মিলেৎ।
খট্টাঙ্গং বেষ্টয়েৎ সূত্রে চতুষ্পাদং ততঃ পুনঃ॥ ১৩
তেন সূত্রেণ মণ্ডূকং বদ্ধাস্যং হুণ্ডিকান্তরে।
রুদ্ধা তন্নিখনেদ্ ভূমৌ পতির্বশ্যো ভবত্যলম্।
অন্যত্র ষণ্ডং মদনো ভবত্যত্র তয়া সহ[৩]॥ ১৪
যত্র মূত্রয়তে ভর্ত্তা তত্র মৃদ্ বামপাণিনা।
যত্নাদ্ গ্রাহ্যা সমন্ত্রেণ প্রজপন্ পঞ্চভির্নখৈঃ।
মৃদং কুলাল-চক্রস্থাং বিপরীতাস্যমাহরেৎ[৪]॥ ১৫

মূলসহ আমলকী ফল চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবেন। পরে উহা নবনীত মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর উহা ঘৃতে পাক করিবেন। ঐ ঘৃত ভোজনকালে পান করাইলে পতি দাসবৎ বাধ্য হইবে। ১১

পুরুষের শুক্রবিন্দু ও কার্পাসবীজ একত্র লইয়া একটি সজীব ভেকের মুখবিবরে উহা নিক্ষেপ করিবেন। ১২

পরে কুমারী হস্তকর্তিত সূত্র দ্বারা পুরুষের পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মাপিয়া ঐ সূত্রে চতুষ্পাদ খট্টা বেষ্টন করিবেন ও পুনরায় ঐ সূত্র দ্বারা মণ্ডুকের মুখ বাঁধিয়া হাঁড়ির ভিতর রুদ্ধ করতঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবেন। এইরূপ করিলে পতি অবশ্যই বশীভূত হয়। ষণ্ডভিন্ন অন্য পুরুষ সম্পর্কে মদন সেই নারীর সহিত থাকেন। ১৩-১৪

যেখানে পতি মূত্র ত্যাগ করে, সেই স্থানের মৃত্তিকা যত্নের সহিত বাম হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবে। গ্রহণকালে "ওঁ হোং নাথং" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া গ্রহণ করিতে হয়। পরে পঞ্চাঙ্গুলীর পঞ্চনখ দ্বারা কুলাল-চক্রস্থিত মৃত্তিকা বিপরীতমুখে আহরণ করিবেন। ১৫

১। খ+গ—ভূধাত্রী। ২। খ+গ—কার্পাসাদ্রতাবন্তে স্বযোনিগম্।
৩। ক—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ৪। খ+গ—বিপরীতস্য বা হরেৎ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উভাভ্যাং বৃষভং কৃত্বা সূত্রেণেমঞ্চ[1] প্রোথয়েৎ[2] ।
দ্বারদেশে স্থিতং তস্ত যাবদ্ ভর্ত্তা তু লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৬
তথা তু নিখনেচ্চৈব পতির্বশ্যো ভবত্যলম্ ।
তদ্‌গৃহে কামদেবোঽসৌ অন্যত্র ষণ্ঢতাং ব্রজেৎ ॥ ১৭

ওঁ হোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্রয়তী হোঃ[3] পঞ্চনখে উচ্চণ্ডং পনী হোঁ সামোহি নীলদ্রতী সোং সাং যোগিনী কামিনী মালী[4] বন্ধৌ সুখেন সাং জবেন জাম্বয় সং রাং স্বাস্থা। অনেন মূত্রস্থানমৃত্তিকা গ্রাহ্যা। সিদ্ধিযোগঃ।

কার্পাস-ধুনিতাপত্রং তত্র তচ্ছেষমাহরেৎ ।
তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবয়েৎ তঞ্চ শুক্রকম্ ॥ ১৮
বিবস্ত্র-কন্যকা-হস্তাদ্ বিপরীতেন কর্ত্তয়েৎ ।
ধনুর্দর্ভময়ং কুর্যাৎ সূত্রৈশ্চ ত্রিগুণৈর্গুণম্ ॥ ১৯
পত্যুঃ পুংস্ত্বং ভবেৎ তাবদ্ যাবদারোপিতং ধনুঃ ।
অবতীর্ণে গুণে ষণ্ডো জায়তে চ বশীভবেৎ[5] ॥ ২০
দেবদারু সমং কুষ্ঠং পায়য়েদ্ বশয়েৎ[6] পতিম্ ।

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডেশায় ওঁ দিগ্বন্ধায় স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা সিদ্ধিঃ ॥ ২১

এই উভয় মৃত্তিকা দ্বারা বৃষমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ দ্বারদেশে স্থাপিত করিবেন অথবা দ্বারদেশে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন। পতি উহা লঙ্ঘন করিলেই বশীভূত হইবে। এই প্রক্রিয়া করিলে পতি স্বগৃহে স্ত্রীর নিকট কামদেবতুল্য প্রিয় হয়; কিন্তু অন্য নারীর নিকট গমন করিলে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬-১৭

কার্পাসকে ধুনিয়া অপত্র (আবরণ নির্ম্মুক্ত) করিবেন। তাহার মধ্যে শেষ কার্পাসকে আহরণ করিবেন। সেই কার্পাসকে নিজের পুরুষের শুক্রে ভাবিত করিবেন। সেই শুক্র ভাবিত কার্পাসকে লইয়া বিবস্ত্রা কন্যার দ্বারা বিপরীতভাবে সূতা কাটিবেন। একটি দর্ভময় ধনুঃ নির্মাণ করিবেন এবং ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা ঐ ধনুর গুণ নির্মাণ করিবেন। ১৮-১৯

যে পর্য্যন্ত ধনুতে গুণ আরোপিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পুরুষের পুরুষত্ব থাকিবে। গুণ অবতীর্ণ হইলে সে ষণ্ড হইয়া যাইবে ও বশীভূত হইবে। ২০

দেবদারু ও কুড় সমভাগে একত্র করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করতঃ সেবন করাইলে পতিকে বশীভূত করা যায়। ২১

১। খ+গ—সূত্রেনাসাঞ্চ। ২। ক+গ—প্রোতয়েৎ। ৩। খ+গ—হোং পঞ্চ নখে।
৪। খ+গ—যালী বন্ধৌ। ৫। ক—কার্পাসেত্যাদি-বশীভবেদিত্যন্ত-শ্লোকত্রয়ং নাস্তি।
৬। খ+গ—বশ্যয়েৎ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পতি-শুক্রঞ্চ কর্পূরং বটপত্র-রসং তথা।
রোচনঞ্চ পিবেদ্ যা স্ত্রী পতিং বশয়তে ধ্রুবম্[১] ॥ ২২
সনালানি তু পদ্মানি ক্ষীরেণাজ্যেন পেষয়েৎ।
গুটিকাং ছায়য়া শুষ্কাং নাভৌ যোনৌ প্রলেপয়েৎ।
দশবার-প্রসূতাপি কন্যাবজ্জায়তে ভগম্ ॥ ২৩
বেতসো মুলমাদায় সপ্ত বা খদিরং সমম্।
পেষয়েচ্ছীত-তোয়েন পীত্বা সংকোচয়েদ্ ভগম্ ॥ ২৪
কোকিলাক্ষস্য বীজানি অজাক্ষীরেণ লাঙ্গলীম্[২]।
ক্বাথয়েল্লেপয়েৎ তেন যোনিং প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ ॥ ২৫
জলে কার্পাস-মূলঞ্চ ঘৃষ্ট্বা মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অনেন ক্ষালনং কুর্য্যাদ্ ভগং সংকোচয়েদ্ ধ্রুবম্[৩]।
বৃদ্ধানামপি নারীণাং যোনি-সঙ্কোচনং ভবেৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে পতিবশীকরণং নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ।

এই মন্ত্রের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিলে সিদ্ধি হয়।

পতির শুক্র, কর্পূর, বটপত্রের রস ও রোচনা একত্র করিয়া যে নারী সেবন করে, সে তাহার পতিকে বশীভূত করে। ২২

নাল সহিত পদ্ম তুলিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ার শুষ্ক করিবেন। পরে উহা ঘর্ষণ পূর্ব্বক নাভি ও যোনিতে লেপন করিলে সেই নারী দশটি সন্তানের জননী হইলেও তাহার যোনি কুমারীবৎ হয়। ২৩

সাতটি বেতসমূল ও তৎসমপরিমাণ খদির একত্র করিয়া শীতল জলে পেষণ করিবেন। উহা পান করিলে স্ত্রীলোকের যোনিস্থান সঙ্কুচিত থাকে। ২৪

কোকিলাক্ষ ফলের বীজ ও লাঙ্গলী সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিবেন। পরে ঐ ক্বাথ যোনিতে লেপন করিবেন। পুনরায় তাহা প্রক্ষালন করিবেন। কার্পাসমূল জলে ঘর্ষণ পূর্ব্বক মৃদু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিবেন। উহা দ্বারা যোনি ক্ষালন করিলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধা নারীগণেরও যোনি সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৬

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের পতিবশীকরণ নামক ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত।

১। খ+গ—স্ত্রী পতিমিচ্ছতি তৎক্ষণাৎ। ২। খ+গ—অজাক্ষীরঞ্চ লাঙ্গলী।
৩। খ+গ—কুর্য্যাদ্ বিস্তীর্ণং সংকোচয়েদ্ ভগম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সপ্তমঃ পটলঃ

অথ আকর্ষণম্

আংকারে মন্ত্রয়েৎ পাশং ক্রোংকারে চাঙ্কুশং তথা।
ত্রিগুণং বামগং পাশং দক্ষিণে জ্বলিতাঙ্কুশম্।
ধারয়েৎ[১] স্বকরে মন্ত্রী ততো মন্ত্রমিমং জপেৎ ॥ ১

ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং আকর্ষয় হ্রীং স্বাহা। অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতজপে সিদ্ধিঃ।

অথবা নিজমন্ত্রন্ত গুরু-বক্ত্রাদ্ সমাগতম্।
পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা তেনৈবাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ২
ধ্যাত্বা সাধ্যঞ্চ মলিনমাত্মানং দেবতা-নিভম্।
ধ্যায়েৎ সাধ্য-গলে পাশং শিরোজ্বলিতমঙ্কুশম্ ॥ ৩
ত্রিসন্ধ্যন্ত জপাদেব দিনানামেকবিংশতিঃ।
ধ্যানে মন্ত্রে তথা জাপ্যে[২] ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ৪

অনন্তর আকর্ষণ কথিত হইতেছে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক 'আং' মন্ত্রে পাশ এবং 'ক্রোং' মন্ত্রে একটি অঙ্কুশ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন। অনন্তর বাম হাতে ত্রিগুণিত (তিন ফের দেওয়া) পাশ ও নিজের দক্ষিণ হাতে অঙ্কুশ প্রজ্বলিত অবস্থায় লইবেন। অনন্তর "ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতেই আকর্ষণ সিদ্ধ হইবে। ১

আকর্ষণক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে "ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে" ইত্যাদি মন্ত্রের অযুত জপের দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়। (মন্ত্রের মধ্যে যেখানে 'অমুকীং' শব্দ আছে, তথায় যাহাকে আকর্ষণ করিবেন, তাহার নাম উচ্চারণ করিবেন)।

অথবা আকর্ষণ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গুরু মুখ হইতে গৃহীত স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন, ইহা দ্বারাও আকর্ষণ সিদ্ধ হয়। ২

আকর্ষণকারী আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে মলিন এবং আপনাকে ইষ্টদেব সদৃশ চিন্তা করিবেন এবং তৎসহ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, আকর্ষণীয় ব্যক্তির গলদেশে পাশ সংলগ্ন আছে ও মস্তকের উপর জলন্ত অঙ্কুশ স্থাপিত আছে। ৩

একবিংশতি দিন ত্রিসন্ধ্যায় ধ্যান করিলে ও এইরূপ মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধ হয়। এই নিয়মে মন্ত্রের ধ্যানে ও মন্ত্রের জপে ত্রিভুবনের আকর্ষণ হইতে পারে। ৪

১। খ+গ—সন্ধ্যায়েৎ। ২। খ+গ—মন্ত্রে তথা যন্ত্রে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রক্ত-বস্ত্রে লিখেদ্ যন্ত্রং লাক্ষয়া রক্তচন্দনৈঃ।
পূজ্যং তদ্ধি তরোর্মূলে নিখনেদ্ ধরণী-তলে ॥ ৫

ত্রিসপ্তাহং সদা সিঞ্চেৎ প্রাতস্তৎ তণ্ডুলোদকৈঃ।
দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং যদি সা নিগড়ান্বিতা ॥ ৬

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং রক্ত-বস্ত্রে লিখেৎ সদা।
বেষ্টয়েদ্ রক্ত-সূত্রেণ জপেদ্ ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭

তদ্ যন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্রী যথা গুরূপদেশতঃ[১]।
বদ্ধমাকর্ষয়েদ্ যস্ত[২] নিগড়ৈঃ পরিপীড়িতম্[৩] ॥ ৮

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং পূজয়িত্বা তথা ক্ষিপেৎ।
নাগবল্লী-দলে যত্নাজ্জপেদ্ ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববৎ।
ত্রিসপ্তাহে দিনে প্রাপ্তে সম্যগাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ৯

কোনও স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করিতে হইলে প্রথমে একখণ্ড রক্তবর্ণ বস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা আকর্ষণ-কর যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তরুমূলে তাহাতে যন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা করিবেন। পরে ঐ যন্ত্র ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন। ৫

তিন সপ্তাহ (একবিংশতি দিন) প্রত্যহ প্রাতঃকালে তণ্ডুলধৌত জল দ্বারা উহা সেচন করিবেন। এই প্রক্রিয়া যদি নারী শৃঙ্খলে আবদ্ধাও হয়, তথাপি তাহাকে দূর হইতে আকর্ষণ করিবে। ৬

পূর্ব্বকথিত ঔষধ অর্থাৎ লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা রক্তবর্ণ বস্ত্রে আকর্ষণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা উহা বেষ্টন করিবেন। অনন্তর পূর্ব্ববং জপ ও ধ্যান, করিবেন। ৭

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুর উপদেশ মত সেই যন্ত্রকে পূজা করিবেন। তিনি নিগড়ের দ্বারা পরিপীড়িত ও বদ্ধ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিবেন। ৮

পূর্ব্বকথিত লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিয়া তাম্বূলপত্রে যত্নের সহিত স্থাপন করিবেন, পূর্ব্বকথিত নিয়মে ধ্যান ও জপ করিবেন। একবিংশতি দিন উপস্থিত হইলে যথাযথভাবে আকর্ষণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৯

১। খ+গ—মন্ত্রী নিগলে স্বান্তরে ততঃ। ২। খ+গ—মাকর্ষয়েদ্ যস্ত।
৩। ক—পরিপাড়িতঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্র-সংযুতম্ ।
বেষ্টয়েৎ পদ্মসূত্রৈস্তু নিক্ষিপেৎ কলশান্তরে ॥ ১০

তত্রৈব পূজয়েন্নিত্যং মাসাদাকর্ষণং ভবেৎ ।
পূর্ব্ববদ্ ধ্যানমন্ত্রেণ শম্ভুদেবেন ভাষিতম্ ॥ ১১

অশ্লেষায়াং সমাদায় অর্জ্জুনস্যাথ ব্রধ্নকম্ ।
অজা-মূত্রেণ সংপিষ্য[১] স্ত্রীণাং শিরসি নিক্ষিপেৎ ।
পুরুষস্য পশূনাঞ্চ ক্ষিপেদাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ১২

জলৌকা-নীলসর্পঞ্চ শোষয়িত্বা চ চূর্ণয়েৎ[২] ।
জম্বীরকাষ্ঠৈস্তচ্চূর্ণ-ধূপাদাকর্ষণং[৩] ভবেৎ ॥ ১৩

সাধ্যায়া বাম-পাদস্থাং মৃত্তিকামাহরেৎ সুধীঃ[৪] ।
কৃকলাসস্য রক্তেন প্রতিমাং কারয়েৎ ততঃ[৫] ॥ ১৪

পূর্ব্ব কথিত লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা আকর্ষণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবেন। পরে উহা পদ্মসূত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক একটি কুম্ভমধ্যে ফেলিয়া দিবেন। ১০

ঐ কুম্ভে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানমন্ত্রে মাসাবধি কাল প্রত্যহ পূজা ধ্যানাদি করিবেন। এইরূপ করিলেই একমাস মধ্যে আকর্ষণ কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা শিবের উক্তি। ১১

অশ্লেষা নক্ষত্রে অর্জ্জুন গাছের শিকড় তুলিয়া ছাগীমূত্রের সহিত পেষণ করিবেন। পরে ঐ পিষ্ট বস্তু যে স্ত্রীলোকের মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন পুরুষের বা পশুর মাথায় ফেলিয়া দিলেও সে আকৃষ্ট হয়। ১২

জলৌকা (জোঁক) ও কৃষ্ণসর্প (কেউটে সাপ) মারিয়া তাহাকে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবেন। পরে জম্বীর (গোঁড়া লেবু) কাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ চূর্ণ দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলে আকর্ষণ হয় অর্থাৎ ঐ ধূপ-ধূম যাহার অঙ্গে স্পৃষ্ট হইবে, সেই আকৃষ্ট হইবে। ১৩

সুধী সাধক আকর্ষণীয়া (যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে) নারীর বাম চরণের মৃত্তিকা লইয়া কৃকলাসের রক্তযোগে তাহার একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। অনন্তর ঐ মূর্ত্তির হৃৎপ্রদেশে কৃকলাসের রক্ত দ্বারা আকর্ষণীর নারীর নাম লিখিবেন। পরে

১। খ+গ—সংপেষ্য। ২। খ+গ—শোষয়িত্বা হরেৎ ক্ষিতৌ। ৩। খ+গ—তচ্চূর্ণ ধূপা।
৪। খ+গ—মৃত্তিকামাহরেৎ ক্ষিতৌ। ৫। খ+গ—কারয়েৎ সুধীঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রক্ত-বস্ত্রে লিখেদ্ যন্ত্রং লাক্ষয়া রক্তচন্দনৈঃ।
পূজ্যং তদ্ধি তরোর্ম্মূলে নিখনেদ্ ধরণী-তলে ॥ ৫

ত্রিসপ্তাহং সদা সিঞ্চেৎ প্রাতস্তৎ তণ্ডুলোদকৈঃ।
দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং যদি সা নিগড়ান্বিতা ॥ ৬

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং রক্ত-বস্ত্রে লিখেৎ সদা।
বেষ্টয়েদ্ রক্ত-সূত্রেণ জপেদ্ ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭

তদ্ যন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্রী যথা গুরূপদেশতঃ[১]।
বদ্ধমাকর্ষয়েদ্ যস্তু[২] নিগড়ৈঃ পরিপীড়িতম্[৩] ॥ ৮

পূর্ব্বোক্তৈরৌষধৈর্যন্ত্রং পূজয়িত্বা তথা ক্ষিপেৎ।
নাগবল্লী-দলে যত্নাজ্জপেদ্ ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববৎ।
ত্রিসপ্তাহে দিনে প্রাপ্তে সম্যগাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ৯

কোনও স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করিতে হইলে প্রথমে একখণ্ড রক্তবর্ণ বস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা আকর্ষণ-কর যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তরুমূলে তাহাতে যন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা করিবেন। পরে ঐ যন্ত্র ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন। ৫

তিন সপ্তাহ (একবিংশতি দিন) প্রত্যহ প্রাতঃকালে তণ্ডুলধৌত জল দ্বারা উহা সেচন করিবেন। এই প্রক্রিয়া যদি নারী শৃঙ্খলে আবদ্ধাও হয়, তথাপি তাহাকে দূর হইতে আকর্ষণ করিবে। ৬

পূর্ব্বকথিত ঔষধ অর্থাৎ লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা রক্তবর্ণ বস্ত্রে আকর্ষণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা উহা বেষ্টন করিবেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ জপ ও ধ্যান, করিবেন। ৭

যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুর উপদেশ মত সেই যন্ত্রকে পূজা করিবেন। তিনি নিগড়ের দ্বারা পরিপীড়িত ও বদ্ধ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিবেন। ৮

পূর্ব্বকথিত লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিয়া তাম্বুলপত্রে যত্নের সহিত স্থাপন করিবেন, পূর্ব্বকথিত নিয়মে ধ্যান ও জপ করিবেন। একবিংশতি দিন উপস্থিত হইলে যথাযথভাবে আকর্ষণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৯

১। খ+গ—মন্ত্রী নিগলে হ্যান্তরে ততঃ। ২। খ+গ—মাকর্ষয়েদ্ যস্তু।
৩। ক—পরিপীড়িতঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পূর্ব্বোক্তেরৌষধৈর্যন্ত্রং পূজয়েন্মন্ত্র-সংযুতম্ ।
বেষ্টয়েৎ পদ্মসূত্রৈস্তু নিক্ষিপেৎ কলশান্তরে ॥ ১০

তত্রৈব পূজয়েন্নিত্যং মাসাদাকর্ষণং ভবেৎ ।
পূর্ব্ববদ্ ধ্যানমন্ত্রেণ শম্ভুদেবেন ভাষিতম্ ॥ ১১

অশ্লেষায়াং সমাদায় অর্জ্জুনস্যাথ ব্রধ্নকম্ ।
অজা-মূত্রেণ সংপিষ্য[১] স্ত্রীণাং শিরসি নিক্ষিপেৎ ।
পুরুষস্য পশূনাঞ্চ ক্ষিপেদাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ১২

জলৌকা-নীলসর্পঞ্চ শোষয়িত্বা চ চূর্ণয়েৎ[২] ।
জম্বীরকাষ্ঠৈস্তচ্চূর্ণ-ধূপাদাকর্ষণং[৩] ভবেৎ ॥ ১৩

সাধ্যায়া বাম-পাদস্থাং মৃত্তিকামাহরেৎ সুধীঃ[৪] ।
কৃকলাসস্য রক্তেন প্রতিমাং কারয়েৎ ততঃ[৫] ॥ ১৪

পূর্ব্ব কথিত লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা আকর্ষণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবেন। পরে উহা পদ্মসূত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক একটি কুম্ভমধ্যে ফেলিয়া দিবেন। ১০

ঐ কুম্ভে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানমন্ত্রে মাসাবধি কাল প্রত্যহ পূজা ধ্যানাদি করিবেন। এইরূপ করিলেই একমাস মধ্যে আকর্ষণ কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহা শিবের উক্তি। ১১

অশ্লেষা নক্ষত্রে অর্জ্জুন গাছের শিকড় তুলিয়া ছাগীমূত্রের সহিত পেষণ করিবেন। পরে ঐ পিষ্ট বস্তু যে স্ত্রীলোকের মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন পুরুষের বা পশুর মাথায় ফেলিয়া দিলেও সে আকৃষ্ট হয়। ১২

জলৌকা (জোঁক) ও কৃষ্ণসর্প (কেউটে সাপ) মারিয়া তাহাকে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবেন। পরে জম্বীর (গোঁড়া লেবু) কাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ চূর্ণ দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলে আকর্ষণ হয় অর্থাৎ ঐ ধূপ-ধূম যাহার অঙ্গে স্পৃষ্ট হইবে, সেই আকৃষ্ট হইবে। ১৩

সুধী সাধক আকর্ষণীয়া (যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে) নারীর বাম চরণের মৃত্তিকা লইয়া কৃকলাসের রক্তযোগে তাহার একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। অনন্তর ঐ মূর্ত্তির হৃৎপ্রদেশে কৃকলাসের রক্ত দ্বারা আকর্ষণীর নারীর নাম লিখিবেন। পরে

১। খ+গ—সংপেষ্য। ২। খ+গ—শোষয়িত্বা হরেৎ ক্ষিতৌ। ৩। খ+গ—তচ্চূর্ণ ধূপা। ৪। খ+গ—মৃত্তিকামাহরেৎ ক্ষিতৌ। ৫। খ+গ—কারয়েৎ সুধীঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সাধ্যনামাক্ষরং[১] তস্যাস্তদ্রক্তৈর্বিলিখেৎ হৃদি।
মূত্রস্থানে চ[২] নিখনেৎ সদা তত্রৈব মূত্রয়েৎ॥ ১৫
আকর্ষয়েৎ তু তাং নারীং শতযোজন-সংস্থিতাম্।
চতুর্লক্ষ-মিতে জপ্তে ঘুংঘুংতা-মন্ত্ররাজকে[৩]।
আকৃষ্টা চ সমায়াতি শম্ভুদেবেন ভাষিতম্॥ ১৬
ওঁ ঘুংঘুংতা আকৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিপুরী মে বশমানয় হ্রীং হ্রীং।
রতি-কামরতৌ[৪] গ্রাহ্যৌ ভ্রমরৌ যত্নতো বুধৈঃ।
ভিন্নৌ কৃত্বা দহেৎ তৌ তু চিতিকাষ্ঠৈস্তয়োঃ পুনঃ॥ ১৭
বস্ত্রেণ বেষ্টয়েদ্ ভস্ম পৃথক্ তৎ পোট্টলী-দ্বয়ম্।
তয়োরেকমজাশৃঙ্গে দৃঢ়ং বদ্ধা পরীক্ষয়েৎ[৫]॥ ১৮
যদা যাতি তু সা ছাগী তং[৬] পৃথগ্ বন্ধয়েদ্ বুধঃ।
তদ্ভস্ম শিরসি ন্যস্তং ক্ষণাদাকর্ষয়েৎ স্ত্রিয়ম্॥ ১৯

নিজ মূত্রত্যাগের স্থানে ঐ মূর্ত্তি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর প্রত্যহ মূত্রত্যাগ করিবেন। ১৪-১৫

সেই প্রক্রিয়া দ্বারা শত যোজন দূরে অবস্থিতা নারীও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ ঘুংঘুংতাং ইত্যাদি মন্ত্ররাজ চতুর্লক্ষ পরিমাণ জপ করিলে সেই নারী আকৃষ্টা হইয়া জপকারীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৬

(ঐ মন্ত্রের মধ্যে অমুকী শব্দ স্থানে সাধ্যা বশ্যা স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করিবেন।)

পণ্ডিত সাধক কামক্রীড়ারত দুইটি ভ্রমর-ভ্রমরীকে যত্ন সহকারে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া চিতি কাষ্ঠের অগ্নিতে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভস্মীভূত করিবেন। ঐ ভস্ম পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দুইটি পুঁটলী প্রস্তুত করিবেন। উহার একটি পুঁটলী ছাগীর শৃঙ্গে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া তাহাকে ছাগের অভিমুখে ছাড়িয়া পরীক্ষা করিবেন। ১৭-১৮

(অপর পুঁটলী নিজ হস্তে রাখিবেন।) যদি ছাগী কামাতুরা হইয়া ছাগের নিকট যায়, তবে ছাগকে টানিয়া আলাদা বাঁধিয়া রাখিয়া সেই ভস্ম আকর্ষণীয়া রমণীর মস্তকে কোন প্রকারে দিবেন, তাহা হইলেই সে আকৃষ্টা হইবে। যদি তাহাতেও

১। খ+গ—সাধ্যানামাক্ষরং। ২। ক—নিখনেৎ মূত্রস্থানে চ।
৩। খ+গ—ঘুঘুন্তো নাম চেটকঃ। যত্র পুষ্পফলাদীনাং করোত্যাকর্ষণং ধ্রুবম্।
৪। খ+গ—ইতি কামৌ যত্নৌ। ৫। খ+গ—প্রক্ষিপেৎ। ৬। খ+গ—সা মেষী তৎ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অপরং রক্ষয়েদ্ধস্তে যদি নায়াতি কামিনী ।
পুনর্বদ্ধা মেষীশৃঙ্গে ত্যজেচ্চ পুনরেব তু[১] ॥ ২০

ওঁ কৃষ্ণাবর্ত্তায় স্বাহা । ইমং মন্ত্রং পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা সিদ্ধো ভবেৎ, তেন চ ভস্ম অভিমন্ত্রয়েৎ[২] ।

হ্রীং বিলি বিলি ছিন্ধি ছিন্ধি হন হন পচ পচ শোষয় শোষয় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ । অনেন মন্ত্রেণ স্নুহী-কীলকমষ্টোত্তর-শতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তথা প্রতিরোপয়েৎ যন্নাম্না, তমাকর্ষয়তি ;

ওঁ আং ক্ষ্যং চাহুং চাহুং ফট্ ।

লক্ষমেকং জপেদস্য পূর্ব্বমেব সমাহিতঃ ।
দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং তত্রত্যাং ক্ষোভয়ত্যপি ॥ ২১

ওঁ অলমৃত্যু জয় মে মে । অনেন মন্ত্রেণ কুম্ভকার-মৃত্তিকয়া প্রতিমাং কৃত্বা মনুষ্যাস্থি-কীলকেনাহষ্টোত্তর-সহস্রাভিমন্ত্রিতেন স্বহস্তেন নিখনেৎ । সা রুধিরং স্রবতি । অথ প্রতিমাকৃতিং ত্রিকটুকেনালিপ্য মধুচ্ছিষ্টেন

নারী আকৃষ্টা হইয়া উপস্থিত না হয়, তবে হস্তস্থিত পুঁটলীটি পুনরায় মেষীর শৃঙ্গে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিবেন এবং ঐ রূপ পরীক্ষা করিবেন । ১৯-২০

এই প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে "ওঁ কৃষ্ণাবর্ত্তায় স্বাহা" মন্ত্র দশ হাজার জপ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয় এবং উক্ত ভস্মও এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হয় ।

মনসা গাছের কাষ্ঠ দ্বারা একটা কীলক (খোঁটা) প্রস্তুত করিয়া "হ্রীং বিলি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক শত আট বার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার নাম উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত রূপে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন, সে ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে ।

সমাহিত হইয়া "ওঁ আং ক্ষ্যং" ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন । যে নারীকে উদ্দেশ করিয়া জপ করিবেন, সে দূরস্থ হইলেও আকৃষ্ট হইবে এবং সেই স্থানে স্থিতা নারীকে বিচলিতও করিবে । ২১

'ওঁ অলমৃত্যু' ইত্যাদি মন্ত্রে কুম্ভকারের পোয়ানের মাটী দ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির একটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিবেন । পরে একটি মনুষ্যের অস্থি কীলক এই মন্ত্রে এক হাজার আটবার অভিমন্ত্রিত করতঃ উহাকে স্বহস্তে ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন । ইহা করিলে সেই প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গে রুধির-স্রাব হইবে । তৎপরে ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপ্পল ও

---

১ । খ+গ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি । ২ । খ+গ—জপ্ত্বা উক্তযোগেনামভিমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বেষ্টয়েৎ। অস্যা অঙ্গং স্থচিকয়া বিধ্য ললাটে তস্যা নামাক্ষরমনামিকায়া রুধিরেণ লিখেৎ, প্রতিকৃতিং খাদিরাঙ্গারে স্থাপয়েৎ। ততঃ পূর্বং মন্ত্রং জপেৎ, যাবৎ তস্যা অস্থি[1] লগতি, তাবদাকর্ষণং ভবতি।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে আকর্ষণং নাম সপ্তমঃ পটলঃ।

মরিচ) চূর্ণ দ্বারা ঐ প্রতিকৃতিকে লেপন পূর্ব্বক মধুচ্ছিষ্ট (মোম) দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অনন্তর সূচী (ছুঁচ) দ্বারা ঐ প্রতিকৃতির অঙ্গ বিদ্ধ করতঃ তদীয় ললাটদেশে নিজের অনামিকার রক্ত দ্বারা আকৃষ্যা রমণীর নামাক্ষর লিখিবেন। পরে ঐ প্রতিকৃতিকে খদির-কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে রাখিবেন। তাহার পর পূর্ব্বের উক্ত মন্ত্র জপ করিবেন। যে সময় পর্য্যন্ত সেই প্রতিকৃতির শরীরে ঐ অস্থি লাগিয়া থাকিবে, ততকাল সাধ্যা রমণী আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের আকর্ষণ নামক সপ্তম পটল সমাপ্ত।

---

[1] খ+থ—অস্থিকং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অষ্টমঃ পটলঃ

অথ স্তম্ভনম্

গমনোত্থান-বাগ্-বাণ-খড়্গাদি-শস্ত্রকেষু চ।
শক্র-সৈন্যাশনীনাঞ্চ স্তম্ভনং শম্ভুনোদিতম্ ॥ ১

গতি-স্তম্ভন

রজন্যা হরিতালৈর্ব্বা ভূর্জ্জ-পত্রে সমালিখেৎ।
যন্ত্রং হরিত-সূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
শিলায়াং বন্ধয়েৎ তঞ্চ গতি-স্তম্ভকরং পরম্ ॥ ২

উত্থান-স্তম্ভন

চর্ম্মকারস্য কুণ্ডাচ্চ রজকস্য তথৈব চ।
কুণ্ডাম্মলং সমুদ্ধৃত্য চাণ্ডালী-ঋতু-বাসসা ॥ ৩
বন্ধয়েৎ পোট্টলীং প্রাজ্ঞো যস্যাগ্রে তাং বিনিক্ষিপেৎ।
তস্যোত্থানে ভবেৎ স্তম্ভঃ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ ॥ ৪

গো-মেষাদি-স্তম্ভন

উষ্ট্রস্যাস্থি চতুর্দ্দিক্ষু নিখনেদ্ ভূতলে ধ্রুবম্।
গো-মেষ-মহিষী-বাজীন্ স্তম্ভয়েৎ করিণোঽপি চ ॥ ৫

অনন্তর স্তম্ভন কথিত হইতেছে। লোকের গমন, উত্থান, বাক্য, বাণ, খড়্গ প্রভৃতি শস্ত্র, শক্রসৈন্য ও বজ্র প্রভৃতির স্তম্ভন মহাদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১

রজনী (হরিদ্রা) অথবা হরিতাল দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে স্তম্ভন যন্ত্র অঙ্কিত করিবেন। পরে উহা হরিত বর্ণ সূত্র দ্বারা বেষ্টিত করতঃ শিলাতে বাঁধিয়া রাখিবেন। তাহাকে সেই অভীষ্ট ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ গতি-স্তম্ভকর জানিবেন। ২

প্রথমতঃ চর্ম্মকারের কুণ্ড ও রজকের কুণ্ড হইতে মল সংগ্রহ করিবেন। পরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উহা চণ্ডালীর ঋতু বস্ত্রে একটি পুঁটলী করিয়া বাঁধিবেন। ঐ পুঁটলী যে ব্যক্তির সম্মুখে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার উত্থান-শক্তি স্তব্ধ হয়। উহা সিদ্ধযোগ কথিত হইয়াছে। ৩-৪

যেখানে গো, মহিষ, অশ্ব ও হস্তী অবস্থান করে অথবা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার চারিদিকে উষ্ট্রের অস্থি (কীলক) ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলে উহা ঐ চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী গো মহিষাদি পশু সকলের এমন কি হস্তীরও গতি নিশ্চয় স্তম্ভিত করে। ৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

লোক-স্তম্ভন

সিত-গুঞ্জা-ফলং বাপ্যং নৃ-পাত্রে পীত-মৃৎসহ।
নিশি কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং ত্রিদিনং তত্র জাগরেৎ।
নিত্যং সিঞ্চেজ্জলেনৈব মন্ত্রং পূজাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৬
তস্যাঃ শাখা লতা গ্রাহ্যা শুভ ঋক্ষে সুমন্ত্রিতা।
ক্ষিপেদ্ যস্যাসনে তাস্তু স্তম্ভয়ত্যেব তং ধ্রুবম্ ॥ ৭

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্ররূপায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্ গাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। অয়ং গুঞ্জামন্ত্রঃ।

মুখ-স্তম্ভন

হরিদ্রাকারিতং পদ্মং তালপত্রে সুপূজিতম্।
চত্বরে সাধ্য-মন্ত্রাঙ্কং মুখ-স্তম্ভকরং রিপোঃ ॥ ৮

ওঁ সহচথদশায়ি অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্বাহা।

বাক্-স্তম্ভন

অকারঃ পন্নগাকারঃ সাধ্য-কর্ণে বিচিন্তিতঃ।
করোতি বচন-স্তম্ভং চিত্রং দেবগুরোরপি ॥ ৯

ওঁ মুকস্ত[১] সুকর্ণায় স্বাহা।

কৃষ্ণপক্ষীর চতুর্দ্দশী তিথিতে নিশাভাগে মানুষের মাথার খুলীর মধ্যে পীতবর্ণ মাটীর সহিত শ্বেত গুঞ্জার ফল রোপণ করিবেন। তিন দিন তথায় জাগিয়া থাকিবেন ও প্রত্যহ জল-সেচন পূর্ব্বক "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চ্চনা ও ঐ মন্ত্র জপ করিবেন। ৬

ক্রমশঃ উক্ত বীজ হইতে গাছ জন্মিলে শুভ নক্ষত্রে তাহার শাখা ও লতা গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাকে যাহার আসনের নিম্নে ফেলিয়া দিবেন, উহা নিশ্চিত তাহার উত্থান-শক্তি স্তম্ভিত করিবে। ৭

তালপত্রে হরিদ্রারস দ্বারা সাধ্যমন্ত্রাঙ্কিত সুগঠিত পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মটিতে "ওঁ সহচথ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া উঠানের মাটীতে প্রতিয়া রাখিলে উহা শত্রু ব্যক্তির মুখ-স্তম্ভকর হয়। (মন্ত্রের মধ্যস্থ 'অমুকং' স্থানে সাধ্য ব্যক্তির নাম উচ্চার্য্য।) ৮

ভুজঙ্গাকার 'অ' এই অক্ষর স্তম্ভনীয় ব্যক্তির কর্ণদেশে বিশেষরূপে চিন্তিত হইলে অর্থাৎ শত্রুর কর্ণদেশে অকারকে সর্পাকার ধ্যান করিলে উহা সাধ্য শত্রুর এমন কি সুরগুরু বৃহস্পতিরও বাক্-স্তম্ভন করে। ইহা বিস্ময়কর। ৯

১। খ+গ—মূকস্ত।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শত্রু-স্তম্ভন

শতং জপ্তেন কীলেন খাদিরেণাস্য বন্ধনম্।
জায়তে বৈরিণাং স্তম্ভো দুর্গাগ্রে কীলিতং ধ্রুবম্ ॥ ১০

ওঁ স ইতি মূৰ্ত্তিরুদ্রায় স্বাহা।

কুঙ্কুমৈর্লিখিতং[১] পদ্মং ভূর্জ্জে নামাঙ্কিতং রিপোঃ।
বেষ্টিতং নীল-সূত্রেণ সম্যক্ স্তম্ভকরং ভবেৎ ॥ ১১

ওঁ সহ ধনেশায় স্বাহা।

শত্রুর বাক্য-স্তম্ভন

লিখিত্বা প্রেতবক্ত্রে চ সাধ্যনাম পুটীকৃতম্।
বেষ্টিতং নীল-সূত্রেণ শ্মশানে প্রোথয়েৎ[২] ধ্রুবম্।
বাক্-স্তম্ভনং ভবেৎ শত্রোঃ শম্ভুদেবেন ভাষিতম্[৩] ॥ ১২

ওঁ সহশ্বেতায় অমুকস্য বাচং[৪] স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।

খদির কাষ্ঠের একটি কীলক প্রস্তুত করিয়া বন্ধন পূর্বক 'ওঁ স ইতি' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে শত বার অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে উহা শত্রুদিগের দুর্গের পুরোভাগে পুতিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই শত্রুগণের স্তম্ভন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা শত্রুর নামাঙ্কিত একটি পদ্ম লিখিয়া উহা নীলসূত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে। উহা সম্যক্‌রূপে স্তম্ভকর হইয়া থাকে। ১১

(পদ্ম আঁকিবার সময় এবং নীলসূত্রে বেষ্টন করিবার সময় 'ওঁ সহ ধনেশায়' ইত্যাদি মন্ত্র সপ্তধা পড়িতে হয়।)

মৃত ব্যক্তির মুখ-বিবরে সাধ্যনামের দ্বারা পুটীকৃত "ওঁ সহশ্বেতায়" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া ঐ প্রেতমুখ নীলসূত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া শ্মশানে পুতিয়া রাখিবেন। মহাদেব বলিয়াছেন, এই প্রক্রিয়া দ্বারা অবশ্যই শত্রুর বাক্যস্তম্ভন হয়। ১২

(মন্ত্রের মধ্যগত 'অমুকস্য' স্থানে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম লেখ্য ও উচ্চার্য্য।)

১। খ+গ—কুঙ্কুমাল্লিখিতং। ২। খ+গ—প্রোথিতে ভবেৎ।
৩। খ+গ—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ৪। খ+গ—অমুকস্য বাক্ স্তম্ভয় স্তম্ভয়।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মনঃ, বাক্য ও গতির স্তম্ভন

যস্যাভিধানমুচ্চার্য্য সপ্তাহং জপতে রিপোঃ।
মনো-বচো-গতি-স্তম্ভং চেটকঃ কুরুতে ধ্রুবম্ ॥ ১৩

ওঁ নমো হুগুনে অমুকস্য মুখং বাচং গতিং[১] স্তম্ভয় জ্বালা গঙ্গ ভাগ্নি মুংকাধিক বন্ধ বন্ধ স্তম্ভয় কুরু চ মমেপ্সিতানি ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ স্বাহা।

হরিদ্রয়া লিখেদ্ যন্ত্রং ভুর্জ্জ-পত্রে সমাহিতঃ।
বেষ্টয়েৎ পীত-সূত্রৈশ্চ পীত-পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ।
স্থাপয়েৎ শিলয়োর্মধ্যে বাক্-স্তম্ভো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৪

বুদ্ধি-স্তম্ভন

ভৃঙ্গরাজোঽপ্যপামার্গঃ সিদ্ধার্থং সহদেবিকা।
তুল্যং তুল্যং বচা শ্বেতা দ্রবমেষাং সমাহরেৎ ॥ ১৫

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য দ্বি-দিনান্তে সমুদ্ধরেৎ।
তিলকে সর্ব্ব-শত্রূণাং বুদ্ধি-স্তম্ভকরং ভবেৎ ॥ ১৬

যে নর শত্রুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সাত দিন প্রত্যহ 'ওঁ নমো হুগুনে' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, মন্ত্র বশীভূত চেটক অবশ্যই তাহার মনঃ, বাক্য ও গতিকে স্তম্ভন করিয়া থাকেন। ১৩

(মন্ত্রের মধ্যস্থ 'অমুকস্য' স্থলে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম উচ্চার্য্য।)

সাধক সমাহিত হইয়া ভূর্জ্জপত্রে হরিদ্রা দ্বারা স্তম্ভন যন্ত্র আঁকিবেন। পীতবর্ণ সূত্র দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিবেন, পীতপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পরে উহা দুইটি শিলার মধ্যে রাখিবেন অর্থাৎ এক খণ্ড শিলার উপর রাখিয়া অপর এক খণ্ড শিলা চাপা দিবেন। এইরূপ করিলেই নিশ্চয় তাহার বাক্য-স্তম্ভন হইবে। ১৪

ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, শ্বেত সরিষা, বেড়েলা, বচ ও শ্বেত কণ্টকারি—এই সমস্ত দ্রব্যের রস তুল্য পরিমাণে সংগ্রহ করিবেন। ১৫

পরে তাহাকে লৌহপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া দুই দিন পরে ঐ রস লইয়া তাহার দ্বারা ললাটদেশে তিলক করিলে উহা সমস্ত শত্রুগণের বুদ্ধি-স্তম্ভকর হইবে। ১৬

১। খ+গ—অমুকস্য মুখং গতিং স্তম্ভয়।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মন্ত্রজপ দ্বারা মুখ ও গতির স্তম্ভন

ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং[১] বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্রোদ্দাপয়তি শক্ত্যা আগচ্ছতু। অনেন মন্ত্রেণ নদীং প্রবিশ্য অষ্টোত্তর-শতাম্বুভিস্তর্পয়েৎ। শত্রূণাং মুখস্তম্ভো ভবতি।

ওঁ নমো ব্রহ্মবেসরি রক্ষ রক্ষ ঠঃ ঠঃ। অনেন মন্ত্রেণ সপ্ত পাষাণান্ গৃহীত্বা ত্রীন্ কট্যাং বদ্ধা অপরে মুষ্টিকাভ্যাং ধারণীয়াঃ। চৌরাণাং গতিস্তম্ভো ভবতি।

বহ্নি, মূষিক, ব্যাঘ্র, নৃপতি, চোর, শত্রুর ভয় নিবারণ

অঙ্কোঠো[২] লক্ষ্মণা পুংসী সর্পাক্ষী শিখি-মূলিকা।
বিষ্ণুক্রান্তা জটা নীলা পাঠা শ্বেতাপরাজিতা ॥ ১৭
পাটলা[৩] সহদেবী চ মূলঞ্চ সহদেবিকা।
পুষ্যার্কে তু সমুদ্ধৃত্য মুখে শিরসি সংস্থিতা ॥ ১৮
একৈকং বারয়ত্যেব শস্ত্র-সন্ধরণো নৃণাম্।
বহ্ন্যাখু-ব্যাঘ্র-ভূপাল-চৌর-শত্রু-ভয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৯

(মতান্তরে ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় শত্রূণাং বুদ্ধিস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা এই মন্ত্রের অষ্টোত্তর সহস্র জপে শত্রুর বুদ্ধিস্তম্ভন কথিত আছে।)

নদীজলে নামিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায়" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শত্রুর উদ্দেশে এক শত আটবার অঞ্জলি দ্বারা তর্পণ করিবেন, ইহাতে তাহার মুখের স্তম্ভন হইবে।

"ওঁ নমো ব্রহ্মবেসরি" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সাতখানি প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহার তিনখানি কটিদেশে বাঁধিবেন এবং অপর দুই দুইখানি উভয় মুষ্টিতে ধারণ করিবেন। ইহা দ্বারা চোরের গতিস্তম্ভন হয়।

আকোড়ফল (কাঁকরোল), শ্বেত আকন্দ, কণ্টকারি, নাকুলী, আপাঙ্গের শিকড়; কৃষ্ণাপরাজিতা, জটামাংসী, নীলী, আকনাই, শ্বেত অপরাজিতা, পারুল, পীত বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা এই সকলের শিকড় পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত রবিবারে তুলিয়া মুখমধ্যে ও মস্তকে ধারণকরিলে উহাদের প্রত্যেকটিই শত্রুর শস্ত্রস্তম্ভন করিতে সমর্থ হয় এবং বহ্নি, মূষিক; ব্যাঘ্র, নৃপতি, চোর ও শত্রুকৃত ভয়ের নিবারক হইয়া থাকে। ১৭-১৯

১। খ+গ—সর্বমুখিভ্যাং। ২। খ+গ—অঙ্কুলী। ৩। খ+গ—পাটলী।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বাণ-স্তম্ভন

শ্বেতগুঞ্জীয়-মূলন্তু ঋক্ষে উত্তর-ভাদ্রকে।
উত্তরাভিমুখং গ্রাহ্যং বাণ-স্তম্ভকরং মুখে ॥ ২০

শত্রুভয়-নিবারণ

মূলং শুক্ল-ত্রয়োদশ্যাং গ্রাহ্যং শিখরি-কন্যয়োঃ।
বলামূলং তথা গ্রাহ্যং পিষ্ট্বা তদ্ গোলকীকৃতম্।
ধার্য্যং মূর্দ্ধ্নি করে বাহৌ সর্ব্বশত্রু-নিবারণম্ ॥ ২১

সংগ্রামে শত্রু-স্তম্ভন

গোজিহ্বা হঠলী দ্রাক্ষা বচা শ্বেতাপরাজিতা।
বিষ্ণুক্রান্তা হস্তিকর্ণী সুশ্বেতা কণ্টকারিকা ॥ ২২
মূলান্যাদায় পুষ্যার্কে রম্ভাসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
স্বহস্তে কঙ্কণং ধার্য্যং শত্রু-স্তম্ভকরং রণে ॥ ২৩
পাঠা রুদ্রা জটা[১] বাথ শ্বেতা চ শরপুঙ্খিকা।
শ্বেত-গুঞ্জীয়কং মূলং পুষ্যার্কে তু সমুদ্ধৃতম্।
প্রত্যেকং মুখমধ্যস্থং রণেষু স্তম্ভকৃৎ রিপোঃ ॥ ২৪

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে উত্তরাস্য হইয়া শ্বেতগুঞ্জার (সাদা কুঁচ গাছের) শিকড় তুলিয়া মুখে ধারণ করিলে বিপক্ষের বাণস্তম্ভন হয়। ২০

শুক্লা ত্রয়োদশীতে আপাঙের শিকড়, ঘৃতকুমারীর শিকড় ও বেড়েলার শিকড় তুলিয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহাকে গোলাকার বটিকা প্রস্তুত করিবেন। পরে তাহা শিরোদেশে, করতলে বা বাহুতে ধারণ করিবেন। উহাতে সমস্ত শত্রুকৃত ভয় দূর হইবে। ২১

গোজিহ্বা (গোজিয়া শাক), হঠলী (পানা) দ্রাক্ষা, বচ, শ্বেত অপরাজিতা, কৃষ্ণা অপরাজিতা, পলাশ ও শ্বেত কণ্টকারি—এই সমস্তের শিকড় পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত রবিবারে তুলিয়া কদলী গাছের ছালের সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্বক হাতে কঙ্কণবৎ ধারণ করিলে সংগ্রামে শত্রুর স্তম্ভন হয়। ২২-২৩

আকনাই, মুক্তবর্ষা, জটামাংসী, কণ্টকারি, শরপুঙ্খ (প্লীহশত্রুনামক বৃক্ষ) ও শ্বেতগুঞ্জা—এই সকলের শিকড় পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত রবিবারে তুলিয়া প্রত্যেকটি মুখ-বিবরে ধারণ করিলে উহা রণে শত্রুর স্তম্ভকর হয়। ২৪

১। খ+গ—পাঠা রুদ্রজটা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গাম্ভারী চৈব কুম্ভী চ পুষ্যার্কে তু সমুদ্ধরেৎ ।
মূলং তণ্ডুল-তোয়েন পিষ্ট্বা পীত্বা দিন-ত্রয়ম্ ।
প্রত্যেকং বারয়ত্যেব শত্রু-সঙ্ঘং রণে ধ্রুবম্[1] ॥ ২৫

খড়্গ-স্তম্ভন ও শস্ত্রবাধা নিবারণ

কেতকী মস্তকে নেত্রে তালমুলী মুখে স্থিতা ।
খর্জ্জুরে চরণে হৃৎস্থে খড়্গ-স্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ ২৬
এতানি ত্রীণি মূলানি চূর্ণীকৃত্য ঘৃতৈঃ পিবেৎ ।
অহোরাত্রৌ ততঃ শস্ত্রৈর্যাবজ্জীবং ন বাধ্যতে ॥ ২৭

শত্রুর শস্ত্রবাধা ও মেষের খড়্গচ্ছেদ নিবারণ

শিরীষমূলং পুষ্যার্কে গ্রাহয়েৎ পেষয়েজ্জলৈঃ ।
অর্দ্ধাহারে কৃতে পশ্চাৎ তজ্জলং চার্দ্ধকং পিবেৎ ॥ ২৮
যাবদ্দিনানি তৎ পীতং তাবৎ শস্ত্রৈর্ন বাধ্যতে ।
তন্মুলে তু গলে বদ্ধে খড়্গে গর্মেষো ন ছিদ্যতে ॥ ২৯

পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত রবিবারে গাম্ভারীর শিকড় ও কুম্ভী (পানার) মূল তুলিয়া আতপ চাউল-ধোয়া জলের সহিত মর্দন পূর্বক তিন দিন পান করিলে রণে শত্রুকে স্তম্ভন করিতে পারে। ২৫

কেতকী গাছের শিকড় মস্তকে ও চক্ষুতে, তালমূলীর শিকড় মুখে এবং খেজুর গাছের শিকড় পদে ও বক্ষোদেশে ধারণ করিলে বিপক্ষের খড়্গস্তম্ভন হয়। ২৬

উক্ত তিনটির শিকড় চূর্ণ করিয়া ঘৃত-সংযোগে দিবারাত্রি পান করিলে আজীবন কোন শস্ত্রই বাধা-বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। ২৭

পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত রবিবারে শিরীষ গাছের শিকড় তুলিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবেন। অর্দ্ধভোজনের শেষে ঐ জল অর্দ্ধাংশ পান করিবেন। ২৮

তৎপর অবশিষ্ট অর্দ্ধ ভোজন করিবেন। যত দিন এই জল পান করিবেন, ততদিন কোন শস্ত্র তাহাকে পীড়া দান করিতে সমর্থ হইবে না। এমন কি, উক্ত শিরীষ শিকড় মেষের গলদেশে বাঁধিয়া দিলে তাহাকে কেহই খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে পারিবেন না। ২৯

১। খ+গ—শত্রু সংঘং নরো নৃণাং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পুংসীমূলঞ্চ পুষ্যার্কে[1] বরাটস্যোদরে ক্ষিপেৎ।
তং বরাটং সমানীয় ফলমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
তৎফলং মুখমধ্যস্থং শস্ত্র-স্তম্ভকরং পরম্ ॥ ৩০
গ্রস্তে রবৌ[2] সমুদ্ধৃত্য শরপুঙ্খং সমন্ত্রকম্।
বক্ত্রে যো ধারয়েন্ মৌনী শত্রু-খড়্গৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৩১
সমূল-পত্র-শাখাং তু বিষ্ণুক্রান্তাং বিচূর্ণয়েৎ।
তৈল-পক্বং ততঃ কৃত্বা তেনৈবাঙ্গানি মর্দয়েৎ।
খড়্গাদি-সর্বশস্ত্রাণাং ভবেদ্ যুদ্ধে নিবারণম্ ॥ ৩২
ওঁ নুরু রুরু চেতালি স্বাহা।
কৃকলাসস্য বামাঙ্ঘ্রিং হরিতালেন বেষ্টয়েৎ।
তাম্রপত্রৈঃ পুনর্বেষ্ট্য মুখস্থং সর্বশত্রু-জিৎ ॥ ৩৩
ওঁ চামুণ্ডে ভয়হারিণী স্বাহা।

পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত রবিবারে আকন্দের শিকড় তুলিয়া একটি কড়ির অভ্যন্তরে পুরিবেন। পরে ঐ কড়িটি আনিয়া একটি ফলের মধ্যে ভরিয়া রাখিবেন। ঐ ফল নিজের মুখ-বিবরে ধারণ করিলে উহা শত্রুর শ্রেষ্ঠ শস্ত্রস্তম্ভন-কর হয়। ৩০

সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলে যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক শরপুঙ্খের মূল উদ্ধৃত করিয়া মৌনী অবস্থায় মুখে ধারণ করে, সে ব্যক্তি শত্রুর খড়্গসমূহের দ্বারা বাধিত (আহত) হয় না। ৩১

মূল, পত্র ও শাখার সহিত বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) বৃক্ষকে চূর্ণ করিবেন। তাহার পর তাহাকে তৈল পক্ক করিয়া ঐ তৈল দ্বারা সর্বাঙ্গ মর্দন করিবেন। তাহা হইলে যুদ্ধকালে খড়্গাদি সমস্ত শস্ত্রের ভয় নিবারণ হইবে। ৩২

ওঁ নুরু রুরু চেতালি স্বাহা এই মন্ত্রে চূর্ণ, পাক ও মর্দন প্রভৃতি সকল কার্য্য করিবেন।

কৃকলাসের বামপাদ আনিয়া তাহাকে হরিতালের দ্বারা বেষ্টন করিবেন। পরে পুনরায় তাহাকে তামার পাত দিয়া বেষ্টন করিবেন। পরে তাহা মুখবিবরস্থ হইলে সর্বশত্রুজয়ী হয়। ৩৩

ওঁ চামুণ্ডে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া আনয়ন, বেষ্টন প্রভৃতি সকল কার্য্য করিবেন।

১। গ—পুষ্যর্ক্ষে। ২। খ+গ—গ্রস্তে বরৌ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বজ্র-হেমাভ্রকং তাপ্যং কান্তং সূতং সমং সমম্।
সদ্যো জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্দিনং খল্বে ততঃ পুনঃ ॥ ৩৪
ব্রহ্মবৃক্ষস্য বীজানি কার্পাসাস্থীনি রাজিকা।
বন্ধ্যা চ জনয়িত্রী চ পিষ্ট্বা তন্মধ্যগং কুরু ॥ ৩৫
পূর্ব্বং যন্মর্দ্দিতং গোলং লঘু সপ্তপুটৈঃ পচেৎ।
ততো গজপুটং দদ্যান্মুখং রুদ্ধ্বা ধমেদ্ ধঠাৎ ॥ ৩৬
তদ্ গোলং ধারয়েদ্ বক্ত্রে শস্ত্র-স্তম্ভকরো ভবেৎ।
হন্তি রোগং জরা-মৃত্যুং গুটিকা সুরসুন্দরী[১] ॥ ৩৭
সর্ব্বেষামুক্তযোগানাং কুম্ভকর্ণং স্মরেদ্ যদি।
আয়ান্তং সম্মুখং শত্রু-সমূহং সন্নিবারয়েৎ ॥ ৩৮

ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত[২] পরসৈন্য-ভঞ্জন মহারুদ্র[৩] ভগবন্ রুদ্র আজ্ঞা অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ।[৪] পূর্ব্বমেবাযুতজপ্তে সিদ্ধিঃ।

হীরা, সুবর্ণ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, পারদ ও গন্ধক এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া টাট্‌কা জম্বীরের (গোঁড়ালেবুর) রসের সহিত খলে সমস্ত দিন পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করতঃ বড়ী প্রস্তুত করিবেন। ৩৪

অনন্তর কোন বন্ধ্যা স্ত্রী বা জীববৎসা স্ত্রী যজ্ঞডুম্বুরের বীজ, কার্পাসবীজ ও সর্ষপ সমভাগে লইয়া পেষণ করতঃ গুটিকাবৎ করিয়া পূর্বোক্ত মর্দ্দিত বড়ীর মধ্যে পূরিয়া রাখিবেন। ৩৫

অনন্তর অল্প অল্প জালে সাত বার পুটপাকে সেই পূর্ব মর্দিত গোলাকার বটী পাক করিবেন। পাক করিয়া তাড়াতাড়ি মুখ রুদ্ধকরতঃ গজপুটে (আয়ুর্বেদোক্ত পুটবিশেষ) উহা সাত বার দগ্ধ করিবেন। ৩৬

এইরূপ বটী প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে শত্রু স্তম্ভন হয়। শুধু ইহাই নহে, ঐ দেবপ্রিয় বটী সর্ববিধ রোগ, অকাল বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুভয় নিবারণ করে। ৩৭-৩৮

ঔষধ প্রস্তুতকালে ও ধারণকালে "ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য। অগ্রে উক্ত মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইবেন।

১। ক+খ+গ—সুরসুন্দরি। ২। খ+গ—কেশীগর্ভ।
৩। খ+গ—মহারুদ্রো-ভগবান্। ৪। খ+গ—ঠঃ ঠঃ। এবং মন্ত্রদ্বয়ং পূর্বমেবা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তপ্ত অঙ্গারমধ্যে প্রবেশ ও তপ্ত লৌহাদি ধারণ

অথ মন্ত্রং মহেশস্য হনূমতোঽপি বা পুনঃ।
নারায়ণস্য সূর্য্যস্য জপেদ্বা ব্রহ্মণোঽপি চ।
অযুতং পূর্ব্বমেবৈতৎ ততোঽঙ্গারৈর্ন দহ্যতে ॥ ৩৯

ওঁ তপ্তা তপ্তা অঙ্গারি মে ভয়মথ বন্ধকুমারী পুহ্য[1] সিদ্ধি শালায়াশলং[2] সদৃশৌ গৌরী মহাদেবকী আজ্ঞা। ওঁ নমো য়কয়তুজ লুলী কতিকামী কুজলে বলে প্রজ্বলে ভ্রমানুচণ্ডে[3] শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা পাবে পায়ুশলে। ওঁ অগ্নী ধতীকা ধরৈ ধয়োসৈ গলহজুবাজুমায়াপেত্তকী যো সাস্থিয়ো হনূমন্তজলে য প্রজ্বলে জুদজে জুড়মে বেষ্ট ঈশ্বর মহাদেবকী পূজা বাবেপাল পুশলোহু[4] অগ্নিজ্বলন্তী মৈধরী জলট্টনী দিত্যোহু মুহুমৈ বৈশ্বানরুধা মবিয়ো দেয়ে নারায়ণা শাবু নারায়ণ সো অগ্নি উপাইকদৌ হরিমৈ যুলু জুজুজায়োচ্ছন্দদলী বট্টী বুট্টী বুজ্জীবীজলে প্রজ্বলে ইংকামিলে আজ্ঞায়া পূজপাপুটালে শ্রীসূর্য্যকী আজ্ঞা। অহো সূর্য্য আবদ্দাবী[5] দিদোমুজ্জা বাজ্জাহৌ কায়ান মহত্যারুদ অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জালাং[6] ত্রপুর আণৌ পানি, লিরে এলা আনিদেবৈশ্বা-নরণায় মে দ্বিদ্বিনী ধারা ধাকেকাপূম্ব রোজী মহামদী। ওঁ গুরুমদিশাহুকুকঙ্কা মহাহুর্গং বিহন্তি।

এবমুক্ত-মন্ত্রাণাং পূর্বমেবাষ্টোত্তর-শতং জপং কুর্য্যাৎ, সিদ্ধির্ভবতি। ততোঽভিমন্ত্রিতৈরণ্ড-দণ্ডেন অঙ্গাররাশিং ঘটয়িত্বা অগ্নিস্তম্ভনমেকং জপেৎ। ততো নির্ভয়ো ভূত্বা মন্ত্রং পঠন্নঙ্গার-রাশিং বিচরেৎ; ন দহ্যতে। ইতি সিদ্ধযোগঃ।

অনন্তর মহেশের অথবা হনুমানের, নারায়ণের, সূর্য্যের কিম্বা ব্রহ্মার এই মন্ত্র পূর্বেই অযুত সংখ্যক জপ করিবেন। তাহাতে অঙ্গার সমূহের দ্বারা দগ্ধ হইবেন না। ৩৯

ওঁ তপ্তা ইত্যাদি দ্বারা উক্ত মহেশের মন্ত্র, হনুমানের মন্ত্র, নারায়ণের মন্ত্র, সূর্য্য মন্ত্র কিম্বা ব্রহ্মামন্ত্র-সমূহের পূর্বেই ১০৮ বার জপ করিবেন। তাহাতে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। তাহার পর উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত শ্বেত এরণ্ড দণ্ডের দ্বারা অঙ্গাররাশি সৃষ্টি করিয়া একটি অগ্নিস্তম্ভন মন্ত্র জপ করিবেন। তাহার পর নির্ভয় হইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে অঙ্গার রাশির মধ্যে বিচরণ করিবেন, দগ্ধ হইবেন না। ইহা সিদ্ধযোগ।

১। খ—কুমারীমুহ্য। ২। খ—শালায়াসলং। ৩। খ—প্রমানুচণ্ডে। ৪। খ—পুশলাহু।
৫। খ—আবাদাবী। ৬। খ—ওঁ তপ্তেত্যাদি সিদ্ধযোগ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কুমারী শূরণং পিষ্ট্বা লিপ্ত-হস্তো নরো ভবেৎ।
দীপ্তাঙ্গারৈস্তপ্ত-লোহৈর্মন্ত্র-যুক্তো ন দহ্যতি॥ ৪০
পাঠামূলং ঘৃতৈঃ পিষ্টৈর্লৌহপিণ্ডৈঃ সুধাপিতৈঃ[১]।
লিপ্তহস্তা ন দহ্যন্তে মন্ত্ররাজ-প্রভাবতঃ॥ ৪১
উলূক-মেষ-মণ্ডুক-বসামাদায় লেপয়েৎ।
অনয়া লিপ্তগাত্রস্তু নাগ্নিনা দহ্যতে নরঃ॥ ৪২

ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুভে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা। উক্তযোগদ্বয়েঽসৌ মন্ত্রঃ।

মণ্ডুক-বসয়া পিষ্ট্বা নিম্ববৃক্ষ-ত্বচং ততঃ।
লিপ্তগাত্রো নরো বহ্নিং স্তম্ভয়ত্যেব চ ধ্রুবম্॥ ৪৩
স্ত্রীপুষ্পং খরমূত্রঞ্চ পচেদ্ বক-বসাযুতম্।
তেনৈব লিপ্তহস্তস্তু তপ্ত-তৈলৈর্ন দহ্যতে॥ ৪৪
বিদ্যুদ্দ্ধতস্য কাষ্ঠস্য কীলেন বিহগস্য বা।
বিড়ালস্যাস্থিগো[২] বহ্নির্ন দহেদতিকৌতুকম্॥ ৪৫

যে মানব ঘৃতকুমারী ও ওল একত্র পিষিয়া হাতে লেপন করে, সে মন্ত্রযুক্ত হইলে তপ্ত অঙ্গার ও তপ্ত লৌহের দ্বারা দগ্ধ হয় না। ৪০

যে ব্যক্তি আকনাদির মূল ঘৃতের সহিত পিষিয়া হাতে লেপন করে, সে মন্ত্ররাজের প্রভাবে সুতপ্ত লৌহপিণ্ডের দ্বারা দগ্ধ হয় না। ৪১

পেঁচা, মেষ ও ভেক—ইহাদের চর্বি সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করতঃ উহা গাত্রে লেপন করিলে চর্বি-লিপ্ত ঐ নর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না। ৪২

"ওঁ নমো ভগবতি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে উক্ত দুইটি যোগ সম্পন্ন করিবেন।

ভেকের চর্ব্বির সহিত নিমগাছের ছাল পেষণ পূর্বক তাহা গাত্রে লেপন করিলে লিপ্তগাত্র ব্যক্তি নিশ্চয় অগ্নিকে স্তম্ভন করে। ৪৩

স্ত্রীরজঃ, গর্দ্দভমূত্র ও বকের চর্ব্বি একত্র পাক করিবেন। পরে উহা হাতে লেপন করিলে তপ্ত তৈল লিপ্ত হস্তও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে না। ৪৪

বজ্রদগ্ধ কাষ্ঠের কালকের সহিত পক্ষী ও মার্জ্জারের অস্থি-গত অগ্নি কাহাকে দগ্ধ করে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। ৪৫

১। খ—লৌহাপণ্ডং সুধাপিতম্। ২। ক—বিড়ালস্যাস্থিনো।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কুমারী-তৈল-লিপ্তস্ত হস্তো লৌহৈর্ন দহ্যতে।
জলৌকা পাটলীমূলং শৈবাল-কুসুমং শুভম্।
মণ্ড কবসয়া পিষ্টং লিপ্তগাত্রো ন দহ্যতে॥ ৪৬

ওঁ অগ্নিবলন্তী মৈথরী মলীয়ে হনুমৈবেশ্বন রথমিজৌ গৌরী মহেশ্বর সাধু। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

মণ্ডুকপিত্তমাদায় মেষস্য বসয়া সহ।
সজলৌকা-প্রলেপেন বহ্নি-স্তম্ভনমুত্তমম্॥ ৪৭

ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শতব্যাঘ্রচর্ম্মপরিণদ্ধবসনে চ মালয় স্বাহা।

উদ্ভ্রান্ত-পত্র-নির্ম্মাল্যমেরণ্ড-পারিভদ্রকম্।
মণ্ডূক-বসয়া সার্দ্ধং পিষ্ট্বা মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
তেন পাদবিলেপেন ভ্রমেদঙ্গার-পর্ব্বতে॥ ৪৮
যবকাণ্ডং সমাহৃত্য মণ্ডুক-বসয়া সহ।
গুটিকাং কারয়েৎ তেন ক্ষিপ্তে বহ্নৌ ততো ভ্রমেৎ॥ ৪৯

ঘৃতকুমারী ও তৈল একত্র মিশাইয়া হস্তে লেপন করিলে তপ্ত লৌহ দ্বারাও ঐ হস্ত দগ্ধ হইবে না।

জলৌকা (জোঁক), পাটলীমূল ও সুন্দর শৈবাল কুসুম (শেওলার ফুল) ভেকের চর্ব্বির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা গাত্রে লেপন করিলে ঐ লিপ্তগাত্র ব্যক্তির অঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। ৪৬

"ওঁ অগ্নিবলন্তী" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রই উক্ত যোগ সকলের মন্ত্র। ঐ মন্ত্র দ্বারা উক্ত প্রয়োগ করিবেন।

মেষের চর্ব্বির সহিত ভেকের পিত্ত লইয়া জলৌকা সহিত সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে ঐ প্রলেপের দ্বারা উত্তম অগ্নিস্তম্ভন হয়। ৪৭

"ওঁ নমো ভগবতি" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া করিবেন।

উদ্ভ্রান্ত (ধুস্তুর) পত্র, বিল্বপত্র, এরণ্ড পত্র ও নিম্বপত্র—এই কয় বস্তু ভেকের চর্ব্বির সহিত পিষিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেন। উহা পদে লেপন করিলে সেই পাদলেপের দ্বারা জ্বলন্ত অঙ্গার-পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করা যায়। ৪৮

একটি যব গাছের ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া ভেকের চর্ব্বির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। ঐ গুটিকা বহ্নিগর্ভে ফেলিয়া দিয়া সেই বহ্নির উপর ভ্রমণ করিলেও কোন কষ্ট হইবে না। ৪৯

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে চন্দ্ররূপায় বিকলাং ত্বিহন্তি তৎ ক্রমস্তম্ভত্বনচন্দ্ররূপেণ অগ্নিপুত্রবরং কট্ট ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগত্রয়াণাং মন্ত্রঃ।

বামপাদং বামহস্তং কৃকলাসস্য পূর্ব্ববৎ।
সংগ্রাহ্য সিক্থকৈর্ব্বেষ্ট্য বহ্নিস্তম্ভো মুখে স্থিতে ॥ ৫০
তস্যৈব বামহস্তঞ্চ পারদেন বিমর্দ্দয়েৎ।
বেষ্টয়েন্ নাগ-পত্রেণ বহ্নিস্তম্ভো মুখে স্থিতে ॥ ৫১

ওঁ অমৃতায় ঈড়পিঙ্গলে স্বাহা। কৃকলাস্য-যোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

ভৃঙ্গরাট্ কদলী-কন্দং মণ্ডুক-বসয়া পচেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা ততো লেপাৎ পাদয়োর্বহ্নি-সঞ্চরঃ ॥ ৫২
শ্বেতগুঞ্জা-রসেনৈব সর্ব্বাঙ্গে লেপমাচরেৎ।
অঙ্গার-রাশিমধ্যে তু ভ্রাম্যমাণো ন দহ্যতে ॥ ৫৩

ওঁ বজ্রকিরণে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

সপ্তধা হিমবন্মন্ত্রং জপিত্বা যেন তাড়িতঃ।
বহ্নিঃ শাম্যতি রৌদ্রোঽপি দহ্যমানে গৃহে সতি ॥ ৫৪

ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে ভাগে মারীচো নাম রাক্ষসঃ। তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা।

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রই পূর্বোক্ত যোগত্রয়ের মন্ত্র।

কৃকলাসের বাম পদ ও বাম হাত পূর্ব্ববৎ সংগ্রহ করিয়া লইয়া মোম মাখাইয়া আবৃত করিবেন। পরে উহা মুখবিবরে ধারণ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে। ৫০

আবার ঐ কৃকলাসের বাম হাত পারদের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাম্বুল পত্র দ্বারা বেষ্টন করত মুখে ধারণ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। ৫১

"ওঁ অমৃতায়" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র কৃকলাস সম্পর্কীয় যোগ সমূহের মন্ত্র।

ভৃঙ্গরাজ, কদলী গাছের শিকড় ও ভেকের চর্ব্বি—এই কয় বস্তু একত্র মৃদু বহ্নিতাপে পাক করিয়া পায়ে লেপ দিলে ঐ পায়ের দ্বারা অগ্নিরাশির উপর ভ্রমণ করিতে পারা যায়। ৫২

শ্বেতগুঞ্জার রস সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া অঙ্গাররাশির মধ্যে ভ্রমণ করিলেও অঙ্গ দগ্ধ হয় না। ৫৩

"ওঁ বজ্রকিরণে" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রই উক্ত যোগের মন্ত্র।

"ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে" ইত্যাদি হিমবন্মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া যে বহ্নির উপর আঘাত করে, তাহার নিকট দহ্যমান গৃহের ভীষণ অগ্নিও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়। ৫৪

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গোবালং জলশূকঞ্চ মণ্ডূক-বসয়া ত্রিভিঃ।
লিপ্তে বস্ত্রে ধৃতে বহ্নির্ন দহেদ্ বস্ত্রমদ্ভুতম্ ॥ ৫৫
রসমেরণ্ড-পত্রস্য শিরীষ-পত্রকস্য চ।
তুল্যং তুল্যং পচেচ্ছীর্ষং নরতৈলেন কম্বলম্।
লিপ্ত্বা প্রজ্বলিতং ধার্য্যং শিরস্থোঽগ্নির্ন দহ্যতে ॥ ৫৬
তিল-তৈলাক্ত-সূত্রেণ বিলম্ব্য কাংস্য-ভাজনম্।
অধঃ প্রজ্বালয়েদ্ বহ্নিং সক্ষীরং পায়সং পচেৎ।
ন সূত্রং দহ্যতে চিত্রং পায়সং কামলাপহম্ ॥ ৫৭
ভূর্জ্জপত্র-পুটে তৈলং কদলীপত্র-পুটকে।
ক্ষিপ্ত্বা বাহ্যে লিপেৎ তৈলং ছিন্নভাণ্ড-মুখে[১] পুনঃ।
সংস্থাপ্য লেপয়েৎ সার্দ্ধং গোময়েন তু তৎ পুনঃ ॥ ৫৮
স্থিতং চুল্যামধো বহ্নিং প্রজ্বাল্য পুটকং[২] পচেৎ।
লৌহপাত্র ইবাশ্চর্য্যং পুটী তত্র ন দহ্যতে ॥ ৫৯

গোরোম, জলশূক (জলকীট-বিশেষ) ও ভেকের চর্ব্বি—এই তিন বস্তু একত্র পেষণ করতঃ তাহা দ্বারা বস্ত্র লিপ্ত করিলে ঐ লিপ্ত বস্ত্র অগ্নিতে ধরিলেও অগ্নি সে বস্ত্রকে দগ্ধ করে না, ইহা অতি অদ্ভুত। ৫৫

এরণ্ড পাতার রস ও শিরীষ পাতার রস সমভাগে পাক করিয়া মনুষ্যের মস্তকে লেপন করিবেন এবং নরতৈল দ্বারা একখণ্ড কম্বল সিক্ত করিয়া তাহা প্রজ্বালিত করতঃ ঐ মস্তকের উপর রাখিবেন। তথাপি শিরঃস্থ ঐ অগ্নি দ্বারা সে দগ্ধ হইবে না। ৫৬

একগাছি সূতা তিল তৈল দ্বারা সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা একখানি কাঁসার পাত্র ঝুলাইয়া রাখিবেন ও তাহার অধোদেশে অগ্নি জ্বালিয়া দিবেন। পরে ঐ ভাণ্ডমধ্যে দুগ্ধ দিয়া পায়স প্রস্তুত করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ করিলে উক্ত সূত্র দগ্ধ হইবে না এবং ঐ পায়স ভোজন করিলে কামলারোগ দূর হইবে। ৫৭

ভূর্জ্জপত্রের ঠোঙার তেল কলাপাতার ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া তাহার বহির্ভাগে তৈল লেপন করিবেন। অনন্তর একটি ছিন্ন ভাণ্ডের মুখে ঠোঙা রাখিয়া পুনরায় গোময় দ্বারা ঐ ভাণ্ড লিপ্ত করিবেন। ৫৮

তৎপরে চুল্লীর নীচে আগুন জ্বালিয়া ঐ ভাণ্ডমুখে স্থিত সেই ঠোঙাকে লৌহপাত্রে পাকের ন্যায় পাক করিবেন। আশ্চর্য্য তাহাতে পুটী (ঠোঙা) দগ্ধ হইবে না। ৫৯

১। ক+খ+গ—ছিন্নভাণ্ডং মুখে। ২। খ+গ—বটকং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বার্ত্তাকুং কাঞ্জিকৈর্লিপ্তং বেষ্ট্য তৈলাক্ত-তন্তুভিঃ।
তৎ পুনঃ পচ্যতে বহ্নৌ ন সূত্রং দহ্যতেঽদ্ভুতম্ ॥ ৬০
সপ্তধা ভাবয়েৎ সূত্রং কন্যকা-সম্ভবৈর্দ্রবৈঃ।
যোগপট্টং কৃতং তেন ক্ষিপ্তং বহ্নৌ ন দহ্যতে ॥ ৬১
সূত্রং বরাহু-পয়সা লিপ্তং কুর্য্যাৎ ততঃ পুনঃ।
যজ্ঞোপবীতকং তৎ তু ক্ষিপ্তং বহ্নৌ ন দহ্যতে ॥ ৬২
দগ্ধ্বাদৌ তুলসী-কাষ্ঠং শাল্মলীং বাথ সেচয়েৎ।
খর-মূত্রৈস্তদঙ্গারৈর্জল স্থাল্যাং[১] নিবেশয়েৎ।
কাষ্ঠভার-শতেনাপি অন্তঃপাকো ন জায়তে ॥ ৬৩
মূলন্তু শ্বেতগুঞ্জোত্থং বহ্নৌ মন্ত্র-যুতং ক্ষিপেৎ।
তস্যোপরি স্থিতং চান্নং মাসেনাপি ন পচ্যতে ॥ ৬৪
পিপ্পলী-মরিচী-চূর্ণং চর্ব্বয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
দীপ্তাঙ্গারে নরৈর্ভুক্তে ন বক্ত্রং দহ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৬৫

একটি বেগুন কাঁজি দ্বারা লিপ্ত করিয়া তৈলাক্ত সূত্র দ্বারা তাহা সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিবেন। পরে উহা অগ্নিতে পাক করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সূত্র দগ্ধ হইবে না। ৬০

ঘৃতকুমারীর রসে একটি সূত্র সাত বার ভাবনা দিয়া তদ্ দ্বারা যোগপট্ট (সাজোয়া) প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দিলেও উহা দগ্ধ হয় না। ৬১

বরাহ দুগ্ধ দ্বারা সূত্র লিপ্ত করিয়া তদ্ দ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিবেন। অগ্নিতে সেই যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিলেও দগ্ধ হইবে না। ৬২

প্রথমে একটি তুলসীকাঠ বা শিমূলকাঠ আগুনে পুড়াইয়া গর্দ্দভের মূত্র দ্বারা সিক্ত করিবেন। অনন্তর তাহাকে ঐ অঙ্গারের সহিত জলপাত্রে রাখিবেন। শত ভার কাঠ নীচে জ্বালাইলেও উহার অভ্যন্তরে পাক হইবে না। ৬৩

শ্বেতগুঞ্জার শিকড় নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া আগুনে ফেলিয়া দিবেন। ঐ অগ্নির উপর তণ্ডুল দিয়া পাক করিলে এক মাসের মধ্যেও উহাতে অন্ন প্রস্তুত হইবে না। ৬৪

পিপুল ও মরীচের চূর্ণ সমভাগে লইয়া চর্ব্বণ করিবেন। তদনন্তর জ্বলন্ত অঙ্গার খাইলেও মুখ পুড়িবে না। ৬৫

১। খ+গ—খরমূত্রৈস্তদঙ্গারৈর্দ্ধ্বালধুল্যাং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো মহামায়ে বহ্নিং রক্ষ স্বাহা। অয়ং মন্ত্র উক্তযোগানাং যোজ্যঃ।

অথ জলস্তম্ভনম্

পদ্মকং নাম যদ্ দ্রব্যং সূক্ষ্ম-চূর্ণন্তু কারয়েৎ।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু নিক্ষিপেৎ স্তম্ভনং ভবেৎ॥ ৬৬

ওঁ নমো ভবগতে জলং স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ[1]। অয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বজলে সিদ্ধঃ।

অগস্ত্য-পুষ্প-নির্য্যাসং মহিষী-পয়সা পিবেৎ।
খাদেৎ তন্নবনীতঞ্চ জলাগ্নৌ নাবসীদতি॥ ৬৭

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্থ দিদ্রব কলহপ্রিয়ে। কলহংসধ্বনি[2] এহ্যেহি স্বাহা।

ত্রিলৌহ-বেষ্টিতং হস্তং কৃকলাসস্য দক্ষিণম্।
সমন্ত্রং ধারয়েদ্ বক্ত্রে স্বেচ্ছয়া সঞ্চরেজ্জলে।
সমুদ্রেঽপি ন সন্দেহো নরস্তোয়ৈর্ন বাধ্যতে॥ ৬৮

ওঁ অন্নয়ে উদ স্বাহা।

ইতঃপূর্ব্বে যে কয়টি প্রক্রিয়া বলা হইল, ঐগুলি "ওঁ নমো মহামায়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রয়োগ করিবেন।

পদ্মক নামক বস্তু আনয়ন পূর্ব্বক উহা অতি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যদি বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি যে কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করা যায়, তবে সেই জল স্তম্ভিত হয়। ৬৬

সমস্ত জল-স্তম্ভন বিষয়ে উক্ত মন্ত্র সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

মহিষীর দুগ্ধের সহিত বক ফুলের নির্যাস মিশাইয়া পান করিবেন এবং মহিষীর দুগ্ধজাত নবনীতও সেবন করিবেন। এই প্রকার করিলে জল বা অগ্নিতে অবসন্ন হইতে হয় না। ৬৭

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র সিদ্ধ করিয়া এই প্রয়োগ করিবেন।

কৃকলাসের দক্ষিণ হস্ত ত্রিলৌহ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া (২৪ কুঁচ সোনা, ১৬ কুঁচ রূপা ও দশ কুঁচ তামার তারে জড়াইয়া) "ওঁ অন্নয়ে উদ স্বাহা" মন্ত্রে মুখমধ্যে ধারণ করিলে জল-গর্ভে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারা যায়। অধিক কি, সমুদ্রগর্ভেও সে ব্যক্তি জল দ্বারা কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬৮

১। খ+গ—স্তম্ভয় বঃ পঃ। ২। খ+গ—কলহংসাধ্বনি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মূলং পুষ্যে তু গুঞ্জায়াঃ কুসুম্ভ-রস-পেষিতম্ ।
তেনৈব রঞ্জয়েদ বস্ত্রং তদ্বস্ত্র-স্বাঙ্গ-বেষ্টিতম্ ॥ ৬৯

গম্ভীর-জল-মধ্যে তু যাবদিচ্ছতি তিষ্ঠতি ।
জলস্তম্ভমিদং খ্যাতং গুঞ্জামন্ত্রেণ সিধ্যতি ॥ ৭০

অলাবু-ফল-চূর্ণস্তু পক্কং শ্লেষ্মান্তজং ফলম্ ।
পিষ্ট্বা তেনাজিনং লিপ্ত্বা নরো হ্যঙ্গুল-মাত্রকম্ ॥ ৭১

তচ্ছুষ্কং নিক্ষিপেৎ তোয়ে তড়াগে বা নদে হ্রদে ।
তস্যোপরি স্থিতো যোঽসৌ কদাচিন্ন নিমজ্জতি ॥ ৭২

শ্লেষ্মান্তালাবু-পিষ্টেন[১] কর্ত্তব্যং পাদুকাদ্বয়ম্ ।
গোধা-চর্ম্মময়ং বদ্ধং কৃত্বারূঢ়শ্চরেজ্জলে ॥ ৭৩

শ্লেষ্মান্ত-ফলচূর্ণস্তু বাপী-কূপ-তড়াগকে ।
ক্ষিপেদ্রাত্রৌ ভবেদ্ বন্ধো মুক্ত্যর্থে লবণং ক্ষিপেৎ ॥ ৭৪

পুষ্যা নক্ষত্রে কুঁচ বৃক্ষের মূল তুলিয়া কুসুম্ভ-ফুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিবেন। পরে উহা দ্বারা একখানি বস্ত্র রঞ্জিত করিবেন। ঐ বস্ত্র অঙ্গে বেষ্টন পূর্ব্বক গভীর জল-গর্ভে যত কাল ইচ্ছা, তত কাল থাকিতে পারেন। ইহাই জলস্তম্ভ নামে খ্যাত। পূর্ব্বকথিত গুঞ্জামন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সিদ্ধ হয়। ৬৯-৭০

অলাবু ফলের চূর্ণ ও পক্ক ঘোষাফল একসঙ্গে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একখণ্ড চর্ম্মকে এক অঙ্গুলী পরিমাণ পুরু করিয়া লেপন করিবেন। ৭১

পরে উহা শুষ্ক হইলে তড়াগ, নদী বা হ্রদের জলে ফেলিয়া তাহার উপরে যিনি উপবিষ্ট হইবেন, সে ব্যক্তি কদাচ জলগর্ভে মগ্ন হয় না। ৭২

ঘোষাফল ও অলাবু পৃথক্ পৃথক্ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দুইখানি পাদুকা প্রস্তুত করিবেন। পরে গোসাপের চামড়া দ্বারা ঐ পাদুকা আবৃত করিয়া তাহা পায়ে দিয়া জলগর্ভে বিচরণ করিতে পারেন। ৭৩

রাত্রিকালে বাপী, কূপ বা তড়াগের জলে ঘোষাফলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে সেই জল স্তম্ভিত হয়। আবার কিঞ্চিৎ লবণ ঐ জলে ফেলিয়া দিলেই স্তম্ভন নিবারিত হইয়া থাকে। ৭৪

১। খ+গ—শ্লেষ্মান্তং লাবুপিষ্টেন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শ্লেষ্মান্ত-ফলচূর্ণন্তু লেপ্যং শুষ্কন্তু মৃদ্-ঘটে।
ঘনমঙ্গুলমাত্রং স্যাচ্ছোষয়েৎ পূরয়েজ্জলৈঃ।
ক্ষণার্দ্ধে ভিদ্যতে কুম্ভো জলং বদ্ধন্তু তিষ্ঠতি॥ ৭৫

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।

পূর্ব্বোক্ত-যোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

মকরস্য শৃগালস্য নকুলস্য বসা-যুতম্।
জলসর্প-শিরোপেতমৈণ-তৈলেন পাচয়েৎ।
তেন নস্যং কর্ণলেপং কৃত্বা সংস্তম্ভয়েজ্ জলম্॥ ৭৬

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ।

চতুর্দ্দিনং নক্তভোজী লিঙ্গ-পূজাকৃতে জপেৎ।
অযুতৈকেন জপ্তেন সিদ্ধিভাগ্ ভবতি ধ্রুবম্॥ ৭৭

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে জলাদিস্তম্ভনং
নাম অষ্টমঃ পটলঃ।

একটি মাটীর কলসীতে ঘোষাফলের চূর্ণ এক অঙ্গুলী পুরু করিয়া লেপন করিয়া শুষ্ক করিবেন। ঐ কলসীতে জল পূর্ণ করিয়া রাখিলে অল্পক্ষণ পরেই কলসটি ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু জল বদ্ধ হইয়া থাকিবে, পড়িবে না। ৭৫

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রয়োগের "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র।

মকর, শৃগাল ও নকুলের চর্ব্বি এবং জলসর্পের মস্তক—এই সমস্ত বস্তু একসঙ্গে হরিণের তৈলে পাক করিবেন। ঐ তৈল নস্য ও কর্ণে লেপন করিয়া জলকে স্তম্ভন করিবেন। ৭৬

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

পূর্ব্বে যে সমস্ত মন্ত্রের উল্লেখ হইল, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এই যে, চারি দিন দিবাভাগে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিকালে আহার করিবেন। শিবপূজা করিয়া জপে নিযুক্ত হইবেন। এইরূপে তত্তৎ মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ৭৭

শ্রীনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের জলাদিস্তম্ভন নামক
অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ৮।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নবমঃ পটলঃ

অথ সৈন্যস্তম্ভনম্

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রী পলাশ-তরুজৈস্তথা।
মধ্বাজ্য-সংযুতৈর্হোমাৎ কালকর্ণী প্রসীদতি ॥ ১

সৈন্য-খড়্গাদি-ধারাম্বু-গতি-স্তম্ভকরো ভবেৎ।
সততং স্মরণান্মন্ত্রী বিবিধাশ্চর্য্য-কারকাঃ ॥ ২

ওঁ ঙ্কাং কালকর্ণিকে ঠঃ ঠঃ।

দ্বিরদ-রদ-মধ্যস্থং পর-সৈন্যং বিচিন্তয়েৎ।
তৎক্ষণাদ্ ভঙ্গমায়াতি স্তম্ভিতং বাঽবতিষ্ঠতে ॥ ৩

ওঁ স্তং দ্বিরদায়[1] স্বাহা।

রক্ত-ধূস্তূর-মূলং বা পূর্ব্ববজ্ জায়তে ফলম্।
গুঞ্জামূলং সমানীয় মর্কটী গৃহগোধিকা ॥ ৪

ছুছুন্দরী-সমাযুক্তং পিষ্ট্বা শস্ত্রাণি লেপয়েৎ।
তৎফলে চ্ছিদ্যমানেঽপি ম্রিয়তে চ ন সংশয়ঃ ॥ ৫

অনন্তর সৈন্যস্তম্ভন কথিত হইতেছে। "ওঁ ঙ্কাং কালকর্ণিকে ঠঃ ঠঃ' মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। জপান্তে মধু-ঘৃত মিশ্রিত পলাশ-সমিধ্ দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিবেন। ইহা দ্বারা কালকর্ণী দেবী সন্তুষ্ট হন। ১

এই প্রক্রিয়া সৈন্য, খড়্গাদির ধার, জল ও গতির স্তম্ভন-কারক হয়। সাধক উক্ত মন্ত্র স্মরণ করিলে নানাবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করাইতে পারেন। ২

'শত্রুর সৈন্যগণ হস্তীর দন্তের মধ্যস্থ' এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিবেন। এইরূপ করিলেই শত্রুর সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে বা স্তম্ভিত হইবে। ৩

রক্ত ধুতুরার শিকড় বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন ফল, গুঞ্জামূল, মর্কটী (মাকড়সা) গৃহগোধিকা (টিকটিকী) ও ছুঁচো—এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্বক তদ্দ্বারা শস্ত্রগুলিকে লেপন করিবেন। এই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে যদি তাহার ফলা ভাঙ্গিয়াও যায়, তথাপি শত্রুসৈন্যগণ নিহত হইবে, সন্দেহ নাই। ৪-৫

১। খ+গ —দ্বিরণ্ডায় স্বাহা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ পচ পচ ঘাতয় ঘাতয় হিলি হিলি স্বাহা। শস্ত্রদূষণ-ত্রয়ে অয়ঃ মন্ত্রঃ।

ষড়্‌বিন্দু-মক্ষিকা-নীলা-চূর্ণং খর্জ্জুর-মূলকম্।
লেপয়েৎ সর্ব্ব-শস্ত্রাণি তদ্‌-ঘাতে ক্রিমিরুগ্[১] ভবেৎ।
ক্রিমি-কোপান্ নিহন্ত্যাশু[২] বিষ্ণুনা যদি রক্ষিতম্ ॥ ৬
জলৌকা-মক্ষিকা-নীলা-ষড়্‌বিন্দুনাং প্রলেপনাৎ।
তচ্ছস্ত্রে ছিদ্যমানেঽপি[৩] ম্রিয়তে হ্যমরোঽপি সঃ ॥ ৭

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ ভিন্ন ভিন্ন খ খ গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগ-দ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ।

হালাহলং বৎসনাভং বৃশ্চিকা গৃহগোধিকা।
ছুছুন্দরী-কৃষ্ণসর্প-গৃহগোধা-শিরাংসি চ।
ষড়্‌বিন্দু-করবীরোত্থং মদনস্য ফলং তথা ॥ ৮
এতানি সর্ব্ব-চূর্ণানি উষ্ট্রীক্ষীরেণ পেষয়েৎ
এষ শস্ত্র-প্রলেপস্তু রাজশত্রু-বিনাশকৃৎ ॥ ৯

ঔষধ প্রস্তুতকালে ও অস্ত্রে লেপনের সময় "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তিনটি শস্ত্রদূষণে এই মন্ত্র।

ষড়্‌বিন্দু নামক কীট, মক্ষিকা, নীলি চূর্ণ ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মূল—এই সকল বস্তু একত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা সকল শস্ত্রকে লেপন করিবেন। সেই অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিলে শত্রুসৈন্য কৃমিরোগগ্রস্ত হইবে। যদি শত্রুর সৈন্য বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও শীঘ্রই নিহত হয়। ৬

জোঁক, মক্ষিকা, নীলি ও ষড়্‌বিন্দু কীট—এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দনপূর্বক তদ্দ্বারা শস্ত্রে প্রলেপ প্রদান করিবেন। ঐ শস্ত্র দ্বারা প্রহারে শস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইলেও এবং শত্রু অমর হইলেও সে সেই শস্ত্র প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ৭

ইতঃপূর্বে যে দুইটি প্রক্রিয়া কথিত হইল, "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে উহা সম্পাদনীয়।

হলাহল বিষ, বৎসনাভ (স্থাবর বিষ) বৃশ্চিক, টিকটিকি, ছুঁচো, কেউটে সাপ; টিকটিকির মস্তক, ষড়্‌বিন্দু কীট, করবীর ফল ও মদনফল—এই সমস্ত বস্তুর চূর্ণ উষ্ট্রীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবেন। উহা দ্বারা শস্ত্রে লেপ প্রদান করিলে এই শস্ত্র প্রলেপ রাজশত্রুরও বিনাশকর হয়। ৮-৯

১। খ+গ—ক্রমিরুদ্‌ভবেৎ। ২। খ+গ—ক্রমিকোপান্নিহন্ত্যাত্ত।
৩। খ+গ—ছিদ্যমানেন ক—ছিদ্যমানোঽপি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কৃষ্ণসর্প-শিরাংস্ত্বষ্টৌ তত্তুল্যং চিত্র-মূলকম্ ।
হালাহলঞ্চ তৎ তুল্যং হরিতালং চতুষ্পলম্ ॥ ১০
ত্রিপলং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ পলাশঃ পল-ষোড়শঃ ।
লাঙ্গলী করবীরঞ্চ নাগকেশরকং তথা ॥ ১১
প্রত্যেকং ত্রিপলং চূর্ণং গর্দ্দভী-বসয়া সহ ।
একীকৃত্য পেষয়েচ্চ সর্ব্বশস্ত্রেষু লেপয়েৎ ॥ ১২
পরসৈন্যারিবর্গে তু[1] স্পৃষ্টে স্যান্মরণং ধ্রুবম্ ।
বাপী-কূপ-তড়াগানাং জলমেতেন দূষয়েৎ ॥ ১৩
পিবন্তি তজ্জলং যে তু তে ম্রিয়ন্তে শিবোদিতম্ ।

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ পচ পচ মারয় মারয় ঠঃ ঠঃ স্বাহা ।

কৃকলাসস্য রক্তেন মাংসেন বসয়াঽথবা ।
লেপয়েৎ সর্ব্ব-শস্ত্রাণি লেপনান্ মারয়েদ্ রিপূন্ ॥ ১৪

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ঘাতয় ঘাতয় ঠঃ ঠঃ ।

কেউটে সাপের আটটি মাথা, তাহার সমান পরিমাণ চিতা গাছের শিকড়, তাহার তুল্য পরিমাণ হলাহল বিষ, চারি পল হরিতাল, ৩ পল পদ্মকাঠ, ১৬ পল পলাশ ফল, ৩ পল লাঙ্গলিয়া, ৩ পল করবী, ৩ পল নাগকেশর—এই সকল বস্তু গাধার চর্ব্বির সহিত একত্র মর্দ্দন করিবেন। পরে উহা দ্বারা সমস্ত শস্ত্রে লেপ প্রদান করিবেন। ১০-১২

ঐ শস্ত্র স্পর্শ হইলে শত্রু সৈন্য ও শত্রুবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। উল্লিখিত চূর্ণ, বাপী, কূপ ও তড়াগে নিক্ষেপ করিলে জল দূষিত হয়। যাহারা ঐ জল পান করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হয়, উহা মহাদেবের উক্তি। ১৩

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

কৃকলাসের রক্ত, মাংস অথবা চর্ব্বি দ্বারা সমস্ত শস্ত্রে লেপ প্রদান করিবেন। উক্ত প্রলেপের দ্বারা সকল শত্রুকেই ধ্বংস করা যায়। ১৪

"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ঘাতয়" ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন।

১। খ+গ—সৈন্যারিবর্গেষু।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পূজা পূর্ব্বমঘোরস্য পঞ্চ লক্ষমিদং জপেৎ।
ব্রহ্মচারী জিত-ক্রোধঃ পশু-সম্বন্ধ-বর্জ্জিতঃ ॥ ১৫
কুলাচার-রতো বীরঃ সদাচারঃ সুদীক্ষিতঃ।
দিনান্তে নক্ত-ভুক্ শুদ্ধো ভূমিশয্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬
অঞ্জলীংস্তর্পয়েৎ সপ্ত জপেদ্ রুদ্রাক্ষ-মালয়া।
পঞ্চলক্ষে কৃতে[১] জাপে হোমং কুর্য্যাদ্ দশাংশতঃ ॥ ১৭
শিবশক্তি-সমুদ্‌ভূতে ষট্‌কোণে মেখলান্বিতে।
হস্তমাত্র-প্রমাণেন খনয়েৎ কুণ্ডমুত্তমম্ ॥ ১৮
মহাস্যমহিকর্ণঞ্চ চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি-লোচনম্।
সদংষ্ট্রং তং[২] মহাজিহ্বমূর্দ্ধবক্ত্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯
ঘৃতাক্তং হবিরাদায় মৃগমুখ্যাখ্য-মুদ্রয়া।[৩]
ভৈরবাস্যে মহারৌদ্রে জুহুয়ান্ মন্ত্র-সিদ্ধয়ে।
এবং সন্তোষ্য দেবেশং মন্ত্রশ্চৈবাত্র কথ্যতে ॥ ২০

অঘোর মন্ত্রের সিদ্ধির পদ্ধতি কথিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, ক্রোধজয়ী, পশ্বাচার-সম্পর্কশূন্য, কৌলাচার-পরায়ণ, বীর সাধক সদাচারনিষ্ঠ ও অভিসিক্ত হইয়া অগ্রে অঘোরাখ্য শিবের অর্চ্চনান্তে পঞ্চ লক্ষ-সংখ্যক অঘোর মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে দিবাভাগে উপবাসী থাকিবেন। রাত্রিকালে আহারান্তে শুদ্ধান্তঃকরণে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিবেন। ১৫-১৬

সাত অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ ও রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করিবার পর দশাংশ পরিমাণে অর্থাৎ পঞ্চাশ সহস্র হোম করা কর্ত্তব্য। ১৭

হোমকুণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, শিবশক্তি সমুদ্‌ভূত ষট্‌কোণ ও মেখলাযুক্ত এক হস্ত গভীর একটি সুন্দর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবেন। ১৮

ঐ কুণ্ডে মহা বিস্তৃত মুখ-গহ্বর, সর্পমণ্ডিত কর্ণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি রূপ ত্রিলোচন ভূষিত, করালদংষ্ট্র, লেলিহান জিহ্ব, উর্দ্ধমুখ সেই অঘোরকে ধ্যান করিবেন। মন্ত্র সিদ্ধির জন্য মৃগী মুদ্রায় ঘৃতাক্ত সমিধ্ লইয়া মহারৌদ্র ভৈরবের মুখে হোম করিবেন। ১৯-২০

১। ক—পঞ্চলক্ষকৃতে। ২। ক—সদংষ্ট্রং তদ্। ৩। খ+গ—মৃগমুখ্যাদ্যমুদ্রয়া।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ[১]।

এষা বিদ্যা অঘোরাখ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা।
প্রস্ফুটা[২] পশ্চিমাম্নায়ে পঞ্চপ্রণব-সংযুতা ॥ ২১
প্রস্ফুটা[৩] শম্ভুদেবেন মেরুতন্ত্রে প্রকাশিতা।
পূজনাজ্ জপনাদ্ধোমাৎ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
যথা সংপ্রাপ্যতে বীরস্তথেদানীং নিগদ্যতে।
বিলেপ্য সর্ষপান্ মন্ত্রী ব্রহ্ম-পুষ্পাণি হোময়েৎ ॥ ২৩
অষ্টোত্তর-সহস্রস্তু সংখ্যা সর্ব্বত্র সিদ্ধিদা।
ব্রাহ্মী সন্তোষমায়াতি ব্রহ্মাণ্ডং সা প্রযচ্ছতি ॥ ২৪
কল্পান্তে ক্রুদ্ধ-কালাগ্নি-সদৃশং কুণ্ড-মধ্যতঃ।
উত্তিষ্ঠত্যস্ত্রমত্যুগ্রং দেবাসুর-ভয়ঙ্করম্।
গৃহীত্বা পাণিনাঽস্ত্রঞ্চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫

ওঁ অঘোররূপে শ্রীব্রাহ্মি অবতর অবতর ব্রহ্মাস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা।

"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যঃ" ইত্যাদিই অঘোরমন্ত্র। এই মন্ত্র সর্বশাস্ত্রেই গোপনীয়; পশ্চিমাম্নায়ে মহাদেব পঞ্চ প্রণবসমন্বিত এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ২১

সেই পশ্চিমাম্নায়ে প্রস্ফুট মন্ত্র মেরুতন্ত্রে শিব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রের দ্বারা পূজায়, জপে ও হোমে সর্বসিদ্ধ লাভ করিতে পারেন। ২২

অতঃপর যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বীর ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিতে পারেন, তাহা এখন কথিত হইতেছে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সর্ষপ-লিপ্ত ব্রহ্মপুষ্প (পলাশপুষ্প) দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবেন। ২৩

যে স্থলেই হোমের কথা আছে, সর্বত্রই অষ্টোত্তর সহস্র-সংখ্যক হোম সিদ্ধপ্রদ। ইহাতে ব্রাহ্মী দেবী প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দান করেন। ২৪

যজ্ঞকুণ্ড হইতে কল্পান্তকালীন ক্রুদ্ধ কালাগ্নি তুল্য সুরাসুরের ভয়াবহ অতি উগ্র অস্ত্র উদ্ভূত হয়। ঐ অস্ত্র হাতে লইয়া সর্ববিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৫

ওঁ অঘোররূপে শ্রীব্রাহ্মি ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

১। খ+গ—পুস্তকে এবমঘোরমন্ত্রো দৃশ্যতে—ওঁ অঘোরে এব অঘোরে হ্রীং ঘোর ঘোর শ্রীশ্চসূর্যাতু সর্বসর্বে কে রুদ্ররূপে মৌ নমস্তে।

২। খ+গ—প্রস্ফুরা। ৩। খ+গ—প্রস্ফুরা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মেষরক্তেন সংলিপ্ত-লাঙ্গলী-পুষ্প-হোমতঃ।
অষ্টোত্তর-সহস্রেণ মাহেশী শস্ত্রদা ভবেৎ॥ ২৬
কালানল-সমপ্রখ্যং দুর্জ্জয়ং নির্জ্জরৈরপি।
তদাদায় করে মন্ত্রী স্পর্দ্ধয়েদ্ বিদ্বিষাং শ্রিয়ম্॥ ২৭

ওঁ অঘোররূপে শ্রীমাহেশ্বরি অবতর অবতর পাবকাস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা।

মহিষোত্থেন রক্তেন সংযুক্ত-কুঙ্কুমাহুতিম্।
অষ্টোত্তর-সহস্রন্তু কৌমারী শক্তিদা[1] ভবেৎ॥ ২৮
তয়া করস্থয়া মন্ত্রী সাধয়েদবনী-তলম্।
সর্ব্বরাজকমাক্রম্য মহেন্দ্র ইব রাজতে॥ ২৯

ওঁ অঘোররূপে শ্রীকৌমারি শক্তিং শস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা।

উলূক-শোণিতাভ্যক্ত-বিভীত-পত্র-হোমতঃ।
অষ্টোত্তর-সহস্রন্তু হুত্বা তুষ্যতি বৈষ্ণবী॥ ৩০

লাঙ্গলীর ফুল মেষরক্তে সংলিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা এক সহস্র আটবার হোম করিলে দেবী মাহেশী সন্তুষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রদান করেন। ২৬

সাধক কালানল-সন্নিভ, দেবতাগণের পক্ষেও দুর্জ্জয় ঐ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া শত্রুগণের ঐশ্বর্য্যকে স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। ২৭

"ওঁ অঘোররূপে" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত প্রয়োগ বিহিত।

মহিষের রক্ত-সংযুক্ত কুঙ্কুমের দ্বারা "ওঁ অঘোররূপে শ্রীকৌমারি" ইত্যাদি মন্ত্রে এক হাজার আটবার হোম করিলে কৌমারী দেবী প্রসন্না হইয়া সাধককে শক্তি অস্ত্র প্রদান করেন। ২৮

ওঁ অঘোররূপে শ্রীকৌমারী ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

সাধক সেই অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া সমগ্র ধরণী অধিকার করিতে পারেন এবং যাবতীয় নৃপতিদিগকে অধীন করিয়া মহেন্দ্রবৎ বিরাজিত থাকেন। ২৯

ওঁ অঘোররূপে শ্রীকৌমারী ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

পেচকের রক্ত দ্বারা অভ্যক্ত বিভীতকের পত্র দ্বারা "ওঁ শ্রীবৈষ্ণবি" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে শ্রীবৈষ্ণবী দেবী প্রীতা হন। ৩০

১। খ+গ—মন্ত্রদা ভবেৎ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

চন্দ্রহাসঞ্চ সা দত্তে করস্থশ্চক্রবর্ত্তিজিৎ।
জগত্যসৌ[1] মহাবীরো রাজতে বরুণো যথা ॥ ৩১
ওঁ শ্রীবৈষ্ণবি অবতর অবতর খড়্গং দেহি মে দেহি স্বাহা।
মীনস্নেহ-সমাযুক্ত-বরুণেন্ধন-হোমতঃ।
অষ্টোত্তর-সহস্রেণ বরুণাস্ত্রং লভেন্নরঃ ॥ ৩২
মন্ত্রি-পাণি-গতং দৃষ্ট্বা তদস্ত্রং বসুধাতলম্।
প্লাবয়ন্তি জলৌঘেন মেঘা দর্দ্দুর-গর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩
ওঁ অঘোররূপে শ্রীবারাহি অবতর অবতর বরুণাস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা।
বজ্রপল্লব-দুগ্ধাভ্যাং হোমাদৈন্দ্রী[2] প্রসীদতি।
অষ্টোত্তর-সহস্রেণ কুণ্ডমধ্যে হুতাশনম্ ॥ ৩৪
গৃহীত্বা পাণিনা মন্ত্রী মারয়েদ্ দুষ্ট-ভূভুজঃ।
তদীয়ং রাজ্যমাসাদ্য কুর্য্যাদ্ধর্ম্মমনেকধা ॥ ৩৫
ওঁ অঘোররূপে শ্রীইন্দ্রাণি অবতর অবতর বজ্রং দেহি মে দেহি স্বাহা।

তিনি চন্দ্রহাস নামক অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিলে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি চক্রবর্তীকেও জয় করা যায় এবং সেই মহাবীর সাধক এই জগতে বরুণের ন্যায় বিরাজ করেন। ৩১

ওঁ শ্রীবৈষ্ণবি অবতর ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

মানব মৎস্য-তৈলাক্ত বরুণ কাষ্ঠের দ্বারা "ওঁ অঘোররূপে শ্রীবারাহি" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে মানব বরুণাস্ত্র লাভ করিতে পারে। ৩২

সাধকের হস্তে ঐ অস্ত্র দেখিয়া আকাশে মেঘগণ বসুমতীকে এরূপ প্লাবিত করে যে, ভেকগণ আনন্দে শব্দ করিতে থাকে। ৩৩

ওঁ অঘোররূপে শ্রীবারাহি ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

মনসা গাছের পল্লব ও তাহার দুগ্ধ (আঠা) একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা "ওঁ অঘোর-রূপে শ্রীইন্দ্রাণি" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে ইন্দ্রাণী দেবী সন্তুষ্ট হন। কুণ্ড মধ্যে সাধক হুতাশন অস্ত্র লাভ করেন। ৩৪

সাধক সেই হুতাশন অস্ত্র হাতে লইয়া দুষ্ট নৃপতিগণকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হন এবং শত্রুরাজ্য লাভ করিয়া তাহাতে নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন। ৩৫

ওঁ অঘোররূপে শ্রীইন্দ্রাণি ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

১। খ+গ—অবত্যসৌ। ২। খ+গ—হোমাদেব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অষ্টোত্তর-সহস্রন্তু সাজ্য-শ্রীফল-হোমতঃ।
ত্রিশূলং কুণ্ডমধ্যোত্থং মহালক্ষ্মীঃ প্রযচ্ছতি।
দুর্জ্জয়ো দেব-দৈত্যানাং কৈলাসমনুগচ্ছতি ॥ ৩৬

ওঁ অঘোররূপে শ্রীমহালক্ষ্মি অবতর অবতর শূলং দেহি মে দেহি স্বাহা।

অশ্ব-রক্তেন সংলিপ্ত-দেবদারুবিন্ধনে হুতে।
চতুর্দ্দশ-সহস্রাণি বিপরীত-প্রয়োগতঃ ॥ ৩৭
দেহি মে রথমুচ্চার্য্য[১] মন্ত্রান্তে সাধকোত্তমঃ।
লভতে নন্দিগোপাখ্যং রথং ব্রাহ্মী-প্রসাদতঃ[২] ॥ ৩৮
শ্বেতাশ্ব কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিতং শ্বেত-কেতনম্।
তমারুহ্য মহাবীরো বিচরেদ্ ভুবন-ত্রয়ে ॥ ৩৯

ওঁ স্বাহা[৩] দেহি মে দেহি অবতর অবতর লক্ষ্মী ব্রাহ্মী অঘোররূপে[৪] দেহি মে রথম্।

পূজাং বক্ষ্যে অঘোরস্য অস্ত্রাণাং সিদ্ধিদায়িনীম্।
শুদ্ধে শুভে গৃহে কুর্য্যাদ্ রক্ষাং পূর্ব্বং শিবোদিতাম্[৫] ॥ ৪০

ঘৃতাক্ত শ্রীফল (বিল্ব) অষ্টোত্তর সহস্র "ওঁ অঘোররূপে শ্রীমহালক্ষ্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিলে মহালক্ষ্মী দেবী তুষ্ট হইয়া কুণ্ডগর্ভ হইতে ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক সাধককে প্রদান করেন। সাধক ঐ ত্রিশূল পাইয়া সুরাসুরদিগেরও অজেয় হন এবং কৈলাসে যাইতে সমর্থ হন। ৩৬

ওঁ অঘোররূপে শ্রীমহালক্ষ্মি ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

অশ্বরক্ত সংলিপ্ত দেবদারু কাঠ "ওঁ স্বাহা দেহি" ইত্যাদি বিপরীত মন্ত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র হোম করিবেন। ৩৭

সাধকশ্রেষ্ঠ মন্ত্রান্তে দেহি মে রথং উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মী দেবীর প্রসাদে নন্দিগোপ নামক রথ লাভ করেন। ৩৮

মহাবীর সাধক শুভ্রবর্ণ ঘোটকযুক্ত, কিঙ্কিণীমালায় শোভিত ও শ্বেত পতাকা-বিশিষ্ট ঐ রথে আরূঢ় হইয়া ত্রিলোক বিচরণ করিতে সমর্থ হন। ৩৯

অস্ত্রের সিদ্ধিদায়িনী অঘোরের পূজা বলিব। উক্ত প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে শুদ্ধ কালে পবিত্র গৃহে শিবকথিত রক্ষা সম্পাদন করিবেন। ৪০

১। খ+গ—রথ উচ্চার্য্য। ২। ক+গ—প্রাহাপ্রসাদতঃ। ৩। খ+গ—স্বাহাহী দেহি মে।
৪। খ—ব্রাহ্মী পররঘোর আদ হি মে রথং। ৫। খ+গ—রক্ষাপূর্বং শিবোদিতম্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অশ্বত্থং খদিরোত্থঞ্চ দেবদারু বিভীতজম্ ।
উডুম্বরোত্থং চিঞ্চোত্থং বটোত্থং বিল্বসম্ভবম্[১] ॥ ৪১
কীলকং পূর্ব্বমারভ্য রুদ্রান্তং নিখনেৎ ক্রমাৎ ।
সুকীলকাং হস্তমাত্রাং ব্রহ্মমন্ত্র সুমন্ত্রিতাম্[২] ॥ ৪২
কৃত্বৈবং ভস্মনা স্নাত্বা রক্ত-কৃষ্ণাম্বরঃ শুচিঃ ।
কেশজং বাথ দর্ভোত্থং ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্ ॥ ৪৩
পঞ্চমুদ্রাধরো ভূত্বা মৃগচর্ম্ম-কৃতাসনঃ ।
করশুদ্ধিং প্রকুর্ব্বন্তি পঞ্চভিঃ প্রণবৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৪
হৃচ্ছিরস্তালুকা-বাহু-নেত্রেষ্বেকৈকশো[৩] গতঃ ।
পঞ্চভিঃ প্রণবৈশ্চাস্ত্রং স্বস্ব-নামাঙ্কিতং ন্যসেৎ ॥ ৪৫

ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রীং ঐং পঞ্চ প্রণবাঃ ।

রোচনা মধু কর্পূরং কুঙ্কুমং চন্দনং তথা ।
এতৈর্মণ্ডলমালিখ্য চতুরস্রং সমং শুভম্ ॥ ৪৬

পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ যাবৎ যথাক্রমে অশ্বত্থ, খদির, দেবদারু, বহেড়া, যজ্ঞোডুম্বর, তিন্তিড়ী, বট ও বিল্বতরুর কাষ্ঠনির্মিত হস্তমাত্র পরিমিত সুন্দর কীলক গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া পুতিবেন । ৪১-৪২

এইরূপ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া লোহিতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কেশ দ্বারা বা দর্ভ দ্বারা নির্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন ।৪৩

অনন্তর মৃগচর্মাসনে বসিয়া পঞ্চমুদ্রা ধারণ করিয়া নিম্নোক্ত পঞ্চ প্রণব দ্বারা ক্রমে ক্রমে করশুদ্ধি করিবেন । ৪৪

পরে হৃদয়, মস্তক, তালু, বাহু ও চক্ষুঃ এই পঞ্চ স্থলে পঞ্চ স্থানের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পঞ্চ প্রণবের এক একটি দ্বারা ন্যাস করিয়া সমুদায় পঞ্চ প্রণবের দ্বারা অস্ত্র ন্যাস করিবেন । ৪৫

পঞ্চ প্রণব যথা—ওঁ, হ্রীং, শ্রীং, প্রীং, ঐং । অঙ্গে অঙ্গন্যাস । যথা হৃদয়ে—ওঁ ওঁ হৃদয়ায় ফট্ । মস্তকে—ওঁ হ্রাং শিরসে ফট্ । তালুতে—ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ ফট্ । বাহুতে—ওঁ প্রীং কবচায় ফট্ । নেত্রে—ওঁ ঐং নেত্রত্রয়ায় ফট্ । করতলে—ওঁ ওঁ হ্রীং শ্রীং স্ত্রীং ঐং অস্ত্রায় ফট্ ।

তৎপরে রোচনা, মধু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন দ্বারা সমান চতুরস্র মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন । ৪৬

১। খ+গ—বৃক্ষসম্ভবম্ । ২। খ—গ—সুকীলাং হস্তমাত্রাং ব্রহ্মাধনুষ মন্ত্রিতাং ।
৩। খ+গ—স্তালুকাবক্তু নেত্রৈকৈকৈকশো গতঃ ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং মদ্যপাত্রঞ্চ কারয়েৎ।
সশক্তি-পরমেশানং যজেৎ[১] তৎক্রম উচ্যতে ॥ ৪৭

তদ্‌যথা। পূর্ব্বস্যাং—ওঁ অঘোরে ঐং ব্রাহ্মি অবতর অবতর নমঃ। আগ্নেয্যাং—ওঁ অঘোরে হ্রীং কামেশ্বরি অবতর অবতর নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ ঘোর ঘোরতরে[২] কৌমারি অবতর অবতর নমঃ। নৈর্ঋত্যাং—গং শ্রীং বৈষ্ণবি অবতর অবতর নমঃ। পশ্চিমায়াং—সর্ব্বতঃ শ্বেতবারাহি অবতর অবতর নমঃ। বায়ব্যে—সর্ব্বতঃ[৩] ফেং দ্রং ইন্দ্রাণি অবতর অবতর নমঃ। উত্তরস্যাং—রুদ্র-রূপে চামুণ্ডে অবতর অবতর নমঃ। ঈশানে—ক্ষ্রোং নমস্তে মহালক্ষ্মি অবতর অবতর নমঃ। মধ্যে—মূলবিদ্যয়া দেবং পূজয়েৎ। ওঁ শ্রীং কঠাদিগুরুভ্যো নমঃ।

অথ ক্ষেত্রপালপূজা। ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৌং ক্ষঃ[৪] ক্ষেত্রপালায় নমঃ। বলিং গৃহ্ণ স্বাহা।

অঙ্গুষ্ঠৌ গর্ভকৌ কৃত্বা কমলে কর্ণিকা ইব।
অঙ্গুল্যষ্টার্ক-পত্রাষ্টৌ পদ্মমুদ্রা ত্বিয়ং ভবেৎ ॥ ৪৮
মুষ্টিদ্বয়-কনিষ্ঠাভ্যাং বিদার্য্য সৃক্কণীদ্বয়ম্।
করালীয়ং ভবেন্মুদ্রা লোলজিহ্বা-প্রচালনাৎ ॥ ৪৯

তন্মধ্যে সুরাপাত্র রাখিয়া পূর্ব হইতে ঈশান দিক্ যাবৎ আট দিকে ও মধ্যে "ওঁ অঘোরে" ইত্যাদি মন্ত্রে শক্তির সহিত পরমেশ্বরের পূজা করিবেন। তাহার ক্রম কথিত হইতেছে। ৪৭

পূর্বাদি ঈশান পর্য্যন্ত আটটি দিকে মূলোক্ত মন্ত্রে আটটি শক্তির পূজা করিয়া মধ্যে মূলবিদ্যা দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করিবেন। পরে কঠাদি গুরুগণের পূজা করিবেন।

তৎপরে ক্ষেত্রপালের অর্চ্চনা করিতে হয়। ক্ষাং ক্ষীং ইত্যাদি ক্ষেত্রপালপূজার মন্ত্র।

এই পূজায় আবশ্যক পূর্বোক্ত পঞ্চমুদ্রা কথিত হইতেছে। (১) দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ যুগলকে পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় করতলের মধ্যগত করিয়া অবশিষ্ট অষ্ট অঙ্গুলী পত্রাকৃতি ভাবে রাখিবেন। ইহারই নাম পদ্মমুদ্রা। ৪৮

(২) দুই হাতে মুষ্টিবন্ধন পূর্বক কনিষ্ঠাযুগল বিস্তৃত করিয়া তাহার দ্বারা সৃক্কণী (ওষ্ঠপ্রান্ত) বিদারণ করিলেই করালীমুদ্রা হয়।

(৩) জিহ্বা বাহির করিয়া সঞ্চালিত করিলেই লোলজিহ্বা মুদ্রা হয়। ৪৯

১। ক+খ+গ—যজেত তৎক্রম। ২। খ+গ—ঘোর ঘোর কৌমারি।
৩। খ+গ—বায়ব্যে সর্বে ফেং। ৪। ক+গ—ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায়॥

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কনিষ্ঠান্যোন্যমাক্রম্য সঙ্কুচ্যাঙ্গুষ্ঠয়োর্দ্বয়োঃ[১]।
মধ্যমাভ্যাং সমাক্রম্য তর্জ্জন্যগ্রৌ ধৃতৌ সৃতৌ ॥ ৫০
নীত্বা পরাঙ্‌মুখৌ নামাং পৃষ্ঠলোলাং বিচিন্তয়েৎ।
স্বাহা হুং ফেং কৃতৈঃ কায়-চালনাদ্[২] ভৈরবী মতা।
মুখস্য বিকৃতাকার-করণাদ্ বিকৃতাননা ॥ ৫১
মুদ্রা ভবতি সামর্থ্য-দায়িকা শঙ্করোদিতা।
এষা পূজা সমাখ্যাতা কর্ত্তব্যা মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫২

বজ্র, পতঙ্গ, মেঘ, শিলাবৃষ্টি ও
বিদ্যুৎ ভয়ের নিবারণ।

রবিবারে মৃতায়া গোঃ কীলানস্থিসমুদ্ভবান্।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুষ্কীলান্ গৃহীত্বা চিহ্নয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ৫৩
রক্ষয়েৎ তান্ প্রযত্নেন রুদ্রমন্ত্রেণ মন্ত্রিতান্।
চতুর্ণাং দাপয়েদ্ধস্তে তে ধাবন্তি সুবেগতঃ ॥ ৫৪
পূর্ব্বস্যাং পূর্ব্বগং[৩] কীলং দক্ষিণে দক্ষিণং তথা।

---

(৪) দুই হাতের কনিষ্ঠাযুগলকে পরস্পর আক্রান্ত করিয়া (জড়াইয়া ধরিয়া) অঙ্গুষ্ঠ যুগল সঙ্কুচিত করিবেন। পরে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগ আক্রমণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া প্রসারিত করিয়া পরাঙ্মুখ করিবেন। অনামাকে উহার পৃষ্ঠভাগে সঞ্চালিত করিবেন। তৎপরে 'স্বাহা হুঁ ফেং' এই শব্দ করিয়া দেহকে চালনা করিবেন। ইহার নাম ভৈরবীমুদ্রা। (৫) মুখ বিকৃত আকার করিলেই বিকৃতাননা মুদ্রা হয়। ৫০-৫১

দেহের সামর্থ্যদাত্রী, এই মুদ্রা মহাদেব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য এই পূজা করিবেন। ৫২

রবিবারে মরা গরুর অস্থি দ্বারা চারিটি কীলক প্রস্তুত করিবেন। পরে চারিটি কীলক লইয়া তাহাতে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিটি দিকের চিহ্ন স্বয়ং চিহ্নিত করিবেন। ৫৩

ঐ চারিটি কীলক "ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি রুদ্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যত্ন সহকারে নিজের নিকট রাখিবেন। তদনন্তর চারিটি লোকের হাতে ঐ চারিটি কীলক দিবেন। সেই চারি ব্যক্তি অতিবেগে দৌড়াইবে। ৫৪

ঘোটকারোহণে বা পদব্রজে বায়ুবৎ অতি বেগে চারিজন চারিদিকে গমন করিবে। একবার বেগে যতদুর যাইতে সমর্থ হয়, ততদুর গমন করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি

১। খ+গ—সঙ্কুচ্যাঙ্গুলয়োর্দ্বয়োঃ। ২। খ—কায়াচালনাদ্। ৩। খ+গ—পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্বকং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পশ্চিমে পশ্চিমং কীলমুত্তরে উত্তরং নয়েৎ ॥ ৫৫

অশ্বারূঢ়স্তু বা গচ্ছেৎ পদ্‌ভ্যাং বাত-সুবেগতঃ।
অশনিঃ শলভা মেঘা যান্তি বর্ষোপলাঃ ক্ষয়ম্।
যাবদ্ গচ্ছন্তি তে দূরং তাবদ্ বাধা ন বিদ্যতে ॥ ৫৬

গত্যন্তে সংস্থিতস্তত্র যামমাত্রং জপেন্ মনুম্।
কীলকান্ নিখনেত্তত্র প্রত্যাগচ্ছেৎ সুমন্ত্রিতান্।
কীলকান্ প্রাতরাদায় রক্ষয়েৎ স্বগৃহে সদা ॥ ৫৭

বিদ্যুৎপাতো ন তত্রাস্তি গ্রামে বা নগরেঽপি বা।
এবং যদা যদা বাধা তদা কার্য্যং পুনশ্চ তৈঃ ॥ ৫৮

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় সর্ব্বদুষ্ট-মেঘাশনীনাং সংজয় সংজয় নাশয় নাশয় স্বাহা ঠঃ ঠঃ।

চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে তু বামমূক-সমুদ্ভবাম্।
তরণীং গ্রাহয়েচ্ছুদ্ধো রক্ষাসূত্রেণ বেষ্টিতাম্[১] ॥ ৫৯

খড়্গমষ্টৌ তু সংস্থাপ্য পুনস্তং বন্ধয়েদ্ দৃঢ়ম্।
বৈরাসং স্পর্শমাত্রেণ ত্রিধাস্ত্রং খণ্ডিতং ভবেৎ[২] ॥ ৬০

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে স্তম্ভনং নাম নবমঃ পটলঃ।

মন্ত্র জপ করত পূর্বদিক্ চিহ্নিত কীলক পূর্ব দিকে, দক্ষিণদিক্ চিহ্নিত কীলক দক্ষিণ দিকে, পশ্চিমদিক্ চিহ্নিত কীলক পশ্চিম দিকে এবং উত্তরদিক্ চিহ্নিত কীলক উত্তর দিকে লইয়া যাইবেন। ৫৫

এইরূপ করিলে কীলক-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে বজ্র, পতঙ্গ, মেঘ, বর্ষোপল (শিলা) প্রভৃতি বিনষ্ট হইবে। যতদূর পর্যন্ত তাহারা যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত কোন বজ্রাদি ভয় থাকিবে না। ৫৬

গমনের শেষে যেখানে অবস্থান করিবেন, সেখানে এক প্রহর মন্ত্র জপ করিবেন এবং সেখানে কীলক পুতিবেন। পরে প্রভাতে ঐ সকল ব্যক্তি কীলক সকল লইয়া ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ কীলক যে গৃহে, যে গ্রামে বা যে নগরে রাখিবে, তথায় বিদ্যুৎপাতের ভয় থাকিবে না। এইরূপ যখন যখন বাধা উপস্থিত হইবে, তখন তখন পুনরায় তাহা দ্বারা কার্য্য করিবেন। ৫৭-৫৮

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের স্তম্ভন নামক নবম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ৯।

১। খ+গ—বেষ্টিতং। ২। ক—পটলান্তিম-শ্লোকদ্বয়ং নাস্তি

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দশমঃ পটলঃ

অথ মোহনম্

মহিষী-কৃষ্ণসর্পস্য রক্তে চূর্ণন্তু ভাবয়েৎ।
কৃষ্ণ-ধুস্তূর-পঞ্চাঙ্গং তদ্ধূপো মোহকৃন্ নৃণাম্ ॥ ১
গুড়ং করঞ্জ-বীজঞ্চ ঘূকচূর্ণেন[১] সংযুতম্।
সমং পানেঽথবা ধূপে মোহং প্রকুরুতে নৃণাম্ ॥ ২
হস্তিনী-মহিষী-ক্ষুর-মলং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ।
ময়ূরস্য ফলৈঃ সার্দ্ধং ধূমো হ্যত্যন্ত-মোহকৃৎ।
বৃশ্চিকোদ্ভব-চূর্ণেন ধূপো মোহকরো নৃণাম্ ॥ ৩
গরলং ধূর্ত্ত-পঞ্চাঙ্গং মহিষী-শোণিতং কণা।
নিশায়াং কুরুতে মোহং ধূপো গুগ্‌গুলু-সংযুতঃ ॥ ৪
কুক্কুটাণ্ড-কপালানি ফলিনা তালকং বচা।
কনকাগ্নি-যুতো ধূপঃ স্বস্থস্যাবেশ-কারকঃ ॥ ৫

অনন্তর মোহন কথিত হইতেছে। মহিষীর শোণিত ও কৃষ্ণসর্পের শোণিতে কৃষ্ণ ধুতূরার পঞ্চাঙ্গ-(ফল, মূল, পত্র, ছাল ও ফুল) চূর্ণ ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিবেন। ঐ ধূপ লোকের মোহকর। ১

গুড়, করঞ্জ (করমচা) বীজ ও পেচকের অস্থির চূর্ণ—এই সমস্ত বস্তু সম পরিমাণে একত্র করিয়া পান করাইলে বা ধূপ দিলে মানুষকে মোহিত করিতে পারেন। ২

হস্তিনী ও মহিষীর পায়ের ক্ষুরের মল যত্ন সহকারে গ্রহণ করিবেন। তাহা লইয়া তৎসহ অপামার্গ ফল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নির্ম্মিত ধূপের ধূম দিলে লোককে অত্যন্ত মোহিত করা যায়। বৃশ্চিকচূর্ণ দ্বারা ধূপ দিলেও লোক মোহিত হইয়া থাকে। ৩

বিষ, ধুতূরার পঞ্চাঙ্গ (ফল, মূল, পাতা, ফুল ও ছাল), মহিষীর রক্ত ও পিপুল ও গুগ্‌গুল—এই সমস্ত বস্তু মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিয়া নিশাভাগে প্রজ্বালিত করিলে আঘ্রাণে লোক মোহিত হয়। ৪

কুক্কুটের ডিম ও মাথার খুলি, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল ও বচ—এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশাইয়া কনক ধুস্তূর-কাষ্ঠের অগ্নিতে ধূপ দিলে সুস্থ লোককেও মোহিত করা যায়। ৫

১। খ+গ—ঘূণচূর্ণেন।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তৃণান্তর-জলোকায়া বিষ্ঠা বাহজগরোদ্ভবা।
তচ্চূর্ণৈর্ধূপিতা[১] রাত্রৌ মুহ্যন্তি প্রাণিনো ধ্রুবম্ ॥ ৬
হলিনী-বিষ-ধুস্তূর-শিখি-বিষ্ঠাভিরন্বিতঃ।
সমভাগস্তথা ধূপো মোহয়ত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ৭
বিশালাগ্নি-শিলাচূর্ণং লাঙ্গলী শিখরী জটা।
মহিষাক্ষঞ্চ তুল্যং স্যাদ্ ধূপো মোহয়তে নরম্ ॥ ৮
তালকোন্মত্ত-বীজানি পানান্মোহয়তে নরম্।
সমং ক্ষীর-সিতাঙ্কোলৈঃ স্বস্থঃ পানাদ্ ভবেন্নরঃ ॥ ৯
ছুছুন্দরী-সর্পমুণ্ডং বৃশ্চিকস্য তু কণ্টকম্।
হরিতালং সমং ধূপো মোহাবেশ-করো নৃণাম্ ॥ ১০
ঘূকচূর্ণং[২] বিষং বিম্বং মোহিনী অঙ্কুলী[৩] কণা।
বিশালা স্বর্ণ-বীজানি সর্ষপা মাদনং ফলম্।
রক্তাশ্বমার-চূর্ণন্ত সমভাগন্ত ভাবয়েৎ ॥ ১১

তৃণচারী জলোকার মল বা অজগরের মল চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে ধূপ দিলে জীবমাত্রকেই মোহিত করা যায়। ৬

প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতূরার শিকড় ও ময়ূরের মল—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া তদ্দ্বারা ধূপ জ্বালিয়া ধূম প্রদান করিলে নিশ্চয়ই লোককে মোহিত করা যায়। ৭

বিশালা (গোরক্ষ কর্কটী), অগ্নি (চিতা), শিলা (মনঃশিলা), চূণ, লাঙ্গলীয়া, অপামার্গ, জটামাংসী ও মহিষের চক্ষুঃ—এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রকেই মোহিত করা যায়। ৮

হরিতাল ও ধুতূরার বীজ তুল্য পরিমাণে লইয়া পান করাইলে লোককে মোহিত করা যায়। পরন্তু দুগ্ধ, চিনি ও আঁকোড় ফল—এই কয় বস্তু সম পরিমাণ একত্র মিশাইয়া পান করাইলে মোহিত ব্যক্তি পুনঃ সুস্থ হইয়া থাকে। ৯

ছুঁচা, বিষধর সর্পের মস্তক, বৃশ্চিকের কাঁটা ও হরিতাল—এই সমস্ত বস্তু সম পরিমাণ একত্র মিশাইয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রকেই মোহিত করা যায়। ১০

পেচকের অস্থিচূর্ণ, বিষ, বিম্ব (তেলাকুচা), মোহিনী (ত্রিপুরমালীর ফুল), অঙ্কুলী (আঁকোড়ফল), পিপুল, গোরক্ষকর্কটী, ধুস্তূরবীজ, সরিষা, মদনফল ও রক্ত করবীর চূর্ণ এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া ভাবনা দিবেন। ১১

১। খ+গ—তচ্চৈর্ণৈর্দ্ধূপিতো। ২। খ+গ—ঘূণচূর্ণং। ৩। খ+গ—অঙ্কুলং কণা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

আদিত্য-ফল-তূলঞ্চ তন্তুবর্ত্তিং বিধায় চ।
কুসুম্ভ-তন্তুভির্গাঢ়ং মায়া-বীজেন বেষ্টিতম্ ॥ ১২
সপ্তধা কনক-দ্রাবৈর্ভাবয়েচ্ছোষয়েৎ পুনঃ।
ডুণ্ডুভো জলসর্পো বা বসাং তস্য সমাহরেৎ ॥ ১৩
বসা-লিপ্তাং পূর্ব্ববর্ত্তিং প্রজ্বাল্য ধারয়েদ্ গৃহে।
যে পশ্যন্তি গৃহে বাহ্যে মুহ্যন্তি চ পতন্তি চ ॥ ১৪
মদনোডুম্বরশ্চিঞ্চা প্রিয়ঙ্গুশ্চামলী-ফলম্[1]।
বদরী চ ফলান্যেষাং প্রতি সপ্ত সমাহরেৎ ॥ ১৫
পুষ্যার্কে নরমূত্রেণ কুমার্য্যুত্থ-রসেন চ।
সংপিষ্য গুটিকা কার্য্যা তিলকো মোহকারকঃ ॥ ১৬

ওঁ জং জম্ভায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্ষুং স্তম্ভায়ৈ নমঃ। ওঁ সম্মোহায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রুং শোষায়ৈ নমঃ। ওঁ মহাভৈরবায় নমঃ। ওঁ শ্রীভৈরবানন্দ আজ্ঞা শ্রীবীর ভদ্র আজ্ঞা। এবং জম্ভাদিমন্ত্রৈর্ম্মোহনপ্রয়োগা[2] অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রযোজ্যাঃ ॥

অনন্তর আকন্দ ফলের তূলা লইয়া তাহার তন্তু দ্বারা শলিতা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য পুরিয়া রাখিবেন ও ঐ শলিতা কুসুম্ভ সূত্র দ্বারা মায়াবীজে (হ্রীং মন্ত্রে) দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিবেন। ১২

পরে ঐ দ্রব্যপূর্ণ শলিতা কনক ধুতূরার রসে সাত বার ভাবনা দিবেন এবং পুনঃ পুনঃ শুষ্ক করিবেন। অনন্তর ঢোঁড়া সাপ বা জলচর সর্পের চর্ব্বি সংগ্রহ করিবেন। ১৩

উহার দ্বারা ঐ বাতি লিপ্ত করিয়া নিজ গৃহে প্রজ্বালিত করিবেন। গৃহের মধ্যে বা বাহির হইতে যে ব্যক্তি ঐ দীপ দেখিবে, সে মোহিত হইবে ও পতিত হইবে। ১৪

মদনফল, যজ্ঞডুমুরের ফল, তিন্তিড়ী, প্রিয়ঙ্গু, আমলকী ফল ও বদরীফল—এই সকলের প্রত্যেকটির সাতটি করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া আহরণ করিবেন। ১৫

নরমূত্রে ও ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। পরে এই গুটিকা ঘষিয়া তদ্দ্বারা তিলক ধারণ করিলে সকলকেই মোহিত করা যায়। ১৬

"ওঁ জং জম্ভায়ৈঃ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত বার জপ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোহন প্রক্রিয়া করিতে হয়।

১। খ+গ—প্রিয়ঙ্গুশ্চামলী। ২। খ+গ—স্তম্ভাদিমন্ত্রৈ

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

প্রত্যানয়নকং বক্ষ্যে যেন মোহো বিনশ্যতি।
শতপুষ্পং ঘৃতং ক্ষীরং শ্বেতার্কঞ্চ পিবেৎ সুধীঃ।
গোসর্পিঃ সুর-ধূপেন মোহাৎ সুস্থো ভবিষ্যতি॥ ১৭

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে মোহনং নাম দশমঃ পটলঃ।

অতঃপর মোহগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব স্বভাবে প্রত্যানয়ন বলিতেছি, যাহা দ্বারা মোহন নিবৃত্তি হয়। সুধী সাধক গুল্‌ফা, গব্যঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেত আকন্দের শিকড়—এই সমস্ত একত্র করিয়া পান করিবেন এবং গব্য ঘৃত ও দেবধুপ একত্র করিয়া তাহার ধুম লইলে মোহিত ব্যক্তি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। ১৭

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের মোহন নামক
দশম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

একাদশঃ পটলঃ

অথোচ্চাটনম্

অথ ত্বাং সংপ্রবক্ষ্যামি শত্রূণাং দুষ্ট-চেতসাম্ ।
উচ্ছাট[1]-ঘাত-বিস্ফোট-ব্যাধ্যুন্মাদাদি-কারণম্ ।
পশু-শস্যার্থ-নাশঞ্চ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥ ১
বেদশাস্ত্রাগমাদ্যেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ ।
কথিতং সর্ব্বদা সর্ব্বৈর্দুষ্ট-দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ২
যেনাহৃতং গৃহং ক্ষেত্রং কলত্রং ধন-ধান্যকম্ ।
মানং বা খণ্ডিতং যেন তস্য দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ৩
উড্ডীশং যো ন জানাতি সন্তুষ্টঃ কিং করিষ্যতি ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দুষ্টদণ্ডো বিধীয়তাম্ ।
যো ন হন্ত্যতিকোপেন সোঽতিশোকেন সিধ্যতি ॥ ৪
পঞ্চাঙ্গুলং চিত্রকস্য মূলং গ্রাহ্যং পুনর্ব্বসৌ ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং গেহে নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৫

অতঃপর দুষ্টচেতাঃ শত্রুগণের উচ্চাটন তোমাকে বলিব। ঘাত, বিস্ফোটক, ব্যাধি ও উন্মাদাদির কারণ এবং পশুনাশ, শস্য-নাশ এবং অর্থনাশও সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। ১

ইহা বেদ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব প্রভৃতি অমরগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। দুষ্ট ব্যক্তির দণ্ডবিধান সকল লোক কর্ত্তৃক সর্বদা বিহিত আছে। ২

যে ব্যক্তি গৃহ, ভূমি, স্ত্রী, ধন-ধান্য হরণ করিয়াছে এবং মান-সম্ভ্রম চূর্ণ করিয়াছে; তাহার দণ্ডের বিধান (উপায়) বলিতেছি। ৩

যে ব্যক্তি উড্ডীশ কথিত বিষয় (ষট্‌কর্ম্ম) জানে না, সে সন্তুষ্ট হইয়া কি করিবে ? অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে দুষ্টের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তিকে অতি কোপের দ্বারা ধ্বংস করিতে পারা যায় না, অতিশোকের দ্বারা তাহার বিনাশ সিদ্ধ হয়। ৪

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণ চিতা গাছের শিকড় তুলিয়া "ওঁ লোহিতমুখি স্বাহা" মন্ত্রে সাত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করা যায়, তাহার উচ্চাটন হয়। ৫

১। ক—উচ্চাটং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ লোহিতমুখি স্বাহা

স্বাত্যামৌডুম্বরং ব্রধ্নং মন্ত্রিতং চতুরঙ্গুলম্ ।
তং যস্য নিখনেদ্ গেহে তস্যৈবোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৬

ওঁ গিলি স্বাহা ।

ভরণ্যামঙ্গুলীমাত্রমুলূকাস্থি চ কীলকম্ ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৭

ওঁ দহ দহ দল দল স্বাহা ।

কাকোলূকস্য পক্ষস্তু হুত্বা হ্যষ্টাধিকং শতম্ ।
যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন সবংশোচ্চাটনং[১] ভবেৎ ॥ ৮

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ ।

পারাবত-বসা গ্রাহ্যা যস্য নাম্না তু তাং ক্ষিপেৎ ।
গৃহে তূচ্চাটয়েচ্ছীঘ্রং কোপান্মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥ ৯
নরাস্থি-কীলকং দ্বারে নিখন্যাচ্চতুরঙ্গুলম্ ।
মন্ত্রযুক্তমরিদ্বারে সত্যমুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ১০

ওঁ লোহিতমুখি স্বাহা—এইটী এই প্রয়োগের মন্ত্র ।

চারি অঙ্গুল প্রমাণ যজ্ঞডুমুরের শিকড় স্বাতী নক্ষত্রে তুলিয়া "ওঁ গিলি স্বাহা" মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করিবেন, তাহার উচ্চাটন হয় । ৬

ভরণী নক্ষত্রে এক অঙ্গুলী প্রমাণ পেচকের অস্থি নির্ম্মিত কীলক "ওঁ দহ দহ" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবেন, তাহার উচ্চাটন হইবে । ৭

যাহার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বায়স ও পেচকের পাখা দ্বারা "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন, সবংশে তাহার উচ্চাটন হইবে । ৮

মন্ত্রমধ্যস্থ 'অমুকং' স্থানে সাধ্য ব্যক্তির নাম উচ্চার্য্য ।

যাহার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কপোতের চর্ব্বি গ্রহণ করিবেন এবং তাহার গৃহে ফেলিয়া দিবেন, ইহা আশু তাহার উচ্চাটন করিবে । পরন্তু রোষ সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন । ৯

চতুরঙ্গুল প্রমাণ নরাস্থি-নির্ম্মিত কীলক লইয়া "ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে শত্রুর গৃহ দ্বারে পুতিয়া রাখিলে, নিশ্চিত তাহার উচ্চাটন হইবে । ১০

১। খ+গ—সমন্ত্রোচ্চাটনং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পচ পচ ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতিরাজ্ঞাপয়তি ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ।

মধ্যাহ্নে লুঠতে ভূমৌ গর্দভো যত্র ধূলিকাম্।
উদঙ্‌মুখ উদীচ্যান্ত গৃহ্লীয়াদ্ বামপাণিনা।
যদ্গৃহে ক্ষিপ্যতে ধূলিস্তস্যৈবোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ১১
কাকস্য মস্তকং গ্রাহ্যং তিল-তৈলেন পাচয়েৎ।
তত্তৈলাভ্যঙ্গ-মাত্রেণ শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ॥ ১২

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্বালাগ্নিসংখ্যাদংষ্ট্রাদ্রাবণায় স্বাহা। উক্তযোগ-দ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ।

অশ্বত্থ-কীলমশ্বিন্যাং নিখনেৎ সপ্ত-মন্ত্রিতম্।
যস্য গেহে ভবেৎ সত্যং শীঘ্রমুচ্চাট-কারকম্॥ ১৩

ওঁ খং গুঃ খঃ খাখাবিনী স্বাহা।

কৃত্তিকায়াং সর্জ্জ-কীলং নিখনেৎ সপ্ত-মন্ত্রিতম্।
যস্য গেহে চ তং শত্রুং শীঘ্রমুচ্চাটয়েদ্ গৃহাৎ॥ ১৪

ওঁ নমো ভগবতে দ্রুত দ্রুত স্বাহা।

ওঁ নমো ভাগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রটি উক্ত দুইটী প্রয়োগের মন্ত্র।

মধ্যাহ্ন কালে গর্দ্দভ যে ভূমিতে মৃত্তিকা লুণ্ঠন করে, সে স্থানের উত্তর ভাগের ধূলি উত্তরাস্য হইয়া (দ্বাদশ শ্লোকের নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে) বামহস্ত দ্বারা লইয়া যাহার গৃহে ফেলিয়া দিবেন, তাহার উচ্চাটন হইবে। ১১

বায়সের মস্তক লইয়া ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে তিলতৈলে পাক করিবেন। ঐ তৈল মর্দ্দনমাত্রে শত্রুর উচ্চাটন হয়। ১২

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রটি পূর্বোক্ত যোগদ্বয়ের মন্ত্র।

অশ্বত্থের শিকড় তুলিয়া অশ্বিনীনক্ষত্রে "ওঁ খং গুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখা যায়, শীঘ্রই তাহার উচ্চাটন হয়। ১৩

ওঁ খং গুঃ খঃ খাখাবিনী স্বাহা—এই মন্ত্রটী পূর্বোক্ত প্রয়োগের মন্ত্র।

সর্জ্জ বৃক্ষের কীলক (খোঁটা) লইয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবেন, তাহার ঐ গৃহ হইতে শীঘ্র উচ্চাটন হইবে। ১৪

ওঁ নমো ভগবতে দ্রুত দ্রুত স্বাহা—এই মন্ত্রটী পূর্ব প্রয়োগের মন্ত্র।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নিম্ব-কীলকমার্দ্রায়াং নিখনেৎ সপ্ত-মন্ত্রিতম্ ।
যস্য গেহে চ তং শত্রুং শীঘ্রমুচ্চাটয়েদ্ গৃহাৎ ॥ ১৫

ওঁ নমো ভগবতি কামরূপিণি স্বাহা ।

শিবালয়াদ্ ভৌমবারে আদায় চতুরিষ্টিকাম্ ।
প্রত্যেকং প্রতিকোণে তু নিখনেচ্ছত্রু-মন্দিরে ॥ ১৬

নিখনেৎ তদ্‌গৃহ-দ্বারি অধঃ পুষ্পং সচন্দনম্ ।
সপ্তরাত্রে ন সন্দেহো মহদুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ১৭

ওঁ ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় বায়ুরূপায় চুহু চুহু ঠঃ ঠঃ ।

গুঞ্জামূলং গৃহদ্বারে নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ ।
অথবা মূল-নক্ষত্রে ন্যস্তং খাদির-ব্রধ্নকম্ ॥ ১৮

ধাত্রীফলস্য-চূর্ণন্তু অঙ্কুলীতৈল-ভাবিতম্ ।
উচ্চাটিতো ভবেন্মূর্ধ্নি স্নানাদ্ গো-ক্ষীরতঃ সুখী ॥ ১৯

নিম-কাঠের কীলক লইয়া আর্দ্রানক্ষত্রে "ওঁ নমো ভগবতি" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত পূর্ব্বক শত্রুর গৃহে পুতিয়া দিবেন। উহা সেই শত্রুকে সেই গৃহ হইতে শীঘ্র উচ্চাটন করিবে। ১৫

ওঁ নমো ভগবতি কামরূপিণি স্বাহা—এই মন্ত্রটী পূর্ব প্রয়োগের মন্ত্র।

মঙ্গল বারে কোন শিবমন্দির হইতে চারিখানি ইট লইয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুর গৃহের চতুষ্কোণে প্রত্যেকটি পুতিয়া রাখিবেন। ১৬

আর সেই শত্রুর গৃহদ্বারের নিম্নে সচন্দন নির্ম্মাল্য পুষ্প প্রোথিত করিবেন। ইহা দ্বারা সাত রাত্রির মধ্যে সেই শত্রুর চির উচ্চাটন হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৭

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ইত্যাদি মন্ত্রটি পূর্ব প্রয়োগের মন্ত্র।

গুঞ্জামূল তুলিয়া যাহার গৃহদ্বারে প্তুতিয়া রাখা যায়, তাহার উচ্চাটন হয় কিংবা মূলা নক্ষত্রে খদির-কাষ্ঠের শিকড় তুলিয়া শত্রুর গৃহদ্বারে প্তুতিলেও তাহার উচ্চাটন হইয়া থাকে। ১৮

আকোঁড় ফলের তৈলে আমলকীর ফলের চূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহা শিরোদেশে লেপন করিলে শত্রু উচ্চাটিত হয়। আবার গোদুগ্ধে স্নান করিলে উচ্চাটন-দোষের শান্তি হইয়া থাকে। ১৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ব্রহ্মদণ্ডী চিতা-ভস্ম বিড়ালস্যাস্থি বাহঽহরেৎ।
সমং শূকর-মাংসঞ্চ কচ্ছপস্য শিরস্তথা॥ ২০
নৃকপালে বিনিক্ষিপ্য নিখনেচ্ছত্রু-মন্দিরে।
সকুটুম্বং সমূলঞ্চ সত্যমুচ্চাটয়েৎ ক্ষণাৎ॥ ২১
নার-বারাহ-মাংসঞ্চ[1] গৃধ্রস্যাস্থি বিষং সমম্!
গোপাদং মহিষীপাদং নিখনেৎ শত্রু-মন্দিরে।
কিংবা উলূক-পক্ষাণি মহত্তুচ্চাটনং ভবেৎ॥ ২২
ব্রহ্মদণ্ডী চিতাভস্ম চিত্রকং রুধিরং বিষম্।
শূকরস্য তু রোমাণি বীজ-তিক্তং সনিম্বকম্।
সপ্তাহং শত্রুনাম্না তু হুত্বা চোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ২৩

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় উচ্চাটয় উচ্চাটয় হন হন ঠঃ ঠঃ। গুঞ্জাদীনামুক্তানাময়ং মন্ত্রঃ।

কৃষ্ণপক্ষে শনৌ ভৌমে ভরণ্যার্দ্রাথ কৃত্তিকা।
চিতি-কাষ্ঠাগ্রমাদায় কীলকং চতুরঙ্গুলম্।
বেষ্টয়েচ্ছব-কেশৈস্তু আগ্নেয্যাং দিশি মন্ত্রয়েৎ॥ ২৪

ব্রহ্মদণ্ডী, চিতার ছাই, মার্জ্জারের হাড়, ইহাদের সহিত শূকরের মাংস ও কূর্ম্মের মস্তক—এই সমস্ত বস্তু লইয়া মানুষের মাথার খুলীর মধ্যে রাখিবেন। পরে ঐ মস্তক শত্রুর গৃহে পুতিয়া রাখিলে, কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধব সহ সবংশে তাহার শীঘ্রই উচ্চাটন হইবে। ইহা সত্য। ২০-২১

নরমাংস, বরাহমাংস, শকুনির হাড়, তৎসহ বিষ, গরুর পাদ ও মহিষীর পাদ—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া শত্রুর গৃহাভ্যন্তরে পুতিয়া রাখিলে অথবা কেবল পেঁচার পাখা পুতিয়া রাখিলে তাহার চির উচ্চাটন হয়। ২২

ব্রহ্মদণ্ডী, চিতার ছাই, চিতা গাছের শিকড়, রক্ত, বিষ, বরাহের রোম, তিতলাউ ও নিমের বীজ—এই সমস্ত বস্তু মিশাইয়া তদ্দ্বারা "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে শত্রুর নামে সাত দিন হোম করিলেই শত্রুর উচ্চাটন হয়। ২৩

উপরি উক্ত "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায়" ইত্যাদি মন্ত্র ৫টি প্রক্রিয়ার মন্ত্র।

কৃষ্ণ পক্ষের শনি বা মঙ্গলবারে ভরণী, আর্দ্রা বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে চিতার কাঠের অগ্র আনিয়া চারি অঙ্গুল প্রমাণ কীলক নির্ম্মাণ করিবেন। অনন্তর শবকেশ দ্বারা উহা বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নিকোণে বসিয়া ঐ কীলকের উপর "ওঁ হ্রীং যম যম" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। ২৪

১। খ+গ—নরবারাহমাংসঞ্চ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা সূর্য্যং দৃষ্ট্বাঽতিকোপতঃ।
তং যস্য নিখনেদ্ দ্বারে শীঘ্রমুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ২৫

ওঁ হ্রীং যম যম উল্লূককরালে বিদ্যুজ্জিহ্বে অমুকমুচ্চাটয় হুঁ ফট্।

ছাগরক্তং বিষং রাজী চিতাঙ্গারৈঃ সহৈকতঃ।
নামগ্রস্তং লিখেন্মন্ত্রং কাকপক্ষেঽতিরোষতঃ।
শ্মশানে নিখনেৎ তঞ্চ দশাহাদুচ্চাটয়েদ্ রিপুম্ ॥ ২৬

ওঁ ঢ্রীং দেঢ্রাং দঢ্রাং তঢ্রাং উচ্চাটয় ঢ্রাং ঠঃ হ্রীং রেদ্রাং দ্রাং দ্রাং তদ্রাং অমুকং উচ্চাটয় দ্রাং ঠঃ।

উষ্ট্রারূঢ়ং রিপুং ধ্যাত্বা হন্যাদ্ দণ্ডেন মন্ত্রতঃ[১]।
দক্ষিণা-দিক্ ত্রিসপ্তাহং দেশাদুচ্চাটয়েদ্ রিপুম্ ॥ ২৭

ওঁ হ্রাং যম যম উল্লূককরালে বিদ্যুজ্জিহ্বে অমুকমুচ্চাটয় হুঁ ফট্।

কাকপক্ষং রবৌ গ্রাহ্যং বেষ্টয়েদহি-কঞ্চুকৈঃ।
কুসুম্ভ-সূত্রৈস্তদ্বাহ্যে বেষ্টিতব্যং ততঃ পুনঃ।
নিম্বপত্রে রিপোর্নাম লিখিত্বা বেষ্টয়েচ্চ তম্ ॥ ২৮

এক শত আট বার মন্ত্র জপ করিয়া সরোষ চিত্তে সূর্য্য দর্শন করিতে করিতে যাহার গৃহদ্বারে ঐ কীলক পুতিয়া রাখিবেন, শীঘ্রই তাহার উচ্চাটন হইবে। ২৫

ওঁ হ্রীং যম যম উল্লূক করালে ইত্যাদি মন্ত্রটী উপরি উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র।

ছাগরক্ত, বিষ, শ্বেতসর্ষপ, নির্বাণ-চিতার কয়লা—এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশাইয়া কালি প্রস্তুত করিবেন। ঐ কালি দ্বারা কাকের পাখায় সরোষ মনে "ওঁ ঢ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্র শত্রু-নাম সমন্বিত করিয়া লিখিবেন। পরে উহা শ্মশানে পুতিয়া রাখিবেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা দশ দিন মধ্যে ঐ ব্যক্তির উচ্চাটন হইবে। ২৬

ওঁ ঢ্রীং দেঢ্রাং দঢ্রাং ইত্যাদি মন্ত্রটী উপরি উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র। মন্ত্রমধ্যস্থ 'অমুকং' স্থানে সাধ্যের নাম উচ্চার্য্য।

উষ্ট্রারূঢ় শত্রুকে মনে মনে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রাং যম" ইত্যাদি মন্ত্রে একবিংশতি দিন যাবৎ দক্ষিণ দিকে দণ্ড দ্বারা ভূমিতে তাড়না (আঘাত) করিবেন। এইরূপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। ২৭

রবিবারে কাকের পক্ষ লইবেন, সাপের খোলস দ্বারা তাহা বেষ্টন করিবেন, পরে উহার বাহিরে কুসুম্ভ সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অনন্তর নিমের পাতায় শত্রুর নাম লিখিয়া সেই পত্রের দ্বারা পূর্ববেষ্টিত সেই কাকপক্ষকে পুনরায় বেষ্টন করিবেন। ২৮

১। খ+গ—মন্ত্রিতঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তদ্‌বহির্শ্চিতি-ভস্মেন মৃত-বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
তং যস্য নিখনেদ্ দ্বারে তস্যৈবোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ২৯
অধঃপুষ্পী-মুরামাংসী-চিতিভস্ম-সমন্বিতম্ ।
কূর্ম-মুণ্ডঞ্চ[১] পত্রস্থং নিখনেচ্ছত্রু-বেশ্মনি।
উচ্চাটিতো ভবেচ্ছত্রুঃ সপ্ত-রাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩০

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন হন ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগ-দ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ।

রবৌ গৃধ্রালয়ো গ্রাহ্যঃ পুনঃ কাকালয়ো রবৌ।
চিতিকাষ্ঠং রবৌ পশ্চাৎ সর্ষপস্তু রবৌ দহেৎ ॥ ৩১
গ্রামাদ্ বহিশ্চ তদ্ ভস্ম স্থাপয়েন্নিক্ষিপেদ্ রিপোঃ।
মূর্দ্ধন্যুচ্চাটিতো গচ্ছেদ্ গোময়-স্নানতঃ সুখী ॥ ৩২
কৃকলাসং নিহত্যাদৌ[২] স্নাপয়েৎ পূজয়েৎ পুনঃ।
শ্বেত-বস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য কিঞ্চিৎ কুর্য্যাচ্চ রোদনম্ ॥ ৩৩

তাহার বহির্ভাগে চিতাভস্ম লেপন করিয়া শববস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। যাহার গৃহের দ্বারদেশে এই বেষ্টিত বস্তু পুতিয়া রাখা যায়, তাহারই উচ্চাটন হইয়া থাকে। ২৯

পরবর্তী শ্লোকে যে মন্ত্র কথিত আছে, তদ্দ্বারা এই প্রক্রিয়া করিবেন।

অধঃপুষ্পী নামক ওষধি, মুরা, মাংসী, চিতাভস্ম ও কূর্মের মস্তক—এই সমস্ত বস্তু এক সঙ্গে পত্র মধ্যস্থ করিয়া শত্রুর গৃহাভ্যন্তরে পুতিয়া রাখিলে ইহাতে সাত রাত্রির মধ্যে শত্রু উচ্চাটিত হয়। ৩০

উক্ত যোগদ্বয়ে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করিবেন।

এক রবিবারে শকুনির বাসা, অপর রবিবারে বায়সের বাসা লইবেন। পরে তৎপরবর্ত্তী রবিবারে চিতার কাঠ ও সরিষা সংগ্রহ করিয়া অপর রবিবারে ঐ সকল একত্র দগ্ধ করিবেন। ৩১

অতঃপর ঐ ভস্ম লইয়া গ্রামের বাহিরে স্থাপন করিবেন ও শত্রুর শিরোদেশে প্রক্ষেপ করিবেন। এরূপ করিলেই তাহার উচ্চাটন হইবে। পরন্তু অঙ্গে গোময় লেপনান্তে স্নান করিলে সুখী অর্থাৎ উক্ত দোষের শান্তি হইয়া থাকে। ৩২

একটি কৃকলাস মারিয়া পরে তাহাকে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন। অনন্তর শুভ্র বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিবেন। ৩৩

১। খ+গ—কূর্মশুণ্ডঞ্চ। ২। খ+গ—নিহন্ত্যাদৌ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ততঃ কাকালয়ং গ্রাহ্যং চাণ্ডালানাং গৃহান্তিকে।
শ্মশান-বহ্নিনা চৈব দহনীয়ৌ চতুষ্পথে ॥ ৩৪
উচ্চাটনং ভবেৎ তস্য স্ত্রী-পুত্র-পশু-বান্ধবৈঃ।
তদ্ ভস্ম বস্ত্র-সংবদ্ধং ক্ষিপেদ্ যস্য গৃহোপরি ॥ ৩৫
নিম্বাৎ কাকালয়ং দগ্ধ্বা ব্রহ্মদণ্ডীঞ্চ ভস্ম তৎ।
ম্লেচ্ছ-চাণ্ডাল-বিপ্রাণাং ত্রয়াণাং চিতি-ভস্ম চ ॥ ৩৬
ভূ-মধুচ্ছিষ্ট-সংযুক্তং গুটিকাং কারয়েদ্ দৃঢ়াম্।
শত্রোঃ শিরসি নদ্যাঞ্চ ক্ষিপেতুচ্চাটয়েদ্ রিপুম্ ॥ ৩৭

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দংষ্ট্রাকরালায় কপিলরূপায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ। উক্ত-যোগত্রয়াণাময়ং মন্ত্রঃ।

চতুর্দ্দিঙ্ মৃত্তিকা গ্রাহ্যা গ্রামস্য নগরস্য বা।
বৃষভস্য মলৈঃ সার্দ্ধং পঞ্চ পুত্তলিকাঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৮

তদনন্তর চণ্ডাল গৃহের নিকটবর্ত্তী বায়সের বাসা আনিয়া ঐ বস্তুদ্বয় একত্র চৌমাথায় শ্মশান বহ্নির দ্বারা দাহ করিবেন। ৩৪

একখানি বস্ত্রে ঐ ভস্ম বাঁধিয়া শত্রুর গৃহোপরি ফেলিয়া দিলে পুত্র, কলত্র, বন্ধুগণ সহ তাহার উচ্চাটন হইবে। ৩৫

উপরি উক্ত যোগত্রয়ের এইটি মন্ত্র। তদ্দ্বারা এই তিনটি প্রয়োগ করিবেন।

নিমগাছে কাকের যে বাসা থাকে, উহা আনিয়া উহার সহিত ব্রহ্মদণ্ডী মিশাইয়া দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ—এই তিন ব্যক্তির চিতাভস্ম লইবেন। ৩৬

এই সমস্ত ভস্ম এবং ভূমিজাত মধুমক্ষিকার মধুচক্রের মোম একসঙ্গে মিশাইয়া দৃঢ়ভাবে গুটি প্রস্তুত করিবেন। এই গুটি রিপুর শিরোদেশে ও নদীতে ফেলিয়া দিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। ৩৭

ভস্ম গ্রহণকালে ও গুটিকা নিক্ষেপকালে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্র মধ্যস্থ "অমুকং" স্থলে রিপুর নাম উচ্চার্য্য।

কোন নগর বা গ্রামের উচ্চাটন করিতে হইলে গ্রামের বা নগরের চারিদিকের মাটী ও বৃষের মল একত্র লইয়া তদ্দ্বারা ৫ টি পুতুল প্রস্তুত করিবেন। ৩৮

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তাং গ্রামস্য[1] চতুর্দ্দিক্ষু একৈকাং নিখনেৎ পুনঃ।
পঞ্চমীং গ্রামমধ্যে তু কুণ্ডে বা নিখনেদ্ ভুবি॥ ৩৯
হুনেদষ্ট-সহস্রন্তু তত্রৈব কনকানলে।
তদ্ ভস্মমুষ্টিমাদায় তস্মিন্ গ্রামে বিনিক্ষিপেৎ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা গ্রামস্যোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ৪০

ওঁ নমো ভগবতে মহাকালায় দহ দহ ভঞ্জয় ভঞ্জয় মোহয় মোহয় স্মর নিগ্রহ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্।

ব্রহ্মদণ্ডীং চিতাভস্ম শিবলিঙ্গেষু লেপয়েৎ।
গৃধ্রাস্থি চ মনুষ্যাস্থি কেশৈশ্চণ্ডাল-বিপ্রয়োঃ।
সূত্রেণ চ দিশো বদ্ধ্বা দেশস্যোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ৪১

ওঁ নমঃ কালরাত্রি শূলহস্তে মহিষবাহিনি রুদ্রকালকৃতশেখরে[2] আগচ্ছ আগচ্ছ ভগবতি অতুলবীর্য্যে সর্ব্বকর্মাণি মে বশং কুরু কুরু মহেশ্বর আজ্ঞাপয়তি শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিতে কক্ষপুটে উচ্চাটনং[3] নাম একাদশঃ পটলঃ।

ঐ পুত্তলিকাগুলির এক একটিকে গ্রামের চারিদিকে পুতিবেন। পঞ্চম পুত্তলী ভূগর্ভে বা কুণ্ডমধ্যে পুতিবেন। ৩৯

তাহার উপর ধুতুরা-কাঠের অগ্নি জ্বালিবেন এবং ঐ কুণ্ডস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিতে "ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এক হাজার আট বার হোম করিবেন। হোমান্তে ঐ কুণ্ড হইতে এক মুষ্টি ছাই লইয়া উক্ত মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই গ্রামে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাতে গ্রামের সকলের উচ্চাটন হইবে। ৪০

ওঁ নমো ভগবতে মহাকালায় ইত্যাদি মন্ত্রটি উপরি উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র।

ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, শকুনির অস্থি ও মনুষ্যের অস্থি—এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া শিবলিঙ্গে লেপন করিবেন। পরে মৃত চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের কেশসূত্র দ্বারা দেশের চারি দিক্ বেষ্টন করিলে সেই দেশের উচ্চাটন হয়। ৪১

"ওঁ নমঃ কালরাত্রি" শূলহস্তে মহিষবাহিনী ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পাদ্য।

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের উচ্চাটন নামক
একাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। ক—তা গ্রামস্থ। ২। খ+গ—কালকৃতশেষরে। ৩। খ+গ—মোহনোচ্চাটনং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ততঃ কাকালয়ং গ্রাহ্যং চাণ্ডালানাং গৃহান্তিকে।
শ্মশান-বহ্নিনা চৈব দহনীয়ৌ চতুষ্পথে ॥ ৩৪
উচ্চাটনং ভবেৎ তস্য স্ত্রী-পুত্র-পশু-বান্ধবৈঃ।
তদ্ ভস্ম বস্ত্র-সংবদ্ধং ক্ষিপেদ্ যস্য গৃহোপরি ॥ ৩৫
নিম্বাৎ কাকালয়ং দগ্ধ্বা ব্রহ্মদণ্ডীঞ্চ ভস্ম তৎ।
ম্লেচ্ছ-চাণ্ডাল-বিপ্রাণাং ত্রয়াণাং চিতি-ভস্ম চ ॥ ৩৬
ভূ-মধুচ্ছিষ্ট-সংযুক্তং গুটিকাং কারয়েদ্ দৃঢ়াম্।
শত্রোঃ শিরসি নদ্যাঞ্চ ক্ষিপেত্তুচ্চাটয়েদ্ রিপুম্ ॥ ৩৭

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দংষ্ট্রাকরালায় কপিলরূপায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ। উক্ত-যোগত্রয়াণাময়ং মন্ত্রঃ।

চতুর্দ্দিঙ্ মৃত্তিকা গ্রাহ্যা গ্রামস্য নগরস্য বা।
বৃষভস্য মলৈঃ সার্দ্ধং পঞ্চ পুত্তলিকাঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৮

তদনন্তর চণ্ডাল গৃহের নিকটবর্তী বায়সের বাসা আনিয়া ঐ বস্তুদ্বয় একত্র চৌমাথায় শ্মশান বহ্নির দ্বারা দাহ করিবেন। ৩৪

একখানি বস্ত্রে ঐ ভস্ম বাঁধিয়া শত্রুর গৃহোপরি ফেলিয়া দিলে পুত্র, কলত্র, বন্ধুগণ সহ তাহার উচ্চাটন হইবে। ৩৫

উপরি উক্ত যোগত্রয়ের এইটি মন্ত্র। তদ্দ্বারা এই তিনটি প্রয়োগ করিবেন।

নিমগাছে কাকের যে বাসা থাকে, উহা আনিয়া উহার সহিত ব্রহ্মদণ্ডী মিশাইয়া দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ—এই তিন ব্যক্তির চিতাভস্ম লইবেন। ৩৬

এই সমস্ত ভস্ম এবং ভূমিজাত মধুমক্ষিকার মধুচক্রের মোম একসঙ্গে মিশাইয়া দৃঢ়ভাবে গুটি প্রস্তুত করিবেন। এই গুটি রিপুর শিরোদেশে ও নদীতে ফেলিয়া দিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। ৩৭

ভস্ম গ্রহণকালে ও গুটিকা নিক্ষেপকালে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্র মধ্যস্থ "অমুকং" স্থলে রিপুর নাম উচ্চার্য্য।

কোন নগর বা গ্রামের উচ্চাটন করিতে হইলে গ্রামের বা নগরের চারিদিকের মাটী ও বৃষের মল একত্র লইয়া তদ্দ্বারা ৫ টি পুতুল প্রস্তুত করিবেন। ৩৮

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তাং গ্রামস্থ[1] চতুর্দ্দিক্ষু একৈকাং নিখনেৎ পুনঃ।
পঞ্চমীং গ্রামমধ্যে তু কুণ্ডে বা নিখনেদ্ ভুবি ॥ ৩৯
হুনেদষ্ট-সহস্রন্তু তত্রৈব কনকানলে।
তদ্ ভস্মমুষ্টিমাদায় তস্মিন্ গ্রামে বিনিক্ষিপেৎ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা গ্রামস্যোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৪০

ওঁ নমো ভগবতে মহাকালায় দহ দহ ভঞ্জয় ভঞ্জয় মোহয় মোহয় স্মর নিগ্রহ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্।

ব্রহ্মদণ্ডীং চিতাভস্ম শিবলিঙ্গেষু লেপয়েৎ।
গৃধ্রাস্থি চ মনুষ্যাস্থি কেশৈশ্চণ্ডাল-বিপ্রয়োঃ।
সূত্রেণ চ দিশো বদ্ধ্বা দেশস্যোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৪১

ওঁ নমঃ কালরাত্রি শূলহস্তে মহিষবাহিনি রুদ্রকালকৃতশেখরে[2] আগচ্ছ আগচ্ছ ভগবতি অতুলবীর্য্যে সর্ব্বকর্মাণি মে বশং কুরু কুরু মহেশ্বর আজ্ঞা-পয়তি শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিতে কক্ষপুটে উচ্চাটনং[3] নাম একাদশঃ পটলঃ।

ঐ পুত্তলিকাগুলির এক একটিকে গ্রামের চারিদিকে পুতিবেন। পঞ্চম পুত্তলী ভূগর্ভে বা কুণ্ডমধ্যে পুতিবেন। ৩৯

তাহার উপর ধুতুরা-কাঠের অগ্নি জ্বালিবেন এবং ঐ কুণ্ডস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিতে "ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এক হাজার আট বার হোম করিবেন। হোমান্তে ঐ কুণ্ড হইতে এক মুষ্টি ছাই লইয়া উক্ত মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই গ্রামে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাতে গ্রামের সকলের উচ্চাটন হইবে। ৪০

ওঁ নমো ভগবতে মহাকালায় ইত্যাদি মন্ত্রটি উপরি উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র।

ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, শকুনির অস্থি ও মনুষ্যের অস্থি—এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া শিবলিঙ্গে লেপন করিবেন। পরে মৃত চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের কেশসূত্র দ্বারা দেশের চারি দিক্ বেষ্টন করিলে সেই দেশের উচ্চাটন হয়। ৪১

"ওঁ নমঃ কালরাত্রি" শূলহস্তে মহিষবাহিনী ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পাদ্য।

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের উচ্চাটন নামক
একাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। ক—তা গ্রামস্থ। ২। খ+গ—কালকৃতশেখরে। ৩। খ+গ—মোহনোচ্চাটনং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দ্বাদশঃ পটলঃ

অথ মারণম্

নরাস্থি-কীলং পুষ্যে তু গৃহ্লীয়াচ্চতুরঙ্গুলম্ ।
নিখনেৎ তং গৃহে যস্য ভবেৎ তস্য কুলক্ষয়ঃ ॥ ১

ওঁ বুং বুং ভূং ভূং বুং ফট্ স্বাহা ।

অশ্বাস্থি-কীলমশ্বিন্যাং নিখনেচ্চতুরঙ্গুলম্ ।
শত্রোর্গেহে নিহন্ত্যাশু কুটুম্বং বৈরিণাং কুলে ॥ ২

ওঁ সুর সুরে স্বাহা ।

সর্পাস্থ্যঙ্গুলমাত্রন্ত অশ্লেষায়াং রিপোর্গৃহে ।
নিখনেৎ সপ্তধা জপ্তং মারয়েদ্ রিপু-সন্ততিম্ ॥ ৩

ওঁ জয় বিজয়তি স্বাহা ।

ভূতে কাকালয়ো গ্রাহ্যস্তস্মাদগ্নৌ সচেতসঃ ।
অঙ্গুল্যেকেন[১] তদ্ ভস্ম শত্রু-মূর্দ্ধনি নিক্ষিপেৎ ।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো গৃহে ক্ষিপ্তে কুলক্ষয়ঃ ॥ ৪

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মারয় মারয় নমঃ স্বাহা ।

অনন্তর মারণ কথিত হইতেছে। পুষ্যা নক্ষত্রে মনুষ্যের অস্থি-নির্মিত চারি অঙ্গুলি-প্রমাণ একটি কীলক লইয়া যাহার গৃহে পুতিয়া রাখা যায়, তাহার কুলক্ষয় হয়। ১

"ওঁ বুং" ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন।

চারি অঙ্গুল প্রমাণ একটি ঘোটকাস্থির কীলক অশ্বিনী নক্ষত্রে "ওঁ সুর সুরে স্বাহা" মন্ত্রে শত্রুর গৃহে পুতিয়া দিবেন। উহা সেই শত্রুর কুলে কুটুম্বগণকে শীঘ্র বিনাশ করে। ২

অশ্লেষা নক্ষত্রে একাঙ্গুল-প্রমাণ সর্পাস্থি-নির্মিত কীলক "ওঁ জয় বিজয়তি স্বাহা" মন্ত্রে সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুর গৃহে পুতিয়া রাখিলে তাহার সন্ততিগণকে মারিয়া ফেলে। ৩

কোন সাধক একাগ্র হইয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে একটি বায়সের বাসা আনিবেন। তাহা দগ্ধ করিয়া তাহা হইতে সেই ভস্ম একটি অঙ্গুলী দ্বারা শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে তাহার মৃত্যু ঘটে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ঐ ভস্ম যদি শত্রুর গৃহে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার বংশ নাশ হয়। ৪

উক্ত ভস্ম "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন।

১। ক—অঙ্গুল্যৈকেন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ষড়্‌বিন্দু-বৃশ্চিকৌ গ্রাহ্যৌ বিষং তদ বানরী-ফলম্।
এতচ্চূর্ণং প্রদাতব্যং শত্রু-শয্যাসনাদিষু।
জায়তে স্ফোটকী তীব্রা দশাহান্মারণং ধ্রুবম্ ॥ ৫
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি কীটং ষড়্‌বিন্দু-সংজ্ঞকম্।
কপি-কচ্ছুর-রোমাণি[1] হিঙ্গু বৈভীতকং ফলম্ ॥ ৬
এতানি সম চূর্ণানি তথা মণ্ডল-কারিকা।
পূর্ব্ববৎ প্রক্ষিপেৎ শত্রোর্মারণং ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৭
তিলোৎপলং[2] সকুমুদৈঃ সমাংশং রক্ত-চন্দনম্।
কুষ্ঠ-কুক্কুট-পিত্তঞ্চ লেপনেন সুখাবহম্ ॥ ৮
স্বর্ণকেশঞ্চ সংগ্রাহ্যং তদাস্যে শত্রুজং মলম্।
ক্ষিপ্ত্বা তদ্ রক্ত-সূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ততঃ পুনঃ ॥ ৯
ভল্লাতক-ফলৈঃ সার্দ্ধং রুদ্ধা তন্মারয়েদ্ রিপুম্।
প্রক্ষালয়েচ্ছনৈরম্ভিস্তজ্জীবাত্তস্য জীবনম্ ॥ ১০

ষড়্‌বিন্দু নামক কীট ও বৃশ্চিক গ্রহণ করিবেন। সেই বিষ ও শূকশিম্বীফল—এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে চূর্ণ করিয়া শত্রুর শয্যা ও আসন প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিবেন। তাহা হইলে শত্রুর দেহে এমন তীব্র একটি স্ফোটক জন্মিবে যে, তাহার দ্বারা দশ দিনের মধ্যে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে। ৫

লেবুর বীজ, ষড়্‌বিন্দু নামক কীট, বানর ও চুলকণা রোগীর রোম, হিঙ্, বহেড়া-ফল—এই সমস্ত বস্তুর তুল্যপরিমাণ চূর্ণ মণ্ডল-(গোলাকার কুষ্ঠ) কারক। ঐ চূর্ণ পূর্ববৎ শত্রুর শয্যা ও আসন প্রভৃতির উপর ফেলিয়া দিবেন। তাহা হইলেই শত্রুর সর্ব্বাঙ্গে স্ফোটক উৎপন্ন হইবে ও তাহার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে। ৬-৭

কুমুদ সহিত তিল, পদ্ম, রক্তচন্দন, কুড়, কুক্কুটের পিত্ত—এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকটি সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক একত্র পেষণ করিবেন। পরে উহা সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া দেহে লেপন করিলে সুখাবহ অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত মণ্ডল দূর হইবে। ৮

স্বর্ণকেশ নামক একটি পার্বত্য জন্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার মুখমধ্যে শত্রুর মল নিক্ষেপ করিয়া পরে রক্তসূত্র দ্বারা ঐ মুখ বাঁধিয়া একটি ভল্লাতক ফলের সঙ্গে উহা ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন। উহা শত্রুকে মারিয়া ফেলে। পরে তথায় ধীরে ধীরে জলসেচন করিবেন। যদি সেই ভল্লাতক বীজ হইতে গাছ জন্মে, তবে শত্রুর জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। ৯-১০

১। ক+খ+গ—পুস্তকে কপিকচ্ছুক পাঠ আছে। আমার মনে হয়, কচ্ছুর পাঠ হইবে। কচ্ছুর চুলকনা রোগী। সর্মো পামন-কচ্ছুরৌ—অঃ কোষ। কচ্ছু কচ্ছপের বাচক নহে।

২। খ+গ—তিলোৎপলং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্নানভূ-মূত্রভূ-মৃদ্বা সর্প-বক্ত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
বেষ্টয়েৎ কৃষ্ণ-সূত্রেণ মার্গমধ্যে অধোমুখম্।
নিখনেন্ ম্রিয়তে শত্রুস্তস্যোৎপাটে সুখং ভবেৎ॥ ১১
গর্দ্দভস্যাস্থি আদায় শিরঃ কৃষ্ণাজগরস্য চ।
নিখনেদ্ যস্য তদ্ দ্বারে মারণোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ১২

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায অমুকং মারয় মারয়। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

গ্রাহ্যা কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং শাখা ভূত-তরোঃ স্থিতা।
মৃতকস্য হৃদিস্থস্য ভূত-কাষ্ঠৈশ্চ তাং দহেৎ।
তদঙ্গারৈর্লিখেন্মন্ত্রং তদা শত্রুর্মৃতো ভবেৎ॥ ১৩

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অমুকং, হর হর রক্ষ রক্ষ রক্ষ কালরূপেণ[১] স্বাহা।

বামদন্তং কুলীরস্য অধোভাগস্থমাহরেৎ।
শরাগ্রে তৎ-ফলং কুর্য্যাদ্ ধনুশ্চ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৪

শত্রুর স্নান স্থানের কিংবা মূত্র স্থানের মৃত্তিকা লইয়া একটি সর্পের মুখ-বিবরে রাখিবেন। ঐ মুখ কৃষ্ণসূত্র দ্বারা বন্ধন পূর্বক পথিমধ্যে অধোমুখ করিয়া প্রোথিত করিবেন। এইরূপ করিলেই শত্রুর মৃত্যু ঘটে। আবার উহা উৎপাটন করিলে সুস্থ হয়। ১১

গাধার হাড় ও কৃষ্ণ অজগর সর্পের মাথা একত্র করতঃ যাহার গৃহের দরজায় পুতিয়া রাখা যায়, তাহার মৃত্যু বা উচ্চাটন হয়। ১২

উক্ত চূর্ণ সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন। "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বোক্ত যোগসকল সম্পন্ন করিবেন।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে চালতা গাছের শাখা লইবে এবং কোন (চিতাস্থিত) শবের বক্ষোপরি রাখিয়া তাহা চালতা কাঠের দ্বারা দগ্ধ করিবেন। পরে সেই অঙ্গার দ্বারা "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবেন, ইহাতে তখন শত্রুর মৃত্যু ঘটিবে। ১৩

মন্ত্রমধ্যস্থ 'অমুকং' শব্দ স্থলে মারণীয় ব্যক্তির নাম লিখা কর্ত্তব্য।

বিজিতেন্দ্রিয় সাধক কর্কটের অধোভাগ স্থিত বাম দিকের দন্ত লইয়া তদ্দ্বারা ধনুকের শরের অগ্রদেশে ফলা প্রস্তুত করিবেন। ১৪

১। ক—কলিরূপেণ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গবাং শিরাং গুণং কৃত্বা শত্রুং কুর্য্যাচ্চ মৃণ্ময়ম্ ।
তং হন্যাৎ তেন বাণেন ম্রিয়তে তৎক্ষণাদ্ রিপুঃ ॥ ১৫

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবর্ত্তে সংহারে শত্রুং অমুকং হন হন ধূন ধূন পাচয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ।

গোধা-লাঙ্গুল-মূলঞ্চ কৃকলাস-শিরস্তথা ।
ইন্দ্রগোপং বংশ-শিখামস্থি[১] মূত্রং গজস্য চ ॥ ১৬

হালাহলং নৃ-মূত্রেণ সমভাগং সুপেষিতম্ ।
তেন স্পর্শনমাত্রেণ স্ফোটকৈর্ম্রিয়তে রিপুঃ ॥ ১৭

ঊর্ণনাভঞ্চ ষড়্বিন্দুং সমাংশং কৃষ্ণ-বৃশ্চিকম্ ।
যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেচ্ চূর্ণং সপ্তাহাৎ স্ফোটকৈর্মৃতঃ[২] ।
ময়ূরপিচ্ছ-নীলাব্জং পিষ্ট্বা লেপে সুখাবহঃ ॥ ১৮

গরুর শিরা দ্বারা ঐ ধনুকের গুণরজ্জু প্রস্তুত করিয়া মাটির দ্বারা একটি শত্রুর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিবেন। উক্ত ধনুঃশর দ্বারা ঐ প্রতিকৃতি শত্রুকে বিদ্ধ করিবেন। এইরূপ করিলেই শত্রু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৫

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করা কর্তব্য এবং মন্ত্র মধ্যস্থ 'অমুকং' শব্দ স্থলে শত্রুর নাম উচ্চারণীয়।

গোসাপের লেজের মূল, কৃকলাসের মস্তক, ইন্দ্রগোপ কীট, বাঁশের কোঁড়, হস্তীর অস্থি ও মূত্র, হলাহল বিষ—এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া নরমূত্রের সঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন। (সপ্তধা অভিমন্ত্রিত) ঐ মর্দ্দিত দ্রব্য স্পর্শ মাত্রেই বিস্ফোটকের দ্বারা শত্রু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৬-১৭

(এই প্রক্রিয়া হইতে পর পর পাঁচটি ক্রিয়া একই মন্ত্রে সম্পাদ্য। মন্ত্র পরে লিখিত আছে)।

মাকড়সা, ষড়্বিন্দু কীট, কালো বিছা—এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবেন। পরে ঐ চূর্ণ (মন্ত্রপূত করিয়া) যাহার দেহে নিক্ষেপ করিবেন, সাত দিনের মধ্যে বিস্ফোটকের দ্বারা তাহার মৃত্যু হইবে। আবার ময়ূরের পিচ্ছ ও নীলপদ্ম একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দেহে লেপন করিলে উক্ত দোষের উপশম হয়। ১৮

১। খ+গ—বংশশিখা অস্থি। ২। খ+গ—স্ফোটকৈর্মৃতিঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রিপু-বিষ্ঠাং বৃশ্চিকঞ্চ খনিত্বা ভুবি নিক্ষিপেৎ।
আচ্ছাদ্যাচ্ছাদনেনাথ তৎপৃষ্ঠে মৃত্তিকাং ক্ষিপেৎ।
ম্রিয়তে মল-রোধেন উদ্ধরেৎ স সুখী ভবেৎ॥ ১৯

যো মৃতো ভরণী-ভৌমে তদ্-ভস্মাদায় রক্ষয়েৎ।
রিপু-বিষ্ঠা-সমাযুক্তং শরাব-সংপুটোদরে॥ ২০

মৃত-কেশৈস্তদাবেষ্ট্য শূন্যাগারেষু লম্বয়েৎ।
যাবচ্ছুষ্যতি তদ্-বিষ্ঠা তাবচ্ছত্রুর্মৃতো ভবেৎ॥ ২১

মুণ্ডমাদায় গোশ্চৈব তদ্-বক্ত্রে সর্ষপান্[১] ক্ষিপেৎ।
মৃদালিপ্য পচেদগ্নৌ গৃহীত্বা সর্ষপাংস্ততঃ[২]।
যস্যাঙ্গে প্রক্ষিপেৎ তাংস্ত[৩] স্ফোটকৈর্ম্রিয়তে রিপুঃ॥ ২২

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অমুকং কালরূপেণ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তন্মধ্যে শত্রুর মল ও বৃশ্চিক পুতিয়া দিবেন। আচ্ছাদনের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ঐ পাত্রের উপর মাটি চাপা দিবেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মলরোধ-রোগে শত্রুর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু উক্ত দ্রব্য মৃত্তিকার ভিতর হইতে তুলিয়া ফেলিলে উক্ত দোষের উপশম হয়। ১৯

ভরণীনক্ষত্র যুক্ত মঙ্গল বারে মৃত ব্যক্তির দেহভস্ম আনিয়া যত্নসহকারে রাখিবেন। পরে উহার সহিত শত্রুর মল মিশাইয়া শরাবমধ্যে পুটিত করিয়া রাখিবেন। মৃত ব্যক্তির কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত ঐ উভয় শরাকে বাঁধিবেন। অতঃপর একটি শূন্য গৃহে ঝুলাইয়া রাখিবেন। শরাবের অভ্যন্তর স্থিত শত্রুমল যখন শুকাইয়া যাইবে, তখনই শত্রুর মৃত্যু ঘটিবে। ২০ ২১

একটি গরুর মাথা আনিয়া তাহার মুখ-বিবরে কতকগুলি সর্ষপ নিক্ষেপ করিবেন। তাহার উপর মাটির লেপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে ঐ সর্ষপ পাক করিবেন। যাহার দেহে ঐ সর্ষপগুলি ফেলিয়া দিবেন, স্ফোটক রোগে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। ২২

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত যোগগুলি সম্পাদ্য। মন্ত্রমধ্যস্থ 'অমুকং শব্দ স্থলে শত্রুর নাম উচ্চার্য্য।

১। খ+গ—সর্ষপাঃ। ২। খ+গ—সর্ষপাস্ততঃ। ৩। খ+গ—প্রক্ষিপেৎ তস্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শ্বেতাপরাজিতা-মূলং কুষ্ঠং লবণকং বিষম্ ।
শশ-বারাহ-ময়ুর-গোধানাং পিত্তকং তথা ॥ ২৩
মহানিম্বস্য পত্রাণি সমং সপ্ত দিনং হুনেৎ ।
মারয়েদদ্ভুতং শত্রুং যদি সাক্ষান্মহাসুরঃ ॥ ২৪

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় মম শত্রুং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা ।

স্থানভ্রষ্টস্য লিঙ্গস্য মূর্দ্ধ্নি পত্রং সমালিখেৎ ।
সপুষ্পং ছাগরক্তেন চিতাঙ্গার-বিষেণ[1] চ ॥ ২৫
লিখিত্বা রোষ-চিত্তেন তচ্ছেষং লেপয়েৎ করৌ ।
অশ্ব-চর্ম্মাসনে স্থিত্বা ততো মন্ত্রমিমং জপেৎ ॥ ২৬

ওঁ নমো ভগবতে রক্তবর্ণে চতুর্ভুজে ঊর্দ্ধ্বকেশে বিকৃতাননে কালরাত্রি মানুষাণাং বসারুধিরভোজনে অমুকস্য প্রাপ্তকালস্য মৃত্যুপ্রদে হুঁ ফট্ হন হন দহ দহ মাংসং রুধিরং পিব পিব পচ পচ হুঁ ফট্ ।

অমুং মন্ত্রং জপেদ্ রাত্রৌ রোষচিত্তো রিপোঃ স্মরেৎ ।
অর্দ্ধরাত্রৌ তু হস্তাভ্যাং মার্জ্জয়েল্লিঙ্গমস্তকে ॥ ২৭

শ্বেত অপরাজিতার শিকড়, কুড়, সৈন্ধব লবণ, বিষ, শশকপিত্ত, বরাহপিত্ত, ময়ূরপিত্ত গোসাপের পিত্ত ও কতকগুলি মহানিম্বপত্র—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করতঃ "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে সাত দিন হোম করিবেন। যদি শত্রু সাক্ষাৎ মহাসুরও (মহেন্দ্র) হয়, তবে তাহাকে অদ্ভুতভাবে বিনষ্ট করে। ২৩-২৪

ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রটী উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র।

স্থান চ্যুত প্রতিষ্ঠিত শিব লিঙ্গের মাথায় পুষ্পযুক্ত ছাগরুধিরের সহিত চিতার অঙ্গার ও বিষ দ্বারা বিল্বপত্র অঙ্কিত করিবেন। ২৫

ক্রুদ্ধচিত্তে লিখিয়া অবশিষ্ট কালী দ্বারা নিজ হস্ত লেপন করিবেন। অনন্তর অশ্বচর্ম্মাসনে বসিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। ২৬

ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রটি এই প্রয়োগের মন্ত্র।

নিশাভাগে এই মন্ত্র জপ করিবেন। ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রুকে স্মরণ করিবেন। পরে অর্দ্ধরাত্রি কালে মসীলিপ্ত দুই হস্ত দ্বারা শিবলিঙ্গের মস্তক মার্জ্জনা করিবেন। ২৭

১। খ+গ—চিত্যঙ্গার-বিষেণ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ভ্রষ্টে পত্রে মস্তকস্থে তৎক্ষণাৎ ম্রিয়তে রিপুঃ।
দৃষ্ট-প্রত্যয় এবায়ং সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ॥ ২৮
রক্তাশ্বমারজং বাণং শূনোঽস্থি-নির্ম্মিতং ধনুঃ।
মৃত-কেশৈর্গুণং কুর্য্যাৎ সিন্দুরৈঃ সপ্ত মণ্ডলান্[1] ॥ ২৯
কুক্কুটং শত্রুনাম্না তু সপ্তমে মণ্ডলে স্থিতে।
প্রত্যেক-মণ্ডলে পূজ্যং ধনুর্ব্বাণঞ্চ মন্ত্রতঃ॥ ৩০
ক্রমাৎ ষণ্মণ্ডলে প্রাপ্তে ততো হন্যাচ্চ কুক্কুটম্।
মন্ত্রেণ ম্রিয়তে সোঽপি দূরস্থোঽপি রিপুঃ ক্ষণাৎ॥ ৩১

ওঁ হস্ত্যখ পণ্ডম কুকুণ্ডম[2] কুখুকমলুণ্ডরুমমালুল গনাং অবিতানি[3] মারমারুহীনা তু সিন্ধু বীরুচা নারসিংহ বীর প্রচণ্ডকাণ্ড কাণ্ডকী শক্তি লে লে লে জিসিলাবো তিমুজগুজি মুচ্ছু প্রয়াতি মুচ্ছাই[4]।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে মারণং নাম দ্বাদশঃ পটলঃ।

এই প্রকার করিলে যদি শিবলিঙ্গের মস্তক হইতে পত্র মুছিয়া যায়, তবে শত্রুর আশু মৃত্যু ঘটে। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এই সিদ্ধযোগ কথিত হইল। ২৮

মন্ত্রমধ্যস্থ "অমুকস্য" স্থলে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শত্রুর নাম উচ্চার্য্য।

রক্ত করবীরের কাষ্ঠ দ্বারা বাণ এবং কুক্কুরের অস্থি দ্বারা ধনু, মৃত ব্যক্তির কেশ দ্বারা ধনুকের রজ্জু নির্ম্মাণ করিবেন। অনন্তর সিন্দুর দ্বারা সাতটি মণ্ডল অঙ্কন করিবেন। ২৯

ঐ সপ্তম মণ্ডলে শত্রুর নামে একটি কুক্কুট স্থাপিত হইলে তৎপরে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক মণ্ডলে মন্ত্রের দ্বারা ধনুর্বাণকে অর্চ্চনা করিবেন।

ষষ্ঠ মণ্ডলের পূজা শেষ হইলে সপ্তম মণ্ডলে উক্ত কুক্কুটকে "ওঁ হস্ত্যখ" প্রভৃতি মন্ত্রে উপরি উক্ত ধনুর্ব্বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা শত্রু দূর প্রদেশে থাকিলেও আশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৩০-৩১

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের মারণ নামক দ্বাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—গুণং কুর্য্যাৎ উত্তরা-দক্ষিণা-মুখঃ। বকারসদৃশান্ কুর্য্যাৎ সিন্দুরৈঃ সপ্ত মণ্ডলান্।
২। খ—পণ্ডম কুমুণ্ডম। ৩। খ—গগাং অরিতানি। ৪। গ—অয়ং মন্ত্রো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

অথ বিদ্বেষণম্

বিদ্বেষণ

কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু যয়োর্নাম্না তু হোময়েৎ।
উভয়োর্নশ্যতি প্রীতিঃ কুরু-পাণ্ডবয়োরিব ॥ ১
কাকোলূক-খরাশ্বানাং চতুর্ণাং গ্রাহয়েচ্ছিরঃ।
নিখনেদ্ দ্বারদেশে তু তদ্গৃহে কলহঃ সদা ॥ ২
ব্রহ্মদণ্ড্যাস্তু মূলানি কাক-মস্তকমেব চ।
জাতীপুষ্প-রসৈর্ভাব্যং সপ্তরাত্রং ততঃ পুনঃ।
বিদ্বেষ-কারকো ধূপঃ শিখি-পিচ্ছাহি-কঞ্চুকম্ ॥ ৩
মূষ-মার্জ্জার-রোমাণি বিপ্রস্য ক্ষপণস্য চ।
এষ বিদ্বেষকো ধূপঃ পত্যুঃ পিত্রা সুতস্য চ ॥ ৪
উলুক-জিহ্বামাদায় বিদারীর-রস-ভাবিতা।
সোদরাণাময়ং ধূপো ভবেদ্ বিদ্বেষ-কারকঃ ॥ ৫

অনন্তর বিদ্বেষ কথিত হইতেছে। বায়স ও পেচকের পাখাগুলি দ্বারা যে দুই জনের নামে হোম করিবেন। কুরু ও পাণ্ডবের স্থায় তাহাদের উভয়ের প্রীতিভঞ্জন অর্থাৎ বিদ্বেষণ হইবে। ১

বায়স, পেচক, রাসভ ও অশ্ব—এই চারিটি প্রাণীর মস্তক সংগ্রহ করিবেন। যাহার গৃহের দ্বারদেশে মস্তকগুলি প্রোথিত করিবেন, তাহার গৃহে নিয়ত কলহ বিদ্যমান থাকে। ২

ব্রহ্মদণ্ডীর শিকড় ও বায়সের মস্তক সাত দিন যাবৎ জাতি ফুলের রসে ভাবনা দিয়া তৎসহ ময়ূরের পুচ্ছ ও সাপের খোলস মিশাইয়া যে দুই জনের গৃহে ধূপ প্রদান করা যায়, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। ৩

ইঁদুর, মার্জ্জার, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী—ইহাদের রোম একত্র করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলে পতির সহিত পত্নীর এবং পিতার সহিত পুত্রের বিদ্বেষ জন্মে। ৪

প্রথমতঃ পেচকের জিহ্বা সংগ্রহ করিয়া ভূমি কুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিবেন। অনন্তর উহা দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে তাহার ধূমে সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মিবে। ৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অধঃপুষ্পী সোমবারে সূত্রেণাবেষ্ট্য মন্ত্রয়েৎ।
ভৌমবারে সমুদ্ধৃত্য পাটয়েৎ তাং দ্বিধা সমম্।
যস্যা নাম্না[১] ক্ষিপেন্ নদ্যাং সা স্ত্রী সত্যং পতিং ত্যজেৎ ॥ ৬

কাকোলুকয়োঃ পক্ষাংস্তু মার্জ্জারস্য নখানি চ।
পাদপাংশু তয়োর্গ্রাহ্যং কটুতৈলেন হোময়েৎ।
একবিংশদ্-দিনে তেষাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৭

আর্দ্রায়াং বিপ্র-মার্জ্জার-মূষক-ক্ষপণস্য চ।
কেশ-রোমাণি সংগৃহ্য সম্যক্ চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
তল্লিপ্ত-দর্পণং দৃষ্ট্বা বিদ্বিষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮

মহিষী-চ্ছাগয়োর্মেদো ঘৃতদীপস্য কজ্জলৈঃ।
অঞ্জিতাক্ষো নরঃ পশ্যেদ্ বিদ্বিষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৯

সোমবারে অধঃপুষ্পী নামক গাছকে সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক মন্ত্রিত করিবেন। পরদিন মঙ্গলবারে ঐ গাছ তুলিয়া সমান অংশে দুই ভাগ করিবেন। পরে যে নারীর নাম উচ্চারণ করিয়া ঐ গাছ নদীতে ফেলিয়া দিবেন, সেই স্ত্রী তাহার স্বামীকে সত্যই পরিত্যাগ করিবে। ৬

বায়স ও পেচকের পাখাগুলি, মার্জ্জারের নখ এবং যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশাইয়া কটুতৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা তিন সপ্তাহ যাবৎ হোম করিবেন। একবিংশ দিনে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চিত বিদ্বেষ জন্মিবে। ৭

আর্দ্রা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণ, বিড়াল, মুষিক ও সন্ন্যাসী—ইহাদের কেশ ও রোম সংগ্রহ করিয়া এক সঙ্গে সম্যক্‌রূপে চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ-লিপ্ত দর্পণ দেখিয়া পরস্পর বিদ্বেষ করে। ৮

মহিষীর চর্ব্বি, ছাগলের চর্ব্বি ও ঘৃত—এই সমস্ত মিশাইয়া প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবেন। ঐ দীপের শিখায় কজ্জল পাত করিয়া উহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন দিয়া যাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ করে। ৯

১। খ+গ—যস্য নাম্না।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ব্রহ্মবৃক্ষস্য শুষ্কস্য কাষ্ঠমেকং সমাহরেৎ।
তং ছিন্দ্যাৎ ক্রকচেনৈব তচ্চূর্ণং চান্তরীক্ষতঃ।
গৃহীত্বা তদ্দ্বয়োর্ম্মধ্যে নিক্ষিপেদ্-দ্বেষকৃৎ ততঃ॥ ১০
চিহ্ল-মার্জ্জার-বারাহ-রোমাণি মুষকস্য চ।
অনেন ধূপমাত্রেণ বিদ্বিষন্তি পরস্পরম্॥ ১১

ওঁ নমো মহাকপালিনি বৃশ্চিকোদরে দণ্ডপাশধরে অমুকস্যামুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।

ধুস্তূরক-রসৈর্লিপ্ত্বা চিতাঙ্গারং[1] ততো লিখেৎ।
নাম-মন্ত্র-যুতৌ যন্ত্রৌ স্থাপয়েৎ তৌ পৃথক্ পৃথক্॥ ১২
নদ্যামুভয়তীরস্থে নিখনেদ বৃক্ষমূলকে।
যন্নাম্না লিখিতৌ যন্ত্রৌ তয়োর্দ্বেষঃ প্রজায়তে॥ ১৩

চতুরস্র-দ্বয়ং মধ্যে মন্ত্র-গর্ভিতং নাম লিখেৎ। সিদ্ধং ভবতি।

শুষ্ক পলাশ গাছের একটি কাঠ আনয়ন করিবেন। তাহাকে করাত দ্বারা ছেদন করিবেন। ছেদনকালে অন্তঃরীক্ষ হইতে তাহার চূর্ণ লইয়া দুই বিদ্বেষণীয় ব্যক্তির মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। উহা তাহাদের পরস্পরের বিদ্বেষ-কারক হয়। ১০

চিল পাখী, মার্জ্জার, বরাহ ও মূষিক—ইহাদিগের রোম দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিবেন। এই ধূপমাত্রের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ করে। ১১

পূর্ব্বোক্ত বিদ্বেষ প্রক্রিয়া সকল "ওঁ নমো মহাকপালিনি" ইত্যাদি মন্ত্রে সম্পাদ্য।

চিতার অঙ্গারে ধুতূরার রস লেপন করিয়া তাহা দ্বারা শত্রু দুই জনের নাম ও মন্ত্রের সহিত যুক্ত দুইটি বিদ্বেষকর যন্ত্র অঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিবেন। ১২

তদনন্তর নদীর দুই তটদেশে তরুমূলে ঐ যন্ত্র দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রোথিত করিবেন। যন্ত্রের মধ্যে যে দুই জনের নাম লিখিত আছে, তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। ১৩

যন্ত্রলিখনের প্রণালী এই যে, দুইটি চতুরস্র অঙ্কন করিয়া মধ্যস্থানে মন্ত্র গর্ভিত বিদ্বেষণীয় ব্যক্তির নাম লিখিবেন, তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

যে মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন, পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শ্লোকের শেষে তাহা লিখিত হইল।

১। গ—চিত্যঙ্গারং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

এক-হস্তে কাক-পক্ষমুলুকস্যাপরে করে।
দর্ভবদ্ ধারয়েদ্ যত্নাৎ ত্রিসপ্তাহং জলাঞ্জলিম্ ॥ ১৪
নিত্যং নদ্যাং প্রদাতব্যমষ্টোত্তর-সহস্রকম্।
পরস্পরং ভবেদ্দ্বেষঃ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ ॥ ১৫

ওঁ আমোদকি প্রমোদকি গৌরি মে গৌরি অমুকস্য অমুকেন সহ কাকোলুকাদিবৎ কুরু কুরু স্ফ্রাং স্ফ্রাং স্বাহা।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে বিদ্বেষণং নাম ত্রয়োদশঃ পটলঃ[১]।

যে ভাবে হাতে কুশমুষ্টি ও কুশাঙ্গুরী ধারণ করেন, সেই ভাবে যত্নের সহিত এক হাতে বায়সের পক্ষ ও অপর হাতে পেচকের পক্ষ লইয়া একবিংশতি দিন যাবৎ প্রত্যহ নদীতে এক হাজার আটবার জলাঞ্জলি দিবেন। ১৪

যে দুই জনের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক জলাঞ্জলি দিবেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মিবে। উহা সিদ্ধযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৫

"ওঁ আমোদকি" ইত্যাদি মন্ত্রটি উক্ত প্রয়োগ সকলের মন্ত্র।

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিত কক্ষপুটের বিদ্বেষণ নামক ত্রয়োদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—অয়ং পটলোপসংহারো নাস্তি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

অথ ব্যাধি-জননম্

ব্যাধি জনন

বিল্ব-বৃক্ষোদ্ভবৈঃ কাষ্ঠৈঃ করণ্ডং কারয়েদ্ বুধঃ।
পিচুমর্দ্দোদ্ভবৈঃ কাষ্ঠৈঃ পিধানং কারয়েদ্ বুধঃ॥ ১
তত্র মধ্যে ক্ষিপেন্মূর্ত্তিমুত্তানং জীবিতান্বিতম্।
বর্ত্তিমুচ্ছিষ্ট-সিক্তাং[1] বা শত্রোস্তস্যোদরে ক্ষিপেৎ॥ ২
কীলয়েৎ কণ্টকেনৈব নিখনেৎ সংপুটে ক্ষিপেৎ।
ব্যাধিস্তস্য ভবেচ্ছত্রোঃ পুনস্তৎক্ষালনাৎ সুখী॥ ৩
ভল্লাতক-রসো গুঞ্জা উর্ণনাভি সুচূর্ণিতম্।
ক্ষিপেদ্ রাত্রৌ ভবেৎ কুষ্ঠং সিতাক্ষীরং পিবেৎ সুখী॥ ৪
বানরী-ফল-রোমাণি বিষ-ভল্লাত-চিত্রকম্।
গুঞ্জাযুতং ক্ষিপেদ্ রাত্রৌ স্যাল্ লূতা বেদনান্বিতা॥ ৫

অনন্তর ব্যাধিজনন কথিত হইতেছে। সাধক বিল্ব কাষ্ঠ দ্বারা একটি করণ্ড (পেঁটরা) ও নিম কাঠ দ্বারা তাহার আচ্ছাদন (ঢাকুনি) নির্মাণ করাইবেন। ১

শত্রুর প্রতিকৃতি আঁকিয়া উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ঐ করণ্ড মধ্যে উত্তানভাবে স্থাপন করিবেন। অনন্তর সেই শত্রুর উদরে একটি প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালিয়া রাখিবেন। ২

পরে ঐ শত্রুর প্রতিকৃতিকে কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিবেন। তাহাকে ঝাঁপির মধ্যে রাখিয়া মাটিতে পুতিবেন। এইরূপ করিলে আশু সেই শত্রু পীড়ায় আক্রান্ত হইবে। পরন্তু উহা ধৌত করিলেই সুখী হয় অর্থাৎ রোগ দূর হয়। ৩

ভেলার রস, শ্বেত কুঁচ, মাকড়সা—এই কয় বস্তু একত্র চূর্ণ করিয়া রাত্রিকালে যে ব্যক্তির অঙ্গে নিক্ষেপ করিবেন, সেই ব্যক্তির কুষ্ঠ হইবে। চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিবেন। তাহাতে সে সুখী হইবে অর্থাৎ পুনরায় সে সুস্থ হয়। ৪

বানরী ফলের (আলকুশী ফলের) রোম (শুঁয়ো), বিষ, ভল্লাতক, চিতার শিকড় ও গুঞ্জা—এই সমস্ত বস্তু একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তির শরীরে নিক্ষেপ করিবেন, তাহার দেহে বেদনাযুক্ত বিস্ফোটক রোগ জন্মে। ৫

১। খ+গ—বর্ত্তিমুচ্ছিষ্টসিক্তা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উশীরং চন্দনঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুং রক্ত-চন্দনম্ ।
তগরং পেষয়েৎ তোয়ৈর্লেপাল্ লূতাং বিনাশয়েৎ ॥ ৬
কৃষ্ণসর্প-শিরো গ্রাহ্যং তদ্‌বক্ত্রে সর্ষপান্ ক্ষিপেৎ ।
কৃষ্ণ-ভল্লাত-তৈলেন[১] কৃষ্ণ-সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ৭
বল্মীক-মৃত্তিকা-লিপ্তং[২] শ্মশানে তু বিপাচয়েৎ ।
সুপক্ব-সর্ষপং গ্রাহ্যং বানরী-রোম-সংযুতম্ ॥ ৮
শরদ্-গ্রীষ্ম-বসন্তেষু গাত্রে বা মূর্ধ্নি নিক্ষিপেৎ ।
প্রক্ষেপাজ্জায়তে লূতা শত্রূণাং বেদনান্বিতা ॥ ৯
প্রিয়ঙ্গু-শর্করা-কুষ্ঠ-রক্ত-পঙ্কজ-কেশরৈঃ ।
গিরিকর্ণী নিশা নিম্বস্ত্বজা-ক্ষীরেণ লেপয়েৎ ।
সপ্তাহাজ্জায়তে স্বস্থঃ কৃপা চেদ্ রক্ষয়েদ্ রিপুম্ ॥ ১০

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ভূবাহনে উন্মনে স্বাহা । উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ।

বেণার শিকড়, শ্বেত চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, রক্ত চন্দন ও তগর কাষ্ঠ—এই সকল বস্তু একত্র জলে মর্দ্দন করিবেন । তাহা শরীরে মাখিলে উহা লূতা রোগের বিনাশ করে । ৬

তাহার পর একটি কেউটে সাপের মাথা আনিবেন । তাহার মুখের মধ্যে কৃষ্ণভল্লাতকের তৈল সহ সর্ষপ নিক্ষেপ করিবেন । অনন্তর কৃষ্ণসূত্র দ্বারা ঐ মুখ বেষ্টিত করিবেন । ৭

তাহার বহির্ভাগে উই মাটীর লেপ প্রদান করিবেন । পরে শ্মশানাগ্নিতে উহা পাক করিবেন । ক্রমে সর্ষপ সুপক্ক হইলে তাহা আলকুশীফলের শুঁয়োর সঙ্গে গ্রহণ করিবেন এবং তাহা শরৎ ঋতুতে, বসন্ত ঋতুতে অথবা গ্রীষ্ম ঋতুতে শত্রুর মস্তকে বা অঙ্গে নিক্ষেপ করিবেন । এই প্রক্ষেপ হইতে শত্রুর দেহে বেদনাযুক্ত লূতা (মর্ম্ম ব্রণ) জন্মে । ৮-৯

প্রিয়ঙ্গু, শর্করা, কুড়, রক্ত পদ্মের কেশর, অপরাজিতার শিকড়, হরিদ্রা ও নিমপাতা—এই সমস্ত বস্তু একত্র অজাদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক সাত দিন অঙ্গে লেপন করিবেন । রোগীর সাত দিনের মধ্যে রোগের উপশম হয় । শত্রুর প্রতি দয়া যদি হয়, তবে তাহাকে রক্ষা করিবেন । ১০

ইতঃপূর্বে যে চারিটি যোগ বলা হইল, "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ কয়টি প্রক্রিয়া করিবেন ।

---

১ । খ+গ—কৃষ্ণভল্লাত-তৈলাভ্যাং । ২ । খ+গ—মৃত্তিকালিপ্তাং ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বহুরূপধরং[1] যস্তু সংচূর্ণ্য কৃকলাসকম্ ।
রক্ত-সর্ষপ-মূলঞ্চ নিকৈকং ভোজয়েৎ ক্ষিপেৎ ।
গলৎকুষ্ঠী ভবেচ্ছত্রুঃ স্বস্থো বা জায়তে ক্বচিৎ ॥ ১১

কৃকলাসং গ্রাম-চিল্লীং শাকং[2] রক্তঞ্চ সর্ষপম্[3] ।
পিষ্ট্বা তদ্ভক্ষণাদেবমঙ্গ-স্ফোটকরং রিপোঃ ॥ ১২

শ্বেতাপরাজিতা গুঞ্জা সুশ্বেতা চ জয়ন্তিকা ।
পিষ্ট্বা তদ্-ভক্ষণাদেব সমন্ত্রেণ নিবর্ত্ততে ।
বালকং চন্দনে দ্বে চ লেপোঽপ্যত্র সুখাবহঃ ॥ ১৩

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় কম্পনে ধূননে মুঞ্চ মুঞ্চ দুর্গো সঃ ।

কৃকলাসোদভবং চর্ম্ম রিপু-মূত্রেণ পূরয়েৎ ।
মুখং বদ্ধাশ্ব-বালেন ভূমৌ খন্যাদধোমুখম্ ।
মূত্ররোধো ভবেৎ তস্য উদ্ধৃত্য ক্ষালনাৎ সুখম্ ॥ ১৪

যে ব্যক্তি বহুরূপ-ধর কৃকলাস ও রক্ত সর্ষপের শিকড় একত্র চূর্ণ করিয়া উহার এক নিষ্ক শত্রুকে খাওয়াইবেন ও তাহার দেহে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাতে শত্রু গলৎ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে কদাচিৎ আরোগ্য লাভ হয়। ১১

কৃকলাস, গ্রাম্য চিল-পক্ষী, রক্ত শাক ও সর্ষপ—এই কয় বস্তু একত্র পেষণ পূর্ব্বক শত্রুকে খাওয়াইবার মাত্র উহা তাহার দেহে বিস্ফোটক-কর হয়। ১২

পরন্তু শ্বেত অপরাজিতা, শ্বেত গুঞ্জা ও শ্বেত জয়ন্তী—এই সমস্ত বস্তু মর্দ্দন পূর্ব্বক "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে ভক্ষণ করিলে কিংবা বালা, শ্বেত চন্দন ও রক্ত চন্দন একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক উহার লেপও সুখাবহ হয় অর্থাৎ রোগের উপশম-কর হয়। ১৩

কৃকলাসের দেহের চর্ম খুলিয়া ইহার দ্বারা একটি খোল প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে শত্রুর মূত্র পূর্ণ করিবেন। পরে অশ্বপুচ্ছের রোম দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করতঃ অধোমুখে মাটীতে পুঁতিয়া রাখিবেন। এইরূপ করিলে সেই শত্রুর মূত্ররোধ হইয়া থাকে। যদি ঐ কৃকলাসচর্ম্ম তুলিয়া ধৌত করা যায়, তবে রোগের শান্তি হয়। ১৪

১। খ+গ—বহুরূপো। ২। খ+গ—গ্রামচিল্লী শাকং। ৩। খ+গ—রক্তঞ্চ সার্ষপম্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উলূক-মস্তকং গ্রাহ্যং লবণেন প্রপূরয়েৎ।
সপ্তাহং তাম্রপাত্রস্থমক্ষকাষ্ঠেন চাঞ্জয়েৎ।
দৃষ্টি-স্তম্ভকরং তৎ স্যান্ মরিচাক্ষফলং তথা॥ ১৫

ত্র্যঙ্গুলং ত্বনুরাধায়ামঙ্কুলী-মূলমাহরেৎ[১]।
চক্ষুরোগ-করং গেহে নিখনেদ্ বৈরিণাং ধ্রুবম্॥ ১৬.

ওঁ অন্ধেরহঃ অন্ধেরহঃ স্বাহা।

ধুস্তূর-কাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বাদৌ ভ্রমরং মধু-পূরিতম্।
জলকুম্ভে ক্ষিপেৎ তত্তু তৎপানাদ্ বধিরো রিপুঃ।
জাতীপুষ্প-রসং পীত্বা স্বস্থো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ১৭

স্নুহী-ক্ষীরং যবক্ষারং মৃদ্‌ঘনং পাদ-পাংশুকম্।
সমমেতৎপ্রলেপেন শত্রুঃ খঞ্জো ভবত্যলম্॥ ১৮

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় রুদ্রশেখরায় খঞ্জনে সঙ্কোচনে ঠঃ ঠঃ।

পেচকের মস্তক আনয়নপূর্ব্বক তন্মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূর্ণ করিবেন। অনন্তর উহা একটি তাম্রপাত্রে রাখিয়া সপ্তাহ কাল বহেড়া কাঠের বহ্নির শিখায় কজ্জল পাত করিবেন। উহা দৃষ্টিস্তম্ভন-কর। (ঐ কজ্জলের) সঙ্গে মরিচ এবং বহেড়াফলও এইরূপভাবে দৃষ্টিস্তম্ভন-কর হইয়া থাকে। ১৫

অনুরাধানক্ষত্রে তিন অঙ্গুলীপ্রমাণ আঁকোড় গাছের শিকড় আনিয়া শত্রুগণের গৃহে পুতিয়া রাখিলে তাহা নিশ্চয়ই শত্রুর চক্ষুরোগ-কর হয়। ১৬

"ওঁ অন্ধেরহঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া করিবেন।

প্রথমে একটি মধু-লিপ্ত ভ্রমর ধুতুরা কাঠের আগুনে পুড়াইয়া পরে তাহাকে জলপূর্ণ কলসে নিক্ষিপ্ত করিবেন। ঐ জল পানের দ্বারা শত্রু বধির হয়। কিন্তু জাতী ফুলের রস পান করাইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭

মনসার আঠা, যবক্ষার, এঁটুলে মাটী ও শত্রুর চরণ ধূলি—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া যে শত্রুর চরণে লেপন করা যায়, সে নিশ্চয়ই খঞ্জ হইয়া থাকে। ১৮

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন।

১। খ+গ—মঙ্কুলীমূলমাহরেৎ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তণ্ডুলী-পিপ্পলী-শিগ্রুমারনালেন পেষয়েৎ।
লেপে পানে খঞ্জনাশঃ শত্রূণাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৯

কৃষ্ণসর্পস্য রক্তেন নীলমক্ষি-কপোত-বিট্।
বিষ্ঠা বিলেপয়েদ্ যস্ত খঞ্জো ভবতি তৎক্ষণাৎ।
তিল-তৈলৈর্বলা-যুগ্মং পিষ্ট্বা লিপ্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ ২০

সর্ষপঞ্চ[1] শিলা-তালং রৌদ্র-তৈলেন পাচয়েৎ।
অভ্যঙ্গে পাদ-সঙ্কোচং স্বস্থস্তৈলাক্ত-রঞ্জনাৎ॥ ২১

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রশেখরায় উড্ডামরেশ্বরায় চলমালিনে স্বাহা।

রক্তেন কৃকলাসস্য সর্পস্য হরিতস্য বা।
রঞ্জিতে লম্বিতে সূত্রে যোষিদ্ রক্তং স্রবত্যলম্।
উল্লঙ্ঘনে পুনঃ স্বস্থা[2] জায়ন্তে বর-যোষিতঃ॥ ২২

তণ্ডুলী (নটিয়াশাক), পিপুল ও সজিনা—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র কাঁজির সঙ্গে মর্দ্দন করিবেন। চরণে লেপন করিলে ও পান করিলে শত্রুগণের ঐ খঞ্জদোষ প্রশমিত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ১৯

কৃষ্ণসর্পের রক্ত, নীলমক্ষিকা, কপোত মল ও শত্রুর বিষ্ঠা—এই সকল পেষণ করিয়া যিনি শত্রুর পায়ে লেপন করিবেন, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ খঞ্জ হয়। তিল তৈল দ্বারা দুই প্রকার বেড়েলা পিষিয়া পায়ে লেপন করিয়া সুখী হয়। ২০

শ্বেত সরিষা, মনঃশিলা ও হরিতাল—এই কয় বস্তু এক সঙ্গে কটুতৈলে পাক করিবেন। ঐ তৈল অঙ্গে মাখিলে পাদ-সঙ্কোচ (খঞ্জতা দোষ) জন্মে। পরে কেবলমাত্র তৈলাক্ত পাদ মর্দ্দনে উক্ত দোষের শান্তি হইয়া থাকে। ২১

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন।

কৃকলাসের রক্ত ও হরিতবর্ণ সর্পের রক্ত—এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা সূত্র রঞ্জিত করিয়া রাখিবেন। রমণী ঐ সূত্র উল্লঙ্ঘন করিলে তাহার অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়। আবার শ্রেষ্ঠ নারীগণ ঐ সূত্র পুনরায় উল্লঙ্ঘন করিলে সুস্থ থাকেন। ২২

১। ক—সর্ষপস্য। ২। খ—স্বস্থো জায়তে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্ত্রীমূত্র-ভূমৌ সার্দ্রায়াং নিখনেৎ কৃষ্ণ-বৃশ্চিকম্ ।
বরাঙ্গে জায়তে দুঃখমুদ্ধৃতে তু পুনঃ সুখম্ ।
জম্বীর-ব্রধ্নং হস্তর্ক্ষে দত্তে স্ত্রী দুর্ভগা ভবেৎ ॥ ২৩

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

ভৃঙ্গীমূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
ভক্ষ্যে পানে ক্ষিপেন্মূর্ধ্নি জ্বরাতিসার-কৃদ্ ভবেৎ।
রাজিকর্ণীয়-মূলেন স্বাস্থ্যমুৎপদ্যতে পুনঃ ॥ ২৪
মুণ্ড-মাংসমুলূকস্য সমঞ্চ খর-কাকয়োঃ।
সংগৃহ্য দাসমুচ্চার্য্য সোপবাসো জপেদমুম্।
জ্বরেণ দহ্যতে শত্রুরহোরাত্রে কৃতে জপে ॥ ২৫
শুচির্ভূত্বা সমাবিষ্টঃ সম্মুখং স্নানমাচরেৎ।
আতুরস্য স্বয়ঞ্চৈব দেবাগ্রে জায়তে সুখী ॥ ২৬

যে স্থলে নারীগণ মূত্র ত্যাগ করে, সেই স্থান আর্দ্র থাকিতে থাকিতে তথায় একটি বৃশ্চিক পুতিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে সেই রমণীর মূত্রদ্বারে অত্যন্ত যাতনা হয়। বৃশ্চিক তুলিয়া ফেলিলে আবার সুস্থ হইয়া থাকে।

হস্তানক্ষত্রে জম্বীর (টাবালেবু) গাছের শিকড় তুলিয়া যে রমণীর হাতে দিবেন, সে দুর্ভগা হয়। ২৩

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা প্রয়োগ করিবেন। মন্ত্রের মধ্যে যে স্থলে 'অমুকং' শব্দ আছে, তথায় সাধ্যের নাম উচ্চার্য্য।

কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভৃঙ্গরাজের শিকড় তুলিয়া চূর্ণ করিবেন। উহা খাদ্যের সহিত যাহাকে দেওয়া যায়, অথবা পানীয়ের সহিত যাহাকে পান করিতে দেওয়া যায় কিম্বা যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা তাহার জ্বরাতিসার-কারক হইবে। অশ্বগন্ধার শিকড় খাওয়াইলে পুনরায় পূর্ব স্বাস্থ্য জন্মে। ২৪

পেচক, রাসভ ও বায়সের মুণ্ড মাংস সমপরিমাণ সংগ্রহ করিয়া উপবাসী থাকিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রমধ্যে দাস শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বক জপ করিবেন। এক অহোরাত্র জপ করিলে শত্রু জ্বররোগে দাহ-গ্রস্ত হয়। ২৫

পরে রোগী ও অভিচারকারী উভয়ে শুচি হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক দেবতার অগ্রে স্নান করিবেন। তাহাতে সুখী হয় অর্থাৎ ঐ দোষের উপশম হয়। ২৬

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়োড্ডামরেশ্বরায় অমুকং রোগেণ গৃহ্ণ গৃহ্ণ পচ পচ তাড়য় ক্লেদয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ[১]।

ভুজগী-বদনে[২] ক্ষিপ্তং তাম্বুলং বৈরিণাং মুখাৎ।
দন্তকাষ্ঠং চ বা তেষাং গোনসাং বদনে ক্ষিপেৎ।
আস্য-রোধো ভবেৎ তেষাং[৩] দুষ্টানাং দণ্ড ঈদৃশঃ॥ ২৭

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[৪]।

কৃষ্ণসর্পমুখে ন্যস্তা শত্রূণাং মুত্র-মৃত্তিকা।
বেষ্টয়েদ্ কৃষ্ণ-সূত্রেণ মূত্ররোগেণ বাধ্যতে॥ ২৮

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[৫]।

শ্বেতস্য করবীরস্য মূলং পুষ্পঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
বিল্বমজ্জা তু তদ্ ভক্ষ্যে দত্তং স্যাচ্ছর্দ্দিকৃৎ রিপোঃ॥ ২৯

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[৬]।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়োড্ডামরেশ্বরায় ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

শত্রুগণের মুখ হইতে তাম্বুল লইয়া স্ত্রীজাতীয় সর্পের মুখ-বিবরে ফেলিবেন অথবা শত্রুগণের মুখ হইতে দন্তকাষ্ঠ লইয়া গোসাপের মুখে ফেলিবেন। এইরূপ করিলেই শত্রুগণের মুখরোধ হইবে। সেই দুষ্ট ব্যক্তিগণের দণ্ড এইরূপ হয়। ২৭

মন্ত্র পূর্ববৎ।

শত্রুর মূত্রস্থানের মাটী কেউটে সাপের মুখে নিক্ষেপ করতঃ কৃষ্ণসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। এইরূপ করিলে শত্রু মূত্র রোগে পীড়িত হইবে। ২৮

মন্ত্র পূর্ব্ববৎ।

শ্বেত করবীর শিকড় ও পুষ্প এবং বেলের সার একত্র চুর্ণ করতঃ যে শত্রুকে ভক্ষণ করাইবেন, সে বমন রোগে আক্রান্ত হয়। ২৯

মন্ত্র পূর্ব্ববৎ।

১। খ—অয়ং মন্ত্রো নাস্তি। ২। খ+গ—কলুলী। ৩। খ+গ—ভবেৎ তস্য।
৪। খ+গ—অয়ং পাঠো নাস্তি। ৫। খ+গ—অয়ং পাঠো নাস্তি।
৬। খ+গ—অয়ং পাঠো নাস্তি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ভাবয়েৎ পুগ-খণ্ডানি বজ্রী-ক্ষীরেণ সপ্তধা।
তাম্বূলে তস্য তদ্ দত্তং তস্যৌষ্ঠে[1] শ্বেতকুষ্ঠকৃৎ ॥ ৩০

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[2]।

তাম্বূলে ইন্দ্রগোপঞ্চ দত্ত্বাস্যে শ্বেত-কুষ্ঠকৃৎ।
প্রত্যায়নং যথাপূর্ব্বং ভক্ষ্যা বা সোমরাজিকা।
অজা-গো-ঘৃত-ধূপেন সুখং সংজায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩১

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[3]।

ধুস্তূর-বীজেন্দ্রযবং পারাবত-মলং সমম্।
গ্রহাবেশ-করো ধূপো বামানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২

ওঁ গৃহ্ণ গৃহ্ণ সুভগে ঠঃ ঠঃ[4]।

লিখেন্ নামাঙ্কিতং যন্ত্রং[1] শ্মশানোদ্ধৃত-ভস্মনা।

কতকগুলি সুপারিখণ্ড লইয়া তাহা মনসার আঠায় সাত বার ভাবনা দিবেন। ঐ গুবাকখণ্ড শত্রুর তাম্বুলে প্রদত্ত হইলে তাহা তাহার ওষ্ঠে শ্বেতকুষ্ঠ-কারক হয়। ৩০

মন্ত্র পূর্ব্ববৎ।

তাম্বুলে ইন্দ্রগোপ কীট দিয়া অর্থাৎ পানের সহিত যাহাকে ইন্দ্রগোপ কীট ভক্ষণ করাইবেন, তাহার মুখে শ্বিত্র রোগ জন্মিবে। পরে সোমরাজীর বীজ ভক্ষণ করিলে পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্য প্রত্যাবর্ত্তন করে। অথবা ছাগঘৃত ও গব্যঘৃত দ্বারা ধূপ দিলে নিশ্চয়ই সুখ লাভ অর্থাৎ দোষের শান্তি হয়। ৩১

ইহাতেও মন্ত্র পূর্ববৎ।

ধুতুরার বীজ, ইন্দ্রযব ও কপোতের মল এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া "ওঁ গৃহ্ণ গৃহ্ণ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ প্রদান করিলে এই ধূপ নারীর গ্রহাবেশ-কর হয় অর্থাৎ নারী গ্রহাবিষ্টার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩২

হস্তা নক্ষত্রে তিন অঙ্গুলী প্রমাণ করবী-কাষ্ঠের কীলক করিবেন। শ্মশান হইতে

১। ক+খ+গ—তস্যোষ্ঠে। ২। খ+গ—অয়ং পাঠো নাস্তি।
৩। খ+গ—অয়মপি নাস্তি। পরন্তু ষোড়শ সংখ্যক শ্লোকস্যান্তে লিখিতমন্ত্রোঽত্র দৃশ্যতে।
৪। খ+গ—ঠঃ ঠঃ। ইত্যন্তরং উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ইত্যধিকঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

হস্তক্ষে[১] ত্র্যঙ্গুলং[২] কীলং করবীরক-কাষ্ঠজম্ ।
নিখনেৎ কুম্ভকারস্য শালায়াং ভাণ্ড-নাশকৃৎ ॥ ৩৩
গোক্ষুরং শৃঙ্গবেরঞ্চ বীজং বা কোকিলাক্ষজম্ ।
শূকরস্য মলং বাথ মূলং বা শ্বেত-গুঞ্জকম্ ।
পাক-স্থানে তু ভাণ্ডানাং ক্ষিপ্ত্বা স্ফোটয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৪
লতা-করঞ্জ-বীজং বা টঙ্কণেন সহৈব তু ।
কৃত্বা ভাণ্ডং স্ফুটত্যেব উক্তানাং মন্ত্র উচ্যতে ॥ ৩৫

ওঁ মদন মদন স্বাহা ।

মধূক-কাষ্ঠ-কীলন্তু চিত্রায়াং চতুরঙ্গুলম্ ।
নিখনেৎ তৈল-শালায়াং তৈলং তত্র বিনশ্যতি ॥ ৩৬
কোকিলাক্ষস্য বীজানি তৈল-যন্ত্রস্য মধ্যতঃ ।
নিক্ষিপেৎ তৈলভাণ্ডে বা ন তৈলং নিঃসরেৎ ততঃ ॥ ৩৭

ওঁ দহ দহ স্বাহা ।

রজক-স্থান-মৃদ্ গ্রাহ্যা বজ্রাকারন্তু কারয়েৎ ।

উদ্ধৃত ভস্ম দ্বারা শত্রুর নামযুক্ত যন্ত্র অঙ্কন করিবেন। উহাকে কুম্ভকারের গৃহে পুতিয়া রাখিলে তাহা তাহার সমস্ত ভাণ্ডকে নষ্ট করে। ৩৩

গোক্ষুর, শুঁঠ, কুলিয়া খাড়ার বীজ, শূকরের বিষ্ঠা ও শ্বেতগুঞ্জার শিকড়—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পোয়ানে নিক্ষেপ করিলে তত্রত্য সমস্ত পাক পাত্র ফাটিয়া যায়। ৩৪

সোহাগার সঙ্গে লতা করঞ্জ-বীজ পোয়ানের তলে পুতিয়া রাখিলে তত্রত্য সমস্ত পাত্র ফাটিয়া হয়। উক্ত প্রয়োগ সমূহের মন্ত্র কথিত হইতেছে। ৩৫

"ওঁ মদন মদন স্বাহা"—এই মন্ত্রটি উক্ত প্রয়োগসমূহের মন্ত্র।

চিত্রা নক্ষত্রে চারি অঙ্গুলী প্রমাণ মহুয়া কাঠের কীলক তৈলশালায় (ঘানির ঘরে) পুতিয়া রাখিবেন। তাহাতে ঘানির সমস্ত তৈল নষ্ট হয়। ৩৬

তৈল-যন্ত্রে (ঘানিতে) বা তৈলভাণ্ডে (তৈল পড়িবার পাত্রে) কুলিয়া খাড়ার বীজ ফেলিয়া দিলে আর ঘানি হইতে বা তৈলভাণ্ড হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না। ৩৭

"ওঁ দহ দহ" স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন।

রাজকের কার্য্য স্থান হইতে মাটী আনিয়া বজ্রাকৃতি করিবেন। উহা পণ্যাগারে

১। খ+গ—মন্ত্রং। ২। খ+গ—হস্তর্ক্ষে ত্র্যঙ্গুলং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পণ্যাগারেঽথবা ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তং তত্র বিনশ্যতি ॥ ৩৮

ওঁ নমো ভগবতে বজ্রিণে পাতয় বজ্রং সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি হুঁ ফট্ স্বাহা।

যত্রেন্দ্র-চাপ উত্তিষ্ঠেৎ তত্র বল্মীক-মৃত্তিকাম্।
আদায় কারয়েদ্ বজ্রং ষট্কোণং দৃঢ়মদ্ভুতম্ ॥ ৩৯
ক্ষেত্র-মধ্যে ক্ষিপত্যেব শস্য-নাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সুধাভাণ্ডে[১] বিনিক্ষিপ্য তদ্ভাণ্ডঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ৪০

ওঁ নমো ভগবতে বজ্রকিরণে বজ্রং পাতয় পাতয় এহ্যেহি ভগবন্ সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি স্বাহা।

গন্ধকং চূর্ণিতং ক্ষেপ্যং জল-কুল্যান্তু তেন বৈ।
নাশয়েৎ সর্ব্ব-শাকানি সেকাদুপবনানি চ ॥ ৪১
বালুকাং শ্বেত-সিদ্ধার্থান্ প্রক্ষিপেৎ ক্ষেত্র-মধ্যতঃ।
শলভাঃ সরঘাঃ[২] কীটা বরাহা মৃগ-মূষিকাঃ।
শশকাস্তত্র নায়ান্তি মন্ত্রবিদ্যা-প্রভাবতঃ ॥ ৪২

অথবা ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে পণ্যাগারে পণ্যদ্রব্য ও ক্ষেত্রে শস্যাদি দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। ৩৮

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া করিবেন।

যে দিকে ইন্দ্রধনু (রামধনু) উঠে, সেই দিকের বল্মীক মৃত্তিকা (উই মাটী) আনিয়া ষট্কোণ, দৃঢ়, বিচিত্রাকৃতি বজ্র প্রস্তুত করিবেন। ৩৯

ঐ বজ্র ক্ষেত্রমধ্যে ফেলিয়া দিলে তত্রত্য সমস্ত শস্য নষ্ট হয়। অধিক কি, যদি সুধাভাণ্ডে নিক্ষেপ করা যায়, তবে সেই সুধা ভাণ্ডও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪০

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবেন।

গন্ধকের গুঁড়া ডোবায় ফেলিয়া দিয়া ঐ জল সকল শাকের উপর এবং উপবনের উপর সেচন করিবামাত্র সেই সমস্ত শাক ও উপবন নষ্ট হইয়া যায়। ৪১

বালুকা ও সিদ্ধার্থ (শ্বেত সরিষা) একত্র মিশাইয়া ক্ষেত্র মধ্যে ছড়াইয়া দিবেন। এইরূপ করিলে মন্ত্রবিদ্যার প্রভাবে সেই ক্ষেত্রে শলভ, মধুমক্ষিকা, কীট, বরাহ, মৃগ, মূষিক ও শশক আগমন করিতে সমর্থ হয় না। ৪২

১। খ+গ—সুরাভাণ্ডে। ২। খ+গ—সরসা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমঃ সুরেহো বলঙ্গঃ পরি পরিশিলি স্বাহা। ওঁ নমঃ সুরাসুরাণাং নমস্কৃত্য ইমাং বিদ্যাং প্রযোজয়েৎ। বিদ্যাং প্রযোজয়েদিমাং বিদ্যা মে সিধ্যতাং[1] শিবে।

জম্বুকানাং মুষিকাণাং মৃগাণাং বকানাং শশকানামন্যেষাং প্রাণিনাং দৃষ্টিবন্ধং[2] করোতি।

আর্দ্রপাণৌ কৃতঘ্নস্য তেন পাপেন লিপ্যতে। যদি মন্ত্রো ন ব্যতিক্রামতি[3] স্বাহা।

এতন্মন্ত্রদ্বয়েন বালুকাভিঃ সহ শ্বেতসর্ষপান্ সপ্তবারমভিমন্ত্র্য ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষিপেৎ। সর্ব্বোপদ্রবা নশ্যন্তি।

মুষ-জম্বূক-কীটানাং কুরুতে তুণ্ড-বন্ধনম্।
বিদ্যা চাঙ্গদ-নাথস্য মন্ত্রো[4] বা ভৈরবস্য চ ॥ ৪৩

ওঁ নমো জগন্নাথায় হর হর শিলি সর্ব্বেষাং ত্বং প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু[5] হুঁ ফট্ স্বাহা।

অনেন মন্ত্রেণ যবং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং বাটিকামধ্যে নিক্ষিপ্য পুষ্পং ফলং সমস্তং নিরুপদ্রবং ভবতি।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে ব্যাধিজননং নাম চতুর্দ্দশঃ পটলঃ[6]।

"ওঁ নমঃ সুরেহো" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

ঐ প্রয়োগ জম্বুক, মূষিক, বক, মৃগ, শশক ও অন্যান্য প্রাণীর দৃষ্টিবন্ধন করিয়া থাকে। যদি মন্ত্রের ব্যতিক্রম না হয়, তবে কৃতঘ্নের আর্দ্র পাণিতে সেই পাপ লিপ্ত হয়।

এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা বালুকার সহিত শ্বেতসর্ষপ সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিবেন। তত্রত্য সমস্ত মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অঙ্গদ নাথের বিদ্যা অথবা ভৈরবের মন্ত্র ইন্দুর, শৃগাল ও অন্যান্য কীটের মুখবন্ধন করে, তাহারা শস্যহানি করতে সমর্থ হয় না। ৪৩

'ওঁ নমো জগন্নাথায়' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা সপ্তধা অভিমন্ত্রিত যব বাটীর মধ্যে ফেলিয়া দিলে তত্রত্য পুষ্প, ফলাদি সমস্ত উপদ্রব-শূন্য হয়।

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের ব্যাধিজনন নামক চতুর্দ্দশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—সিধ্যতে। ২। খ+গ—তুষ্টবন্ধং। ৩। খ+গ—ব্যতিক্রমেতি স্বাহা।
৪। খ+গ—মন্ত্রং বা। ৫। খ+গ—কুরু-ইত্যনন্তরং মূক-মূষিক-কীট-পতঙ্গাদি প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু হুমিত্যধিকো দৃশ্যতে। ৬। খ+গ—অত্র পটলোপ সংহারো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পঞ্চদশঃ পটলঃ

অথ ষণ্ঢী-করণম্

ক্লীব করণ

নরো মূত্রয়তে যত্র কৃষ্ণ-বৃশ্চিক-কণ্টকম্।
নিখনেজ্জায়তে ষণ্ঢ উদ্ধৃতে চ পুনঃ সুখী ॥ ১

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় কামপ্রচণ্ডায় হন হন বৈনতেয় মুখেন খণ্ডয় খণ্ডয় স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ সর্বষণ্ঢীকরণে প্রযোজ্যঃ[১]।

অজামূত্রেণ সংভাব্যা নিশা ষড়্‌বিন্দু-চূর্ণকম্।
পানাশন-প্রয়োগেণ[২] ষণ্ঢত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ ২

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ।

তিল-গোক্ষুরয়োশ্চূর্ণং ছাগী-দুগ্ধেন পাচিতম্।
শীলিতং মধুনা যুক্তং পিবেৎ ষণ্ঢত্ব-শান্তয়ে ॥ ৩

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ।

অনন্তর ষণ্ঢীকরণ কথিত হইতেছে। যে স্থানে সাধ্য পুরুষ মূত্র ত্যাগ করে, তথায় "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কৃষ্ণবর্ণ বৃশ্চিকের কণ্টক পুঁতিয়া রাখিবেন। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি ক্লীব হইয়া থাকে। ঐ কণ্টক তুলিয়া ফেলিলে পুনরায় সুস্থ হয়। ১

"ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রয়োগ সকল কর্ত্তব্য।

নিশা (হরিদ্রা) ও ষড়বিন্দু নামক কীট—এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করতঃ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে ছাগীর মূত্রে ভাবনা দিবেন। ঐ চূর্ণ যে ব্যক্তিকে পান করান যায় অথবা যাহাকে ভোজন করান যায়, সে ষণ্ঢ হইয়া থাকে। ২

মন্ত্র পূর্ববৎ।

তিল ও গোক্ষুর—এই দুই দ্রব্যের চূর্ণ ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিবেন। পরে ষণ্ঢত্ব-নিবৃত্তির জন্য মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উহা বার বার ভক্ষণ করিবেন। ৩

মন্ত্র পূর্ববৎ।

১। গ—অত্রায়ং মন্ত্রো নাস্তি। ২। খ+গ—পানাসনপ্রয়োগেণ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

জলৌকা-দগ্ধ-চূর্ণন্তু নবনীতেন ভক্ষিতম্ ।
যাবজ্জীবং ন সন্দেহো যূনাং ষণ্ডত্ব-কারকম্ ।
ধুস্তুর-পুষ্প-ভক্ষেণ পুনঃ সম্পদ্যতে সুখম্ ॥ ৪

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ ।

অমায়ান্তু রবৌ গ্রাহ্যং করঞ্জস্য তু মূলকম্ ।
সগুড়ং ভক্ষণাৎ সদ্যঃ ষণ্ডত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ ৫

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[1] ।

বৃষী-বৃষাণাং সংগ্রাহ্যমন্তরীক্ষেণ গোময়ম্ ।
সাধ্যস্য প্রতিমাং তেন কৃত্বাঽণ্ডে তস্য ষণ্ডয়েৎ ।
তৎক্ষণাজ্জায়তে ষণ্ডো মন্ত্রেণাঽনেন মন্ত্রিতম্ ॥ ৬

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[2] ।

নক্ষত্রে হ্যনুরাধায়াং লাঙ্গলী-মূলমুদ্ধরেৎ ।

জোঁক পুড়াইয়া তাহা চূর্ণ করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে উহা অভিমন্ত্রিত করতঃ নবনীতের সহিত সেবন করিলে যুবা ব্যক্তিও আজীবন ষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়। পুনরায় ধুতুরার পুষ্প মাড়িয়া সেবন করিলে উক্ত দোষের শান্তি হইবে। ৪

মন্ত্র পূর্ববৎ।

রবিবার অমাবস্যা তিথিতে করঞ্জ (করনচা) গাছের শিকড় তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ গুড়ের সঙ্গে সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫

মন্ত্র পূর্ববৎ।

যখন গাভী ও বৃষ মলত্যাগ করে, তখন ঐ মল ভূমিস্পর্শ না করিতে করিতে শূন্যে ধরিয়া তদ্দ্বারা সাধ্য ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন। পরে উহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ ঐ প্রতিমূর্ত্তির অণ্ডদ্বয় মোচন করতঃ উহাকে ক্লীব করিবেন। এই প্রকার করিলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৬

মন্ত্র পূর্ববৎ।

অনুরাধানক্ষত্রে লাঙ্গলীয়ার শিকড় তুলিয়া রাখিবেন। সাধ্য শত্রু ব্যক্তি

১। ক—অয়মংশো নাস্তি। ২। খ—মন্ত্রঃ পূর্ববদিত্যত্র প্রথম-শ্লোকান্তমন্ত্রোঽত্র দৃশ্যতে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নিশামূত্র-স্থলে পুংসো নিখনেৎ ষণ্ঢতাং ব্রজেৎ।
সমুদ্ধৃত্য পুনঃ স্বাস্থ্যং পূর্ব্ব-মন্ত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ৭

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে ষণ্ঢীকরণং
নাম পঞ্চদশঃ পটলঃ[১]।

রাত্রিকালে যে স্থানে মূত্র ত্যাগ করে, তথায় ঐ শিকড় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পুঁতিয়া রাখিবেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সেই ব্যক্তি ষণ্ঢত্ব প্রাপ্ত হয়। পুনরায় ঐ শিকড় তুলিয়া ফেলিলে উক্ত দোষের শান্তি হইয়া থাকে। ৭

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের ষণ্ঢীকরণ নামক
পঞ্চদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—অত্র পটলোপসংহার-চূর্ণিকা নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ষোড়শঃ পটলঃ

অথ ভগবন্ধনম্

যোনি বন্ধন

স্বদার-রক্ষণার্থায় ভগবতা বিশ্বামিত্রেণ কৃতম্। তদ্ যথা—

পূর্ব্বোক্তং লাঙ্গলী-মূলং বামপাদস্থ পাংশুকম্।
দ্বাভ্যাং বৈ শুক্তিসম্পুটং[১] লেপয়েদ্ ভগবন্ধনম্।
নারীণাং যুবতীনাং স্যাৎ তক্রেঃ ক্ষাল্যং বিমুক্তয়ে[২] ॥ ১

মন্ত্রঃ—ওঁ অমুকীভগবন্ধামিব স্ফ্ুরন্ধ্রং শোণিতম্। ময়া কৃতভগবন্ধস্যা নাস্তি তস্যা চিকিৎসিতম্। পতির্বা পতিপুত্রো বা যে চান্যে ভগমর্দ্দকাঃ। সর্ব্বে চৈতদ্বিধং যান্তি বর্জ্জয়েৎ কামুকৈস্তথা। ওঁ চিটি চিটি খচিটি খচিটি ঠঃ ঠঃ[৩]। উক্ত যোগদ্বয়ে অয়মেব মন্ত্রঃ।

শ্মশান-ভস্ম চাদায় বাম-পাদস্থ পাংশুকম্।
সন্ধ্যায়াং বন্ধয়েৎ তেন পোট্টলী ভগবন্ধনী ॥ ২

অনন্তর যোনিবন্ধন কথিত হইতেছে। ভগবান্ বিশ্বামিত্র নিজ স্ত্রীর ধর্ম রক্ষার্থ যে ভগবন্ধন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে। যথা—

অনুরাধা নক্ষত্রে উদ্ধৃত লাঙ্গলীমূল ও অভিলষিত রমণীর বাম চরণের ধূলা—এই দুই দ্রব্যের দ্বারা শুক্তি সম্পুটে লেপ প্রদান করিবেন। এই প্রকার করিলে সেই রমণীর ভগবন্ধন হয়। আবার বন্ধন মুক্তির জন্য ঐ ঝিনুককে তক্র (ঘোল) দ্বারা ধৌত করিবেন। ১

"ওঁ অমুকী" ইত্যাদি এবং "ওঁ চিটি" ইত্যাদি দুইটি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সপাদ্য।

শ্মশানের ছাই ও সাধ্যা নারীর বাম চরণের ধূলি একত্র করতঃ সন্ধ্যাকালে কাপড়ে বাঁধিবেন। উহা ভগবন্ধনী পুঁটলী হইবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে এই কার্য্য করিলে সেই নারীর ভগবন্ধন হইয়া থাকে। ২

১। খ+গ—শক্তিসম্পুটং। ২। ক—বিমুক্তয়ে ইত্যনন্তরং মন্ত্রোঽয়ং দৃশ্যতে।
খ+গ—পুস্তকে দ্বিতীয়শ্লোকানন্তরম্। যুক্তঃ স ইতি প্রতিভাতি।
৩। ক—ঠঃ ঠঃ ইত্যনন্তরম্ উক্ত যোগদ্বয়ে অয়মেব মন্ত্রঃ ইত্যধিকঃ পাঠো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তচ্চেলং চন্দনৈঃ ক্ষারৈঃ ক্ষাল্যমর্থো ভবেদ্ ভগঃ।
যন্ত্রো মন্ত্রাদি-মন্ত্রেণ প্রসিদ্ধো মন্ত্র উচ্যতে[১] ॥ ৩
সপ্তাভিমন্ত্রিতং তোয়ং শুদ্ধং প্রাতঃ পিবেন্ নরঃ।
তস্য শত্রুকৃতো দোষঃ শত্রুরেব ভবিষ্যতি ॥ ৪

ওঁ বজ্রমুষ্টি বজ্রপাটরজ্জবন্ধো[২] দশমে দ্বারবজ্রপাণীয়াং যো চাগেড়াদ্র[৩]-নীড়াকিনী তুচ্ছ বপুসগে মন্ত্রজপৌ শত্রুভয়ৌ ডাকির্ন ডাকিনীভাবে জাতে জীবভাবে করে তীয়ণাকং রণে পান কররে ভূ আকাস্যেন্নকরে হুতাতি স্ফে মস্তকু পটে হুঁ মে সিদ্ধিগুরু পা শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা।

ওঁ রক্তজটে রক্তপাটন হন খিনী রক্তধানন অষ্টমারনু বাতসিদ্ধ খণ্ডন্তি শ্রীগোচররথহারাখ্যা দেব আপ্রথ আহথ বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে এতে বিজ্ঞামুখিনো লগে গাজে মুহি করে বাহুড়িতি সাকমন্ত[৪] কু পাত্র হুঁ মৈ সিদ্ধিগুরুপানু শ্রীগুরুকা আজ্ঞা। হহহুলু পানীমলে হলে পৈসৈচতুর্দ্দশ ভবনে ভেছবিনঃ শোদশমদ্বারুবিরূপালকী পাশরি বন্ধৌ বন্ধৌ একরঃ মৈকী নহি ঠেসাতুহং সিসিদ্ধি বিরূপাক্ষকী আজ্ঞা। ওঁ রক্তজটা রক্তপুটা রক্তপুরসো তু উলটং তাহেটুবাটুবো লটং তিয়ে মুহিকরন্তি চ বাদকী আজ্ঞা পরে মে সিদ্ধগুয়ায়ী।

ওঁ রক্তজটা রক্তপটা রক্তহেতন বিন্দুপূর্ব্ব হোতি চণ্ডমায়ু মুখরোগী চখু নহিয়ো মুজুকরে বেটতিস্ব উমুস্তবে[৫] তুহুঁ শ্রীদেবকী আজ্ঞা। ওঁ বসুমতী আধিতে অমাবাস্যা মঙ্গলবারে লাইলোহো চাপৌ উপকূচাপৌ আপাহবতী স ঘটী কোলো করৈমৈ তুহখত সবমৈরখতৈ মৈসিদ্ধি বসুমতী মাই আজ্ঞা।

সেই ভগবন্ধন বস্ত্র চন্দন ও ক্ষার দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। তিনটি মন্ত্রের প্রথম মন্ত্র দ্বারা ভগযন্ত্রও প্রক্ষালন করিবেন। তাহাতে ভগ সার্থক হইবে। সুসিদ্ধ মন্ত্র কথিত হইতেছে। ৩

মানব প্রাতঃকালে এই মন্ত্রের দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত শুদ্ধ জল পান করিবেন। তাহাতে তাহার শত্রুকৃত দোষ শত্রু হইবে অর্থাৎ উক্ত দোষের নিবৃত্তি হইবে। ৪

১। ক—শ্লোকদ্বয়ং নাস্তি। খ—যন্ত্রে মন্ত্রাদিতন্ত্রেণ যুক্তিবিদ্যেন প্রসিদ্ধো মন্ত্র। গ—অধোলিখিতা মন্ত্রা ন দৃশ্যন্তে। ২। খ—রজবন্ধো। গ—অধোলিখিত মন্ত্রত্রয়ং নাস্তি।
৩। ড়াদ্রনীড়াদ্র নীড়াকিনী। ৪। খ—শাকমন্ত। ৫। খ—উম্মুস্তবে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ বায়ুরাখে[১] পাণালকী দেবীজং ধারাখেদিনী শ্রীগং চীতানি তুবন আখুং জুগবনচ্ছুটে গ্রন্থে গুরু শ্রীভৈরবী আজ্ঞা। ইতি শিখাবন্ধনম্।

শিখাবন্ধন-মন্ত্রেণ সাধ্যং সর্ব্বং বিশেষতঃ।
নাগার্জ্জুনেন কথিতং জীবকল্যাণ-হেতবে[২] ॥ ৫

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে
ভগবন্ধনং নাম ষোড়শঃ পটলঃ।

"ওঁ বজ্রমুষ্টি" ইত্যাদি এবং "ওঁ রক্তজটে" ইত্যাদি যে মন্ত্র লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ভগমুক্তি করিবেন এবং শিখাবন্ধন মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিয়া উক্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন। অন্যথা কার্য্যে বিপত্তি ঘটিতে পারে, জীবের কল্যাণ হেতু নাগার্জ্জুন ইহা বলিয়াছেন। ৫

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের ভগবন্ধন নামক
ষোড়শ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ—পায়ুরাখে।

২। খ+গ—শ্লোকোঽয়ং নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সপ্তদশঃ পটলঃ

অথ গৃহক্লেশ-নিবারণম্

মক্ষিকা-নিবারণের উপায়

তক্র-পিষ্টেন তালেন ক্ষিপেৎ পুত্তলিকাং কৃতাম্[1]।
তামাঘ্রায় গৃহাদ্ যান্তি মক্ষিকা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১

মূষিকের উপদ্রব নিবারণ

গুড়ার্ক-তুষ্ক-গুঞ্জা চ তিলচূর্ণ-সমন্বিতম্ ।
অর্ক-পত্রেষু বিন্যস্তং মুষিকং হরতে গৃহে ॥ ২
ধুস্তূর-বীজ-চূর্ণঞ্চ বিষঞ্চ পেষিতং তিলম্ ।
তৈরেব বিষ-পাষাণং মীন-তৈলেন পেষিতম্ ॥ ৩
বটিকাং[2] স্থাপয়েদ্ গেহে জলং রাত্রৌ নিরুন্ধয়েৎ ।
ভক্ষণাৎ পঞ্চতাং যান্তি তৃষ্ণার্ত্তা মূষিকা ধ্রুবম্ ॥ ৪
তালকং ছাগ-বিণ্-মূত্রং পলাণ্ডুসহ পেষিতম্ ।
আলিপ্য মূষিকং তেন সজীবন্তু বিসর্জ্জয়েৎ ।
তদ্ দৃষ্ট্বৈব গৃহং ত্যক্ত্বা পলায়ন্তে হি মূষিকাঃ ॥ ৫

ঘোলের সহিত হরিতাল মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটি পুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়া গৃহে রাখিলে মক্ষিকা সকল তাহাকে আঘ্রাণ করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করে। ১

গুড়, আকন্দের আঠা, কুঁচ, তিল-চূর্ণ—এই সমস্ত বস্তু এক সঙ্গে আকন্দ পাতায় রাখিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিলে গৃহের মূষিক সকল বিনষ্ট হয়। ২

ধুতূরা বীজের চূর্ণ, বিষ, তিলবাটা, এই সকলের সহিত মীনতৈল বিষ পাষাণ দ্বারা পেষণ করিয়া তাহা দ্বারা বড়ী প্রস্তুত করিয়া গৃহে রাখিয়া দিবেন। রাত্রিকালে গৃহের সমস্ত জলপাত্র ঢাকিয়া রাখিবেন। মূষিক ঐ বড়ী ভক্ষণ করিয়া তৃষ্ণার্ত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। ৩-৪

হরিতাল, ছাগের মল ও মূত্র ও পেঁয়াজ—এই সকল বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক একটা সজীব মূষিকের অঙ্গে মাখাইয়া গৃহে ছাড়িয়া দিবেন। উহাকে দেখিবামাত্র অন্যান্য মূষিক তৎক্ষণাৎ গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করে। ৫

১। খ+গ—পুত্তলিকাকৃতা। ২। খ+গ—বটিকা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মার্জ্জারস্য মলং তালং পিষ্ট্বা মূষকমালিপেৎ।
তমাঘ্রায় গৃহং ত্যক্ত্বা সদ্যো নির্যান্তি মূষিকাঃ॥ ৬
গন্ধকং হরিতালঞ্চ ব্রাহ্মী-ত্রিকটুকং সমম্।
রবৌ নৃ-মূত্রে তৎ পিষ্ট্বা লিপ্তে মূষে তু পূর্ব্ববৎ॥ ৭

পক্ষি-মূষিকাদির মুখবন্ধন

মঘায়াং ব্রধ্নকং ক্ষেত্রে স্থাপয়েন্মধুকোদ্ভবম্।
পক্ষিণাং মুষিকাণাঞ্চ জায়তে তুণ্ড-বন্ধনম্॥ ৮

যুক-মৎকুণ-নিবারণের উপায়

মূষিকাকর্ষকং যাবৎ সাম্বরী-গুড়-তৈলতঃ।
কুলীর-বসয়া চূর্ণং কৃতং তস্যৈব কর্পটে।
দীপো মৎকুণ-সংঘাতং রাত্রৌ বাকর্ষয়েদ্ ধ্রুবম্॥ ৯
কট্যাং কুম্ভী-জটাং বদ্ধা শয়নাৎ যান্তি মৎকুণাঃ।
রোহীষ-তৃণ-পুষ্পাণি বহ্নিমধ্যে নিবেশয়েৎ।
তদ্দীপ-দর্শনাদেব ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি মৎকুণাঃ॥ ১০

মার্জ্জারের মল ও হরিতাল একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষিকের অঙ্গে লেপন করিবেন। তাহার অঙ্গের আঘ্রাণ পাইবামাত্র অন্যান্য সমস্ত মূষিক তাহাকে আঘ্রাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে পলায়ন করে। ৬

গন্ধক, হরিতাল, ব্রাহ্মী শাক, ত্রিকটু (মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী)—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া রবিবারে নরমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষিকের গাত্রে লেপন করিলে পূর্ব্ববৎ অন্যান্য মূষিক পলায়ন করে। ৭

মঘা নক্ষত্রে মধুক গাছের শিকড় তুলিয়া ক্ষেত্রমধ্যে রাখিলে পক্ষী ও মূষিকসমূহের মুখবন্ধন হয়। ৮

পূর্ব্বকথিত মূষিকের আকর্ষক যাবতীয় বস্তু, সাম্বরী লবণ, গুড় ও তৈল কর্কটের চর্ব্বির সহিত একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক একখানি বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া বাতি প্রস্তুত করিবেন। রাত্রিকালে ঐ বাতির প্রদীপ সমস্ত ছারপোকা ও উকুনকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করে। ৯

পানার মূল কাঁকালে বাঁধিয়া রাত্রিকালে শয়ন করিলে ছারপোকা পলায়ন করে। রোহীষ তৃণ ও ফুল আগুনে দগ্ধ করিলে সেই আলোক দেখিবামাত্র ছারপোকা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১০

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অর্কতূল-ময়ীং বর্ত্তিং ভাবয়েদ্ যাবকেন তু।
দীপ্তং তৎ কটু-তৈলেন নিঃশেষং[1] যান্তি মৎকুণাঃ ॥ ১১
অর্জ্জুনস্য ফলং পুষ্পং লাক্ষা শ্রীবাস-গুগ্গুলুঃ।
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং ভল্লাতক-বিকঙ্কতম্ ॥ ১২
ধূপঃ সর্জ্জরসোপেতঃ প্রদেয়ো গৃহ-মধ্যতঃ।
সর্পাশ্চ মৎকুণা মূষা গন্ধাদ্ যান্তি দিশো দশ ॥ ১৩
গুড়-শ্রীবাস-ভল্লাত-বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-যুতম্।
লাক্ষারসোঽর্কপত্রঞ্চ ধূপে মশক-মৎকুণান্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ সর্প-মূষক-বৃশ্চিকান্ ॥ ১৪
মুস্ত-সিদ্ধার্থ-ভল্লাত-কপিকচ্ছু-ফলং গুড়ম্।
চূর্ণং ভানু-ফলোপেতং দহেৎ সর্জ্জরসান্বিতম্ ॥ ১৫
মৎকুণা মশকাঃ সর্পা মূষকা বিষ-কীটকাঃ।
পলায়ন্তি গৃহং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ।
রাজবৃক্ষ-ফলং বদ্ধং[2] খট্টায়াং মৎকুণাপহম্ ॥ ১৬

আকন্দের তুলা দ্বারা সলিতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যাবকের (কলুষীর) রসে ভাবনা দিয়া কটুতৈলে দীপ জ্বালিলে ছারপোকা নিঃশেষে পলায়ন করে। ১১

অর্জ্জুন গাছের ফল ও ফুল, গালা, রক্ত চন্দন, গুগ্‌গুল, শ্বেত অপরাজিতার শিকড় ভেলা, বঁইচ কাঠ ও ধুনা—এই সমস্ত বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ধূপ গৃহে প্রদান করিলে তদ্‌গন্ধে সর্প, উকুন, ছারপোকা, ইন্দুর দশ দিকে পলায়ন করে। ১২-১৩

গুড়, শ্রীবাস (তার্পিন তৈল), ভেলা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, লাক্ষা, আকন্দ পাতা, এই সমস্ত বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ধূপের গন্ধে মশক, উকুন, ছারপোকা, সর্প, ইন্দুর ও বৃশ্চিক বিনষ্ট হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৪

মুথা, শ্বেতসরিষা, ভেলা, কপিকচ্ছুর ফল (আলকুশির ফল), গুড়, আকন্দ ফলের গুঁড়া ও ধুনা—এই সমস্ত বস্তুর চূর্ণ একত্র গৃহের ভিতর পোড়াইবেন। ১৫

ছারপোকা, মশক, সর্প, ইন্দুর ও অপরাপর বিষ কীটসমূহ যুদ্ধে কাতর সৈন্যগণের ন্যায় গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করে। খট্টাতে আবদ্ধ শোনালু গাছের ফল ছারপোকা বিনাশ করে। ১৬

১। খ+গ—নিঃশেষাঃ যান্তি। ২। খ+গ—বদ্ধা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

লাক্ষা সর্জ্জরসোশীর-সর্ষপাঃ পত্রকং পুরম্ ।
ভল্লাতক-বিড়ঙ্গানি রেণুকং পুষ্করং তথা ।
অর্জ্জুনস্য তু পুষ্পাণি সমচূর্ণান্ প্রলেপয়েৎ ॥ ১৭
সর্প-কীটক্-লূতানি পলায়ন্তে ন সংশয়ঃ ।
দর্দ্দুরান্ মশকং হন্তি ধূপাদ্ বা গৃহ-ধারণাৎ ॥ ১৮

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে গৃহক্লেশ-নিবারণং নাম সপ্তদশঃ পটলঃ ।

গালা, ধূনা, বেণার শিকড়, শ্বেত সরিষা, তেজপাতা, গুগ্‌গুল, ভেলা, বিড়ঙ্গ, রেণুক, কুড়, অর্জ্জুন গাছের ফুল—এই সমস্ত বস্তুর সমপরিমাণ চূর্ণ গৃহে প্রলেপ দিবেন । ১৭

ইহাতে সর্প, কীট ও লুতাগণ পলাইয়া যায়, সংশয় নাই । ঐ সমস্ত দ্রব্যের ধূপ দিলে বা গৃহমধ্যে স্থাপন করিলে ভেকগণ ও মশক বিনষ্ট হয় । ১৮

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের গৃহক্লেশনিবারণ নামক সপ্তদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অষ্টাদশঃ পটলঃ

অথ কৌতুকম্

কৌতুক

কুক্রিয়া কৃত-পীড়ার নিবারণ

নাসারন্ধ্র-দ্বয়ং লিপ্ত্বা গোঘৃতেন ততো মুখে।
ক্ষিপেদ্ বিম্বীফলং যস্য কুযোগৈর্ন স বাধ্যতে ॥ ১
তগরাঞ্জিত-নেত্রো[১] বা তগরেণাথ ধূপিতঃ।
পূর্ব্বং রক্ষাবিধিং কৃত্বা পশ্চাৎ কৌতুকমাবহেৎ।
বিনা রক্ষা-বিধানেন যঃ করোতি স সীদতি ॥ ২

দৃষ্টি বন্ধন

শ্মশান-তরু-মূলেন কীটোৎখাতাঙ্গুলীয়কম্[২]।
মৃত-নির্ম্মাল্য-সংযুক্তং রক্ত-সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
তেন নিঃশেষ-লোকস্য জায়তে দৃষ্টি-বন্ধনম্ ॥ ৩
ঘুণ-তালক-পঞ্চাঙ্গং কনকেন যুতাঽথবা।
মুদ্রিকা সর্ব্বলোকস্য পাণৌস্থা দৃষ্টিবন্ধ-কৃৎ।
স্বপাদে ধারয়েদেনাং পশ্চাৎ সিধ্যতি কৌতুকম্ ॥ ৪

অনন্তর কৌতুক কথিত হইতেছে। গব্য ঘৃত দ্বারা দুইটি নাসারন্ধ্র লেপন পূর্ব্বক মুখমধ্যে বিম্বফল (তেলাকুচা) ধারণ করিলে কোন প্রকার কুযোগ তাহাকে পীড়িত করিতে সমর্থ হয় না। ১

তগর কাঠের অঞ্জন দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিয়া অথবা ঐ কাঠের ধূপে ধূপিত হইয়া প্রথমে আত্মরক্ষা করতঃ পরে কৌতুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যে ব্যক্তি রক্ষাবিধান ব্যতিরেকে কার্য্য করে, সে বিপন্ন হয়। ২

শ্মশানস্থ গাছের শিকড়ের সহিত কীটদষ্ট অঙ্গুলীয় ও মৃত ব্যক্তির নির্মাল্য পুষ্প, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি একসঙ্গে রক্ত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। তাহা দ্বারা সমস্ত ব্যক্তির দৃষ্টি-স্তম্ভন হয়। ৩

সুবর্ণ মধ্যগত ঘুণকীট ও পঞ্চাঙ্গ হরিতাল দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন। উহা হাতে রাখিলে সমস্ত লোকের দৃষ্টিবন্ধন-কর হয়। নিজের পায়ে উহা ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কৌতুক সম্পাদন করা যায়। ৪

১। গ—তগরাঞ্জিত-নেত্রো বা ২। খ, গ—কীটোৎখাতাঙ্গুলীয়কম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ভৌম-পুষ্যে তু সংগৃহ্য কৃকলাসং মনোহরম্।
স্থাপয়েন্ নবভাণ্ডে তু রক্তপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ।
ধূপ-দীপাক্ষতৈর্গন্ধৈর্নৈবেদ্যৈর্মন্ত্র-সংযুতৈঃ[১] ॥ ৫
বামহস্ত-কনিষ্ঠায়াঃ স্বস্য রক্তেন সেচয়েৎ।
সপ্তাহং পূজয়েদেবং শস্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬

ওঁ অঙ্কোলায় ওঁ রঃ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ[২] স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ পূজাকালে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। তেন সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।

উলঙ্গাদি ভ্রম-দর্শন

তং মৃতং ছায়য়া শুষ্কং চূর্ণয়িত্বা কটিং লিপেৎ।
সবস্ত্রমপি তং লোকা নগ্নমালোকয়ন্তি হি ॥ ৭
তচ্চূর্ণং তালপত্রন্তু লেপিতং সর্প-সম্ভ্রমম্[৩]।
নাগবল্লী-দলং লিপ্তং ভূমৌ ক্ষিপ্তং সমুৎপতেৎ ॥ ৮
তচ্চূর্ণং কৌমুদং কন্দং নাগবল্লী-দলান্বিতম্।
পেষয়িত্বা লিপেদ্ ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডে ন বিশেজ্জলম্ ॥ ৯

পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত মঙ্গলবারে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কৃকলাস আনয়ন পূর্ব্বক নূতন ভাণ্ড মধ্যে রাখিবেন। পরে রক্তপুষ্প, ধূপ, দীপ, অক্ষত, গন্ধ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা "ওঁ অঙ্কোলায়" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবেন। ৫

অনন্তর নিজ বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর রক্ত দ্বারা উহাকে সেচন করিবেন। সাত দিন ক্রমাগত এইরূপ পূজা করিলে সকল কার্য্যে সিদ্ধি হইবে। ৬

ওঁ অঙ্কোলায় ইত্যাদি মন্ত্রে প্রয়োগ করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারা পূজাকালে উক্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সকল কার্য্যই সিদ্ধ করা যায়। ৭

সেই মৃত কৃকলাসকে ছায়ায় শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া কটিদেশে যে ব্যক্তি লেপন করে, সে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিলেও লোকগণ তাহাকে উলঙ্গ দেখে। ৭

উক্ত কৃকলাসের চূর্ণ তালপত্রে লেপন করিলে সর্পভ্রম জন্মাইবে। আবার তাম্বূল-পত্রে লেপন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলে উহা উৎপতিত হইবে। ৮

উক্ত কৃকলাসের চূর্ণ, কুমুদের শিকড় ও তাম্বূলপত্র একসঙ্গে মর্দ্দন পূর্ব্বক কলসে লেপন করিবেন। সেই ভাণ্ডে জল প্রবেশ করিবে না। ৯

১। ক+খ+গ—নৈবেদ্যং মন্ত্রসংযুতম্। ২। খ+গ—হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। ৩। খ+গ—সর্পসম্ভবম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ময়ূরস্ত শিলা তালং ভোজয়িত্বাঽহ-সপ্তকম্ ।
তদ্বিষ্ঠা-লিপ্তহস্তশ্চাদৃশ্যং শক্রোঽপি নেক্ষতে ॥ ১০

অঙ্কোলতৈল-নির্ম্মাণের প্রণালী

সপ্তাহং তিল-তৈলেন ভাবয়েদাতপে খরে ।
অঙ্কোল-বীজ-চূর্ণন্তু শোষ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ ।
তৎ তৈলং গ্রাহয়েচ্চৈব তৈলকারস্য যন্ত্রতঃ ॥ ১১

অথবা কাংস্যপাত্রে হি তেন কল্কেন লেপয়েৎ ।
উত্থাপ্য স্থাপয়েদ্ ঘর্ম্মে সম্মুখন্ত পরস্পরম্ ॥ ১২

তয়োরধঃ কাংস্য-পাত্রে পতিতং তৈলমাহরেৎ ।
ইদমেবাঙ্কুলীতৈলং সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ ॥ ১৩

সদ্য কেশোদ্গম

লিপ্তমঙ্কুলী-তৈলেন মুণ্ডিতং তৎক্ষণাচ্ছিরঃ ।
পূর্ব্ববৎ পূর্য্যতে কেশৈঃ সদ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ১৪

একটি ময়ূরকে সাত দিন ক্রমান্বয়ে মনঃশিলা ও হরিতাল খাওয়াইয়া পরে তাহার মল হাতে লেপন করিবেন । এইরূপ করিলে সে সর্ব্বজন সমক্ষে অদৃশ্য হয় । ইন্দ্রও তাহাকে দেখিতে পান না । ১০

আকোড় ফলের গুঁড়া সাত দিন প্রখর আতপতাপে শুষ্ক তিল তৈলে ভাবনা দিবেন । পুনঃ পুনঃ পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবেন । অনন্তর ঐ গুঁড়া কলুর ঘানিতে ফেলিয়া উহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিবেন । ১১

অথবা ঐ গুঁড়া দুইটি কাংস্যপাত্রে লেপন পূর্ব্বক তাহাকে তুলিয়া পরস্পর মুখোমুখী করিয়া অর্থাৎ কাত করিয়া জুড়িয়া রাখিবেন । ১২

সেই দুইটির অধোভাগে স্থাপিত কাংস্যপাত্রে যে তৈল পড়িবে, সেই তৈল গ্রহণ করিবেন । ইহাকে অঙ্কুলীতৈল কহে । সকল প্রকার প্রক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিতে হয় । ১৩

মুণ্ডিত মস্তক ব্যক্তি অঙ্কুলতৈল দ্বারা লিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্ববৎ কেশ জন্মে, সন্দেহ নাই । ১৪

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অকালে ফল উৎপাদন

তত্তৈল-লিপ্তমাম্রাণ্ডং শোষিতং নিখনেৎ ক্ষণাৎ।
সফলো জায়তে বৃক্ষস্তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫

অকালে পুষ্পাদির উদ্‌গম

পদ্মিনী-বীজচূর্ণন্তু ভাব্যমঙ্কুলী-তৈলতঃ।
ন্যস্তং জলে মহাশ্চর্য্যং তৎক্ষণাৎ কমলোদ্ভবঃ ॥ ১৬
বীজং নীলোৎপলোদ্‌ভূতং সিক্তমঙ্কুলী-তৈলতঃ।
ন্যস্তং জলে মহাশ্চর্য্যং তৎক্ষণাৎ পুষ্প-সম্ভবঃ ॥ ১৭
যানি কানি চ বীজানি জলজ-স্থলজানি চ।
অঙ্কুলীতৈল-লিপ্তানি ক্ষণাৎ তান্যুদ্‌ভবন্তি বৈ ॥ ১৮
যৎকিঞ্চিদ্ধাতু-মূলঞ্চ পত্র-পুষ্প-ফলাদিকম্।
অঙ্কুলী-তৈল-লিপ্তং তদনুরূপং ভবিষ্যতি ॥ ১৯

কুমুদনালে সর্পভ্রম

ছত্রাক্ষমঙ্কুলী-তৈলং ত্বক্-পত্রং শিশিরং জলম্।
তালকং সর্প-নির্মোকং শিখি-পিত্তেন সংযুতম্ ॥ ২০

উক্ত অঙ্কুলীতৈল দ্বারা একটি আমের আঁটি লিপ্ত করতঃ সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক হওয়া মাত্রই ঐ আঁটি ভূগর্ভে প্রোথিত করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে একটি আম্রবৃক্ষ জন্মিয়া সেই বৃক্ষে ফল জন্মে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৫

পদ্মিনীর বীজ গুঁড়া করিয়া উক্ত অঙ্কুলীতৈল দ্বারা ভাবনা প্রদান করতঃ জলমধ্যে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জলে পদ্ম উৎপন্ন হইয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, ইহা অতীব বিস্ময়কর। ১৬

অঙ্কুলীতৈল দ্বারা নীলোৎপলের বীজ সিক্ত করিয়া জলে ফেলিবামাত্র, আশ্চর্য্যের বিষয়, তৎক্ষণাৎ পুষ্প উৎপন্ন হয়। ১৭

জলজাত বা স্থলজাত যে কোন বীজ অঙ্কুলীতৈলে সিক্ত করতঃ জলে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে সেই সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ১৮

যে কোন প্রকার ধাতু, শিকড়, পত্র, পুষ্প ও ফলাদি অঙ্কুলীতৈলে সিক্ত করিলে তদনুরূপ ধাতু, শিকড় প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯

ছত্র (মৌরী), অক্ষ (বহেড়া), অলীঙ্কুতৈল, ত্বক্ (দারুচিনি), পত্র (তেজপত্র), শিশিরোদক, হরিতাল ও ময়ূরের পিত্তযুক্ত সাপের খোলস—এই সমস্ত বস্তু একত্র

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রবৌ কন্যকয়া পিষ্টং ছায়াশুষ্কং বটী কৃতা।
তয়া কুমুদনালস্য স্পর্শাৎ সর্পাকৃতির্ভবেৎ ॥ ২১

অন্য ধাতুতে অন্য ধাতুর দর্শন

বটিকাস্পর্শ-মাত্রেণ মৃত্তিকা লৌহবদ্ ভবেৎ।
তাম্র-ভাণ্ডানি সর্ব্বাণি তয়া লিপ্তানি হেমবৎ।
দৃশ্যন্তে তপ্ত-তোয়েন ক্ষালিতানি সিতাভ্রবৎ ॥ ২২

দৃশ্যন্তে রক্তগুঞ্জাশ্চ শ্বেতাস্তল্লেপতো ধ্রুবম্।
অক্ষপত্রং তয়া স্পৃষ্টং দৃশ্যতে কাংস্য-ভাজনম্ ॥ ২৩

স্নুহীপত্রং তয়া লিপ্তং শুষ্কবদ্ দৃশ্যতে জলম্।
তয়া লিপ্তে নৃকর্ণে তু দৃশ্যতে ছিন্ন-শীর্ষবৎ ॥ ২৪

দর্পণে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ দর্শন

রবীন্দু-গ্রহণং ভাতি[১] তয়া লিপ্তস্তু দর্পণম্।
অঙ্গুলী চ তয়া লিপ্তা দ্বিধা সংদৃশ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৫

রবিবারে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ছায়াশুষ্ক করিয়া বটি প্রস্তুত করিবেন। কুমুদনালে এই বটি স্পর্শ করাইবামাত্র উহা সর্পাকার ধারণ করে। ২০-২১

পূর্ব্বোক্ত বটি মাটীতে স্পর্শ করাইবামাত্র মাটী লৌহ হয়, তাম্রপাত্রসমূহ তদ্ দ্বারা লিপ্ত হইলে সুবর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে এবং ঐরূপ তাম্রপাত্র তপ্ত জলে প্রক্ষালিত করিলে উহা অভ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয়। ২২

উক্ত বটি গুলিয়া রক্ত-গুঞ্জায় মাখাইলে উহা নিশ্চয়ই শুভ্রবর্ণ দেখায়। বহেড়াপত্র তদ্দ্বারা লিপ্ত হইলে কাংস্য পাত্রবৎ দৃষ্ট হয়। স্নুহীপত্র তদ্দ্বারা লিপ্ত হইলে জল শুষ্কবৎ দেখা যায় এবং মানবের কর্ণে তাহা লেপন করিলে ঐ ব্যক্তি ছিন্নমস্তকবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২৩-২৪

কোন দর্পণ তদ্ দ্বারা লিপ্ত হইলে তাহাতে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অঙ্গুলী তাহা দ্বারা লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই ঐ অঙ্গুলী দ্বিধা বিভক্ত দেখায়। ২৫

১। খ+গ—ভান্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্থলভূমিতে সমুদ্রদর্শন

ভাণ্ডপাক-স্থলাদ্ ভস্ম কুম্ভকার-স্থলাদ্ধরেৎ।
তদ্‌ভস্ম গুটিকাসার্দ্ধং মুষ্টিবদ্ধং ভুবি ক্ষিপেৎ।
সমুদ্রো দৃশ্যতে লোকৈঃ সত্যং চিত্রং শিবোদিতম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে কৌতুকং নাম অষ্টাদশঃ পটলঃ।

কুম্ভকারের বাড়ীর ভাণ্ডপাকের স্থল (পোয়ান) হইতে ভস্ম আহরণ করিবেন। গুটিকার সহিত মুষ্টিবদ্ধ সেই ভস্ম মাটীতে ফেলিয়া দিবেন। যে স্থানে ঐ ভস্ম ফেলিবেন, সেই স্থানকে লোকে সমুদ্রবৎ দর্শন করিবে; ইহা সত্যই। এই সকল আশ্চর্য্য যোগ মহেশ্বর বলিয়াছেন। ২৬

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের কৌতুক নামক
অষ্টাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উনবিংশঃ পটলঃ

আশ্চর্য্য গুটিকা

ক্ষুর বিনা কেশচ্ছেদ

স্নুক্-ক্ষীরং কানকং বীজং চূর্ণং ভাব্যঞ্চ কাঞ্চনৈঃ[১] ।
বস্ত্রেণ বেষ্টিতঞ্চৈব[২] ক্ষুরস্যেব তু রংহসা ।
ছিদ্যতে কেশ-সংঘাতং সবস্ত্রমতিকৌতুকম্ ॥ ১
গুঞ্জাফলং শুক্ত-পিষ্টং লেপয়েৎ কাষ্ঠ-পাদুকাম্ ।
বিনা বন্ধং নরো গচ্ছেৎ ক্রোশমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ২
লঘু-দারুময়ং পীঠং গুঞ্জা-পিষ্টেন লেপয়েৎ ।
শুষ্কমেতজ্জলে ক্ষিপ্তমুপবিষ্টং ন মজ্জতি ॥ ৩
গুঞ্জাবীজং ত্বচোন্মুক্তং চূর্ণং ভাব্যং নৃ-মূত্রকে ।
সপ্তবারং ততঃ কাংস্যে লিপ্তমঙ্কুলবদ্ ভবেৎ ।
তৈলমাদায় তল্লিপ্তং পূর্ব্ববৎ পাদুকাগতিঃ ॥ ৪

আশ্চর্যকর গুটিকা কথিত হইতেছে। মনসাগাছের আঠা ও কনক ধুতুরার বীজচূর্ণ একত্র করতঃ সুবর্ণের সহিত ভাবনা দিয়া একখানি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবেন। উহা দ্বারা অনায়াসে বস্ত্রের সহিত কেশ সমূহ ক্ষুরধারার মত দ্রুত ছেদন করা যায়। ইহা অতি কৌতুকাবহ। ১

গুঞ্জাফল শুক্ত (বিকৃত হইয়া অম্লযুক্ত—কাঁজি) সহিত পেষণ করিয়া কাষ্ঠপাদুকায় (খড়মে) তাহা লেপন করিবেন। এই খড়ম পায়ে দিয়া লোক বিনা বাধায় এক ক্রোশ পথ যাইতে পারে, সংশয় নাই। ২

হাল্‌কা কাঠের (গাম্ভীরাদি কাষ্ঠ) একখানি পীঠ (পিড়া) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কুঁচের পিটুলি দ্বারা লিপ্ত করিবেন। ঐ পীঠ আতপে শুষ্ক করিয়া জলে ফেলিয়া দিবেন। পরে উহার উপর লোক বসিলেও উহা জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইবে, কিছুতেই জলমগ্ন হয় না। ৩

কুঁচের ছাল ছাড়াইয়া উহা চূর্ণ করিবেন। ঐ চূর্ণ নরমূত্রে সপ্ত বার ভাবনা দিবেন। তাহার পর তদ্দ্বারা কাংস্যপাত্র লিপ্ত করিবেন। অনন্তর অঙ্কুলীতৈল গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসারে তৈল সংগ্রহ করিবেন। ঐ তৈল পাদুকায় লেপন করিলে পূর্ব্ববৎ পাদুকাগতি হয় অর্থাৎ উহা পায়ে দিয়া অনায়াসে অল্পক্ষণ মধ্যে এক ক্রোশ পথ গমন করিতে পারেন। ৪

১। খ+গ—রক্তং ভবেৎ ততঃ। ২। খ+গ—বেষ্টিতা ধারা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

জলে প্রদীপ জ্বলন

এরণ্ডস্য চ বীজানি নিম্বতৈলং তথৈব চ।
বর্ত্তিং সর্জ্জরসোপেতাং তৈললিপ্তাং জলে ক্ষিপেৎ।
জ্বলিতা দীপবৎ তিষ্ঠেদ্ যাবদ্‌বর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥ ৫

নটীর নৃত্যনিবৃত্তি

শিলা-তালক-সিন্দুর-রোচনাঞ্জন-হিঙ্গুলম্।
কূর্ম্ম-ভুক্তমিদং পশ্চাৎ তদ্-বিষ্ঠাং লেপয়েৎ করে।
নটা নৃত্যান্নিবর্ত্তন্তে দর্শনান্মুষ্টিবন্ধনাৎ॥ ৬

তঞ্চ কূর্ম্মন্তু সপ্তাহং[১] তালকং ভোজয়েৎ শুভম্।
তন্মলৈর্লেপয়েৎ পাণিং[২] মুষ্টিবন্ধং নটান্তরে।
নিবর্ত্তন্তে নটাঃ সর্ব্বে সভ্যাঃ পশ্যন্তি কৌতুকম্॥ ৭

অন্ধকারে পুস্তক পাঠ ও দর্শন

উলূকস্য কপালেন ঘৃতেনাহৃত-কজ্জলম্।
তেন নেত্রাঞ্জিতে চিত্রং রাত্রৌ পঠতি পুস্তকম্॥ ৮

এরণ্ডবীজ, (ভেরেণ্ডার বীজ) নিমের তৈল ও ধুনা—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবেন। এই বাতি ধুনা দ্বারা লিপ্ত করিবেন। এই বাতি নিমতৈলে মাখাইয়া জ্বালিয়া জলে ফেলিয়া দিলে, যাবৎ বাতি সমস্ত পুড়িয়া না যায়, তাবৎ প্রদীপ জল মধ্যেই জ্বলিতে থাকে, সংশয় নাই। ৫

মনঃশিলা, হরিতাল, সিন্দুর, গোরোচনা, অঞ্জন, হিঙ্গু—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া একটি কচ্ছপকে খাওয়াইবেন। তৎপরে ঐ কচ্ছপের মল হাতে লেপিয়া মুষ্টিবন্ধন করিলে তদ্দর্শনে নটগণ নৃত্যক্রিয়া হইতে বিরত হইবে। ৬

একটি কূর্ম্মকে সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ ভাল হরিতাল ভক্ষণ করাইবেন। তৎপরে তাহার মলের দ্বারা হাত লেপন করিবেন ও নটের মধ্যে মুষ্টি বন্ধন করিবেন। তখন নটগণ নৃত্যক্রিয়াদি হইতে নিবৃত্ত হয়। সভ্যগণ ইহা কৌতুকের সহিত দর্শন করে। ৭

পেচকের মাথার খুলীতে ঘৃত দ্বারা কজ্জল করিয়া উহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে রাত্রি কালেও (অন্ধকারে) পুস্তক পাঠ করিতে পারে। ৮

১। খ+গ—সপ্তাহাৎ। ২। খ+গ—পালিং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উলুক-হৃদয়ং পিত্তং কাকপিত্তঞ্চ শোণিতম্।
এতদ্‌বর্ত্ত্যঞ্জিতে রাত্রৌ বিচরেদ্ দিবসে যথা॥ ৯
রজনী-চিরজীবানাং বসারক্তাক্ষি-চূর্ণকম্।
অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন কৃষ্ণরাত্রৌ তু পশ্যতি॥ ১০

তাল-যন্ত্রের নাশ

শিখি-পারাবত-ভবা খঞ্জরীট-পুরীষজা।
গুটিকা-স্পর্শমাত্রেণ তালযন্ত্রং ভিনত্ত্যলম্॥ ১১
ভল্লুক-ব্যাঘ্র-মহিষ-চাস-গৃধ্র-বিলোচনৈঃ।
স্রোতোঽঞ্জনেনাঽঞ্জিতাক্ষো দিবাবৎ পশ্যতে নিশি॥ ১২

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্যোতিষায় শিবায়াঃ[১] পতয়ে দাতব্যস্থ তে বীজং মে দেহি স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাণ্যঞ্জনানি শিবায়ৈ দাপয়েৎ।

পাঠামূলং গলে বদ্ধা ক্ষীরভাণ্ড-স্থিতং যদি[২]।
জায়তে তৎক্ষণাদেব রাত্রিদৃষ্টির্ন সংশয়ঃ[৩]।
গন্ধকৈরেব ধূপেন পুষ্পাণামন্যবর্ণতা॥ ১৩

পেচকের বক্ষঃস্থল ও পিত্ত এবং বায়সের পিত্ত ও শোণিত একত্র করতঃ বাত্তি প্রস্তুত করিবেন। এই বাতির অঞ্জন নেত্রে প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি রাত্রি কালে (অন্ধকারে) দিনের ন্যায় ভ্রমণ করিতে পারে। ৯

রজনী (হরিদ্রা) এবং কৃকলাসের বসা, শোণিত ও চক্ষুঃ—এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি নেত্রে অঞ্জন প্রদান করে, সে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকালেও দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ১০

ময়ূর, কপোত ও খঞ্জনপাখী—ইহাদিগের মল গ্রহণ পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। কোন তালযন্ত্রে ঐ গুটিকা স্পর্শ করাইবা মাত্র উহা নিশ্চয়ই ভগ্ন হইয়া যায়। ১১

ভল্লূক, ব্যাঘ্র, মহিষ, চাস নামক পাখী ও গৃধ্র—এই সকল জীবের চক্ষুঃ স্রোতো-ঞ্জন (অঞ্জন বিশেষ) দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নেত্রে প্রদান করিলে উক্ত ব্যক্তি রাত্রিকালেও দিনের ন্যায় দর্শন করে। ১২

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত সমস্ত অঞ্জন শিবাকে দিবেদন পূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত সমস্ত কার্য্য করিতে হয়।

পাঠামূল (আকনাইয়ের শিকড়) তুলিয়া যদি তাহাকে দুগ্ধপাত্র মধ্যে রাখিয়া গলদেশে বন্ধন করা হয়, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ দিবসের ন্যায় রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তি জন্মে, সংশয় নাই। গন্ধকের ধূপের ধূম যে কোন পুষ্পে দেওয়া যায়, তাহা তৎক্ষণাৎ অন্য বর্ণ ধারণ করে। ১৩

১। খ+গ—শিবায় পতয়ে। ২। খ+গ—ক্ষীরভাণ্ডস্থ তদ্বিধিঃ।
৩। খ+গ—দেব সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কৃষ্ণঃ শ্বানং মৃতং রক্ষেদ্‌ যাবৎ কৃমি-কুলাকুলম্‌ ।
শ্বেতস্যোপেষিতস্যৈব কুক্কুটস্য তু তান্‌ কৃমীন্‌ ।
যথেষ্টং ভক্ষণে দদ্যাদ্‌ বিষ্ঠাং তস্য সমাহরেৎ ॥ ১৪
তদন্নং কৃমিবল্লোকৈর্ভক্ষ্যমাণং[1] বিলোক্যতে ।
পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছন্তি চ পতন্তি চ ॥ ১৫

বিচিত্র দর্শন

কটু-তুম্ব্যুত্থ-তৈলেন পারাবত-ভবং মলম্‌ ।
সম্যক্‌ বৈ পেষিতং তেন[2] গর্দ্দভস্যাস্থি চৈব হি ॥ ১৬
ললাটে তিলকং তেন কৃত্বাঽসৌ দৃশ্যতে জনৈঃ ।
দশাস্যো নাত্র সন্দেহো যথা লঙ্কেশ্বরো নৃপঃ ॥ ১৭
শিগ্রুবীজোত্থিতং তৈলং পারাবত-পুরীষকম্‌ ।
বরাহস্য বসাযুক্তং শিখিমূলং সমং সমম্‌ ॥ ১৮
ললাটে তিলকং তেন যঃ করোতি স বৈ জনঃ ।
পঞ্চাস্যো দৃশ্যতে লোকৈর্যথা সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ১৯

একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর মরিয়া যতক্ষণ না পচিয়া কৃমিসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তাবৎ তাহাকে রাখিবেন। পরে একটি শ্বেতবর্ণ ক্ষুধাতুর কুক্কুটকে ঐ কৃমিগুলি তাহার ইচ্ছামত খাইতে দিবেন, পরে তাহার বিষ্ঠা গ্রহণ করিবেন। ১৪

ঐ বিষ্ঠাযুক্ত হস্তে যখন সে অন্ন ভোজন করিবেন, তখন লোকে দেখিবে যে—সে কৃমি যুক্ত অন্ন খাইতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র লোকগণ ভয়ে পলায়ন করে ও মূর্চ্ছিত এবং পতিত হয়। ১৫

তিক্ত লাউয়ের বীজের তৈলের সহিত কপোতের মল সম্যক্‌ চূর্ণ করিবেন ও তাহার সহিত গাধার হাড় সম্যক্‌রূপে মর্দ্দন করিবেন। ১৬

ললাটে তাহা দ্বারা তিলক ধারণ করিলে লোকগণ সেই ব্যক্তিকে লঙ্কাধিপতি রাবণের ন্যায় দশমুখ-বিশিষ্ট দেখে, সন্দেহ নাই। ১৭

সজিনাবীজের তৈল, কপোতমল, বরাহের বসা ও শিখিমূল (আপাঙের শিকড়)—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি ললাটে তিলক ধারণ করে, সেই ব্যক্তিকে লোকগণ শিবের ন্যায় পঞ্চানন-বিশিষ্ট দেখে। ১৮-১৯

১। খ+গ—র্ভক্ষ্যমাণে। ২। খ+গ—মূলঞ্চ পেষিতং তেন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সদ্যোহতস্য বীরস্য গ্রাহ্যং চৌরস্য বা শিরঃ।
তদ্-বক্ত্রে কৃষ্ণ-ধুস্তূর-বীজং বাপ্যং সমৃত্তিকম্ ॥ ২০

রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যামাষাঢ়ে ভৈরবং যজেৎ।
নানাবিধোপহারেণ পুষ্প-ধূপাক্ষতাদিভিঃ ॥ ২১

শিরঃ খনেৎ কৃষ্ণভূমৌ ভুক্তোচ্ছিষ্টেন সেচয়েৎ।
দীপং রাত্রৌ সদা দদ্যাৎ সূত্রবর্ত্ত্যাজ্য-সংযুতম্ ॥ ২২

সফলস্তু ভবেদ্ যাবৎ তাবদ্রক্ষেচ্চ পূজয়েৎ।
গ্রাহ্যং কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং বলিং দদ্যাচ্চ কুক্কুটম্ ॥ ২৩

পঞ্চাঙ্গং পেষয়েৎ তস্য বটিকাং কারয়েদ্ দৃঢ়াম্।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ স নরো দৃশ্যতে জনৈঃ।
তাদৃশস্তু সহস্রাক্ষরূপো নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪

রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং ময়ূরাস্যে বিনিক্ষিপেৎ।
ভৃঙ্গী-বীজং মৃদং কৃষ্ণাং কৃষ্ণ-ভূমৌ নিধাপয়েৎ ॥ ২৫

যে বীরপুরুষ সদ্যোহত, তাহার অথবা চোরের মস্তক আনয়ন পূর্ব্বক তাহার মুখ বিবরে কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ মাটির সহিত বপন করিবেন। ২০

অনন্তর আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি কালে পুষ্প, ধূপ ও অক্ষতাদি বিবিধ উপহার দ্বারা দেবদেব ভৈরবের অর্চ্চনা করিবেন। ২১

কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে ঐ মস্তক পুতিয়া রাখিবেন। পরে ভোজনান্তে কুলকুচার জল দ্বারা প্রত্যহ উহা সেচন করিবেন ও রাত্রিকালে সর্বদা সূত্রবর্ত্তি দ্বারা ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া দিবেন। ২২

যতদিন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন না হয়, ততদিন তাহাকে রক্ষা করিবেন ও পূজা করিবেন। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিকালে ঐ বৃক্ষকে গ্রহণ করিবেন এবং ভৈরবের অর্চ্চনা করতঃ কুক্কুট বলি দিবেন। ২৩

ঐ বৃক্ষের পঞ্চাঙ্গ (পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও বল্কল) গ্রহণ করিবেন এবং উহা পেষণ পূর্ব্বক দৃঢ় বটিকা নির্মাণ করতঃ তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিবেন। সেই ব্যক্তি লোকগণ কর্ত্তৃক সহস্রাক্ষ দেবেন্দ্রের ন্যায় সহস্রনেত্র দৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ২৪

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিকালে একটি ময়ূরের মুখ আনিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ-মৃত্তিকা সহ ভৃঙ্গরাজের বীজ স্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে প্রোথিত করিবেন। ২৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তজ্জাত-ভৃঙ্গী সংগ্রাহ্যা অর্চ্চয়েদ্ রক্তপুষ্পকৈঃ।
তৎপুষ্প-কর্ণো পুরুষো ময়ূরো দৃশ্যতে জনৈঃ॥ ২৬

তদ্‌যোগে কৃষ্ণমার্জারমুখে চৈরণ্ড-বীজকম্।
তজ্জাতৈরণ্ড-বীজানামেকং বক্ত্রে নিধাপয়েৎ।
তং প্রপশ্যন্তি[1] মার্জ্জারং মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৭

শৃগাল-শ্বান-মেষাজ-বদনে বাপয়েৎ পৃথক্।
ময়ূরাস্যে যথা ভৃঙ্গী জাতা সিদ্ধিশ্চ তাদৃশী॥ ২৮

মৃতা যা শ্বপচী নারী তস্যা যৌনৌ তু খাদিরম্।
কীলকং নিক্ষিপেৎ পশ্চাৎ দগ্ধ্বা ভস্ম সমুদ্ধরেৎ।
তেনৈব তিলকং কৃত্বা শ্বপচী[2]রূপধৃক্-ভবেৎ॥ ২৯

যখন ঐ বীজ হইতে ভৃঙ্গরাজ-বৃক্ষ ও পুষ্প উৎপন্ন হইবে, তখন রক্তপুষ্প দ্বারা ঐ বৃক্ষের অর্চনা করিয়া একটি ফুল গ্রহণ করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ ফুল কর্ণে ধারণ করে; সেই ব্যক্তি লোকগণ কর্তৃক ময়ূরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ২৬

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রিকালে কৃষ্ণ বিড়ালের মুখ-বিবরে কৃষ্ণ মৃত্তিকা সহ এরণ্ডবীজ বপন করতঃ ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবেন। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল জন্মিলে উহার একটি ফলের বীজ যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করে, লোকে তাহাকে মার্জ্জাররূপী দেখে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৭

ময়ূরের মুখ-বিবরে যেরূপ ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষের পুষ্প ও ফলের সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ শৃগাল, কুকুর, মেষ ও ছাগল ইহাদিগের মস্তকে পৃথক্ পৃথক্ ভৃঙ্গরাজ-বীজ কৃষ্ণ মৃত্তিকা সহ বপন করিয়া উহা কৃষ্ণ-ভূগর্ভে প্রোথিত করিবেন। পূর্ববৎ প্রয়োগে তাদৃশী সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ ঐ বৃক্ষোৎপন্ন পুষ্প কর্ণে ধারণ করিলে সে ব্যক্তি শৃগালাদি সেই সেই জীবের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। ২৮

মৃতা চণ্ডালীর যোনি মধ্যে খদির কাষ্ঠের একটি কীলক প্রবেশ করাইয়া দিবেন। পরে ঐ কীলক আনিয়া ভস্ম করতঃ সেই ভস্ম দ্বারা ললাট দেশে তিলক ধারণ করিলে সে চণ্ডালীরূপ ধারণ করে অর্থাৎ তাহাকে সকলে চণ্ডালীর মত দেখিবেন। ২৯

১। খ+গ—প্রপশ্যন্তি। ২। খ+গ—শ্বপচাংরূপধৃগ্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রক্তগুঞ্জা-ফলং বাথ নৃকপালে চ সেচয়েৎ।
জাতং ফলং ক্ষিপেদ্ বক্ত্রে স্ত্রীরূপো দৃশ্যতে নরঃ ॥ ৩০

বিষং গুঞ্জোত্থিতং তৈলং সর্প-পিত্তঞ্চ পেষয়েৎ।
সকুষ্ঠং তিলকং যস্য তং পশ্যতি ময়ূরবৎ ॥ ৩১

বিষগুঞ্জোত্থ-তৈলেন পাণি-লেপেন কুঞ্জরঃ।
ভল্লুকঃ পাদলেপেন জিহ্বা-লেপেন চন্দ্রমাঃ।
গণেশঃ কুক্ষি-লেপেন শ্রীশ্চ সর্ব্বাঙ্গ-লেপতঃ ॥ ৩২

রাত্রাবঙ্কুল-তৈলেন লিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে নরঃ।
দীর্ঘ-দংষ্ট্রোর্দ্ধরোমা চ রূপং রৌদ্রং বহন্নরঃ ॥ ৩৩

নবভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য চ্ছিন্ন-নাসান্ত মুষিকাম্।
সনাসং কৃকলাসঞ্চ পৃথগ্-ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৩৪

উপবাস-ত্রয়ে জাতে তয়োর্দদ্যাৎ তু ভোজনম্।

অথবা মানুষের মাথার খুলীতে রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল বপন করিয়া প্রত্যহ জলসেচন করিবেন। ক্রমে উহা হইতে বৃক্ষ ও ফল জন্মিলে তাহার একটি ফল লইয়া যে ব্যক্তি মুখ মধ্যে ধারণ করে, তাহাকে সকলে স্ত্রীরূপী দর্শন করে। ৩০

বিষ, গুঞ্জাজাত তৈল, সাপের পিত্ত, কুড়—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করতঃ তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে লোকে তাহাকে ময়ূরের ন্যায় দেখে। ৩১

বিষ ও গুঞ্জাতৈল একসঙ্গে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা হাতে লেপিয়া দিলে সে হস্তিরূপে দৃষ্ট হয়, পায়ে লেপিলে ভল্লুকের ন্যায় দেখায়, জিহ্বায় লেপিলে চন্দ্রবৎ প্রত্যক্ষ হয়, উদর দেশে লেপিলে গণেশের মত ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে শ্রীরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৩২

নিশাভাগে অঙ্গে অঙ্কুলতৈল লেপিলে তাহাকে দীর্ঘ দশন-বিশিষ্ট, উর্দ্ধরোমা ও ভীষণরূপ-ধারী দেখা যায়। ৩৩

একটি মুষিকের নাসা ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে নূতন ভাণ্ডের মধ্যে রাখিবেন। অন্য একটি ভাণ্ডে নাসাযুক্ত একটি কৃকলাস রাখিবেন। ৩৪

তিন দিন যাবৎ তাহাদিগকে উপবাসী রাখিয়া পরে আহার করিতে দিবেন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মলং তয়োঃ পৃথক্ গ্রাহ্যং তেন নাসাং প্রলেপয়েৎ।
ছিন্ননাসো[১] প্রদৃশ্যেত ক্ষীর-লেপান্নিবর্ত্ততে ॥ ৩৫

অশ্বস্য তু মৃতং বালং গৃহীত্বা তস্য চোদরে।
হরিদ্রাং খণ্ডশঃ কৃত্বা ক্ষিপেদ্ যাবৎ প্রপূর্য্যতে ॥ ৩৬

তং রাত্রৌ নিখনেদ্ ভূমৌ মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ।
পঞ্চাঙ্গং তৎ সমুদ্ধৃত্য রজনীং শোষ্য পেষ্য চ ॥ ৩৭

ওঁ অরুঃ ওঁ রঃ। অনেন মন্ত্রেণ বালকাদিযোগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

শ্বেতদূর্ব্বারনালৈশ্চ হরিদ্রাং তাং প্রলেপয়েৎ।
তল্লিপ্ত-দেহঃ পুরুষঃ পঞ্চধা দৃশ্যতে নরৈঃ ॥ ৩৮

তাং নিশাং সর্ষপং শ্বেতং পিষ্ট্বা চাঙ্কুল-তৈলতঃ।
তল্লিপ্তাঙ্গং নরং দৃষ্ট্বা চিত্রং পশ্যন্তি সপ্তধা।
গোমূত্রেণ পুনঃ স্নানাদেক এব প্রদৃশ্যতে ॥ ৩৯

তদনন্তর ঐ দুই জন্তুর যে মল নির্গত হইবে, তাহা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে লইবেন। তাহা দ্বারা যাহার নাসিকায় প্রলেপ দিবেন, তাহাকে ছিন্ননাস দেখা যাইবে। ক্ষীরের প্রলেপ হইতে তাহার নিবৃত্তি হয় ; আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করা যায়। ৩৫

একটি মৃত ঘোটক শাবক সংগ্রহ করিয়া তাহার উদর মধ্যে পূর্ত্তি পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড হরিদ্রা দিয়া পূর্ণ করিবেন। ৩৬

নিশাভাগে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবেন। "ওঁ অরুঃ ওঁ রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে উহার উপর পূজা করিবেন। পরে ঐ হরিদ্রা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে সেই পঞ্চাঙ্গ হরিদ্রাকে রৌদ্রে শুষ্ক ও পেষিত করিবেন। ৩৭

ওঁ অরু ওঁ রঃ এই মন্ত্রে বালকাদি যোগান্ত কর্ম কর্ত্তব্য।

অনন্তর ঐ হরিদ্রাকে তুলিয়া শ্বেত দূর্ব্বা ও কাঁজির সহিত মর্দ্দন পূর্বক তাহা যাহার অঙ্গে লেপন করিবেন, তাহাকে পাঁচ জন বলিয়া দেখা যাইবে। ৩৮

পূর্ব্বোক্ত হরিদ্রা ও শ্বেত সরিষা অঙ্কুলতৈলে মর্দ্দন পূর্ব্বক যাহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবেন, তাহাকে সাত জনের ন্যায় দেখায়। আবার গোমূত্রে পুনরায় স্নান করিলে একই দেখা যায়। ৩৯

১। খ+গ—ছিন্ননাসং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অলক্তং তাং নিশাং পিষ্ট্বা দেহ-সন্ধিং প্রলেপয়েৎ ।
ভিন্নঃ সংদৃশ্যতে সোঽপি পূর্ব্ব-স্নানান্নিবর্ত্ততে ॥ ৪০

হরিদ্রাঙ্কোল-তৈলাভ্যাং লিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে নরঃ ।
রাক্ষসোঽপি মহারৌদ্রো হ্যস্য স্নানান্নিবর্ত্ততে ॥ ৪১

নরাদি-সর্ব্ব-জীবানাং গ্রাহ্যং সন্থোহতং শিরঃ ।
যত্র কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং শণ-বীজান্বিতং বপেৎ ॥ ৪২

ভৃঙ্গী-ধুস্তূর-বাতারি-গুঞ্জানাং চৈক-সংযুতম্ ।
নিখনেৎ কৃষ্ণ-ভূম্যন্তর্বলি-পূজা-সমন্বিতম্ ॥ ৪৩

সেচয়েৎ ফল-পর্য্যন্তং তত্র বীজানি চাহরেৎ ।
তত্তদ্বীজে গতে বক্ত্রে তত্তদ্রূপো ভবত্যলম্ ॥ ৪৪

ইত্যেবং কৌতুকং লোকে নানারূপস্য দর্শনম্ ।
মুক্তে বীজে ভবেৎ স্বস্থো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৫

পূর্ব্বকথিত হরিদ্রা ও আল্‌তা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দেহের সন্ধিস্থল সমূহে লেপন করিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়। পূর্ববৎ গোমূত্রে স্নান করিলে এই অবস্থার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ৪০

পূর্ব্বোক্ত প্রকার হরিদ্রা ও অঙ্কোলতৈল—এই দুই দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক অঙ্গে লেপিলে সেই ব্যক্তি ভীষণ রাক্ষসরূপ দৃষ্ট হয়। পূর্ববৎ স্নান করিলেই সেই অবস্থার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪১

মনুষ্যাদি যে কোন জীবের সদ্যশ্ছিন্ন মস্তক লইয়া কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিশাভাগে এক একটী মস্তকমধ্যে কৃষ্ণ মৃত্তিকা সহ শণবীজ, সেই ভৃঙ্গরাজবীজ, ধুতুরাবীজ ও গুঞ্জাবীজের মধ্যে যে কোন একটি বীজ একসঙ্গে বপন করতঃ কৃষ্ণ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া অর্চ্চনা ও বলি প্রদান করিবেন। ৪২-৪৩

যত দিন না ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল না জন্মে, তত দিন ঐ স্থানে জলসেচন করিবেন। উহাতে বৃক্ষ ও ফল জন্মিলে ঐ ফল লইয়া উহাদের বীজ মুখে ধারণ করিবেন। যে যে বৃক্ষের বীজ মুখে ধারণ করা যাইবে, বীজধারী অবশ্যই তৎতৎ স্বরূপ হয়। ৪৪

এই ভাবে লোকে কৌতুক কর নানাবিধ দর্শন হইতে পারে। ঐ বীজ মুখ হইতে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বিচার (সন্দেহ) করিবে না। ৪৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কৃকলাসস্য রক্তেন অর্দ্ধ-লিপ্তন্তু দর্পণম্ ।
সংস্থাপয়েদ্ গিরের্মূর্দ্ধ্নি গ্রহণং দৃশ্যতে নরৈঃ ॥ ৪৬

ভৌমবারে মৃতায়াস্তু তচ্চিতাঙ্গারমাহরেৎ ।
মুষ্টি-দ্বয়েন তদ্ বদ্ধা নিমজ্জ্য জল-মধ্যতঃ ॥ ৪৭

ঊর্দ্ধং দক্ষিণ-বাহুঃ স্যাদ্ যথা তোয়ৈর্ন সিচ্যতে ।
তচ্ছুষ্কং চাপরং সিক্তং পৃথগ্ রক্ষেৎ সমগ্রতঃ ॥ ৪৮

শুষ্কাঙ্গার-কৃতা রেখা ক্ষীর-ভাণ্ডস্য পুর্ব্বতঃ ।
চিত্রং শুষ্যতি তৎ ক্ষিপ্রমার্দ্রাঙ্গারেণ তৎ পুনঃ ।
অগ্রতো রেখয়া পূর্ণং ভবত্যেবাহতিকৌতুকম্ ॥ ৪৯

চৌরস্য নাসিকা-দন্ত-চূর্ণং পাণৌ প্রলেপয়েৎ ।
হস্ত-স্পর্শাৎ স্ফুটত্যেব নারিকেলো হি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০

ভল্লুকাস্থি-ভবৈস্তৈলৈঃ সর্ব্বান্ সন্ধীন্ প্রলেপয়েৎ ।
সঙ্ঘাতং নারিকেলস্য ধারয়েদ্ যস্তু কৌতুকী ॥ ৫১

দর্পণের অর্দ্ধাংশ কৃকলাসের রক্তে লেপিয়া উহা পর্ব্বতের উপর রাখিবেন । সেই দর্পণে দৃষ্টি প্রদান করিলে লোক কর্তৃক চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৪৬

মঙ্গলবারে মৃত স্ত্রীলোকের তদীয় চিতাঙ্গার আনয়ন করিবেন । দুই হাতের দুই মুষ্টিমধ্যে সেইগুলি ধরিয়া দক্ষিণ হাত উর্ধ্ব করিয়া রাখিবেন, যাহাতে জলসিক্ত না হয় এবং সমগ্র বাম হাত নিম্নদিক্ করিয়া জলগর্ভে রাখিবেন, যাহাতে হাতের অঙ্গার জলসিক্ত হয় । অনন্তর অগ্রে ঐ শুষ্ক ও আর্দ্র অঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিবেন । ৪৭-৪৮

আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন দুগ্ধপাত্রের পূর্ব্বদিকে ঐ শুষ্ক অঙ্গার দ্বারা রেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সেই পাত্রের দুগ্ধ শুকাইয়া যায় এবং আর্দ্র অঙ্গার দ্বারা ঐ পাত্রের সম্মুখে রেখা দিলে পুনরায় ঐ পাত্র দুগ্ধপূর্ণ হয় । ইহা অতিকৌতুক । ৪৯

তস্করের নাক ও দন্ত চূর্ণ করতঃ তাহা হাতে লেপন করিবেন । ঐ লিপ্ত হস্ত দ্বারা নারিকেল স্পর্শ করিবামাত্র তাহা ভাঙ্গিয়া যায় । ৫০

ভালুকের অস্থি মধ্যস্থ তৈল দ্বারা দেহের সমস্ত সন্ধিস্থলে লেপন করিবেন । এইরূপ করিয়া যে কোন কৌতুককারী ব্যক্তি একটি নারিকেলের কাঁদি ধরিতে

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্ফুটন্তি পীড়নাদেব নারিকেলানি কৌতুকম্ ।
তেনৈবাঙ্কুল তৈলেন স্ফুটত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
কৃষ্ণসর্পো রবৌ গ্রাহ্যস্তদ্‌বক্ত্রে কৃষ্ণ-মৃত্তিকাম্ ।
ক্ষিপ্ত্বাথ বাপয়েৎ তত্র কৃষ্ণ-ধুস্তূর-বীজকম্ ॥ ৫৩
তথা মৎস্যমুখে মৃচ্চ তদ্‌বীজঞ্চ প্রবাপয়েৎ ।
পৃথক্ পৃথক্ ক্ষিপেদ্ ভূমৌ তয়োঃ শাখাং সমাহরেৎ ॥ ৫৪
সর্পশাখা মৎস্যশাখা-স্পর্শাৎ সর্পো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
মৎস্যশাখাঃ সর্পশাখা-স্পর্শাৎ মৎস্যা ভবন্তি হি ॥ ৫৫
ক্ষিপ্ত্বা তচ্চূর্ণকং ক্ষেত্রে ধৌত-বস্ত্রেণ ছাদয়েৎ ।
প্রাতঃ প্রযত্নতো নিত্যং দিনানামেকবিংশতিঃ ।
ততস্তদ্ বস্ত্রখণ্ডন্ত জলৈঃ সিক্ত্বা নিপীড়য়েৎ ॥ ৫৬
মৃত্তিকায়াং ততো ধান্যং বাপয়েৎ তৎ প্ররোহতি ।
তদ্ বস্ত্রাচ্ছাদিতং শীঘ্রং সর্ব্বধান্যানি কৌতুকম্ ॥ ৫৭

পারিবে। ঐ নারিকেল তাহার আঘাত মাত্রেই ফাটিয়া যাইবে। ইহা একটী কৌতুক। অঙ্কুল-তৈল ঐ ভাবে অঙ্গে মাখিয়া নারিকেলগুলিতে আঘাত করিলে উহাও ফাটিয়া যায়, সংশয় নাই। ৫১-৫২

রবিবারে একটি কৃষ্ণসর্প লইয়া তাহার মস্তকের ভিতরে কৃষ্ণ মৃত্তিকা পূর্ণ করতঃ তাহাতে ধুতুরার বীজ বপন করিবেন। ৫৩

ঐ প্রকার একটি মাছের মুখ মধ্যে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও উক্ত বীজ বপন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে মাটীর মধ্যে ঐ দুইটি মস্তক পুতিয়া রাখিবেন। যখন বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তখন ঐ দুই বৃক্ষের শাখা আনিয়া রাখিবেন। ৫৪

সর্প-মস্তক সম্ভূত বৃক্ষের শাখা মৎস্য মুখ জাত বৃক্ষ-শাখার স্পর্শে নিশ্চয়ই সর্প হয় এবং মৎস্যমুখজাত বৃক্ষের শাখা সর্পমস্তকজাত শাখার স্পর্শে মৎস্য হয়। ৫৫

কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ গুঁড়া করিয়া কোন ক্ষেত্র মধ্যে ছড়াইয়া ধৌতবস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবেন। তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিন প্রভাতে সযত্নে ঐ বস্ত্রের উপর জলসেচন করিয়া, পরে ঐ বস্ত্র উক্ত ক্ষেত্রে নিঙ্‌ড়াইয়া দিবেন। ৫৬

অনন্তর সেই সিক্ত মৃত্তিকাতে ধান্য বপন করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত হয় এবং উক্ত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে তাহা হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়। ইহা অতীব কৌতুকজনক। ৫৭

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নিক্ষিপেৎ সর্ব্বধান্যানি সার্দ্র-গর্দ্দভ-চর্ম্মণি।
সিঞ্চ্যাৎ কুক্কুট-রক্তেন ত্রিসপ্তাহন্ত নিত্যশঃ॥ ৫৮
জাতাঙ্কুরে চ সংরক্ষেন্নিবার্য্য জায়তে ক্ষণাৎ।
তদ্ ধান্যং ফলপর্য্যন্তং লোকে ভবতি কৌতুকম্॥ ৫৯
স্নুহ্যশ্বত্থ-বটানাঞ্চ ক্ষীরমৌডুম্বরং তথা।
কাকোডুম্বরকা-ক্ষীরং লৌহচূর্ণঞ্চ গন্ধকম্॥ ৬০
ইষ্টিকা বৈ সর্জ্জরসং তিলতৈলঞ্চ সিক্থকম্।
ক্রমোত্তরং তচ্চ মর্দ্দ্যং কুর্য্যাত্তেন কুঠারকম্॥ ৬১
ক্ষুরিকেক্ষুফলং কুন্তং বজ্রং নারাচমেব চ।
কুঠারেণাস্য বৃক্ষাদি স্ফোটয়েচ্ছেদয়েদপি॥ ৬২
ভেদয়েৎ কুন্তকাঙ্গাভ্যাং যৎকিঞ্চিৎ খেটকাদিকম্।
ভিদ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সিক্থকাগ্রেণ কৌতুকম্॥ ৬৩
হরিতালং শিলাচূর্ণমঙ্কুলীতৈল-ভাবিতম্।
তল্লিপ্ত-বস্ত্রং শিরসি স্থিতং পশ্যতি বহ্নিবৎ॥ ৬৪

ঐ প্রকার আর্দ্র গর্দ্দভের চর্ম্মের উপর সমস্ত ধান্যবীজ বপন করিয়া কুক্কুটের রক্ত তাহার উপর তিন সপ্তাহ প্রতিদিন সেচন করিবেন। ৫৮

পরে তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মিলে যত্ন সহকারে বাধাদি দূর করিয়া তাহা রক্ষা করিবেন। তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ ফল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবে। ৫৯

মনসাগাছ, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞোডুম্বর, কাকোডুম্বর—এই সকল গাছের আঠা, লৌহচূর্ণ, গন্ধক, ইটের গুঁড়া, ধুনা, তিলতৈল, মোম—এই সমস্ত বস্তু উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবেন। অনন্তর উহা দ্বারা কুঠার করিবেন। ৬০-৬১

আর তাহা দ্বারা ক্ষুর, ইক্ষুফল, (অস্ত্রবিশেষ), কুন্ত, বজ্র, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন। উহার কুঠারের দ্বারাও বৃক্ষ বিদারণ ও ছেদন প্রভৃতি করা যায়। ৬২

যৎকিঞ্চিৎ সামান্য কুন্তকের অঙ্গ দুইটী দ্বারা খেটকাদি বিদীর্ণ করাইতে পারিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, মোমের কুঠারের দ্বারা ও ঐ সকল মোম নির্ম্মিত অস্ত্রের অগ্রদ্বারা যে কোন খেটকাদি কঠিন দ্রব্য ছিন্নভিন্ন হইবে। ৬৩

হরিতাল ও মনঃশিলা একসঙ্গে গুঁড়া করিয়া অঙ্কুলীতৈলে ভাবনা দিয়া বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিবেন। ঐ বস্ত্রখণ্ড মাথায় রাখিলে অগ্নির ন্যায় দেখা যায়। ৬৪

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সিন্দূরং গন্ধকং তালং সমং পিষ্ট্বা মনঃশিলাম্ ।
তল্লিপ্ত-বস্ত্র-চ্ছন্নাঙ্গো রাত্রৌ সংদৃশ্যতেঽগ্নিবৎ ॥ ৬৫

ললাটে অগ্নিদর্শন

খদ্যোত-ভূলতা-চূর্ণে ললাটে তিলকে কৃতে ।
রাত্রৌ সংদৃশ্যতে জ্যোতিস্তস্মিন্ স্থানে তু কৌতুকম্ ॥ ৬৬

অগ্নিশিখায় কেশদাহ নিবারণ

ত্র্যূষণং চূর্ণয়েদাদৌ তৎ-কল্কে নর-মূত্রকম্ ।
একীকৃত্য লিপেচ্ছীর্ষে বর্ত্তিস্তত্রৈব ধারয়েৎ ।
জ্বলন্তী ন দহত্যেব কেশমাত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭

সর্প তিরোধান ও চণকের পাষাণীকরণ

বদনে কৃষ্ণসর্পস্য যব-বীজানি বাপয়েৎ ।
ফলিতে তানি বীজানি সমাদায় সুরক্ষয়েৎ ॥ ৬৮
ক্ষিপেৎ সর্প-করণ্ডে তু তদৈব নাস্ত্যসৌ ফণী ।
মুক্তেঽসৌ[১] দৃশ্যতে সর্প ইতি চিত্রং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৬৯

সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া তাহা একখানি বস্ত্রে লেপন করিবেন। রাত্রিকালে ঐ বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিলে অগ্নির ন্যায় দেখা যায়। ৬৫

খদ্যোত (জোনাকি পোকা) ও ভূলতা (কেঁচো) এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করতঃ উহা দ্বারা ললাট দেশে তিলক ধারণ করিলে, রাত্রিকালে বোধ হইবে, যেন ললাট হইতে (অগ্নির ন্যায়) জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। ৬৬

প্রথমে ত্র্যূষণ—ত্রিকটু (শুঁট, পিপুল, মরিচ) চূর্ণ করিবেন। পরে উহার কল্ক হইলে নরমূত্র মিশাইয়া ঐ পিষ্ট দ্রব্য মস্তকে মাখাইবেন। অতঃপর তদুপরি প্রজ্বলিত বাতি রাখিলে একটি কেশও দগ্ধ হইবে না। ৬৭

কেউটে সাপের মুখের মধ্যে মাটী ভরিয়া তাহাতে যববীজ বপন পূর্ব্বক মাটীতে পুতিয়া রাখিবেন। অনন্তর ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল জন্মিলে তাহার বীজ আনিয়া ভালভাবে রাখিবেন। ৬৮

এই বীজ সর্পের হাঁড়িতে ফেলিয়া দিলে তখনই ঐ ব্যক্তির নিকট তথাকার সর্প তিরোহিত হয়। কিন্তু ঐ বীজ ফেলিয়া দিলে সর্প বলিয়া দেখা যাইবে। ইহা মহা আশ্চর্য্য। ৬৯

১। খ+ক—ভুক্তেঽসৌ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পাষাণ-ভেদ-মূলে তু চর্বিতে সতি ভক্ষয়েৎ।
পাষাণ-বদরাণ্ডাভাশ্চণকানি তু কৌতুকম্ ॥ ৭০

ফলের উল্লম্ফন

মুণ্ডিরী-ফল-পৃষ্ঠে[১] তু ছিদ্রং কৃত্বা তু পারদম্।
নিক্ষিপেৎ তিলমাত্রন্তু বর্ত্ত্যা তং বন্ধয়েৎ ততঃ।
জ্বলন্তীং নিক্ষিপেৎ তেন রুন্ধেৎ তু চিত্রমুৎপতেৎ ॥ ৭১

হস্তে মৎস্য-গ্রহণ

অস্পৃষ্ট-পুরুষায়াস্তু নার্য্যাঃ প্রথমজং রজঃ।
বস্ত্রেণ গ্রাহয়িত্বা তু ততো গচ্ছেন্ নদীতটম্ ॥ ৭২
মৎস্য-গ্রাসী যদা পক্ষী মৎস্যমাদাতুমুদ্যতঃ।
তৎ-পক্ষিণং সমৎস্যন্তু গৃহীত্বা চূর্ণয়েৎ পৃথক্ ॥ ৭৩
তচ্চূর্ণং কর-সংস্পৃষ্টং জলে ক্ষিপ্তং সমন্ততঃ।
মৎস্যো[২] দৃষ্ট্বা সমায়াতি করমধ্যে তু কৌতুকম্ ॥ ৭৪

পাষাণ ভেদক বৃক্ষের (পাথরকুচি গাছের) শিকড় চিবাইয়া খাইবেন। পরে চণক পাষাণ খণ্ডের ন্যায় বদরী (কুল) বীজাকার ও ডিম্বাকৃতি দেখা যাইবে; ইহা একটী কৌতুক। ৭০

প্রথমতঃ মুণ্ডিরা ফলের উপরিভাগে একটি ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে তিলপ্রমাণ পারদ নিক্ষেপ করিবেন। ছিদ্রমুখে একটি পলিতা দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন। পরে তাহা জ্বালিয়া দিয়া নিক্ষেপ করিবেন, কিন্তু পারদ সর্বদা রুদ্ধ রাখা আবশ্যক। এইরূপ করিলে সেই বীজ লাফাইয়া উপরে উঠিবে। ইহা আশ্চর্য্য। ৭১

যে রমণীর পুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটে নাই, তাহার প্রথম রজঃ বস্ত্রের দ্বারা লইয়া তাহার পর নদীতীরে গমন করিবেন। ৭২

নদীতে মৎস্যভোজী পাখী যখন মৎস্য ধরিতে উদ্যত হইবে, তখন সেই পাখী ও মৎস্য এই দুইটিকে ধরিয়া সেই রক্তাক্ত বস্ত্র, পাখী ও মৎস্য—এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবেন। ৭৩

পরে ঐ সকল চূর্ণ একত্র করতঃ হাতে রাখিয়া জলগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে চতুর্দিকের যাবতীয় মৎস্য তাহা দেখিয়া করমধ্যে উপস্থিত হয়। ইহা এক কৌতুক। ৭৪

১। খ+গ—ফলপৃষ্টে। ২। খ+গ—মৎস্যং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সৌবীরের আর্দ্রীকরণ

ঋতৌ স্ত্রী-যোনি-মধ্যস্থং সৌবীরং দিন-সপ্তকম্ ।
তদ্[1] হুত্বা পাবকে চিত্রমার্দ্রমেব প্রদৃশ্যতে ॥ ৭৫

রুদ্রগণের দর্শন

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি পুষ্যে সৌবীরমঞ্জনম্ ।
একীকৃত্যৈব জুহুয়াদ্ ধাত্রীকাষ্ঠান্বিতেঽনলে[2] ।
সংদৃশ্যতে[3] রুদ্রগণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৬

দিনে তারকা-দর্শন

মুনি-পুষ্প-রসে পুষ্যে ঘৃষ্ট্বা স্রোতোঽঞ্জনং ততঃ ।
অঞ্জিতাক্ষো নরো পশ্যেন্ মধ্যাহ্নে তারকাগণম্ ॥ ৭৭

সূর্য্যের রথদর্শন

মাতুলুঙ্গস্য বীজোত্থং তৈলং তাম্রস্য ভাজনে ।
স্থাপয়েদাতপে পশ্যেন্ মধ্যাহ্নে সরথং রবিম্ ॥ ৭৮

দিবায় পিশাচ-দর্শন

বিল্বপত্র-রসৈঃ সিদ্ধং গুঞ্জামূলং জনান্তিকে ।
অঞ্জিতাক্ষো নরঃ পশ্যেৎ পিশাচানতিকৌতুকম্ ॥ ৭৯

যখন কোন স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয়, তখন সাত দিন যাবৎ কাঁজি তাহার যোনি-মধ্যে রাখিয়া ঐ কাঁজি দ্বারা বহ্নিতে হোম করিবেন। এইরূপ করিলে অগ্নিতেও সেই কাঁজি আর্দ্রই থাকে, কদাচ শুষ্ক হয় না। ৭৫

মাতুলুঙ্গের (গোড়ালেবুর) বীজ ও সৌবীরাঞ্জন—এই দুই বস্তু পুষ্যা নক্ষত্রে একত্র করতঃ আমলকী কাঠের অগ্নিতে হোম করিবেন। এই প্রকার করিলে সেই ব্যক্তি রুদ্রগণের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন। এই বিষয়ে সংশয় করিবে না। ৭৬

পুষ্যা নক্ষত্রে মুনিপুষ্পের (বকফুলের) রসে স্রোতোঞ্জন ঘষিয়া উহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে মধ্যাহ্ন কালেও তারকাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৭

তামার পাত্রে গোড়ালেবুর তৈল আতপ তাপে রাখিলে মধ্যাহ্ন কালে ঐ তৈলে সরথ সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হন। ৭৮

জনান্তিকে বিল্বপত্রের রসে কুঁচের শিকড় সিদ্ধ করিতে হয়। পরে ঐ রস দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে সর্ব্বসমক্ষে পিশাচগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতি কৌতুকজনক। ৭৯

১। খ+গ—তং হুত্বা। ২। খ+গ—লম্বমানে সিতে পুরে। ৩। খ+গ—স দৃশ্যতে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মুখে অগ্নি-গ্রহণ

অঙ্গারং শিখি-পিত্তেন পিষ্ট্বা প্রজ্বালিতং ভবেৎ[১]।
পাবকং তন্মুখে ধৃত্বা বহ্নের্জ্বালা[২] সুদৃশ্যতে ॥ ৮০

অগ্নিমধ্যে পুষ্পদর্শন

ধুস্তূর-তৈল-সংযুক্তা বিষ-চূর্ণেন লেপিতা[৩]।
বর্ত্তিঃ সা জ্বলিতা লোকৈঃ পুষ্পবদ্ দৃশ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৮১

আকাশে উল্কার দর্শন

বিহঙ্গ-পুচ্ছে তু যদা নিবধ্নাতি প্রদীপকম্।
উল্কামিব প্রপশ্যন্তি সঞ্চরন্তীং নভঃ-স্থলে ॥ ৮২

মৃত-মৎস্যের পুনর্জীবন

ভল্লাতকোদ্‌ভবং তৈলং মৃত-মৎস্যেষু লেপয়েৎ।
তে জীবন্তি জলে ক্ষিপ্তাঃ সদ্যঃ সদ্যোহতা ইব ॥ ৮৩

বনমধ্যে সাগর প্রদর্শন

মণ্ডুক-বসয়া দীপমরণ্যে জ্বালয়েন্ নিশি।
চতুর্দ্দিক্ষু চ তন্মধ্যে সাগরো দৃশ্যতে জনৈঃ ॥ ৮৪

ময়ূরের পিত্তের সহিত অঙ্গার পিষিয়া তাহা প্রজ্বালিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখমধ্যে অগ্নিশিখা সুন্দর দেখা যায়, মুখ দগ্ধ করিতে পারে না,। ৮০

একটি বাতি প্রস্তুত করিয়া ধুস্তুর তৈলে সিক্ত করতঃ তাহাতে বিষচূর্ণ মাখাইবেন। এই বাতি জ্বালিলে উহা লোকের সমক্ষে নিশ্চয়ই পুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ৮১

উপরে যে বাতির কথা বলা হইল, ঐরূপ বাতি জ্বালিয়া কোন পাখীর পুচ্ছে বন্ধন পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে ঐ পাখী যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন আকাশে উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ৮২

মৃত মৎস্যের গাত্রে ভল্লাতক-বীজের তৈল লেপন করিবেন। পরে তাহাকে জলগর্ভে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সদ্য আহৃত পরে জীবিত মৎস্যের ন্যায় তাহারা বাঁচিয়া উঠে। ৮৩

রাত্রিকালে বনের চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে মণ্ডুকের চর্ব্বি দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবেন। লোকে তথায় সাগর দেখিতে পায়। ৮৪

১। খ+গ—পিষ্ট্বা চাগ্রদলে ভবেৎ। ২। খ+গ—বহ্নের্জ্বালা। ৩। খ+গ—লোলিতা।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গৃহের উপরে জ্বলন্ত অগ্নির দর্শন

শ্বেত-খর্জ্জুর-মূলন্তু ভূলতা শ্বেতমভ্রকম্।
পেষয়েচ্ছিখি-পিত্তেন মুষ্ট্যা বদ্ধা তু তন্নিশি।
গৃহোপরি বিনিক্ষিপ্তে দৃশ্যতে জলদগ্নিবৎ ॥ ৮৫

তৈলহীন দীপের জ্বলন

ধাত্রিকা-বীজ-পিষ্টেন লিপ্তং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
বহুকাল-প্রদীপস্তু দীপো জ্বলতি কৌতুকম্ ॥ ৮৬

সূর্য্যরশ্মিযোগে অগ্নি প্রজ্বালন

শ্মশানাদগ্নিমাদায় চতুরঙ্গার-সন্মিতম্।
শর্করা চ চতুস্তস্মাদ্ গোনসা-বসয়া লিপেৎ।
ছাগীদুগ্ধে বিনিক্ষিপ্য কাষ্ঠ-মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮৭
আদিত্য-রশ্মি-সম্পর্কাজ্ জ্বলত্যেব ন সংশয়ঃ।
তৎকাষ্ঠং কৌতুকং লোকে জায়তে শিব-ভাষিতম্ ॥ ৮৮

দিবায় তারকা দর্শন

উন্মত্তস্য তু কাষ্ঠানি কোদ্রবস্য তৃণানি চ।
সন্দহ্য বন্ধয়েদ্ বস্ত্রে দীপং প্রজ্বাল্য কজ্জলম্।

শ্বেত খর্জ্জুরের শিকড়, ভূলতা (কেঁচো) ও শ্বেত অভ্র—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া ময়ূর-পিত্তের সহিত পিষিবেন। উহা মুষ্টিমধ্যে লইয়া রাত্রিকালে গৃহের উপরি ভাগে ফেলিয়া দিলে ঐ গৃহ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হয়। ৮৫

আমলকীর বীজ যত্ন সহকারে পেষণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা বাতি লিপ্ত করিলে বহুকালের প্রজ্বালিত দীপ তখনও জ্বলিতে থাকে, নির্ব্বাপিত হয় না। ইহা অতীব কৌতুকজনক। ৮৬

শ্মশান হইতে চারিখানি অঙ্গারখণ্ডের সহিত অগ্নি ও চারিখানি শর্করা (ঢিল) আনয়ন পূর্ব্বক গোসাপের চর্ব্বি দ্বারা ঐ অঙ্গার ও শর্করা লেপন করিবেন। ছাগীদুগ্ধে ফেলিয়া কোন কাষ্ঠের উপর ফেলিয়া দিবেন। ৮৭

ইহাতে সূর্য্যরশ্মি লাগিবামাত্র সেই কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে কোন্ সংশয় নাই। ইহা লোকে কৌতুক জন্মায়। ইহা শিবের উক্তি। ৮৮

ধুস্তূরকাষ্ঠ ও কোদ্রব শস্যের তৃণ—এই দুই দ্রব্য একসঙ্গে দগ্ধ করতঃ সেই ভস্ম কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিবেন। অনন্তর ঐ কাপড়ে দীপ জ্বালিয়া কজ্জল প্রস্তুত

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অঞ্জয়েৎ তেন নেত্রঞ্চ দিবা পশ্যতি তারকাম্ ॥ ৮৯

রাক্ষস-দর্শন

রক্তার্জ্জুনস্য মূলেন তিলকে জল-ঘর্ষিতে[১]।
কৃতে ত্বযুত-হস্তোঽসৌ দৃশ্যতে রাক্ষসাকৃতিঃ ॥ ৯০

বহুরূপ-দর্শন

কৃকলাসস্য সংগৃহ্য পুচ্ছং দক্ষিণ-পার্শ্বতঃ।
ত্রিলৌহ-বেষ্টিতং বক্ত্রে ধৃতং চানন্ত-রূপধৃক্ ॥ ৯১
ওঁ সঙ্কোচায় স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরসহস্রজপ্তেন[২] সিদ্ধিঃ।

ভূমিতে স্মুবর্ণ-দর্শন

সিন্দুর-বর্ণ ভূনাগ-বর্ত্তি-দীপস্য তেজসা।
যদ্ বস্তু দৃশ্যতে তত্র তৎ তচ্চ স্বর্ণবদ্ ভবেৎ ॥ ৯২

গৃহে সর্প-দর্শন

কার্পাস-বীজং সর্পস্য বক্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা খনেদ্ ভুবি।
তজ্জাত-বর্ত্তিকা-দীপঃ সর্প-তৈলেন দীপিতঃ।

করিবেন। ঐ কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে দিবসেও তারকা দেখে। ৮৯

রক্তবর্ণ অজ্জুর্ন গাছের শিকড় জলে ঘর্ষণ পূর্ব্বক ললাটে তিলক ধারণ করিলে ঐ ব্যক্তি অযুতহস্ত রাক্ষসের অকার দৃষ্ট হইবে। ৯০

কৃকলাসের দক্ষিণপার্শ্ব হইতে পুচ্ছ লইয়া ত্রিলৌহ বেষ্টিত করতঃ মুখমধ্যে ধারণ করিলে তাহাকে অনন্তরূপধারী দেখা যাইবে। ৯১

"ওঁ সঙ্কোচায় স্বাহা" এই মন্ত্র এক হাজার আটবার জপ করিলে মন্ত্র ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া সিদ্ধ হয়।

সিন্দুরবর্ণ কেঁচো আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রদীপের আলোকে যে যে বস্তু দৃষ্ট হইবে, তৎসমুদয় সুবর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। ৯২

সাপের মুখের ভিতর কার্পাসবীজ পুরিয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিবেন। যখন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল জন্মিবে, তখন ঐ কার্পাস লইয়া বাতি প্রস্তুত করিবেন। ঐ

১। খ+গ—জলঘর্ষিতঃ। ২। খ+গ—সহস্রজপ্তে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গৃহে পশ্যন্তি যদ্ রাত্রৌ তৎ তৎ সর্পোপমং[১] ভবেৎ ॥ ৯৩

এরণ্ড-তৈলজং দীপং শমী-পুষ্পাহি-কঞ্চুকম্ ।
কার্পাসজা ভবেদ্ বর্ত্তিশ্চিত্রং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৯৪

শ্বেতার্ক-সম্ভবাং বর্ত্তিং সর্পতৈল-যুতাং নিশি ।
প্রজ্বাল্য সর্পবৎ সর্ব্বং গৃহে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৯৫

বন্ধুবিচ্ছেদের উপায়

হস্তর্ক্ষে[২] সিন্ধুবারস্য মূলমাদায় যত্নতঃ ।
স্পর্শনে বন্ধু-বিচ্ছেদং কুরুতে শীঘ্রমদ্ভুতম্ ॥ ৯৬

তালযন্ত্রের বিদারণ

মাংসং রক্তোৎপলং তুল্যং কৃকলাসস্য যোজয়েৎ ।
তন্মলৈর্গুটিকা-স্পর্শাৎ তাল-যন্ত্রং ভিনত্ত্যলম্ ॥ ৯৭

তন্মাংসং শোণিতং গ্রাহ্যং তন্মন্ত্রেণাঽভিমন্ত্রিতম্ ।
ভূদারবট-পুষ্পৈশ্চ বেষ্টয়িত্বা স্থিতং করে ।

কার্পাসজাত বাতির দীপ সাপের তৈলে প্রজ্বলিত হইলে সেই আলোকে গৃহের যে যে বস্তু দেখিবে, তাহাই সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। ৯৩

শমীপুষ্প, সর্পের খোলস ও কার্পাস—এই কয় বস্তু একত্র করতঃ বাতি প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ বাতি এরণ্ডতৈলে ভিজাইয়া গৃহে প্রজ্বালিত করিলে গৃহময় পূর্ববৎ সর্প দৃষ্ট হয়। ইহা অতিশয় বিচিত্র ব্যাপার। ৯৪

শ্বেত আকন্দের তূলা দ্বারা বাতি নির্মাণ করিয়া সাপের তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া রাত্রিকালে গৃহে প্রদীপ জ্বালিলে গৃহের সমস্ত বস্তুকে পূর্বের ন্যায় সর্প দর্শন করে। ৯৫

হস্তা নক্ষত্রে সিন্ধুবার (নিসিন্দা) গাছের শিকড় তুলিয়া ঐ শিকড় যে কয় জন বন্ধুর গাত্রে স্পর্শ করাইবেন, তাহাদের সকলের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিবে। ইহা অতি অদ্ভুত। ৯৬

কৃকলাসের মাংস ও রক্তবর্ণ উৎপল সমভাগে লইয়া তৎসহ কৃকলাসের মল মিশ্রিত করতঃ গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। তালযন্ত্রে এই গুটিকা স্পর্শ করাইলে তৎক্ষণাৎ তালযন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ৯৭

কৃকলাসের মাংস ও রক্ত লইয়া পশ্চাৎ উক্ত সেই (ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি) মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন। অনন্তর ভূদারপুষ্প ও বটপুষ্প দ্বারা বেষ্টন

১। খ + গ—সর্পোপমো ভবেৎ। ২। খ + গ—হস্তার্কে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্পৃষ্টমাত্রে মহাশ্চর্য্যং তাল-যন্ত্রং ভিনত্ত্যলম্ ॥ ৯৮

আকাশস্থ পক্ষিপতন-দর্শন

তন্মাংসং বট-পত্রেণ বেষ্টিতং হস্ত-মধ্যগম্ ।
আকাশেঽপি স্থিতঃ[১] পক্ষী দৃশ্যতে পতিতো ধ্রুবম্ ॥ ৯৯

বৃক্ষারূঢ়ের অশ্বারোহণ-দর্শন

তন্মাংসং রাজবৃক্ষস্য পুষ্পঞ্চ হস্ত-মধ্যগম্ ।
বৃক্ষারূঢ়ং তুরগস্থং[২] চিত্রং পশ্যতি মানবঃ ॥ ১০০

নারীবিবাদ-দূরীকরণ

শিরীষ-পুষ্পৈস্তন্মাংসং বেষ্টিতং হস্ত-ধারিতম্ ।
স্পৃষ্টমাত্রেণ নারীণাং রণং যাত্যতিকৌতুকম্ ॥ ১০১

স্তনপতন দর্শন

কচ্ছপস্য শিরো গ্রাহ্যং লজ্জালীমিন্দ্রগোপিকাম্
কাকজঙ্ঘা-ভবং বীজং তথা শতপদী-কৃমিম্ ।

পূর্ব্বক হাতের মধ্যে রাখিবেন। ঐরূপ হস্ত দ্বারা যে তালযন্ত্র স্পর্শ করা যায়, তাহা তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই ভগ্ন হয়। ৯৮

কৃকলাসের মাংস বটপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক হাতের মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া আকাশস্থিত পক্ষীর প্রতি নেত্রপাত করিলে সেই পক্ষী আকাশে স্থিত হইলেও তাহাকে নিশ্চয় পতিত হইতেছে দেখা যাইবে। ৯৯

কৃকলাসের মাংস ও রাজবৃক্ষের (সোনালু গাছের) পুষ্প একসঙ্গে হাতের মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া বৃক্ষে আরূঢ় হইলে সেই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিকে অশ্বারূঢ়বৎ দেখে। ইহা আশ্চর্য্য। ১০০

কৃকলাসের মাংস শিরীষপুষ্প দ্বারা বেষ্টিত করিয়া মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিয়া যে কয়টি স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা যায়, তাহাতে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের রণ (বিবাদ) উপস্থিত হয় বা চলিয়া যায়। ইহা অতীব কৌতুকজনক। ১০১

কূর্ম্মের মস্তক, লজ্জাবতী লতা, ইন্দ্রগোপ কীট, কাকজঙ্ঘা গাছের বীজ ও শতপদী

১। খ+গ—ব্রহ্মাণ্ডেঽপি স্থিতঃ। ২। খ+গ—তুরগগতং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পঞ্চভির্বটিকা কার্য্যাহনামিকা-মধ্যগা শুভা ॥ ১০২
তদ্দর্শাৎ স্তনং যাতি স্পৃষ্টে বাথ মহাদ্ভুতম্।
কনিষ্ঠানামিকা-মধ্যে দর্শাদায়াতি তৎ পুনঃ ॥ ১০৩

লিঙ্গহীনতা-দর্শন

তয়া গুটিকয়া লেপাল্ লিঙ্গ-সংকোচনং ভবেৎ।
নির্লিঙ্গো দৃশ্যতে মর্ত্ত্যঃ ক্ষালিতেন পুনর্ভবেৎ ॥ ১০৪
মাতৃবাহস্তনং যাতি মুক্তিঃ স্বাস্থ্যং প্রজায়তে[১]।

পতিত-স্তনোত্থান

কৃকলাস-ভবং চূর্ণং কূর্ম্মাহি-তৈল-পাচিতম্।
তেন লিপ্তঃ স্তনশ্চৈব বোদ্গচ্ছেদ্[২] বারযোষিতঃ ॥ ১০৫

সহসা বৃশ্চিকের উৎপত্তি-দর্শন

অঙ্কুলোত্থেন[৩] তৈলেন লিপ্ত-হস্তেন মর্দ্দয়েৎ।
নির্গুণ্ডী-বীজকং ভূমৌ ক্ষিপ্তং ভবতি বৃশ্চিকম্ ॥ ১০৬

কৃমি (কানবিছা) এই পাঁচটি বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবেন। এই শুভ বটিকা অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলীর মধ্যে রাখিবেন। ১০২

যে স্ত্রীলোক তাহাকে দর্শন করিবে বা স্পর্শ করিবে, তাহারই স্তন পতিত হইবে। ঐ গুটী অনামা ও কনিষ্ঠার মধ্যে ধারণ করিলে উক্ত স্তন পুনরায় উত্থিত হয়। ইহা বড়ই অদ্ভুত। ১০৩

উপরিলিখিত সেই গুটিকা লিঙ্গে লেপন করিলে লিঙ্গ-সঙ্কোচ হয়, মানব লিঙ্গহীন বলিয়া দৃশ্যমান হয়। আবার ঐ লেপ ধৌত করিলে পুনরায় মনুষ্য পূর্ব্ববৎ লিঙ্গবান্ হইয়া থাকে। ১০৪

কৃকলাসের চূর্ণকে কচ্ছপ ও সর্পের তৈলে পাক করিয়া পতিত স্তনে মাখাইলে উহা পুনরুত্থিত হয়, এমন কি, বারযোষিতের (বেশ্যার) পতিত স্তনে মাখাইলেও উহা পুনরুত্থিত হইয়া থাকে। ১০৫

হাতে অঙ্কুলীতৈল মাখাইয়া সেই হাতে নিসিন্দার বীজ মর্দ্দন পূর্ব্বক মাটীতে ফেলিয়া দিবেন। উহা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলেই বৃশ্চিক হয়। ১০৬

১। ক—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি। ২। খ+গ—স্তনোদ্গচ্ছেৎ তৎক্ষণাদ্।
৩। খ+গ—অঙ্কুলোত্থেন।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ইত্যেবং সর্ব্বযোগানাং মন্ত্ররাজং শিবোদিতম্ ।
পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা ততঃ সিধ্যতি কৌতুকম্ ॥ ১০৭

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উড্ডামরেশ্বরায় বহুরূপায় নানারূপধরায় সহ সহ সস নৃত্য[1] নানাকৌতুকেন্দ্রজালদর্শনায় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ স্বাহা ।

অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বযোগানভিমন্ত্রয়েৎ ।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে কৌতুকং নাম
উনবিংশঃ পটলঃ ।

এই কৌতুকাধ্যায়ে যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, ইহা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শিব কথিত "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্ররাজ অযুতসংখ্যক জপ করিবেন। তাহা হইলেই কৌতুক মন্ত্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ উপরিলিখিত এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত যোগকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। এই মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত কৌতুক সফল হইবে। ১০৭

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের কৌতুক নামক
উনবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ১৯।

১। খ—সহ সহ নৃত্য।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিংশঃ পটলঃ

অথ যক্ষিণীসাধনম্

যক্ষিণী-সাধন

সর্ব্বাসাং যক্ষিণীনান্তু ধ্যানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভগিনী-মাতৃ-পুত্রী-স্ত্রীরূপ-তুল্যা যথেপ্সিতাঃ॥ ১

বিচিত্রা-সাধন

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং বটবৃক্ষ-তলে শুচিঃ।
বন্ধুক-কুসুমৈঃ পশ্চান্ মধ্বাজ্য-ক্ষীর-মিশ্রিতৈঃ॥ ২
দশাংশং যোনিকুণ্ডে তু হুত্বা দেবী প্রসীদতি।
বিচিত্রা[1] সাধকস্যৈব প্রযচ্ছতি সমীহিতম্॥ ৩
ওঁ বিচিত্রে বিচিত্ররূপে[2] সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।
ত্রি-পথস্থো জপেন্ মন্ত্রং লক্ষমেকং দশাংশতঃ।
ঘৃতাক্তৈর্গুগ্গুলৈর্হোমৈর্বিচিত্রা[3] সিদ্ধিদা ভবেৎ॥ ৪
ওঁ হ্রীং[4] মহানন্দে ভীষণে হ্রীং হুং স্বাহা।

অনন্তর যক্ষিণীর সাধন কথিত হইতেছে। সকল প্রকার যক্ষিণীর সাধনেই সমাহিত হইয়া ধ্যান করিবেন। সাধক নিজ অভিলাষ অনুসারে যক্ষিণীকে ভগিনী, মাতা, পুত্রী বা ভার্য্যারূপে চিন্তা করিবেন। ১

পবিত্র হইয়া বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া যক্ষিণী-সাধনায় নির্দ্দিষ্ট জপ্য মন্ত্র (ওঁ বিচিত্রে ইত্যাদি) এক লক্ষ জপ করিবেন। জপান্তে মধু, ঘৃত ও দুগ্ধমিশ্রিত বন্ধুক পুষ্প দ্বারা যোনিকুণ্ডে জপের দশাংশ হোম করিলেই বিচিত্রা নাম্নী যক্ষিণী প্রসন্না হন এবং সাধককের অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। ২-৩

ওঁ বিচিত্রে বিচিত্ররূপে ইত্যাদি মন্ত্রটী বিচিত্রাদেবীর সাধনের মন্ত্র। ঐ মন্ত্র দ্বারা ঐ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

তিনটি পথের সংযোগ স্থলে বসিয়া "ওঁ হ্রীং মহানন্দে" ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করতঃ ঘৃত-মিশ্রিত গুগ্‌গুল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিলে বিচিত্রা নাম্নী যক্ষিণী সিদ্ধিদাত্রী হইয়া থাকেন। ৪

১। খ+গ—বিচিত্রাং। ২। খ+গ—বিচিত্রে চিত্ররূপেণ। ৩। খ+গ—গুগ্‌গুলৈর্হৈমৈ-।
৪। গ—ঐং হ্রীং মহানন্দে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কনকবতী-সাধন

গত্বা যক্ষ-গৃহং মন্ত্রী নগ্নো ভুত্বা জপেন্ মনুম্।
দিনৈক-বিংশতিং কুর্য্যাৎ পূজাং কৃত্বা ততো নিশি ॥ ৫
আবর্ত্তয়েৎ ততো মন্ত্রমেক-চিত্তেন সাধকঃ।
নিশার্দ্ধে বাঞ্ছিতং দ্রব্যং দেব্যাগম্য প্রযচ্ছতি ॥ ৬

ওঁ হ্রীং নখকেশি কনকবতি স্বাহা।

কুবলয়া-সাধন

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং গুগ্‌গুলুং হুনেৎ।
লাক্ষা উৎপলকং বাথ ধ্যাত্বা সর্ব্বাঙ্গ-লোচনাম্।
পট্টে পটে বা সংলিখ্য হোমান্তে বাঞ্ছিত-প্রদা[১] ॥ ৭

ওঁ কুবলয়ে হিলি হিলি তু তু তু সিদ্ধিসিদ্ধেশ্বরি হ্রীং স্বাহা।

বিভ্রমা-সাধন

জপেল্ লক্ষদ্বয়ং মন্ত্রী শ্মশানে নির্ভয়ো মনুম্।
দশাংশং জুহুয়াৎ সাজ্যং হুত্বা তুষ্যতি বিভ্রমা।

ওঁ হ্রীং মহানন্দে ইত্যাদি এই মন্ত্রটি বিচিত্রাদেবীর সাধন ও প্রয়োগের অপর মন্ত্র।

সাধক যক্ষগৃহে গমন পূর্ব্বক উলঙ্গ হইয়া একবিংশতি দিন যাবৎ "ওঁ হ্রী" হ্রীং নখকেশি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। পরে পূজা করিয়া সাধক নিশাভাগে একাগ্রচিত্তে পুনশ্চ মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে কনকবতী দেবী আবির্ভূ'তা হইয়া সাধককে তাহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ৫-৬

ওঁ হ্রীং নখবতি ইত্যাদি মন্ত্রটী কনকবতী দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

ওঁ কুবলয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। জপান্তে গুগ্‌গুলু, লাক্ষা বা উৎপল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। হোমান্তে পট্টে বা পটে সর্বাঙ্গলোচনা কুবলয়া দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ধ্যান করিবেন। এইরূপ করিলেই হোমান্তে দেবী সাধককে অভীষ্ট বিষয় প্রদান করেন। ৭

ওঁ কুবলয়ে হিলি হিলি ইত্যাদি মন্ত্রটি কুবলয়া দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

সাধক শ্মশানে বসিয়া নির্ভীক হৃদয়ে 'ওঁ হ্রীং বিভ্রমরূপে' ইত্যাদি মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করিবেন। জপান্তে ঘৃত দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ইহা করিলেই দেবী

১। খ+গ—চিন্তিতপ্রদা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পঞ্চাশন্-মানুষাণাঞ্চ দত্তে সা ভোজনং সদা ॥ ৮
ওঁ হ্রীং বিভ্রমরূপে বিভ্রমে কুরু কুরু এহ্যেহি ভগবতি স্বাহা ।

জলপাণী-সাধন

শাক-যূষ-পয়ঃ-শক্তু-ভক্ষঃ শ্বেতকমাসনে ।
দেবতাং পূজয়েন্ নিত্যং জপেল্ লক্ষং ত্রয়োদশম্ ॥ ৯
পায়সং হোময়েৎ পশ্চাৎ সহস্রৈকেণ সিধ্যতি ।
নিত্যং লোক-সহস্রস্য ভোজনং সা প্রযচ্ছতি ।
লক্ষায়ুর্দিব্য-বর্ষাণি দত্তে সা শঙ্করোদিতা ॥ ১০
ওঁ হ্রীং জলপাণী পিজ্বল পিজ্বল হুঁ ব্লুং স্বাহা ।

সুলোচনা-সাধন

লক্ষমুৎপল-শাকোত্থং হুত্বা মন্ত্রমিমং জপেৎ ।
লক্ষৈকাদশমাবর্ত্ত্য হুত্বা মধ্যে শশি-গ্রহে ॥ ১১
অথবা মালতী-পুষ্পৈর্হুত্বা ভানু-সহস্রকম্ ।
গ্রহমুক্তির্ভবেদ্[১] যাবৎ পূর্ণান্তে সিধ্যতি ধ্রুবম্ ।

পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন এবং প্রত্যহ সাধককে পঞ্চাশ জনের উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করেন । ৮

ওঁ হ্রীং বিভ্রমরূপে ইত্যাদি মন্ত্রটি বিভ্রমা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র ।

শাকযূষ, দুগ্ধ ও শক্তু ভোজনকারী সাধক শ্বেতকম্বলাসনে বসিয়া 'ওঁ হ্রীং জলপাণী' ইত্যাদি মন্ত্রে জলপাণী দেবীকে প্রত্যহ পূজা করিবেন এবং ত্রয়োদশ লক্ষ জপ করিবেন । ৯

পরে পায়স দ্বারা সহস্রসংখ্যক হোম করিবেন । এক সহস্র হোম দ্বারাই প্রয়োগ সিদ্ধি হয় । ইহাতে দেবী প্রীতা হইয়া সাধককে প্রত্যহ সহস্র লোকের উপযুক্ত খাদ্য, দিব্য লক্ষ বর্ষ আয়ুঃ প্রদান করেন । মহাদেব ইহা বলিয়াছেন । ১০

ওঁ জলপাণী ইত্যাদি মন্ত্রটি জলপাণী দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র ।

সাধক চন্দ্রগ্রহণের সময়ে পদ্মবীজ দ্বারা লক্ষ হোম করিয়া 'ওঁ ভূতে সুলোচনে ব্লুং' এই মন্ত্র একাদশ লক্ষ জপ করিবেন ও মধ্যে হোমের আবৃত্তি করিবেন । ১১

অথবা মালতীপুষ্প দ্বারা গ্রহণ মুক্তি পর্য্যন্ত দ্বাদশ সহস্র হোম করিবেন । পূর্ণ

১। খ+গ—ভানুমুক্তে ভবেদ্ ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সহস্রন্তু জপাত্যন্তে সহস্রাণান্তু ভোজনম্॥ ১২

ওঁ ভূতে সুলোচনে ব্লুং।

রতিপ্রিয়া-সাধন

শঙ্খ-লিপ্তে পটে দেবীং গৌরবর্ণাং ধৃতোৎপলাম্।
সর্ব্বালঙ্কারিণীং দিব্যাং সমালিখ্যাহর্চ্চয়েৎ পুনঃ॥ ১৩

জাতীপুষ্পৈঃ সোপচারৈঃ সহস্রৈকং ততো জপেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং সপ্ত-রাত্রন্ত ততো রাত্রৌ শুচির্জপেৎ॥ ১৪

অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
পঞ্চবিংশতি-দীনারান্ প্রত্যহং সা প্রযচ্ছতি॥ ১৫

ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা।

পিশাচিকা-সাধন

একবিংশ-দিনং যাবদুদয়াস্তময়ং জপেৎ।
নিত্যং সায়ং স্বমাহার-পিণ্ডং হর্ম্ম্যোপরি ক্ষিপেৎ॥ ১৬

হোমান্তে প্রয়োগের সিদ্ধি হয়। সহস্রবার উক্ত মন্ত্র জপ ও হোমের অন্তে সহস্র সংখ্যক ব্রাহ্মণের ভোজন প্রদান করেন। ১২

ওঁ ভূতে সুলোচনে ইত্যাদি মন্ত্রটি সুলোচনা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

শঙ্খ-লিপ্ত পটে দেবীর গৌরবর্ণা উৎপলধারিণী সর্ব্বপ্রকার ভূষণে বিভূষিতা মূর্ত্তি অঙ্কন পূর্ব্বক রাত্রিতে শুচি হইয়া জাতীপুষ্প ও নানা উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। ১৩

তাহার পর এক সহস্র জপ করিবেন। সাত রাত্রি যাবৎ ত্রিসন্ধ্যায় 'ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিবেন। ১৪

এইরূপ করিলে অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইবার পর দেবী আবির্ভূতা হইয়া প্রত্যহ সাধককে পঞ্চবিংশতি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন। ১৫

ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা—এই মন্ত্রটি রতিপিয়া দেবীর সাধন ও প্রয়োগের মন্ত্র।

একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রত্যহ 'ওঁ হ্রীং চঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে প্রাসাদের ছাদের উপর নিজ খাদ্য দ্রব্যের পিণ্ড (নৈবেদ্য) পিশাচিকার উদ্দেশ্যে প্রদান করিবেন। ১৬

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ত্রি-সপ্তাহে তু সা তুষ্টা শয্যাং গত্বা পিশাচিকা।
পঞ্চবিংশতি-দীনারান্ দদাতি প্রতিবাসরম্
কর্ণে কথয়তি ক্ষিপ্রং যদ্ যৎ পৃচ্ছত্যসৌ ক্রমাৎ॥ ১৭

ওঁ হ্রীং চঃ চঃ কম্বলকে গৃহ্ন পিণ্ডং[1] পিশাচিকে স্বাহা।

চন্দ্রগিরা-সাধন

গৃহে বারণ্য একান্তে লক্ষমেকং জপেন্ মনুম্।
পুষ্প-ধূপাদিভিঃ পূজাং নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ১৮
পঞ্চামৃতৈর্দশাংশেন হুতে দেবী প্রসীদতি।
দীনারাণাং সহস্রৈকং প্রত্যহং তোষিতা সতী॥ ১৯

ওঁ গুলু গুলু চন্দ্রামৃতময়ি অব জাতিলং হুলু হুলু চন্দ্রগিরে স্বাহা।

সুরসুন্দরী-সাধন

একলিঙ্গং[2] মহাদেবং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েৎ সদা।

এইভাবে তিন সপ্তাহ কার্য্য করিলে পিশাচিকা নাম্নী যক্ষিণী প্রসন্না হইয়া সাধকের শয্যাপার্শ্বে আগমন করেন এবং প্রত্যহ পঞ্চবিংশতি দীনার প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক দেবীকে ক্রমে ক্রমে যাহা প্রশ্ন করিবেন, দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণে তাহার উত্তর প্রদান করেন। ১৭

ওঁ হ্রীং চঃ চঃ কম্বলকে ইত্যাদি মন্ত্রটি পিশাচিকা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

গৃহে বা অরণ্যে নির্জ্জনে বসিয়া 'ওঁ গুলু গুলু' ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। প্রত্যহ জপান্তে পুষ্প ধূপাদি দ্বারা যত্ন সহকারে পূজা করিবেন। ১৮

পূজান্তে পঞ্চামৃত দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিলে দেবী চন্দ্রামৃতময়ী দেবী প্রসন্না হইয়া প্রত্যহ সাধককে এক সহস্র দীনার প্রদান করেন। ১৯

ওঁ গুলু গুলু ইত্যাদি মন্ত্রটি চন্দ্রগিরা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় একলিঙ্গ* মহাদেবের অর্চ্চনা করবেন এবং ধূপ দান করিয়া 'ওঁ

১। ক—পিণ্ডম্। ২। খ+গ—একলিঙ্গে।

* পঞ্চক্রোশের মধ্যে যেখানে দ্বিতীয় শিবলিঙ্গ দেখা যায় না, সেই শিবলিঙ্গকে একলিঙ্গ বলে। পঞ্চক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তরমীক্ষ্যতে। তদেকলিঙ্গমাখ্যাতং তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা॥—তন্ত্রসার তারা প্রকরণ ধৃত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ধূপং দত্ত্বা জপেন্ মন্ত্রী ব্রূহি সা ত্বং কিমিচ্ছসি ॥ ২০

দেবি ! দারিদ্র্য-দগ্ধোঽস্মি তন্মে নাশকরী ভব।
ততো দদাতি সা তুষ্টা বিত্তায়ুশ্চির-জীবিতম্ ॥ ২১

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা।

মৈথুনপ্রিয়া-সাধন

কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুলক্ষণাম্।
প্রতিপৎ-তিথিমারভ্য পূজাং কৃত্বা জপেৎ ততঃ।
ত্রিসন্ধ্যং ত্রিসহস্রন্তু মাসান্তে পূজয়েন্ নিশি ॥ ২২

সংজপেন্নর্দ্ধরাত্রে[1] তু সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
দীনারাণাং সহস্রৈকং প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ২৩

ওঁ হ্রীং অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা।

মনোহরা-সাধন

নদী-তীরে শুচৌ দেশে[2] চন্দনেন সুমণ্ডলম্।

হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে দেবী প্রসন্না হইয়া বলেন—তুমি কি ইচ্ছা কর? ২০

সাধক বলিবেন, দেবি! আমি দারিদ্র্য দোষে দগ্ধ হইতেছি, আমার দারিদ্র্য নাশ-করী হও। তখন দেবী তুষ্টা হইয়া সাধককে অতুল ধন ও দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করেন। ২১

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রটি সুরসুন্দরী সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে একটি সর্ব্বসুলক্ষণা দেবীমূর্ত্তি অঙ্কন পূর্ব্বক প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাস যাবৎ তিন সন্ধ্যায় পূজা করতঃ 'ওঁ হ্রীং অনুরাগিণি' ইত্যাদি মন্ত্র ত্রিসহস্র জপ করিবেন। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে অর্দ্ধরাত্রি কালে পূজা ও জপ করিবেন। এইরূপ করিলে অর্দ্ধরাত্রে মৈথুনপ্রিয়া-নাম্নী যক্ষিণী দেবী প্রীতা হইয়া আসিয়া প্রত্যহ সাধককে সহস্র দীনার প্রদান করেন। ২২-২৩

ওঁ হ্রীং অনুরাগিণি ইত্যাদি মন্ত্রটি মৈথুনপ্রিয়া দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

নদীতটে শুদ্ধ স্থানে বসিয়া চন্দন দ্বারা একটি সুন্দর মণ্ডল অঙ্কন করিয়া ঐ মণ্ডলে

১। খ+গ—সংজপন্নর্দ্ধরাত্রে। ২। খ+গ—শুভে দেশে।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিধায় পূজয়েদ্ দেবীং ততো মন্ত্রাযুতং জপেৎ ॥ ২৪
ত্রিসপ্তাহং জপেদেবং প্রসন্নে বিরতস্তদা।
দীনারাণাং সহস্রৈকং ব্যয়ং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে।
বিনা ব্যয়েন সা ক্রুদ্ধা ন দদাতি কদাচন ॥ ২৫
ওঁ হ্রীং সর্ব্বকামদে মনোহরে স্বাহা।

শঙ্খিনী-সাধন

মন্ত্রাযুতং জপেন্ মন্ত্রী প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ে সতি।
মাসমেকং জপেদেবং পূজাং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে।
শঙ্খ-সংলিপ্ত-পট্টে তু শুভ্র-পুষ্পৈঃ সপায়সৈঃ ॥ ২৬
দশাংশং হোময়েৎ সাজ্যৈরিন্ধনৈঃ করবীরজৈঃ।
দদাতি শঙ্খিনী তুষ্টা নিত্যং রূপ্যক-পঞ্চকম্ ॥ ২৭
ওঁ হ্রীং শঙ্খচারিণি শঙ্খাভরণে হ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং আং স্বাহা

মণিভদ্র-সাধন

সহস্রাষ্টমিমং মন্ত্রং জপেৎ সপ্ত-দিনাবধি।

দেবীর অর্চ্চনা করিবেন। 'ওঁ হ্রীং সর্বকামদে' ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিবেন। ২৪

এই প্রকারে ত্রিসপ্তাহ জপ করিবেন। দেবী প্রসন্না হইলে জপে বিরত হইবেন। তখন দেবী মনোহরা প্রীতা হইয়া প্রত্যহ সাধককে যে এক সহস্র দীনার প্রদান করিবেন, সাধক প্রত্যহ উহা ব্যয় করিবেন। উহা ব্যয় না করিলে দেবী ক্রুদ্ধা হন এবং আর কখনও দীনার প্রদান করেন না। ২৫

ওঁ হ্রীং সর্বকামদে ইত্যাদি মন্ত্রটি মনোহরাদেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে হ্রীং শঙ্খচারিণি' ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ ও পূজা করিবেন। এই ভাবে একমাস যাবৎ প্রত্যহ জপ করিবেন ও শঙ্খলিপ্ত পটে দেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন পূর্ব্বক পায়সের সহিত শুভ্র পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ অর্চ্চনা করিবেন। ২৬

পরে সাজ্য করবীর সমিধ্ দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। এইরূপ করিলে শঙ্খিনী দেবী প্রীত হইয়া প্রত্যহ সাধককে পাঁচটি রজতমুদ্রা প্রদান করেন। ২৭

ওঁ হ্রীং শঙ্খচারিণি ইত্যাদি মন্ত্রটি শঙ্খচারিণী দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ 'ওঁ নমো মণিভদ্রায়' ইত্যাদি মণিভদ্র নামক এই মন্ত্র আট

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

প্রত্যহং মণিভদ্রাখ্যং প্রযচ্ছত্যেক-রূপ্যকম্ ॥ ২৮

ওঁ নমো মণিভদ্রায় নমঃ পূর্ণায় নমো মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মোট মোট ধরাহ স্বাহা।

ত্যাগী-সাধন

চতুর্লক্ষমিমং মন্ত্রং জপেৎ ত্যাগা প্রসীদতি।
দদাতি চিন্তিতানর্থাংস্তস্য ভোগায় মন্ত্রিণঃ ॥ ২৯

ওঁ অহো ত্যাগি মম ত্যাগার্থং দেহি মে বিত্তং বীরসেবিতং স্বাহা।

সাগরচেটক-সাধন

রাত্রৌ রাত্রৌ জপেন্ মন্ত্রং সাগরস্য তটে শুচিঃ ;
লক্ষ-জাপে কৃতে সিদ্ধো দত্তে সাগরচেটকঃ।
রত্নত্রয়ং মহামূল্যং[১] তেন মন্ত্রী সুখী ভবেৎ ॥ ৩০

ওঁ নমো ভগবন্ রুদ্র দেহি রত্নানি জলরাশে নমোঽস্তু তে স্বাহা।

স্বামীশ্বরী-সাধন

একান্তে চ শুচৌ দেশে ত্রিসন্ধ্যং ত্রি-সহস্রকম্।
মাসমেকং জপেন্ মন্ত্রী ততং পূজাং সমারভেৎ ॥ ৩১

সহস্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলে যক্ষসেনাধিপতি মণিভদ্র প্রীত হইয়া সাধককে প্রত্যহ এক একটি রজতমুদ্রা প্রদান করেন। ২৮

ওঁ নমো মণিভদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রটি মণিভদ্র সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

'ওঁ অহো ত্যাগি' ইত্যাদি মন্ত্র চারি লক্ষ জপ করিবেন। ইহাতে ত্যাগী দেবী প্রসন্না হন। তিনি সেই সাধকের ভোগার্থ তদীয় বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন। ২৯

ওঁ অহো ত্যাগি ইত্যাদি মন্ত্রটি ত্যাগী দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

প্রতি রাত্রিতে সমুদ্র তটে শুদ্ধ হইয়া 'ওঁ নমো ভগবন্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপে লক্ষ জপ পূর্ণ লইলে সাগরচেটক নামক সিদ্ধ যক্ষ সাধককে তিনটি মহামূল্য রত্ন প্রদান করেন। সাধক তদ্দ্বারা সুখী হইয়া থাকে। ৩০

ওঁ নমো ভগবন্ ইত্যাদি মন্ত্রটি সাগরচেটক নামক সিদ্ধ যক্ষের সাধন ও প্রয়োগের মন্ত্র।

নির্জ্জনে পবিত্র স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক 'ওঁ হ্রীং আগচ্ছ' ইত্যাদি মন্ত্র তিন সন্ধ্যায়

১। খ+গ—তদা মৌল্যং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পুষ্প-ধূপাদি-নৈবেদ্যৈঃ প্রদীপৈর্ঘৃত-পূরিতৈঃ।
রাত্রাবভ্যর্চ্চয়েৎ সম্যক্ সুস্থিরঃ সুমনাঃ সুধীঃ॥ ৩২
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
রসং রসায়নং দিব্যং বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণম্॥ ৩৩
ওঁ হ্রীং আগচ্ছ স্বামীশ্বরি স্বাহা।

বটযক্ষিণী-সাধন

ত্রি-পথস্থো বটাধঃ-স্থো রাত্রৌ মন্ত্রং জপেৎ সদা।
লক্ষত্রয়ং ততঃ সিদ্ধা স্যাদ্ দেবী বটযক্ষিণী॥ ৩৪
বস্ত্রালঙ্করণং দিব্যং সিদ্ধং রস-রসায়নম্।
দিব্যাঞ্জনঞ্চ সা তুষ্টা সাধকায় প্রযচ্ছতি॥ ৩৫
ওঁ হ্রীং শ্রীং বটবাসিনি যক্ষকুলপ্রসূতে বটযক্ষিণি এহ্যেহি স্বাহা।

চন্দ্রযোগিনী-সাধন

বটবৃক্ষং সমারুহ্য লক্ষমেকং জপেন্ মনুম্।
ততঃ সপ্তাভিমন্ত্রেণ কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েন্ মখম্॥ ৩৬

তিন সহস্র করিয়া জপ করিবেন। সাধক এক মাস এইরূপ জপ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবেন। ৩১

সুধী সাধক রাত্রিকালে সম্যক্ স্থিরচিত্তে শুদ্ধমনে পুষ্প, ধূপাদি, নৈবেদ্য, ঘৃত-পূরিত প্রদীপ প্রভৃতি উপহারে স্বামীশ্বরী দেবীর বিধি পূর্বক পূজা করিবেন। ৩২

এইরূপ করিলে অর্দ্ধরাত্রির পর দেবী আবির্ভূ‌তা হইয়া সাধককে দিব্য রস ও রসায়ন এবং বসন ও ভূষণ প্রদান করেন। ৩৩

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রটি স্বামীশ্বরী দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

তেমাথা পথে বটগাছের তলায় বসিয়া সর্বদা নিশাভাগে "ওঁ হ্রীং শ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। ইহা দ্বারা বটযক্ষিণী দেবী আকৃষ্টা হইয়া থাকেন। ৩৪

তিনি তুষ্ট হইয়া সাধককে দিব্য বসন ও ভূষণ এবং সিদ্ধ রস ও রসায়ন এবং দিব্য অঞ্জন প্রদান করেন। ৩৫

ওঁ হ্রীং শ্রীং বট-বাসিনি ইত্যাদি মন্ত্রটি বটযক্ষিণী দেবীর সাধন ও প্রয়োগের মন্ত্র।

বটগাছে আরোহণ পূর্ব্বক 'ওঁ হ্রীং নমশ্চন্দ্রদ্রবে' ইত্যাদি অথবা "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের যে কোনটি এক লক্ষ জপ করিবেন। অনন্তর উক্ত মন্ত্র দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত কাঁজি দ্বারা মুখ ধৌত করিবেন। ৩৬

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

যাম-দ্বয়ং জপেদ্ রাত্রৌ বরং যচ্ছতি যক্ষিণী।
রসং রসায়নং দিব্যং ক্ষুদ্র-কর্ম্মাণ্যনেকধা।
সিদ্ধানি সর্ব্ব-কার্য্যাণি নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥ ৩৭

(১) ওঁ হ্রীং নমশ্চন্দ্রদ্রবে কর্ণাকর্ণকারণে স্বাহা। (২) ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় চন্দ্রযোগিনি স্বাহা। মন্ত্রদ্বয়স্যৈকসিদ্ধিঃ।

বিশালা-সাধন

চিঞ্চা-বৃক্ষ-তলে মন্ত্রং লক্ষমাবর্ত্তয়েচ্ছুচিঃ।
বিশালা বিতরেৎ তুষ্টা রসং দিব্যং রসায়নম্॥ ৩৮

ওঁ হ্রীং বিশালে দ্রাং দ্রুং ক্লীং এহ্যেহি স্বাহা।

মহাভয়া-সাধন

নরাস্থি-নির্ম্মিতাং মালাং গলে পাণৌ চ কর্ণয়োঃ।
ধারয়েজ্ জপমালাঞ্চ তাদৃশীন্তু শ্মশানতঃ॥ ৩৯
লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং সাধয়েন্ নির্ভয়ঃ সুধীঃ।
ততো মহাভয়া সিদ্ধা দদাত্যেব রসায়নম॥ ৪০

রাত্রিতে প্রহরদ্বয় জপ করিবেন। এইরূপ করিলেই যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে অভীষ্ট বর দান করেন এবং তিনি তৃপ্তা হইয়া সাধকের ভোগার্থ রস, দিব্য রসায়ন দান করতঃ সাধকের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা সাধকের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। অন্যথা অর্থাৎ ইহা না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মহাদেব ইহা বলিয়াছেন। ৩৭

উপরি উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের যে কোন একটি মন্ত্রের দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধি হয়।

ওঁ হ্রীং নবচন্দ্রদ্রবে ইত্যাদি মন্ত্রটি চন্দ্রযোগিনী দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

তেঁতুল গাছের তলায় পবিত্র হইয়া 'ওঁ হ্রীং বিশালে' ইত্যাদি আবৃত্তি পূর্ব্বক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে বিশালা দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে দিব্য রস ও রসায়ন প্রদান করেন। ৩৮

ওঁ হ্রী বিশালে ইত্যাদি মন্ত্রটি বিশালা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

শ্মশানে গলদেশে, দুই হস্তে ও দুই কর্ণে নরাস্থিনির্ম্মিত তাদৃশী মালা পরিধান করিবেন এবং তাদৃশী জপ মালা করিবেন। সাধক শ্মশানে বসিয়া নির্ভীক-হৃদয়ে নরাস্থিনির্ম্মিত জপমালায় 'ওঁ হ্রীং মহাভয়ে' ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। এইরূপ করিলেই মহাভয়া-নাম্নী যক্ষিণী সিদ্ধ হইয়া সাধককে রসায়ন প্রদান করেন। ৩৯-৪০

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তেন ভক্ষিত-মাত্রেণ পর্ব্বতানপি চালয়েৎ।
বলী-পলিত-নির্মুক্তশ্চিরজীবী ভবেন্ নরঃ ॥ ৪১

ওঁ হ্রীং মহাভয়ে হুঁ ফট্ স্বাহা।

চন্দ্রিকা-সাধন

শুক্লপক্ষে জপেৎ তাবদ্ যাবদ্ দৃশ্যেত চন্দ্রিকা।
দত্তে পীত্বা যদমরোঽমৃতং তচ্চ ভবেন্ নরঃ ॥ ৪২

ওঁ হ্রীং চন্দ্রিকে হংসঃ স্বাহা।

পাতালসিদ্ধিদা-সাধন

শক্র-চাপোদয়ে লক্ষং নির্গুণ্ডী-তল-মধ্যগঃ।
জপেন্ মন্ত্রং ততস্তুষ্টা দেবী পাতাল-সিদ্ধিদা ॥ ৪৩

ওঁ ঐং ক্লীং ঐন্দ্রি মাহেন্দ্রি কুলু কুলুঁ চুলু চুলু হংসঃ স্বাহা।

হৃদি ধ্যাত্বা জপেদ্ রাত্রৌ হংসবদ্ধঃ সচেতকঃ।
যোগং দদাতি সা তুষ্টা জরা-মৃত্যু-বিনাশনম্ ॥ ৪৪

ওঁ হংসঃ সর্বলোচনানি বন্ধয় বন্ধয় দেবী আজ্ঞাপয়তি স্বাহা।

সাধক ঐ রসায়ন ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বতকেও বিচলিত করিতে পারিবেন এবং বার্দ্ধক্যোচিত বলী ও পলিত বর্জ্জিত হইয়া দীর্ঘজীবী হইবেন। ৪১

ওঁ হ্রীং মহাভয়ে ইত্যাদি মন্ত্রটী মহাভয়া দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

শুক্লপক্ষে রাত্রিকালে যতক্ষণ চন্দ্র উদিত থাকেন, ততক্ষণ "ওঁ হ্রীং চন্দ্রিকে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলে চন্দ্রিকা দেবী সাধককে যে অমৃত প্রদান করেন, সাধক তাহা পান করিয়া অমর (চিরজীবী) হইতে পারেন। ৪২

ওঁ হ্রীং চন্দ্রিকে ইত্যাদি মন্ত্রটি চন্দ্রিকা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

যখন ইন্দ্রধনু উঠে, সেই সময় নির্গুণ্ডী গাছের তলে বসিয়া "ঐং ক্লীং" ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। ইহাতে পাতালসিদ্ধিদা দেবী সন্তুষ্টা হন। এই দেবীর প্রসাদে সাধক পাতাল গমনের শক্তি লাভ করে। ৪৩

ওঁ ঐং ক্লীং ঐন্দ্রি ইত্যাদি মন্ত্রটি পাতাল-সিদ্ধিদা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

হংসাসনে উপবিষ্ট ও একাগ্রচিত্ত হইয়া রাত্রিতে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া জরা মৃত্যুর বিনাশক যোগ প্রদান করেন। ৪৪

ওঁ হংসঃ সর্বলোচনানি ইত্যাদি মন্ত্রটি পূর্বোক্ত সাধনের মন্ত্র।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

চেটিকা-সাধন

স্বীয়-মূর্দ্ধ্নি করং বামং দত্ত্বা লক্ষং জপেন্ মনুম ।
বাক্‌সিদ্ধিং মন্ত্রিণে দেবী চেটিকা বৈ[১] প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫

ওঁ নমো লিঙ্গোদ্ভব রুদ্র দেহি মে বাচঃ সিদ্ধিং[২] বিনানাং পর্ব্বতগতে দ্রাং দ্রীং দ্রুং দ্রৈং দ্রৌং দ্রঃ ।

রক্তকম্বলা-সাধন

জপেন্ মাসত্রয়ং রক্তকম্বলা[৩] সুপ্রসীদতি ।
মৃতকোত্থাপনং কুর্য্যাৎ প্রতিমা-চালনং তথা ॥ ৪৬

ওঁ রক্তকম্বলমহাদেবি দ্রুতমমুকামুকং উত্থাপয় উত্থাপয় প্রতিমাং চালয় চালয় পর্ব্বতং কম্পয় কম্পয় লীলয়া চিলি চিলি[৪] হুং হুং ।

বিদ্যুজ্জিহ্বা-সাধন

অষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা যৎকিঞ্চিৎ স্বাত্ম-ভোজনম্ ।
তত্রৈব বাসরং দত্তে নিত্যং সান্নিধ্য-কারকম্ ॥ ৪৭
অতীতানাগতং কর্ম্ম স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যং ব্রবীতি সা ।

নিজের মাথায় বাম হাত রাখিয়া "ওঁ নমো লিঙ্গোদ্ভব" ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। ইহাতে চেটিকা দেবী প্রীতা হইয়া সাধককে বাক্‌সিদ্ধি প্রদান করেন। ৪৫

ওঁ নমো লিঙ্গোদ্ভব ইত্যাদি মন্ত্রটি চেটিকা দেবীর সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

তিন মাস যাবৎ প্রত্যহ "ওঁ রক্তকম্বল" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলে রক্তকম্বলা দেবী প্রসন্না হন ; তাঁহার প্রসাদে সাধক মৃত ব্যক্তিকে উজ্জীবিত ও প্রতিমাকে চালিত করিতে পারে। ৪৬

ওঁ রক্তকম্বল মহাদেবি ইত্যাদি মন্ত্রটি রক্তকম্বলা সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

"ওঁ করঙ্কমুখে" ইত্যাদি মন্ত্র এক শত আটবার জপ করিয়া সাধক স্বয়ং প্রত্যহ যাহা কিছু ভোজন করেন, দেবীকে তাহাই প্রতিদিন প্রদান করিবেন। ইহা দেবীর সান্নিধ্য-কারক। ৪৭

দেবী তুষ্টা হইয়া সাধককে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্য্যাবলী এবং শরীরের স্বাস্থ্য ও

১। খ+গ—মন্ত্রিণো লিঙ্গে ২। খ+গ—বাচং:সিদ্ধিং।
৩। খ+গ—রক্তকম্বলে। ৪। খ+গ—চিললিলি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

প্রতিমা-পর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ চালয়ত্যেব তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮

ওঁ করঙ্কমুখে বিদ্যুজ্জিহ্বে ওঁ হুং চেচকে[১] জঃ জঃ স্বাহা।

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা কৃত্বা হোমং দশাংশতঃ।
ঘৃতাক্তৈ রজনী-কুষ্ঠৈঃ পূর্ণান্তে চ পুনর্জপেৎ ॥ ৪৯
চন্দনেনালিপেদ্ গাত্রং রাত্রৌ মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
যাবন্ নিদ্রাবশং যাতি স্বপ্নে বদতি সা তদা।
বাঞ্ছিতং যচ্ছুভং কিঞ্চিৎ স্যাৎ সিদ্ধং[২] বা ন সিধ্যতি ॥ ৫০

ওঁ হ্রীং সঃ নমঃ শ্মশানবাসিনি চণ্ডবেগিনি স্বাহা। মন্ত্রদ্বয়ে একমেব সাধনম্।

চন্দ্রস্রাবিণী-সাধন

করঞ্জ-বৃক্ষমারুহ্য জপেদ্ দশ-সহস্রকম্।
তৎ-পঞ্চাঙ্গেন কল্কেন আপাদং সংবিলেপয়েৎ।
জপান্তে পূর্ব্ববৎ স্বপ্নে কথয়েৎ সা শুভাশুভম্ ॥ ৫১

অস্বাস্থ্য (শুভাশুভ) সমস্ত বিষয় বলিয়া থাকেন। সাধক তাঁহার প্রসাদে প্রতিমা ও পর্ব্বত সকলকে তৎক্ষণাৎ চালিত করিতে পারে। ৪৮

ওঁ করঙ্কমুখে ইত্যাদি মন্ত্রটি বিদ্যুজ্জিহ্বা সাধনের ও প্রয়োগের মন্ত্র।

প্রথমে "ওঁ হ্রীং সঃ" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিয়া সঘৃত হরিদ্রা দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে পুনরায় জপ করিবেন। ৪৯

পরে রাত্রিকালে গাত্রে রক্তচন্দন লেপন পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে দেবী সাধকের যাহা অভীষ্ট ও শুভ এবং সিদ্ধ হইবে বা সিদ্ধ না হইবে, সমস্তই বলিয়া দেন। ৫০

ওঁ হ্রীং সঃ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রটি পূর্ব প্রয়োগের আর একটি মন্ত্র। দুই মন্ত্রের একই সিদ্ধি।

করঞ্জ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক "ওঁ নমো রুদ্রায়" অথবা "ওঁ নমশ্চন্দ্রস্রাবিণি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের যে কোনটি অযুতসংখ্যক জপ করিবেন। ঐ করঞ্জ গাছের পঞ্চাঙ্গ (ফল, ফুল, মূল, পত্র ও বল্কল) পেষণ করিয়া তাহার দ্বারা আপাদমস্তক লেপন করিবেন। জপান্তে শয়ন করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া পূর্ববৎ স্বপ্নে সাধককে শুভাশুভ সমস্ত বিষয় বলিয়া দেন। ৫১

১। খ+গ—হুং চেটকে। ২। ক—কিঞ্চিৎ সিদ্ধং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(১) ওঁ নমো রুদ্রায় ওঁ নমো ভগবতে শ্মশানবাসিযোগিনে স্বাহা।

(২) ওঁ নমশ্চন্দ্রস্রাবিণি কর্ণাকর্ণকারিণি স্বাহা। উভয়োঃ পূর্ব্ববৎ সিদ্ধিঃ[১]।

চামুণ্ডা-সাধন

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা কুষ্ঠ-কল্কাভিমন্ত্রিতম্।
সপ্তবার-প্রলেপেন স্বপ্নে বক্তি শুভাশুভম্।
ত্রৈলোক্যে যাদৃশী বার্ত্তা তাদৃশী কথয়ত্যলম্॥ ৫২

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ চামুণ্ডে স্বাহা।

পিশাচিনী-সাধন

রোচনা-কুঙ্কুম-ক্ষীরৈঃ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
নীরসে সূর্য্যপত্রে তু মায়াবীজং দলে দলে।
লিখিত্বা ধারয়েন্ মূর্দ্ধ্নি ইমং মন্ত্রং ততো জপেৎ॥ ৫৩
পূর্ব্বমেব তু সপ্তাহং এবং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
অতীতানাগতং সর্ব্বং স্বপ্নে বদতি দেবতা॥ ৫৪

ওঁ হ্রীং চিনি পিশাচিনি স্বাহা।

পূর্বোক্ত দুইটি মন্ত্রের যে কোন একটির দ্বারা চন্দ্রস্রাবিণী দেবীর প্রয়োগ করিতে পারেন। দুইটি মন্ত্রের পূর্ববৎ সিদ্ধি।

প্রথমে "ওঁ হ্রীং আগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিয়া অনন্তর কুড় পেষণ পূর্ব্বক উহার খইল সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিয়া অঙ্গে মাখিয়া শয়ন করিবেন। এইরূপ সাত বার করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া সাধককে ত্রিভুবনে যেখানে যে কথা বা যে ঘটনা হয়, তৎসমস্ত বলিয়া দেন। ৫২

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা চামুণ্ডা দেবীর প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গোরোচনা, কুঙ্কুম ও দুগ্ধ—এই কয় বস্তু একত্র করিয়া তদ্দারা শুষ্ক আকন্দপাতায় একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন। ঐ পদ্মের দলে দলে অর্থাৎ অষ্টপত্রে মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিবেন। অনন্তর ঐ আকন্দপত্র মাথায় রাখিয়া "ওঁ হ্রীং চিনি" ইত্যাদি মন্ত্র (অযুতসংখ্যক) জপ করিবেন। ৫৩

১। ক—অঙ্গং কল্কপ্রভবলোপাদি

CC-0. Varanasi ... Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কর্ণপিশাচিনী-সাধন

অলাবু-মূলিকা পুষ্যে তথা সর্পাক্ষি-মূলিকা।
সংগ্রাহ্যা মন্ত্রিতা যত্নাদ্ রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
মন্ত্রেণ মূর্দ্ধ্নি বদ্ধন্তু বদত্যেব শুভাশুভম্ ॥ ৫৫

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় কর্ণপিশাচিনি স্বাহা

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে যক্ষিণী-
সাধনং নাম বিংশঃ পটলঃ ॥ ২০ ॥

সপ্তাহকাল যত্নসহকারে এইরূপ করিলে দেবী স্বপ্নযোগে সাধককে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত বলিয়া দেন। ৫৪

ওঁ চিনি পিশাচিনি ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পিশাচিনী দেবীর প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

পুষ্যা নক্ষত্রে অলাবুর শিকড় ও সর্পাক্ষীর মূল গ্রহণ করিবেন ও "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ যত্ন সহকারে রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অনন্তর ঐ মূল মাথায় বন্ধন করিলে দেবী সাধককে সমস্ত শুভাশুভ বিষয় বলিয়া থাকেন। ৫৫

ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কর্ণপিশাচিনী দেবীর সাধন করিবেন।

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের যক্ষিণীসাধন নামক
বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ২০।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

একবিংশঃ পটলঃ

অথাঞ্জনম্

অঞ্জন

অঞ্জনানান্ত সর্ব্বেষাং মন্ত্রৈঃ সাধ্যমঘোরকৈঃ[1]।

বিনাঽঘোরেণ বিঘ্নানি নাশয়ন্তি পদে পদে ॥ ১

দক্ষিণামুর্ত্তিমাসাদ্য জপেদষ্ট-সহস্রকম্।

ততঃ সর্ব্ব-বিধানানি সুখ-সাধ্যানি কারয়েৎ ॥ ২

মন্ত্রঃ—ওঁ বহুরূপং বিরূপাক্ষং বিদ্যাধরং মহেশ্বরম্।

জপাম্যহং মহাদেবং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ৩

রুদ্রায় নমো বহুরূপায় নাশয় বিশ্বরূপায়[2] নমো বিশ্বায় বিশ্বরূপায় নমস্তৎ-পুরুষায় নমো যক্ষিরূপায় নমঃ একযক্ষায় নমঃ একরোমায় নমঃ একমণয়ে নমো বরদায় নমস্ত্র্যক্ষায় নমো রুদ্রায় স্বাহা ॥ ৪

সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা মহেশ্বরস্য পূজাং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং জপেৎ। সিদ্ধির্ভবতি। ৫

কজ্জলানাং নিপাতায় গ্রাহ্যো যত্নেন পাবকঃ।

দীক্ষিতস্য গৃহাৎ শ্রেষ্ঠো যতীনান্ত বিশেষতঃ।

রজকস্য গৃহাদ্ বাপি তক্ষকস্য গৃহাচ্চ বা ॥ ৬

অনন্তর অঞ্জন প্রয়োগ কথিত হইতেছে। সকল প্রকার অঞ্জনপ্রক্রিয়া অঘোর মন্ত্র দ্বারা সাধন করিবেন। অঘোর মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ না করিলে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পদে পদে সাধককে বিনষ্ট করে। ১

দক্ষিণামূর্তির নিকটে "বহুরূপং বিরূপাক্ষং" ইত্যাদি অঘোর মন্ত্র আট সহস্র জপ করিবেন। তাহা দ্বারা সকল কার্য্য অনায়াস সাধ্য করাইবেন। ২

সাধক উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মহেশ্বরের পূজা করিয়া উল্লিখিত মন্ত্র জপ করিবেন। অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। ৩-৫

কাজল পাড়াইবার জন্য যত্ন সহকারে দীক্ষিত ব্যক্তির গৃহ হইতে, বিশেষতঃ যতির গৃহ হইতে, অভাবে রজকের গৃহ হইতে বা সূত্রধারের গৃহ হইতেও অগ্নি গ্রহণ করিতে পারেন। ৬

১। ক+খ+গ—মন্ত্রং সাধ্যমঘোরকম্। ২। খ+গ—বিচ্ছরূপায়।

CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ জ্বলিতদ্যুতিদেহায় স্বাহা। অয়মগ্নিগ্রহণমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীপর্বতে কূলপর্বতে বসুমতে স্বাহা[১]। —অনেন মন্ত্রেণাগ্নিং রক্ষয়েৎ।

ওঁ বর্ত্তিং বন্ধ দিশং বন্ধ পাতালং বন্ধ মণ্ডলং বন্ধ বন্ধ স্বাহা—অনেন বর্ত্তিমভিমন্ত্রয়েৎ।

ওঁ নমো ভগবতে সিদ্ধিশাবরায়[২] জ্বল জ্বল পত পত পাতয় পাতয় বন্ধ বন্ধ সংহন সংহন দর্শয় দর্শয় নিধিং নমঃ।—অনেন দীপং প্রজ্বালয়েৎ।

ওঁ ইং সর্ব্বসিদ্ধিভ্যো নমঃ। বিচ্ছে স্বাহা।—অনেন কজ্জলং গ্রাহ্যম্।

ওঁ কালি কালি রক্ষ রক্ষ মদঞ্জনং নমো বিচ্ছে স্বাহা।—অনেন যৎকিঞ্চিদঞ্জনদ্রব্যমভিমন্ত্রয়েৎ। ৭

আদৌ কেবলয়া হেমশলাকয়া নেত্রমঞ্জয়িত্বা ততস্তয়ৈব শলাকয়া অঞ্জন-দ্রব্যমঞ্জয়েৎ।

অঞ্জয়িত্বাঞ্জনং পশ্চাৎ সপ্ত বাশ্বথ-পত্রকম্।
বন্ধয়েৎ প্রতিনেত্রন্তু অচ্ছিদ্রং তদধোমুখম্॥ ৯
তস্যোপরি সিতং বস্ত্রং পট্টজং বাথ বন্ধয়েৎ।
নাঙ্গ্যাদধিক-হীনাঙ্গং চাদৃষ্টং বাগ্নি-দগ্ধকম্॥ ১০

'ওঁ জ্বলিতদ্যুতি' ইত্যাদি মন্ত্রটী অগ্নিগ্রহণের মন্ত্র।

'ওঁ নমো ভগবতে' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি রক্ষা করিবেন।

'ওঁ বর্ত্তিং বন্ধ' ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ত্তি অভিমন্ত্রিত করিবেন।

'ওঁ নমো ভগবতে সিদ্ধিশাবরায়' ইত্যাদি মন্ত্রে দীপ প্রজ্বালিত করিবেন।

'ওঁ ইং সর্ব্বসিদ্ধিভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কজ্জল গ্রহণ কর্ত্তব্য।

'ওঁ কালি কালি' ইত্যাদি মন্ত্রে যে কোন কিছু অঞ্জন দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করিবেন। ৭

প্রথমে কেবল সুবর্ণশলাকা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদানপূর্ব্বক ঐ শলাকা দ্বারা অঞ্জন দ্রব্য মর্দ্দিত করিবেন। ৮

চক্ষুতে অঞ্জনলেপের পর প্রতি নেত্রে অচ্ছিদ্র অশ্বথ পত্র অধোমুখে করিয়া বাঁধিবেন। ৯

তদুপরি কোন শ্বেতবস্ত্র বা পট্টবস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবেন। যে ব্যক্তি অধিক অঙ্গ-বিশিষ্ট বা হীনাঙ্গ, দৃষ্টিশক্তিহীন বা অগ্নিদগ্ধ, তাহার চক্ষুতে অঞ্জন লেপন করিবেন না। ১০

১। খ+গ—বসুবতে স্বাহা। ২। খ+গ—সিদ্ধিসাবরায়।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সংপূর্ণাঙ্গং শুচি-স্নাতং দ্বি-দিনং নক্ত-ভোজনম্ ।
ক্ষীর-শাল্যান্ন-ভোক্তারং দ্বি-দিনান্তে ততো জপেৎ ।
অঞ্জিতস্য শিখাবন্ধং কর্ত্তব্যং মন্ত্র উচ্যতে ॥ ১১

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ওঁ মানহ হুলু[1] হুলু বিহুলু বিহুলু হা হা যক্ষ যক্ষ পূজিতে যক্ষকুমার্য্যঃ সুলোচনে স্বাহা। ১২

দক্ষিণামূর্ত্তিমাশ্রিত্য উদয়াস্তময়ং জপেৎ ।
পূর্ব্বমেব সমাখ্যাতঃ শিখাবন্ধে শিবোদিতঃ[2] ॥ ১৩

অয়ং সর্ব্বাঞ্জনানাং বিধির্জ্ঞেয়ঃ। ১৪

রোচনং কুঙ্কুমং শঙ্খং বালপুষ্পী তু চন্দনম্ ।
রাজাবর্ত্তং কুমারী চ সৌবীরাঞ্জন-পারদম্ ॥ ১৫
কজ্জলং কাঞ্চনী চৈব সিত-পদ্মস্য কেশরম্ ।
যাবকং সঘৃতং ক্ষীরং সমভাগং সুপেষয়েৎ ॥ ১৬
শ্মশানচেলমাদায় পূর্ব্ব-পিষ্টেন লেপয়েৎ ।
তদ্‌বর্ত্তিং ঘৃতসংযুক্তাং[3] প্রজ্বাল্য কজ্জলং হরেৎ ।

পরন্তু যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অঙ্গ-সমন্বিত, প্রতিদিন-স্নায়ী, পবিত্রচেতা ও দুই দিন দিবা ভাগে উপবাসী, রাত্রিভোজী, দুই দিন পরে মাত্র শালিতণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ ভোজী, তাহার চক্ষুতে অঞ্জন লেপনপূর্ব্বক জপ করা কর্ত্তব্য। অঞ্জন গ্রহণান্তে শিখাবন্ধন কর্ত্তব্য। মন্ত্র বলা যাইতেছে। ১১

"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়" ইত্যাদি হইতেছে শিখাবন্ধন মন্ত্র। ১২

দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট উপবেশন পূর্ব্বক সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তকাল পর্য্যন্ত জপ করিবেন। শিবকথিত শিখাবন্ধের মন্ত্র পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৩

সর্ব্বপ্রকার অঞ্জন সম্বন্ধে এই বিধি জানিবেন।

গোরোচনা, কুঙ্কুম, শঙ্খচূর্ণ, বালপুষ্পী (যুঁইফুল), চন্দন, রাজাবর্ত্ত নামক উপরত্ন বিশেষ, ঘৃতকুমারী, সৌবীরাঞ্জন, পারদ, কজ্জল, হরিদ্রা, শ্বেত পদ্মের কেশর আলতা, ঘৃত ও দুগ্ধ—এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া একত্র মর্দন করিবেন। ১৪-১৬

অনন্তর শ্মশানের বস্ত্রখণ্ড আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে পূর্ব্বোক্ত মর্দ্দিত বস্তুর দ্বারা লেপন করিবেন। পরে ঐ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিয়া উহা প্রজ্বালিত করতঃ

১। খ+গ—ওঁ মাহে হুলু।
২। খ+গ—সমাখ্যাতা শিখাবন্ধে শিবোদিতা। ৩। খ+গ—বর্ত্তিং ঘৃতসংযুক্তং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সর্ব্বাঞ্জনমিদং খ্যাতং পাতাল-নিধি-দর্শনম্ ॥ ১৭
শরৎ-কালে তু সংগ্রাহ্যা ভূ-লতা রক্ত-বর্ণকা।
সিন্দূর-পূরিতাং কৃত্বা রবি তূলেন বেষ্টয়েৎ ॥ .৮
অতিকৃষ্ণ-তিলাৎ তৈলং গ্রাহয়েদ্ রক্ষয়েৎ সুধীঃ।
তৈলবর্ত্ত্যা প্রয়োগেণ কজ্জলং চোত্তরায়ণে
গ্রাহয়িত্বাঞ্জয়েচ্চক্ষুর্নিধিং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৯
সপ্তধা পদ্ম-সূত্রাণি ভাবয়েদিক্ষুজৈ রসৈঃ।
সর্ব্বাঞ্জনমিদং দিব্যং শম্ভুদেবেন ভাষিতম্ ॥ ২০
দীপ-কজ্জলয়োঃ পাত্রং কর্ত্তব্যং নর-মুণ্ডকম্।
সর্ব্বেষাং কজ্জলানাস্তু শস্তং স্যাচ্ছিব-ভাষিতম্ ২১
স্রোতোঽঞ্জন-মূলূকস্য গ্রাহয়েচ্চৈব[১] পিত্তকম্।
শুদ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য যাবৎ সপ্ত-দিনাবধি।
অনেনাঞ্জিত-নেত্রস্তু নির্ব্বিঘ্নং বীক্ষতে নিধিম্ ॥ ২১

তাহা হইতে কজ্জল গ্রহণ করিবেন। এই কজ্জল সর্ব্বাঞ্জন নামে খ্যাত। এই কজ্জল চক্ষুতে দিলে পাতালস্থ নিধিও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭

শরৎ ঋতুতে লোহিতবর্ণ ভূলতা (কেঁচো) সংগ্রহ করিবেন। পরে তাহাকে সিন্দুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া আকন্দতূলা দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ১৮

অনন্তর সুধী সাধক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তিল তৈল গ্রহণ করিবেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবেন। তদ্দ্বারা ঐ বাতি ভিজাইয়া রাখিবেন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে ঐ তৈল প্রয়োগের দ্বারা অর্থাৎ ঐ তৈলবাতি প্রজ্বালিত করিয়া কজ্জল প্রস্তুত করতঃ ইহা চক্ষুতে অঞ্জন দিবেন। ইহার ফলে পূর্ব্ববৎ নিধি দর্শন করেন। ১৯

ইক্ষুরসে পদ্মসূত্রকে সাত বার ভাবনা দিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। ইহাই শিব কর্ত্তৃক কথিত দিব্য সর্ব্বাঞ্জন। ২০

নরমুণ্ডকে দীপ ও কজ্জলের পাত্র করিবেন। সমস্ত কজ্জলের ইহাই প্রশস্ত পাত্র হইতে পারে। ইহা মহাদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ২১

স্রোতোঞ্জন ও উলুকের পিত্ত শীঘ্র গ্রহণ করাইবেন এবং সাত দিন যাবৎ তাহাকে বিশুদ্ধ পাত্রে রাখিয়া দিবেন। পরে উহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে নির্ব্বিঘ্নে নিধি দর্শন করিবেন। ২২

১। খ+গ—গ্রাহয়েদাশু।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অতিকৃষ্ণস্য কাকস্য জিহ্বা-হৃন্মাংসমাহরেৎ।
বেষ্টয়েদ্ রবি- তূলেন বর্ত্তিং তেনৈব[১] কারয়েৎ ॥ ২৩

অজাঘৃতেন দীপন্তু প্রজ্বাল্যাদায় কজ্জলম্।
অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন নিধিং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ২৪

স্রোতোঽঞ্জনমুলুকস্য জিহ্বা-রক্তান্বিতং ক্ষিপেৎ।
সপ্তাহান্তে সমুদ্ধৃত্য অঞ্জনাদীক্ষতে নিধিম্ ॥ ২৫

অশ্লেষায়ান্তু কৃষ্ণাহেরতিধূমেন কঞ্চুকম্।
দগ্ধ্বা স্রোতোঞ্জনোন্মিশ্রমঞ্জয়েন্ নিধিদর্শকম ॥ ২৬

নকুলস্য চ ভেকস্য লোচনানি সমাহরেৎ।
স্রোতোঽঞ্জন-সমাযুক্তং মেষ-তৈলেন পেষয়েৎ।
অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন নিধিং পশ্যতি পূর্ব্বর্বৎ ॥ ২৭

উলূক-চক্ষুরাদায় কুঙ্কুমং রোচনং শশী।
সমাংশং মধুনা পিষ্টং খ্যাতং সর্ব্বাঞ্জনং পরম্ ॥ ২৮

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ কাকের জিহ্বা ও বক্ষঃস্থলের মাংস সংগ্রহ করিবেন ও তাহাকে আকন্দতূলা দ্বারা বেষ্টন করিবেন। তাহার দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিবেন। ২৩

পরে ছাগীঘৃতে প্রদীপ প্রজ্বালিত করতঃ কজ্জল লইবেন। ঐ কজ্জল চক্ষুতে দিলে মানুষ পূর্ব্ববৎ নিধি দর্শন করিবেন। ২৪

স্রোতোঞ্জনকে পেচকের জিহ্বারক্তে রঞ্জিত করিয়া রাখিবেন। সপ্তাহ পরে উহা তুলিয়া লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে নিধি দর্শন করেন। ২৫

অশ্লেষা নক্ষত্রে কেউটে সাপের খোলস প্রচুরতর ধূমে দগ্ধ করিয়া তৎসহ স্রোতোঞ্জন মিশাইবেন। উহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে ইহা (ভূগর্ভস্থ) নিধির দর্শক হয়। ২৬

নকুল (বেজি) ও ভেকের চক্ষু আহরণ করিবেন। তাহার সহিত স্রোতোঽঞ্জন মিশাইয়া মেষতৈলের সহিত মর্দ্দন করিবেন। উহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে কজ্জলিত ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ নিধি দর্শন করে। ২৭

পেচকের চক্ষু, কুঙ্কুম, রোচনা ও কর্পূর—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবেন। ইহা সর্ব্বাঞ্জন নামক শ্রেষ্ঠ অঞ্জন। ২৮

১। খ+গ-বর্ত্তিতেনৈব কারয়েৎ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পায়সং মধূ কর্পূরং মধূকস্য চ মূলিকা।
সমং পিষ্ট্বা পিবেৎ সিদ্ধিং দিব্যং রসাঞ্জনং পরম্ ॥ ২৯
পুষ্যর্ক্ষে শ্বেত-গুঞ্জায়া বিধিনা মূলমাহরেৎ।
উলূকাক্ষেণ মধুনা সর্ব্বাঞ্জনমিদং পরম্ ॥ ৩০
স্রোতোঽঞ্জনং স-খদ্যোতং মূলকাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
সপ্তাহান্তে সমুদ্ধৃত্য পাতাল-মধুনাঞ্জয়েৎ।
দিবা নক্ষত্র-বিৎ তানি করস্থানি বিপশ্যতি ॥ ৩১
হরিতালং বচা লোধ্রং রেণুকা চাঞ্জনং তথা।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৩২
সম্পুটে তাম্রজে তঞ্চ অঘোরেণাঽভিমন্ত্রয়েৎ।
অঞ্জিতাক্ষো নিধিং পশ্যেন্ নরো নানাবিধং ভুবি ॥ ৩৩
রক্তাগস্ত্যস্য তৈলেন ভূ-ধাত্র্যা মূল-পেষিতম্।
কর্পূরেণ যুতং চাজ্যং সিদ্ধং সর্ব্বাঞ্জনং পরম্ ॥ ৩৪

পারদ, মধু, কর্পূর, মধুক গাছের শিকড়—এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করিবেন। ইহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। ইহা দিব্য সর্ব্বাঞ্জনস্বরূপ। ২৯

পুষ্যা নক্ষত্রে যথোক্ত নিয়মে শ্বেতগুঞ্জার শিকড় তুলিবেন এবং পেচকের চক্ষু ও মধুর সহিত একত্র মর্দ্দন করিবেন। ইহাই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঞ্জন অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাবতীয় অঞ্জনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। ৩০

স্রোতোঞ্জন ও জোনাকি পোকা—এই দুই বস্তু একত্র করিয়া কোন গাছের মূল কাণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন। এক সপ্তাহ পরে উহা তুলিয়া পাতাল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবেন। নক্ষত্রবিৎ ব্যক্তি দিবাভাগেও নক্ষত্র ও নিধিসমূহ করস্থবৎ দেখিবেন। ৩১

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে হরিতাল, বচ, লোধ, রেণুক ও স্রোতোঞ্জন—এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ তামার মাদুলি মধ্যে পুরিয়া (পূর্ব্বকথিত) অঘোরমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন। এই অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করিলে অঞ্জিত ব্যক্তি ধরাতলে নানাবিধ নিধি অর্থাৎ যেখানে যত প্রকার নিধি আছে, সমস্ত দেখিতে পারিবেন। ৩২-৩৩

রক্ত বক পুষ্পের তৈলে ভূঁই-আমলকীর শিকড় পেষণ পূর্ব্বক কর্পূর ও ঘৃত মিশাইলেই সিদ্ধ সর্ব্বাঞ্জন হয় অর্থাৎ ঐ অঞ্জন চক্ষুতে দিলে যাবতীয় নিধিদর্শন সিদ্ধ হয়। ৩৪

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কুঙ্কুমং শ্বেতগুঞ্জা চ কাঞ্চনস্যৈব পল্লবম্ ।
সুশ্বেতঞ্চ জবাপুষ্পং সূর্য্যাবর্ত্তং সমং মধু[১] ।
সর্ব্বাঞ্জনমিদং খ্যাতং পাতাল-নিধি-দর্শনম্ ॥ ৩৫

রক্তেন কৃকলাসস্য ভাবয়িত্বা মনঃশিলাম্ ।
তেনৈবাঞ্জিত-নেত্রস্তু নিধিং পশ্যতি ভূমিগম্ ॥ ৩৬

পারদং কাকমাচ্যুথং ফলং কর্পূরকং মধু ।
সূর্য্যাবর্ত্ত-সমাযুক্তং সিদ্ধং সর্ব্বাঞ্জনং পরম্ ॥ ৩৭

হংসপদী জয়া মাংসী কর্পূরঞ্চ মনঃশিলা ।
সূতং দারু নিশা চৈব সমভাগানি পেষয়েৎ ।
দিব্যাঞ্জনমিদং খ্যাতং সর্ব্বভূত-বশঙ্করম্ ॥ ৩৮

সদ্যোহত-মনুষ্যস্য পিত্তমাদায় পূজয়েৎ ।
শশিনা রোচনয়ৈব ধূম-পাকেন শোষয়েৎ ।

কুঙ্কুম, শ্বেতগুঞ্জা, কাঞ্চন গাছের পল্লব, সুশ্বেত জবাফুল ও সূর্য্যাবর্ত্ত (সুলটিয়া) —এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে একত্র করতঃ মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। ইহাই সর্ব্বাঞ্জন নামে খ্যাত। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে পাতালস্থ সমস্ত নিধির দর্শন হয়। ৩৫

কৃকলাসের রক্তে মনঃশিলা ভাবনা দিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে ভূমধ্যস্থ নিধি দর্শন করেন। ৩৬

পারদ, কাকমাচি গাছের ফল, কর্পূর, মধু ও সূর্য্যাবর্ত্ত (সুলটিয়া)—একত্র মিশ্রিত করতঃ অঞ্জন প্রস্তুত করিলে তাহা সিদ্ধ সর্ব্বাঞ্জন হয় অর্থাৎ উহা চক্ষুতে দিলে সর্ব্ব প্রকার নিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৭

হংসপদী নামক লতা, জয়া (জয়ন্তী), মাংসী (জটামাংসী), কর্পূর, মনঃশিলা; পারদ, দারুহরিদ্রা ও হরিদ্রা—এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবেন। উহাই দিব্যাঞ্জন নামে খ্যাত। ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সকল প্রাণীকে বশীভূত করা যায়। ৩৮

অচির-মৃত মনুষ্যের পিত্ত লইয়া পূজা করিবেন। তৎপরে উহার সহিত কর্পূর ও

১। খ+গ—সূর্য্যাবর্ত্তসমং মধু।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অষ্টাহান্তে জলৈর্ঘৃষ্টমঞ্জনং নিধি-দর্শনম্ ॥ ৩৯

উলূক-চক্ষুষো রক্তে ভাবয়েৎ পট্ট-সূত্রকম্।
তদ্বর্ত্ত্যাঙ্কোল-তৈলেন প্রদীপোদ্ধৃত-কজ্জলম্।
সর্ব্বাঞ্জনমিদং সাজ্যং পাতাল-নিধি-দর্শনম্ ॥ ৪০

শ্বেতগুঞ্জা-রসে সূত্রং দিনমেকন্তু ভাবয়েৎ।
ততো বারাহজং চূর্ণং সূত্রমধ্যে নিবেশয়েৎ ॥ ৪১

দীপমঙ্কুল-তৈলেন তদ্বর্ত্ত্যুদ্ধৃত-কজ্জলম্।
সিদ্ধং সর্ব্বাঞ্জনং লোকে অঞ্জনং নিধি-দর্শকম্ ॥ ৪২

কৃষ্ণাজপিত্তঞ্চ ময়ূরপিত্ত-মশোক মূলং স্থিতমুত্তরস্যাম্।
শশাঙ্ক-গোরোচন-মাক্ষিকঞ্চ সর্ব্বাঞ্জনং নাম শিবোপদিষ্টম্।
এতে সর্ব্বাঞ্জনাঃ খ্যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ শিব-ভাষিতাঃ ॥ ৪৩

অগস্ত্য-বৃক্ষজাং কুর্য্যাৎ পাদুকাঞ্জন-দর্শিকাম্।

গোরোচনা মিশাইয়া ধূমের তাপে শুষ্ক করিবেন। আট দিন পরে উহা জলে ঘষিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে দিলে নিধি দর্শন হয়। ৩৯

পেচকের চক্ষুর রক্তে পট্ট সূত্র ভাবনা দিবেন। তদ্দ্বারা বর্ত্তিকা (সলিতা) প্রস্তুত করিবেন। পরে অঙ্কোলতৈল দিয়া ঐ সলিতা ভিজাইয়া প্রদীপ জ্বালিবেন এবং ঐ দীপ-শিখাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবেন। ইহাতে ঘৃত সংযুক্ত করিলেই সর্ব্বাঞ্জন হয়। উহা চক্ষুতে দিলে পাতালস্থ সমস্ত নিধি দেখেন। ৪০

শ্বেতগুঞ্জার রসে একগাছি সূত্র এক দিন ভাবনা দিবেন। তদনন্তর শুষ্ক বরাহমাংস চূর্ণ করিয়া ঐ সূত্রে মাখাইবেন। ৪১

উহা দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে অঙ্কোলতৈল মাখাইবেন। পরে সলিতা জ্বালিয়া তাহাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবেন। ইহাই সিদ্ধ সর্ব্বাঞ্জনা হয়। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে উহা দ্বারা যাবতীয় নিধি দর্শন হয়। ৪২

কৃষ্ণবর্ণ ছাগলের পিত্ত, ময়ূর পিত্ত, অশোক গাছের উত্তর দিক্ স্থিত শিকড়, কর্পূর, গোরোচনা ও মধু—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া মর্দ্দন করতঃ তাহা দ্বারা মিশাইয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিলেই ইহা শিবোপদিষ্ট সর্বাঞ্জননামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সমস্ত প্রসিদ্ধ সর্বাঞ্জন মহাদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। ৪৩

বক গাছের কাষ্ঠ দ্বারা পাদুকা প্রস্তুত করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পাদুকাঞ্জন-যোগেন সিদ্ধযোগা ভবন্তি বৈ ॥ ৪৪

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উড্ডামরেশ্বরায় শিল শিল ধমনেনালি বেতালি স্বাহা। অনেন পাদুকামভিমন্ত্রয়েৎ।

ইতি সিদ্ধনাগার্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে অঞ্জনং নাম
একবিংশঃ পটলঃ ॥ ২১ ॥

অভিমন্ত্রিত করিয়া পায়ে দিবেন এবং পূর্বকথিত অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিবেন। এই প্রকার পাদুকা ও অঞ্জন-প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রেত সকল যোগ সিদ্ধ হয়। ৪৪

মূলোক্ত ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদুকা অভিমন্ত্রিত করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারা এই প্রয়োগ সম্পাদনীয়।

সিদ্ধনাগার্জুন বিরচিত কক্ষপুটের অঞ্জন নামক একবিংশ
পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

CC-O. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দ্বাবিংশঃ পটলঃ

অথ কুমারাঞ্জনম্

কুমার ও কুমারীর অঞ্জন

পুষ্যা-নক্ষত্র-যোগেন পিণ্ডী-তগর-মূলিকাম্ ।
ষড়ঙ্গুল-মিতাং কুর্য্যাচ্ছলাকাং রক্ষয়েৎ ততঃ ॥ ১
স্নাপয়েচ্চ শিলাপৃষ্ঠে কুমারং বা কুমারিকাম্ ।
তচ্ছিলা-স্নান-তোয়েন[১] রোচনং হেম-গৈরিকম্ ॥ ২
নিঘৃষ্টমঞ্জয়েন্ নেত্রং মন্ত্রমুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ ।
রক্ষিতয়া শলাকয়া তয়ৈবাঞ্জ্যান্ নিধিং লভেৎ ॥ ৩
তিলপর্ণ্যুদ্ভবং মূলং হস্তর্ক্ষে বিধিনোদ্ধৃতম্ ।
পাতাল-মধুনা[২] যুক্তং জল-ঘৃষ্টং তদঞ্জয়েৎ ।
নিধিং পশ্যত্যসৌ সত্যং সন্নিধৌ নাত্র সংশয়ঃ[৩] ॥ ৪
পুষ্যর্ক্ষেঽগস্ত্য-বৃক্ষস্য মূলমুদ্ধৃত্য বারিণা ।

অনন্তর কুমার ও কুমারীর অঞ্জন কথিত হইতেছে। পুষ্যা নক্ষত্রে পিণ্ডী-তগর গাছের শিকড় দ্বারা ছয় অঙ্গুল পরিমিত একটি শলাকা প্রস্তুত করিবেন ও তাহাকে রাখিবেন। ১

অনন্তর একটি কুমার বা কুমারীকে শিলার উপর বসাইয়া স্নান করাইবেন। সেই শিলা-স্নানের জলে রোচনা ও স্বর্ণগৈরিক পিষিয়া তাহা দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নেত্রকে অঞ্জিত করিবেন। পূর্ববৎ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ঐ অঞ্জন পূর্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উপরি লিখিত রক্ষিত শলাকাযোগে চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবেন। তাহাতে নিধিলাভ হইয়া থাকে। ২-৩

হস্তা নক্ষত্রে তিলপর্ণীর (রক্ত চন্দনের) শিকড় যথোক্ত নিয়মে তুলিয়া ভূ-বিবর গত চাকের মধু দ্বারা যুক্ত করিয়া জলের সহিত ঘর্ষণ করতঃ অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। তাহা যে ব্যক্তির চক্ষুতে দিবেন ; সে সত্যই নিকটে নিধি দর্শন করিতে সমর্থ হয়; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪

পুষ্যা নক্ষত্রে বক গাছের শিকড় তুলিয়া জল দ্বারা পিষিয়া পাতাল মধুর সহিত

১। ক—স্নাততোয়েন। ২। ক+খ+গ—পাতালে মধুনা।
৩। খ+গ—সত্যমর্থিনে সন্নিধৌ সতি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পিষ্ট্বা পাতাল-মধুনা[১] সংযুতং নিধি-দর্শকম্ ॥ ৫
পিণ্ডী-তগরজং মূলমুদীচী-গতমুদ্ধরেৎ ।
চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে তু পাতাল-মধু-সংযুতম্ ।
পেষয়েচ্ চাঞ্জয়েন্ নেত্রে সম্যক্ পশ্যতি তু নিধিম্ ॥ ৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে কুমারাঞ্জনং নাম
দ্বাবিংশঃ পটলঃ ॥ ২২ ॥

ংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে উহা নিধির শঁক হয়। ৫

চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণের সময়ে পিণ্ডী তগর গাছের উত্তরদিক্ স্থিত শিকড় তুলিবেন। উহা পাতাল মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে ভূগর্ভস্থ নিধি সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন। ৬

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের কুমারাঞ্জন নামক দ্বাবিংশ পটলের
অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—পাতালে মধুনা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ

অথ পাদাঞ্জনম্

কুমার বা কুমারীর পাদাঞ্জন

তুলসী-মূলিকাং পুষ্যে শনিবারে সমুদ্ধরেৎ।
নিষ্পিষ্য কাঞ্জিকেনাথ মধুনা যুতমঞ্জয়েৎ। ১
পাদ-জাতে কুমারং বা কন্যকাং বা ততো নিধিঃ।
দৃশ্যতে নাত্র সন্দেহঃ পাতালান্তর্গতস্তথা ॥ ২
পাশ্চাত্ত্যং পিপ্পলী-মূলং পুষ্যার্কে বিধিনোদ্ধৃতম্।
পাতাল-মধুনা যুক্তং পাদজাতাঞ্জনং[1] ভবেৎ ॥ ৩
তিলপর্ণ্যুদ্ভবং মূলং কৃষ্ণপক্ষে রবের্দ্দিনে।
চতুর্দ্দশ্যাং সমাদায় জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
পাতাল-মধুনা যুক্তং পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ৪
মধু-পুষ্পং বচা ক্ষৌদ্রং রক্তাগস্ত্যঞ্চ চন্দনম্।
গুঞ্জা চ তিলপর্ণী চ পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ৫

অনন্তর কুমার বা কুমারীর পাদাঞ্জন কথিত হইতেছে। পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত শনিবারে তুলসীর শিকড় তুলিবেন ও তাহাকে কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক মধু মিশাইয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। ১

এই অঞ্জন কোন বালক বা কোন কুমারীর পদে লেপন পূর্বক উহা লইয়া চক্ষুতে দিলে পাতালগত নিধি দৃষ্ট হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে পিপ্পল গাছের পশ্চিম দিক্ স্থিত শিকড় যথাবিধি তুলিয়া পাতাল মধুর সহিত মিশাইয়া তাহাকে অঞ্জন করিবেন এবং পূর্বোক্ত প্রকারে কুমার বা কুমারীর পাদে লেপন করিবেন। তাহাতে পাতালের অন্তর্গত নিধি দৃষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে রবিবারে রক্ত চন্দনের শিকড় তুলিয়া জলের সহিত ঘর্ষণ করিবেন। উহা পাতাল মধুর সহিত যুক্ত হইলেই পাদসমূহের অঞ্জন হয়। ৪

মধুক-ফুল, বচ, মধু, রক্ত বক, চন্দন, কুঁচ ও তিলপর্ণী—এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া কুমারীর পাদে লিপ্ত করিয়া লইলেই পাদাঞ্জন প্রস্তুত হয়। ৫

১। ক—পাদজাতেঽঞ্জনং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সুশ্বেত-করবীরস্য পুষ্যার্কে মূলমুদ্ধরেৎ।
পাতাল-মধুনা যুক্তং পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে পাদাঞ্জনং নাম
ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ ॥ ২৩ ॥

পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে অতিশ্বেত করবীরের শিকড় তুলিয়া পাতাল মধুর সহিত মিশ্রিত করিলেই পূর্বোক্ত প্রকারে পাদাঞ্জন হয়। ৬

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের পাদাঞ্জন নামক ত্রয়োবিংশ পটলের
অনুবাদ সমাপ্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

চতুর্বিংশঃ পটলঃ

অথ লেপাঞ্জনম্

নিধিস্থানে লেপাঞ্জনম্

গোক্ষীরেণ তু সংপিষ্য তিল-কোদ্রব-রাজিকা।
কণাবীজঞ্চ সংপিষ্য নিশায়াঞ্চ নিধিস্থলম্।
ভ্রষ্টো লেপো ভবেদ্ যত্র প্রাতস্তত্র নিধিং দিশেৎ ॥ ১
অর্জ্জুনস্য কদম্বস্য বকস্য খদিরস্য চ।
ব্রহ্ম-বৃক্ষস্য পত্রাণি কাকোলিনৈব পেষয়েৎ ॥ ২
নিশায়াং লেপয়েদ্ ভূমৌ কল্কং মন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ।
প্রাতর্লেপো ন যত্রাস্তি তত্রৈব নিধিমাদিশেৎ ॥ ৩

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় কল্কলেপাঞ্জনং দর্শয় দর্শয় স্বাহা ঠঃ ঠঃ স্বাহা। অনেন কল্কলেপাঞ্জনমভিমন্ত্রয়েৎ[১]।

উমাদি-মাতৃ-সংযুক্তং কিরাতং তত্র পূজয়েৎ।
তত্র হোমঃ প্রকর্ত্তব্যো নিশায়াং ঘৃত-গুগ্‌গুলৈঃ।

অনন্তর নিধিস্থানে অঞ্জনলেপ কথিত হইতেছে। তিল, কোদ্রব নামক ধান্য, রাইসরিষা ও পিপলীবীজ—এই সমস্ত বস্তু গোদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক অনন্তর নিশাভাগে নিধিস্থলে.(যেখানে নিধি আছে, এইরূপ সন্দেহ হয়) লেপন করিয়া রাখিবেন। যদি সেখানে প্রাতঃকালে ঐ লেপ বিলুপ্ত হয়, তবে ঐ বিলোপ তথায় নিধি আছে নির্দেশ করে। ১

অর্জ্জুন, কদম্ব, বক, খদির ও ব্রহ্মবৃক্ষ (পলাশ)—এই সকল গাছের পাতা কাকোলির সঙ্গে পেষণ করিবেন। ২

নিশাভাগে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ কল্ক অভিমন্ত্রিত করিবেন। প্রাতঃকালে যদি নিধি-ভূমিতে ঐ লেপ না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তথায় নিধি আছে। ৩

ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদ্য। এই মন্ত্রের দ্বারা কল্ক ও লেপাঞ্জন অভিমন্ত্রিত করিবেন।

নিধি-ভূমিতে রাত্রিকালে উমা প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাসহিত কিরাতরূপী শিবের পূর্ববৎ

১। ঠঃ ঠঃ স্বাহা—ইত্যনন্তরোক্তাংশো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

প্রভাতে তদ্-বিবর্ণঞ্চ নিধিস্তত্র সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ[১] ।

অথ মাত্রাঞ্জনম্[২]

দেবী প্রদত্ত অঞ্জন

প্রবিশ্য[৩] নগরস্যান্তর্লক্ষমেকং জপেন্ মনুম্ ।
পঠন্ সূত্রৈর্ঘৃতোপেতৈঃ কৃতে হোমে দশাংশতঃ ।
প্রযচ্ছত্যঞ্জনং হংসী যেন পশ্যতি ভূ-নিধিম্ ॥ ৫

ওঁ নমো হংসি হংসজাতে ক্লীং স্বাহা ।

মধুকস্য তলে মন্ত্রং চতুর্দ্দশ-দিনং জপেৎ ।
নক্ত-ভোজী চতুর্যামং তুষ্টা যচ্ছতি মেখলা ।
অঞ্জনং বিঘ্ন-নির্ম্মুক্তং তেন পশ্যতি ভূ-নিধিম্ ॥ ৬

ওঁ নমো মদনমেখলে ঠঃ ঠঃ হ্রীং স্বাহা ।

একলিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য ষডঙ্গেনাভিভাবিতঃ ।

মন্ত্রে পূজা করিবেন এবং ঘৃতমিশ্রিত গুগ্‌গুলু দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে হোম করিবেন। প্রাতঃকালে যদি ঐ স্থান বিবর্ণ দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে, নিশ্চিত তথায় নিধি আছে। ৪

পূর্ব মন্ত্রই উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র।

দেবী প্রদত্ত অঞ্জন কথিত হইতেছে। নগরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক "ওঁ নমো হংসি" ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন এবং ঐ মন্ত্র পড়িয়া ঘৃতযুক্ত সূত্র দ্বারা জপের দশাংশ সংখ্যক হোম করিবেন। এইরূপ করিলে হংসীনাম্নী দেবী প্রসন্না হইয়া অঞ্জন প্রদান করিবেন ; যে অঞ্জনের প্রভাবে ভূগর্ভস্থ নিধি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ৫

'ওঁ নমো হংসি' ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদনীয়।

রাত্রিভোজী সাধক দিবসে উপবাস করিয়া মধুক (মোয়া) বৃক্ষের মূলে বসিয়া দিবাভাগে চতুর্দ্দশ দিন যাবৎ প্রত্যহ চারি প্রহর "ওঁ নমো মদনমেখলে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলে মদনমেখলা নাম্নী দেবী প্রসন্না হইয়া বিঘ্ন-সম্পর্ক শূন্য অঞ্জন প্রদান করিবেন। ঐ অঞ্জন দ্বারা ভূতলগত নিধি দর্শন করেন। ৬

'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি মূলোক্ত অঙ্গন্যাস মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা আত্মসংস্কার

১। খ+গ—[illegible] ২। [illegible] ৩। খ+গ—প্রবেশে নগরস্য।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পূর্ব্বসন্ধ্যাং সমারভ্য কৃষ্ণপক্ষাদিতো জপেৎ ॥ ৭
সহস্রাষ্টমিদং নিত্যং মাসান্তে পূজয়েৎ পুনঃ।
মদ্রক্তাং দেবতাং লিঙ্গে রাত্রৌ মন্ত্রং পুনর্জ্জপেৎ ॥ ৮
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী দত্তে দিব্যাঞ্জনং শুভম্।
বস্ত্রালঙ্করণং দিব্যং ষণ্মাসাচ্চৈব সিদ্ধিদা ॥ ৯

ওঁ চর্চ্চ চর্চ্চ শাল্মলস্বর্ণরেখে স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ।

ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গানি।

অর্দ্ধরাত্রে সমুত্থায় সহস্রৈকং জপেন্ মনুম্।
মাসমেকং ততো দেবী নিধিং দর্শয়তি ধ্রুবম্ ॥ ১০

ওঁ হ্রীং প্রমোদায়ৈ স্বাহা।

দিনত্রয়ং নিরাহারঃ সতি সোমগ্রহে জপেৎ।
যাবন্ মুক্তিস্ততো দেবী যচ্ছত্যঞ্জনমুত্তমম্ ॥ ১১

করিয়া একলিঙ্গ শিবের অর্চ্চনা করিয়া কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে প্রাতঃসন্ধ্যায় আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন 'ওঁ চর্চ্চ চর্চ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র এক হাজার আট বার জপ করিবেন। ৭

মাসান্তে ঐ একলিঙ্গ শিবে আমার (শিবের) অনুরক্তা শাল্মল স্বর্ণরেখা-নাম্নী দেবতার অর্চ্চনা করিবেন এবং রাত্রিকালে পুনরায় "ওঁ চর্চ্চ চর্চ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। ৮

ছয় মাস মধ্যে দেবী সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকেন। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইবার পর দেবী আবির্ভূত হইয়া সাধককে দিব্য মঙ্গল-কর অঞ্জন ও দিব্য বসন-ভূষণ প্রদান করেন। ৯

ওঁ চর্চ্চ চর্চ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন।

অর্দ্ধরাত্রি কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পবিত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া এক মাস যাবৎ প্রতিদিন 'ওঁ হ্রীং প্রমোদায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র এক সহস্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলেই দেবী প্রসন্না হইয়া নিশ্চয় নিধি দেখাইয়া দিবেন। ১০

ওঁ হ্রীং প্রমোদায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদ্য।

তিন দিন উপবাসী থাকিয়া চন্দ্রগ্রহণ হইলে মুক্তিকাল পর্য্যন্ত "ওঁ হ্রীং যক্ষিণি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। এইরূপ করিলেই দেবী আবির্ভূতা হইয়া সাধককে উত্তম অঞ্জন প্রদান করেন। ১১

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ হ্রীং যক্ষিণি ভৌমিনি রতিপ্রিয়ে স্বাহা।

একলিঙ্গ-গৃহস্থানে চন্দনেন সুমণ্ডলম্।
কৃত্বা হস্ত-প্রমাণেন পূজয়েদত্র পদ্মিনীম্।
ধূপং সগুগ্‌গুলুং কৃত্বা জপেন্ মন্ত্রং সহস্রকম্॥ ১২
মাসমেকং ততঃ পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনর্জ্জপেৎ।
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী দত্তে দিব্যাঞ্জনং শুভম্॥ ১৩

মন্ত্র ঃ—ওঁ হ্রীং পদ্মিনি স্বাহা।

বটবৃক্ষ-তলে কুর্য্যাচ্চন্দনেন সুমণ্ডলম্।
যক্ষিণীং পূজয়েৎ তত্র নৈবেদ্যমুপদর্শয়েৎ।
শশ-মাংসাসবৈঃ পশ্চান্ মন্ত্রমাবর্ত্তয়েৎ সুধীঃ॥ ১৪
দিনে দিনে সহস্রৈকং যাবন্ মাসং প্রপূজয়েৎ।
ততো দেবী সমাগত্য দত্তে দিব্যাঞ্জনং পরম্॥ ১৫

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা।

শৃগালস্যাক্ষি-কর্ণেন হ্যঞ্জয়েল্লোচন-দ্বয়ম্।

ওঁ হ্রীং যক্ষিণি ভৌমিনি ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদ্য।

একলিঙ্গ নামক শিবের গৃহে চন্দন দ্বারা এক হস্ত-পরিমিত সুন্দর একটি মণ্ডল আঁকিয়া তথায় ধূপ ও গুগ্‌গুলু যোগে পদ্মিনীর পূজা করিবেন এবং "ওঁ হ্রীং পদ্মিনি স্বাহা" মন্ত্র এক সহস্র জপ করিবেন। ১২

এক মাস যাবৎ এইরূপ পূজা করিয়া পুনশ্চ রাত্রিকালে জপ করিবেন। এইরূপ করিলে দেবী অর্দ্ধরাত্রি কালে আবির্ভূতা হইয়া দিব্য শুভকর অঞ্জন প্রদান করেন। ১৩

ওঁ হ্রীং পদ্মিনি স্বাহা এই মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদ্য।

বট গাছের তলায় চন্দন দ্বারা সুন্দর মণ্ডল অঙ্কন করিবেন। তন্মধ্যে কনকাবতী-নাম্নী যক্ষিণী দেবীর অর্চ্চনা করিবেন। ইহাতে শশক মাংস ও মদ্যের সহিত নৈবেদ্য প্রদান করিবেন। পূজান্তে "ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কনকাবতি" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। ১৪

একমাস যাবৎ প্রত্যহ এক হাজার জপ করিবেন। পুনরায় দেবীর পূজা করিবেন। তখন দেবী আবির্ভূতা হইয়া সাধককে দিব্য অঞ্জন প্রদান করেন। ১৫

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ করিবেন।

শৃগালের চক্ষু ও কর্ণ লইয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ "ওঁ [illegible] নমঃ"

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ভূতং পশ্যত্যসৌ তস্মাৎ সংপ্রাপ্নোতি মহানিধিম্ ॥ ১৬

মন্ত্রঃ—ওঁ গণপতয়ে নমঃ। ওঁ নমঃ[১] চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। ওঁ ভূতং দর্শয় দর্শয় স্বাহা[২]। উক্তযোগদ্বয়স্যায়মেব মন্ত্রঃ।

দেবদানী-রসৈশ্চক্ষুরঞ্জয়িত্বাপি তৎফলম্ ॥

মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ।[৩]

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে লেপাঞ্জন-মাত্রাঞ্জনং নাম চতুর্বিংশঃ পটলঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দুই চক্ষুতে দিলে ঐ অঞ্জিত ব্যক্তি অতীত দর্শন করে। তাহা হইতে মহানিধি প্রাপ্ত হয়। ১৬

ওঁ গণপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদ্য। উক্ত যোগদ্বয়ের এইটিই মন্ত্র।

দেবদানীর রসে অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ পূর্ব্বোক্ত "ওঁ গণপতয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নেত্র অঞ্জিত করিলে পূর্ব্বকথিত ফললাভ হইয়া থাকে। ১৭

পূর্ব্বমন্ত্রই ইহার মন্ত্র।

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের লেপাঞ্জন-মাত্রাঞ্জন নামক চতুর্বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ—ওঁ নমঃ চামুণ্ডায়ৈ। গ—ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।

২। ক—স্বাহেত্যনন্তর-পাঠো নাস্তি। ৩। খ+গ—অয়ং পাঠো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পঞ্চবিংশঃ পটলঃ

অথাজ্ঞাত-নিধানস্য গ্রহণম্

অজ্ঞাতনিধি গ্রহণের নিয়ম

সাধকস্য হিতার্থায় শিখাবন্ধো বিধীয়তে[১]।
নিধিগ্রহণ-পূর্ব্বন্তু সর্ব্বৈঃ সহায়কৈঃ সহ ॥ ১

ওঁ রক্ষ রক্ষ বিচ্চে স্বাহা। অনেন সর্ব্বসহায়ানাম্ শিখাবন্ধনং কুর্য্যাৎ।

শাবরং ধারয়েদ্ রূপং মন্ত্রী সর্ব্বার্থ-সিদ্ধয়ে।
গুণিনী যা মৃতা নারী তৎকেশৈরুপবীতকম্।
কৃত্বা তু ধারয়েৎ তস্যা ভস্মনা ধূনয়েৎ তনুম্ ॥ ২

নরমুণ্ড-ধরো নগ্নঃ শিখি-পিচ্ছৈঃ সুভূষিতঃ।
ইত্যেবং-রূপ-ধৃগ্ বীরঃ পূজাং কুর্য্যান্ নিধি-স্থলে ॥ ৩

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজম্।
কৃত্বৈতন্মণ্ডলং মন্ত্রী কুঙ্কুমাগুরু-চন্দনৈঃ[২]।

অনন্তর অজ্ঞাতনিধি গ্রহণ প্রণালী কথিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে অজ্ঞাতনিধি-গ্রহণের উপায় কথিত হইয়াছে, তাহার সিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান কর্তব্য।

সাধকের হিতার্থ নিধি গ্রহণের পূর্বে সমস্ত সাহায্য কারীর সহিত শিখাবন্ধ বিহিত হইতেছে। ১

নিধিদর্শনের পর নিধিগ্রহণের পূর্ব্বে "ওঁ রক্ষ রক্ষ বিচ্চে স্বাহা" এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত সাহায্য-কারীর শিখা বন্ধন করিবেন।

সমস্ত অর্থের সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক শবরের রূপ ধারণ করিবেন। তাহার প্রকার এই যে, সাধক গুণবতী সাধ্বী মৃতা স্ত্রীলোকের কেশ দ্বারা উপবীত প্রস্তুত করিয়া ধারণ করিবেন এবং তাহার দেহভস্ম দ্বারা নিজ দেহ লিপ্ত করিবেন। ২

অনন্তর উলঙ্গ হইয়া নরমুণ্ডের মালা ধারণ করিয়া ও ময়ূরপুচ্ছে বিভূষিত হইবেন। এই রূপ ধারণপূর্ব্বক বীর সাধক নিধিস্থলে অর্চ্চনা করিবেন। ৩

কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দন দ্বারা চতুর্দ্বার সমন্বিত ও মধ্যে অষ্টদল পদ্মযুক্ত একটি

১। খ—ব্রহ্মচারিসহস্রেণ শিলামূলশতেন চ। রুদ্রাণাক্ষ সহস্রেণ শিখাবন্ধো বিধীয়তে।

২। খ+গ—কুঙ্কুমাগুরুচন্দনম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ কুম্ভং জলপূর্ণং মনোরমম্[১] ॥ ৪

ওঁ সোমায় বিশ্বাধিপতয়ে আগচ্ছ আগচ্ছ বলিং গৃহাণ মনো বিশ্বে স্বাহা। অনেনাষ্টদলকমলে সোমাদীনাং[২] পূজনং কৃত্বা ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টকং পূজয়েৎ। ওঁ নমো ব্রাহ্ম্যৈ আগচ্ছ আগচ্ছ বলিং গৃহাণ। সর্ব্বমাতৄণাং এতন্নামপূতেন[৩] মন্ত্রেণ পূজাং কুর্য্যাৎ। এবং[৪] শক্র আগচ্ছ আগচ্ছ বলিং গৃহাণ। এবং সর্ব্বদিক্‌পালাঃ[৫] পূজ্যাঃ। ৫

নন্দিনঞ্চ শ্রিয়ং পূর্ব্ব-দ্বারদেশে প্রপূজয়েৎ।
কীর্ত্তিঞ্চৈব মহাকালং দক্ষিণে পশ্চিমে পুনঃ।
সগণেশং কুমারঞ্চ ভৃঙ্গি-দণ্ডিনমুত্তরে ॥ ৬
ইত্যেবং পূজনং কৃত্বা মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বকম্[৬]।
বলিং প্রদর্শয়েন্ মন্ত্রী সহায়াংশ্চাভিষেচয়েৎ ॥ ৭

ওঁ বলি সুবলি তৃপ্যন্তু সিদ্ধিমাদিশন্তু ওঁ নমো বিশ্বে স্বাহা। ইতি বলিমন্ত্রঃ।

সম চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবেন। এইরূপ মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে কুঙ্কুম ও অগুরু চন্দনের সহিত জলপূর্ণ সুলক্ষণ কুম্ভ স্থাপন করিবেন। ৪

তদনন্তর লিখিত পদ্মের অষ্টপত্রে "ওঁ সোমায় বিশ্বাধিপতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে সোমাদি গ্রহ দেবতার পূজান্তে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবেন। "ওঁ নমো ব্রাহ্ম্যৈ" ইত্যাদি নামপূত মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন। পরে "ওঁ শক্র আগচ্ছ" প্রভৃতি মন্ত্রে সর্ব্বদিক্‌পালের পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করিবেন। ৫

তদনন্তর পূর্ব্ব দ্বার দেশে নন্দী ও শ্রীর পূজা করিবেন। এইরূপ দক্ষিণ দ্বারে কীর্ত্তি ও মহাকাল, পশ্চিম দ্বারে গণেশ ও কার্ত্তিকের, উত্তর দ্বারে ভৃঙ্গী ও দণ্ডীর পূজা করিবেন। ৬

সাধক এই প্রকারে পূজা করিয়া যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ বলি সুবলি" ইত্যাদি মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ নামোচ্চারণ করতঃ বলি নিবেদন করিবেন এবং সহায়কগণকে অভিষেক করিবেন। ৭

১। খ+গ—জলপূর্ণং শিবাম্বিতম্ ২। খ+গ—কমলে ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টকং।
৩। খ+গ—গৃহাণ। এবং সর্বমাতৄণাং তন্নামযুতেন।
৪। খ+গ—কুর্য্যাৎ। ওঁ শক্রায় আগচ্ছ। ৫। খ+গ—সর্বদ্বারপালাঃ।
৬। খ+গ—কৃত্বা প্রলিপেৎ স্বল্পা হারকঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মণ্ডলং দর্শয়েন্ মন্ত্রী সহায়ায় সমর্চ্চিতম্ ।
শিব-কুম্ভাম্ভসা সর্ব্বান্ মন্ত্রেণৈবাঽভিষেচয়েৎ ॥ ৮

ওঁ নমো ভগবতে আর্ভটে পিঙ্গলোদরায় পাপং নাশয় নাশয় দুরাচারং হন হন অভিষিক্তানাং রক্ষ রক্ষ অভিষেকং পদং উপধারয় উপধারয় কুরু সমরভীষণে নমো[১] বিচ্চে বৌষট্ । ইতি অভিষেকমন্ত্রঃ।

নিধেঃ খনন-কালে তু জপংস্তিষ্ঠেদঘোরকম্ ।
ধ্যায়েচ্চ শাবরং রূপং সর্ব্বভূত-ভয়াপহম্ ॥ ৯
ময়ূর-পক্ষ-সংযুক্তং গুঞ্জাজালেন ভূষিতম্ ।
দন্তুরোর্দ্ধমতিশ্যামং রক্তোৎপল-নিভেক্ষণম্ ।
কিরাতমীশ্বরং ধ্যাত্বা সর্ব্বভূত-ফলপ্রদম্ ॥ ১০

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং অঘোর তর তর প্রস্ফুর প্রস্ফুর প্রকট প্রকট খনেশায় কহ কহ সম সম জাত জাত[২] দহ দহ পাতয় পাতয় ওঁ হ্রৌং হ্রৌং হ্রূং অঘোরায় ফট্ । ইমমঘোরমন্ত্রং জপেৎ পূর্ব্বমেবাযুতম্ । সঘৃত-কর্পূরহোমেন সিদ্ধির্ভবেৎ । ১১

খন্যমানে নিধৌ সর্পা নিঃসরন্তি ভয়ানকাঃ ।
ঔষধেন বিনা তেভ্যো ভয়ং স্যান্ মন্ত্রিণামপি ।

সহায়কগণকে অর্চ্চিত মণ্ডল দেখাইয়া শিবের কুম্ভজলে "ওঁ নমো ভগবতে আর্ভটে" ইত্যাদি মন্ত্রে সমস্ত সহায়ককে অভিষেক করিবেন । ৮

অতঃপর নিধিস্থলের খনন কালে সাধক " হ্রাং হ্রীং হ্রূং অঘোর" ইত্যাদি অঘোর মন্ত্র জপ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া থাকিবেন । সর্বভূতের ভয়নাশক, ময়ূরপক্ষধারী, গুঞ্জাজালে ভূষিত, দন্তুর, উন্নতদেহ, অতিশ্যামলবর্ণ, রক্তোৎপল-সদৃশ নেত্রবিশিষ্ট সর্বভূতের ফলপ্রদ কিরাতরূপী মহাদেবের এই শাবররূপ ধ্যান করিবেন । ৯-১০

পূর্বেই অযুতসংখ্যক অঘোর মন্ত্র জপ করিবেন । পূজান্তে সঘৃত কর্পূর দ্বারা হোম করিলে সিদ্ধ হইতে পারে । ১১

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং ইত্যাদি অঘোর মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন ।

নিধিস্থলের খননকালে ভীষণ সর্পসমূহ খাত,স্থান হইতে নির্গত হয় । বিনা ঔষধ-প্রয়োগে সেই সর্প হইতে সাধকেরও ভয় জন্মিতে পারে । এই ঔষধ দ্বারা পাদলেপন

১। খ—ভীষণে নমো তমো বিচ্ছে। ২। খ—জাত জাতি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তস্মাদৌষধ-যোগেন পাদ-লেপেন তান্ জয়েৎ ॥ ১২

সর্পভীতি হরণ

অর্কস্য করবীরস্য পনসস্য চ মুলিকা।
পিষ্ট্বা পাদ-প্রলেপাৎ তু দূরে গচ্ছন্তি পন্নগাঃ ॥ ১৩

মক্ষিকা[১] গিরিকর্ণী চ শ্বেতার্কং কণ্টকারিকা।
বচা চ মুলিকা চৈষাং পিষ্ট্বা পাদং প্রলেপয়েৎ ॥ ১৪

সর্পা যক্ষগণাঃ ক্রূরা যে চান্যে বিঘ্ন-কারিণঃ।
পলায়ন্তে নিখিং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ ॥ ১৫

বহ্নি-কোষাতকী বজ্রী শ্বেতার্কং গিরিকর্ণিকা[২]।
বচা পাঠা চ নির্গুণ্ডী কটু-তুম্ব্যাশ্চ মুলকম্ ॥ ১৬

নিম্ব-কেশর-বীজানি গোমূত্রৈঃ পেষয়েৎ শনৈঃ।
অনেন পাদলেপেন বিঘ্না যান্তি দিশো দশ ॥ ১৭

এতন্নারাচ-যোগেন যাতি পাতালগং ধনম্।
গৃহ্লাতি নাত্র সন্দেহঃ স্বয়মুক্তং কপর্দ্দিনা ॥ ১৮

করতঃ তাদিগকে জয় করিবেন। কিরাতরূপী মহাদেবকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন। ১২

আকন্দ, করবীর ও কাঁঠাল গাছের শিকড়—এই কয় দ্রব্য জলে পেষণ পূর্বক তদ্দ্বারা পাদলেপ প্রদান করিলে সর্পগণ দূরে পলায়ন করে। ১৩

মল্লিকা, অপরাজিতা, শ্বেত আকন্দ, কণ্টকারি, বচ ও মূলিকা—এই সকল গাছের শিকড় (সমভাগে লইয়া) পেষণ পূর্বক তদ্দ্বারা পাদলেপ প্রদান করিবেন। ১৪

তাহাকে দেখিয়া সর্পসমূহ, যক্ষগণ, ক্রূর জন্তুগণ ও অন্যান্য বিঘ্নকারী জন্তুগণ যুদ্ধকাতর পুরুষের ন্যায় নিখিস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ১৫

চিতা, কোষাতকী নামক গাছ, সিজ, শ্বেত আকন্দ, অপরাজিতা, বচ, আকনাই, নিসিন্দা ও তিক্ত লাউ—এই সকল গাছের শিকড় এবং নিম্ব ও নাগকেশর বীজ—এই সমস্ত বস্তু একত্র গোমূত্র সহ ধীরে ধীরে পিষিবেন। অতঃপর ঐ পিষ্ট বস্তু পায়ে লেপন করিলে সমস্ত বিঘ্ন দশ দিকে পলায়ন করে। ১৬-১৭

ইহাকে নারাচ যোগ বলে। এই নারাচ যোগ প্রভাবে সাধকের নিকট পাতালগত

১। খ+গ—মাল্লকা। ২। খ+গ—শ্বেতার্ক গিরি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কুষ্মাণ্ডৈরণ্ড-ধুস্তূর-বীজানি পনসস্য চ।
তাল-দাড়িম-মূলানি গোমূত্রৈঃ পেষয়েৎ সমম্ ॥ ১৯
অনেন পাদ-লেপেন সর্পা যক্ষাঃ পিশাচকাঃ[১]।
পলায়ন্তে ন সন্দেহো নিধীন্ সংগ্রাহয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২০
অথ দৃষ্টে নিধিং মন্ত্র-কীলকৈস্তন্তু কীলয়েৎ[২]
প্লক্ষ-পলাশ-লোধ্রোত্থৈঃ[৩] কদম্ব-নিম্বজৈঃ সুধীঃ।
শম্যুডুম্বরকাশ্বত্থ-কীলকৈঃ পঞ্চ-সংযুতৈঃ ॥ ২১
ওঁ পুনন্তু মাং দেবগণাঃ পুনন্তু গণকাধিপাঃ।
পুনন্তু বিশ্বেদেবাশ্চ জাতবেদাঃ পুনীহি মাম্ ॥ ২২

ইতি কীলকমন্ত্রঃ। ওঁ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে নমঃ। অনেন মধুমাংসাভ্যাং ভূতবলিং দদ্যাৎ। ওঁ হ্রীং ফট্। অনেন মন্ত্রেণ নিধিস্থানে পুষ্পং দদ্যাৎ।

ধন গমন করে, সাধক তাহা গ্রহণ করে। স্বয়ং মহাদেব ইহা বলিয়াছেন, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৮

কুষ্মাণ্ড, এরণ্ড, ধুতুরা ও কাঁঠাল—এই সকলের বীজ এবং তাল ও দাড়িম্ব গাছের শিকড়—এই সমস্ত বস্তু একসঙ্গে গোমূত্রে মর্দ্দন করিবেন। ১৯

পদে এই লেপ দিলে তাহাকে দেখিয়া সর্প, যক্ষ ও পিশাচগণ পলায়ন করে, সন্দেহ নাই। তখন সাধক নিশ্চয় নিধি সংগ্রহ করিতে পারেন। ২০

নিধিস্থল দৃষ্ট হইলে সাধক সেই নিধিকে মন্ত্রপূত কীলক দ্বারা কীলিত করিবেন। পাকুড়, পলাশ, লোধ, কদম্ব, নিম, শমী, যজ্ঞোডুম্বর ও অশ্বত্থ—এই সমস্ত গাছের দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ কাঠ আনয়নপূর্ব্বক ফল-পুষ্প-পত্র-শাখা-ত্বক্ যুক্ত করিবেন। "ওঁ পুনন্তু মাং দেবগণাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ কীলক অভিমন্ত্রিত করিবেন। ২১

মন্ত্রার্থ—দেবগণ আমাকে পবিত্র করুন, গণাধিপগণ আমাকে পবিত্র করুন, বিশ্বেদেবগণ আমাকে পবিত্র করুন, অগ্নি আমাকে পবিত্র করুন, এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কীলক নিধি স্থানের আট দিকে পুতিবেন। ২২

অনন্তর "ওঁ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্র মধু ও মাংস দ্বারা ভূতবলি দিবেন,

---

১। খ+গ—পিশাচিকাঃ। ২। ক—নিধিং মন্ত্রকীলকৈস্তন্তু স কীলয়েৎ। খ+গ—নিধিং সমন্ত্রকীলকৈঃ কীলয়েৎ। ৩। খ+গ—লোধ্রোত্থকদম্ব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে কেতুমালিনে গরুড়ে শুভে ওঁ হ্রীং কপালিনি উদ্ধারয় গৃহাণ নিধিং স্বাহা। অনেন কেতুমালিমন্ত্রেণ[১] নিধিমুদ্ধরেৎ। ২৩

নিধির প্রকার-ভেদ

চত্বারো নিধয়স্তত্র শম্ভুদেবেন কীর্ত্তিতাঃ।
কক্ষপো মকরঃ শঙ্খঃ পদ্ম ইত্যভিধানতঃ ॥ ২৪

কক্ষপো মকরশ্চৈতৌ স্থিরচিত্তৌ স্বভাবতঃ।
সুখ-সাধ্যৌ যথাপূর্ব্বং বিধানেন সমাহরেৎ ॥ ২৫

পলায়মান নিধির দর্শনের উপায়

শব্দেন তু মনুষ্যাণাং শঙ্খ-পদ্মৌ রসাতলম্।
গচ্ছন্তৌ ন তু দৃশ্যেতে তত্র মন্ত্রদ্বয়ং স্মরেৎ।
শৈবঞ্চ বৈষ্ণবঞ্চৈব ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৬

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নিধিমুত্তিষ্ঠ মাচলং স্বাহা। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধর ধর বন্ধ শ্রীপর্ব্বত-কুল-পর্ব্বতে বসুনিধিং সাধয় স্বাহা[২]। ২৭

"ওঁ হ্রীং ফট্' মন্ত্রে নিধিস্থলে পুষ্প দিবেন, পরে "ওঁ নমো ভগবতে কেতুমালিনে" ইত্যাদি কেতুমালি মন্ত্রে নিধি উত্তোলন করিবেন। ২৩

মহাদেব বলিয়াছেন—কক্ষপ, মকর, শঙ্খ ও পদ্ম এই নামে চারিপ্রকার নিধি। ইহার মধ্যে কক্ষপ ও মকর—এই দুইটি নিধি স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত ও অচঞ্চল। এই দুইটি সুখ-সাধ্য। পূর্বে যে নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই নিয়মে ইহাদিগকে আহরণ করিবেন। ২৪-২৫

কিন্তু শঙ্খ ও পদ্ম এই দুইটি নিধি মানুষের শব্দ শুনিবামাত্র রসাতলে প্রস্থান করে। তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ জন্য "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়"ইত্যাদি এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইত্যাদি শৈব ও বৈষ্ণব মন্ত্র দুইটি স্মরণ করিবেন। তাহা হইলেই নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ হইবে অর্থাৎ ঐ দুইটি নিধি লাভ করা যাইবে। ২৬

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রটি রুদ্র মন্ত্র। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যাদি মন্ত্রটি বৈষ্ণব মন্ত্র। ২৭

১। খ+গ—কেতুমালিনি মন্ত্রেণ।
২। খ+গ—নিধিং সাধয়েৎ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নিধি শোধন

মৃৎ-কাষ্ঠ-লৌহ-ভাণ্ডেষু স্থিতং দ্রব্যন্তু মৃত্তিকাম্ ।
শৈবালং বা সমাশ্রিত্য তিষ্ঠেৎ তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥ ২৮
বালুকৈর্লবণং পিষ্ট্বা তস্মিন্ দ্রব্যে বিনিক্ষিপেৎ ।
যাবল্লবণ-সংশোষং[১] পাচয়েন্ মৃদু বহ্নিনা ॥ ২৯
স্বর্ণঞ্চ সর্ব্ব-রত্নানি নির্ম্মলানি ভবন্তি বৈ ।
অর্জ্জুনস্য বিভীতস্য চিত্রকস্য চ পল্লবান্ ॥ ৩০
পিষ্ট্বা তু লবণং তুল্যমারনালেন লোলয়েৎ ।
তল্লিপ্ত-দ্রবিণং হ্যগ্নৌ চার্পয়েন্ মল-শান্তয়ে ॥ ৩১

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে অজ্ঞাতনিধিগ্রহণনিয়মো[২] নাম পঞ্চ-বিংশঃ পটলঃ ॥ ২৫ ॥

মৃত্তিকার ভাণ্ড, কাষ্ঠ ভাণ্ড ও লৌহভাণ্ডস্থ নিধি দ্রব্য মৃত্তিকা বা শৈবালকে আশ্রয় করিয়া থাকে । সুতরাং উহা শোধন করিয়া লইবেন । ২৮

উক্ত মৃদ্‌ভাণ্ডাদি স্থিত নিধি দ্রব্যের উপর বালুকার সহিত লবণ পেষণ পূর্বক নিক্ষেপ করিবেন । যাবৎ কাল পর্য্যন্ত লবণ শুষ্ক হইয়া না যায়, তাবৎ মৃদু অগ্নিতে উহা পাক করিবেন । ২৯

এইরূপ করিলেই স্বর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন নির্ম্মল হয় । অথবা অর্জ্জুন, বিভীতক (বহেড়া) ও চিতা—এই কয়টি গাছের পল্লব আনয়ন পূর্বক একত্র পেষণ করতঃ তৎসহ তুল্য পরিমাণ লবণ মিশাইয়া কাঁজির সহিত আলোড়ন করিবেন । অনন্তর উহা রত্নে লেপন পূর্বক অগ্নিতে ফেলিয়া দিলেই উহার মল বিনষ্ট হইয়া নির্ম্মল হয় । ৩০-৩১

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের অজ্ঞাতনিধিগ্রহণনিয়ম নামক পঞ্চবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।

১। খ+গ—লবণংসংতুল্যং। ২। খ+গ—নিধিবশ্যো নাম।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে কেতুমালিনে গরুড়ে শুভে ওঁ হ্রীং কপালিনি উদ্ধারয় গৃহাণ নিধিং স্বাহা। অনেন কেতুমালিমন্ত্রেণ[১] নিধিমুদ্ধরেৎ। ২৩

নিধির প্রকার-ভেদ

চত্বারো নিধয়স্তত্র শম্ভুদেবেন কীর্ত্তিতাঃ।
কক্ষপো মকরঃ শঙ্খঃ পদ্ম ইত্যভিধানতঃ ॥ ২৪

কক্ষপো মকরশ্চেতৌ স্থিরচিত্তৌ স্বভাবতঃ।
সুখ-সাধ্যৌ যথাপূর্ব্বং বিধানেন সমাহরেৎ ॥ ২৫

পলায়মান নিধির দর্শনের উপায়

শব্দেন তু মনুষ্যাণাং শঙ্খ-পদ্মৌ রসাতলম্।
গচ্ছন্তৌ ন তু দৃশ্যেতে তত্র মন্ত্রদ্বয়ং স্মরেৎ।
শৈবঞ্চ বৈষ্ণবঞ্চৈব ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৬

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নিধিমুত্তিষ্ঠ মাচলং স্বাহা। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধর ধর বন্ধ শ্রীপর্ব্বত-কুল-পর্ব্বতে বসুনিধিং সাধয় স্বাহা[২]। ২৭

"ওঁ হ্রীং ফট্' মন্ত্রে নিধিস্থলে পুষ্প দিবেন, পরে "ওঁ নমো ভগবতে কেতুমালিনে" ইত্যাদি কেতুমালি মন্ত্রে নিধি উত্তোলন করিবেন। ২৩

মহাদেব বলিয়াছেন—কক্ষপ, মকর, শঙ্খ ও পদ্ম এই নামে চারিপ্রকার নিধি। ইহার মধ্যে কক্ষপ ও মকর—এই দুইটি নিধি স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত ও অচঞ্চল। এই দুইটি সুখ-সাধ্য। পূর্বে যে নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই নিয়মে ইহাদিগকে আহরণ করিবেন। ২৪-২৫

কিন্তু শঙ্খ ও পদ্ম এই দুইটি নিধি মানুষের শব্দ শুনিবামাত্র রসাতলে প্রস্থান করে। তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ জন্য "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়"ইত্যাদি এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইত্যাদি শৈব ও বৈষ্ণব মন্ত্র দুইটি স্মরণ করিবেন। তাহা হইলেই নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ হইবে অর্থাৎ ঐ দুইটি নিধি লাভ করা যাইবে। ২৬

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রটি রুদ্র মন্ত্র। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যাদি মন্ত্রটি বৈষ্ণব মন্ত্র। ২৭

১। খ+গ—কেতুমালিনি মন্ত্রেণ।
২। খ+গ—নিধিং সাধয়েৎ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নিধি শোধন

মৃৎ-কাষ্ঠ-লৌহ-ভাণ্ডেষু স্থিতং দ্রব্যন্তু মৃত্তিকাম্।
শৈবালং বা সমাশ্রিত্য তিষ্ঠেৎ তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥ ২৮
বালুকৈর্লবণং পিষ্ট্বা তস্মিন্ দ্রব্যে বিনিক্ষিপেৎ।
যাবল্লবণ-সংশোষং[1] পাচয়েন্ মৃদু বহ্নিনা ॥ ২৯
স্বর্ণঞ্চ সর্ব্ব-রত্নানি নির্ম্মলানি ভবন্তি বৈ।
অর্জ্জুনস্য বিভীতস্য চিত্রকস্য চ পল্লবান্ ॥ ৩০
পিষ্ট্বা তু লবণং তুল্যমারনালেন লোলয়েৎ।
তল্লিপ্ত-দ্রবিণং হ্যগ্নৌ চার্পয়েন্ মল-শান্তয়ে ॥ ৩১

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে অজ্ঞাতনিধিগ্রহণনিয়মো[2]
নাম পঞ্চ-বিংশঃ পটলঃ ॥ ২৫ ॥

মৃত্তিকার ভাণ্ড, কাষ্ঠ ভাণ্ড ও লৌহভাণ্ডস্থ নিধি দ্রব্য মৃত্তিকা বা শৈবালকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং উহা শোধন করিয়া লইবেন। ২৮

উক্ত মৃদ্ভাণ্ডাদি স্থিত নিধি দ্রব্যের উপর বালুকার সহিত লবণ পেষণ পূর্বক নিক্ষেপ করিবেন। যাবৎ কাল পর্য্যন্ত লবণ শুষ্ক হইয়া না যায়, তাবৎ মৃদু অগ্নিতে উহা পাক করিবেন। ২৯

এইরূপ করিলেই স্বর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন নির্ম্মল হয়। অথবা অর্জ্জুন, বিভীতক (বহেড়া) ও চিতা—এই কয়টি গাছের পল্লব আনয়ন পূর্বক একত্র পেষণ করতঃ তৎসহ তুল্য পরিমাণ লবণ মিশাইয়া কাঁজির সহিত আলোড়ন করিবেন। অনন্তর উহা রত্নে লেপন পূর্বক অগ্নিতে ফেলিয়া দিলেই উহার মল বিনষ্ট হইয়া নির্ম্মল হয়। ৩০-৩১

সিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের অজ্ঞাতনিধিগ্রহণনিয়ম নামক
পঞ্চবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—লবণসংতুল্যং। ২। খ+গ—নিধিবশ্যো নাম।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ষড়্বিংশঃ পটলঃ

অথাদৃশ্যীকরণম্

অদৃশ্য করণ

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং রাজদ্বারে শুচিঃ স্থিতঃ ।
ক্ষীরেণ মালতীপুষ্পৈর্হুতে সিধ্যতি যক্ষিণী ।
দদাতি গুটিকাং সা তু মুখস্থাঽদৃশ্যকারিণী ॥ ১

ঐং মদনে মদনবিড়ম্বনে আত্মনোঽঙ্গং দেহি মে দেহি শ্রীং স্বাহা[১] ।

চতুর্লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং শ্মশানে নিয়তঃ শুচিঃ ।
নগ্নো ভূত্বা ততস্তুষ্টা পটং যচ্ছতি যক্ষিণী ॥ ২
তেনাবৃতো নরোঽদৃশ্যো বিচরেদ্ বসুধা-তলে ।
নিধিং পশ্যতি গৃহ্ণাতি ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে ॥ ৩

ওঁ হ্রীং শ্মশানবাসিনী স্বাহা ।

নিশায়াঞ্চ নিধিং ধ্যাত্বা জপন্ বামেন পাণিনা ।
অদৃশ্যকারিণীং বিদ্যাং লক্ষ-জাপে প্রযচ্ছতি ॥ ৪

অনন্তর অদৃশ্যকরণ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। পবিত্র হইয়া রাজদ্বারে বসিয়া "ঐং মদনে" ইত্যাদি মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন। পরে দুগ্ধ-মিশ্রিত মালতী পুষ্প দ্বারা (জপের দশাংশ) হোম করিলেই যক্ষিণী দেবী সিদ্ধ হন এবং সাধককে গুটিকা প্রদান করেন। ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সকলের নিকট অদৃশ্য হওয়া যায়। ১

পবিত্র ও সংযত হইয়া উলঙ্গ হইয়া শ্মশানে উপবেশন পূর্ব্বক "ওঁ হ্রীং শ্মশান-বাসিনী স্বাহা" এই মন্ত্র চারি লক্ষ জপ করিবেন। তাহা হইলেই যক্ষিণী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া এক প্রকার পট (বস্ত্র) দান করিবেন। ২

সাধক সেই বস্ত্রে আবৃত হইলেই সকলের নিকট অদৃশ্য হইয়া ধরাতলে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় এবং (অজ্ঞাত) নিধি দেখিতে ও তাহা লাভ করিতে পারে। ইহাতে কোনরূপ বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না। ৩

রাত্রিকালে নিধি ধ্যান পূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা "ওঁ নমো বিশ্বাচর" ইত্যাদি অদৃশ্য-কারিণী বিদ্যা (মন্ত্র) জপ করিবেন। জপ হইলেই দেবী প্রসন্না হইয়া সাধককে অদৃশ্যকারিণী বিদ্যা প্রদান করেন। ৪

১। খ+গ—শ্রী স্বাহা।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো বিশ্বাচর মহেশ্বর মম পর্য্যটভঃ।

অতিবল্যুপহারেণ কুর্য্যাদর্চ্চনমুত্তমম্।
ততো দীপোঽঙ্কুলী-তৈলৈর্বর্ত্তিঃ[1] স্যাদর্ক-তন্তুজৈঃ ॥ ৫

প্রজ্বাল্য নৃ-কপালে তু তৎপাত্রে ঘৃষ্ট-কজ্জলম্।
অঞ্জয়েন্ নেত্রযুগলং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ৬

অর্ক-শাল্মলী-কার্পাস-পট্ট-সূত্রাব্জ-তন্তুভিঃ।
পঞ্চভির্বর্ত্তিকাভিশ্চ নৃকপালেষু পঞ্চসু ॥ ৭

নরতৈলেষু[2] দীপেষু কজ্জলং নীরজৈর্দ্দলৈঃ।
গ্রাহয়েৎ পঞ্চভির্যত্নাৎ পূর্ববচ্চ শিবালয়ে ॥ ৮

পঞ্চস্থানেষু যুঞ্জীত একীকুর্য্যাচ্চ তৎ পুনঃ।
মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্ নেত্রং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ৯

ওঁ হ্রীং ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতভোজনে রক্তকৃষ্ণমুখে দেবি মা মে পশ্যতি মনুষ্যতি[3] হুঁ ফট্ স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ অযুতজপেন[4] সিদ্ধো ভবতি।

অত্যধিক বলি ও উপহার দ্বারা (যক্ষিণী দেবীকে) উত্তমরূপে পূজা করিবেন। পূজান্তে অঙ্কুলীতৈলে দীপ দিবেন। আকন্দতন্তু দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করিবেন। তাহা অঙ্কুলীতৈলে ভিজাইয়া নৃমুণ্ড পাত্রে প্রজ্বালিত করিবেন। সেই পাত্রে কজ্জল ঘষিয়া ঐ কজ্জল দ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে দেবগণও তাহাকে দেখিতে সমর্থ হন না। ৪-৬

আকন্দতুলা, শাল্মলীতুলা, কার্পাসতুলা, পট্টসূত্র ও পদ্মতন্তু—এই পাঁচ প্রকার সূত্র দ্বারা পাঁচটি বাতি প্রস্তুত করিবেন। এই পাঁচটি সলিতা নরতৈলে ভিজাইয়া তাহা পাঁচটি নরমুণ্ডে (মানুষের মাথার খুলিতে) জ্বালিবেন। অনন্তর পাঁচটি পদ্মপাতা আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে উক্ত পাঁচটি দীপশিখায় যত্ন সহকারে কজ্জল পাত করিবেন।

এই কার্য্য কোন শিবালয়ে পাঁচটি স্থানে পূর্ব্ববৎ পৃথক্ পৃথক্ভাবে কর্ত্তব্য। পরে বসিয়া যত্ন সহকারে ঐ অঞ্জনপঞ্চক একত্র করিবেন। মিশ্রিত হইবার পর "ওঁ হ্রীং ফট্" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে দেবগণও তাহাকে দেখিতে সমর্থ হন না। ৭-৯

মূলোক্ত ওঁ হ্রীং ফট্ কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

১। ক+খ+গ—দীপাঙ্কুলীতৈলৈর্বর্ত্তিঃ। ২। খ+গ—নরতৈলেন।
৩। খ+গ—মনুষ্যেতি হুং। ৪। খ+গ—অযুতজপে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ততঃ সর্বে অদৃশ্যকরণপ্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্যাঃ। অনেনৈব কুর্য্যাৎ। ততঃ সিদ্ধো ভবতি। ১০

অঙ্কুলীতৈল-সংসিক্তা বচা সপ্ত-দিনাবধি।
ত্রিলোহ-বেষ্টিতা[১]-ধাতু-গুটিকাং কারয়েচ্ছুভাম্।
অদৃশ্যকারিণী খ্যাতা মুখস্থা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১

তৎ-তৈলে সর্ষপং শ্বেতং ত্রিলোহেন চ বেষ্টয়েৎ।
গুটিকা মুখ-মধ্যস্থা খ্যাতাঽদৃশ্যত্ব-কারিণী॥ ১২

কাকোলূকস্য পক্ষাশ্চ আত্মকেশাস্তথৈব চ।
অন্তর্ধূম-গতং দগ্ধং সূক্ষ্ম-চূর্ণন্তু কারয়েৎ॥ ১৩

অঙ্কোল-তৈল-গুটিকাং কৃত্বা শিরসি ধারয়েৎ।
অদৃশ্যো জায়তে ক্ষিপ্রং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে॥ ১৪

তালকং কৃষ্ণ-মহিষী-ক্ষীরমঙ্কোল-তৈলকম্।
তল্লিপ্তাঙ্গো নরোঽদৃশ্যো জায়তে শঙ্করোদিতম্॥ ১৫

তাহার পর সকল প্রকার অদৃশ্যকরণ প্রয়োগ অষ্টোত্তর.শত বার (১০৮) উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন। এই মন্ত্রের দ্বারাই এই প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, অন্যথা নহে। ১০

এক খণ্ড বচ সাত দিন যাবৎ অঙ্কুলীতৈলে সম্যক্‌রূপে সিক্ত হইবে এবং উহা ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টিত হইবে। পরে একটি সুন্দর ধাতু গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সকলের নিকট অদৃশ্য হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। ১১

অঙ্কুলীতৈলে শ্বেত সরিষা ভিজাইয়া ত্রিলোহ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন এবং একটি গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ১২

কাক ও পেচকের পালক এবং নিজের কেশ—এই কয় বস্তু একত্র ধূমের শিখায় দগ্ধ করিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিবেন। ১৩

ঐ চূর্ণের সহিত অঙ্কুলীতৈল মিশাইয়া গুটিকা প্রস্তুত করতঃ তাহা মস্তকে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হওয়া যায়। দেবতারাও তাহাকে দেখিতে সমর্থ হন না। ১৪

হরিতাল, কৃষ্ণবর্ণা মহিষীর দুগ্ধ ও অঙ্কোলতৈল—এই কয় বস্তু একত্র করতঃ যে ব্যক্তি অঙ্গে লেপন করে, সে সকলের অদৃশ্য হয়। ইহা শঙ্করের উক্তি। ১৫

১। ক—ত্রিলোহবেষ্টিতং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অঙ্কোল-তৈল-সংসিক্তং মলং পারাবতোদ্ভবম্ ।
ললাটে তিলকং তেন কৃত্বাঽদৃশ্যো ভবেন্ নরঃ ॥ ১৬

ওঁ কক্ষবো লালামূলং হুনে সৌরে জানে হ্রীং হ্রীং সিদ্ধে স্বাহা। উক্তযোগানাময়মেব মন্ত্রঃ । ১৭

শ্বেতাপরাজিতা-মূলং গ্রাহ্যং চন্দ্র-গ্রহে সতি ।
বালা-ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তাং[1] গুটিকাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ।
বক্ত্রে হস্তে চ সা গ্রাহ্যা দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ১৮

পুত্রজীবোত্থিতং তৈলং বর্ত্তিং কৃত্বাঽব্জ-তন্তুজাম্
গোরোচনা-মধুভ্যাঞ্চ বীরমুণ্ডে প্রলেপয়েৎ ॥ ১৯

দীপং প্রজ্বাল্য চৈকস্মিন্নপরে গ্রাহ্য কজ্জলম্ ।
তদঞ্জনাঞ্জিতো মর্ত্ত্যো বিশ্বেনাপি ন দৃশ্যতে ॥ ২০

জরায়ু-চূর্ণমাদায় শ্বেতস্য বা কৃষ্ণস্য চ ।
মার্জ্জারস্য গৃহীত্বা তু কুর্য্যাৎ ত্রিলোহ-বেষ্টিতম্[2] ।

পারাবতের বিষ্ঠা অঙ্কোলতৈলে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে সে ব্যক্তি সকলের অদৃশ্য হইতে পারে। ১৬

ইতঃপূর্বে যে কয়টি প্রক্রিয়া বলা হইল, তৎসমস্ত "ওঁ কক্ষবো" ইত্যাদি মন্ত্রে সিদ্ধ করিতে হয়। ১৭

চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্বেত অপরাজিতার শিকড় তুলিয়া বেড়লা ও মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। ঐ গুটিকা মস্তকে, মুখে বা হস্তে ধারণ করিবেন। ইহাতে দেবগণেরও নিকট অদৃশ্য হওয়া যায়। ১৮

পদ্ম তন্তুর সলিতা করিয়া তাহাকে পুত্রজীব বৃক্ষের বীজের তৈলে ভিজাইয়া রাখিবেন। অনন্তর দুইটি বীর পুরুষের মাথা আনয়ন পূর্বক একটিতে গোরোচনা ও অপরটিতে মধু লেপন করিবেন। ১৯

একটি মুণ্ডে (গোরোচনা-লিপ্ত মুণ্ডে) ঐ সলিতা জ্বালিবেন এবং অপর মুণ্ডে (মধু-লিপ্ত মুণ্ডে) কজ্জল পাত করিবেন। এই অঞ্জন দ্বারা যে ব্যক্তি চক্ষুঃ অঞ্জিত করে, জগতের কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না। ২০

শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের জরায়ুর চূর্ণ গ্রহণ করতঃ ত্রিলোহ দ্বারা বেষ্টিত

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

১। খ+গ—বালা-ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা গুটিকা। ২। ক—ত্রিলোহ-বেষ্টিতম্।

মুখস্থং বা মস্তকস্থং নরস্যাদৃশ্য-কারকম্[১] । ২১
ভোজয়েৎ তু কৃষ্ণকাকং মহিষী-নবনীতকম্ ।
তদ্বিষ্ঠা রবি-তুলেন নৃ-কপালেষু পূর্ব্ববৎ ।
শ্মশানে কজ্জলং গ্রাহ্যং তদ্বৎ ফলমনুত্তমম্ ॥ ২২
পারাবতস্য কুক্ষিস্থং পক্ষং স্রোতোঽঞ্জনং তথা[২] ।
কৃষ্ণ-মার্জ্জার-রক্তেন সিক্তমঞ্জ্যাদদৃশ্য-কৃৎ ॥ ২৩
কৃষ্ণ-মার্জ্জার-রক্তেন ভাবিতৈ রক্ত-তন্তুভিঃ ।
বর্ত্তিস্তৎ কপিলাজ্যেন নৃ-কপালে চ পূর্ব্ববৎ ।
গ্রাহয়েৎ কজ্জলং দিব্যমদৃশ্য-করণোদিতম্ ॥ ২৪
দরদো দেবদারুশ্চ চিতা মাংসং নরস্য চ ।

করিবেন। পরে ঐ ত্রিলোহ বেষ্টিত চূর্ণ মুখে বা মস্তকে ধারণ করিলে লোকের নিকট অদৃশ্য হওয়া যায়। ২১

একটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ কাককে মহিষীর দুগ্ধজাত নবনীত (মাখন) খাওয়াইবেন। তৎপরে তাহার মল লইয়া আকন্দতুলার সহিত মিশ্রিত করতঃ সলিতা প্রস্তুত করিবেন। শ্মশানে উপবেশন পূর্বক পূর্ববৎ ঐ সলিতা পুত্রজীবের ফল-জাত তৈলে ভিজাইয়া তাহা প্রজ্বালিত করতঃ নরমুণ্ডে কজ্জল পাত করিবেন। ঐ কজ্জল দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে পূর্ববৎ ফল হয় অর্থাৎ কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। ২২

পারাবতের তলপেটের পালক ও স্রোতোঞ্জন—এই দুই দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের রক্তে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কজ্জল করিয়া চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ২৩

কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের রক্তে রক্তসূত্র ভাবনা দিয়া ঐ ভাবিত তন্তু দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করিবেন। কপিলাঘৃত দ্বারা ভিজাইয়া নর-কপালে এই সলিতা জ্বালিয়া পূর্ব্ববৎ নরমুণ্ডে কজ্জল গ্রহণ করিবেন। কথিত হইয়াছে, এই দিব্য কজ্জল অদৃশ্যকারক অর্থাৎ উহা দ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে সকলের অদৃশ্য হওয়া যায়। ২৪

দরদ (হিঙ্গুল), দেবদারু, চিতা-গাছ, নরমাংস ও স্রোতোঞ্জন—এই সমস্ত বস্তু

১। খ+গ—জরায়ুচূর্ণমাদায় শ্বেতস্য বা কৃষ্ণস্য চেত্যাদি-শ্লোকস্থানেঽয়ং পাঠো দৃশ্যতে :—
জরায়ুঃ শ্বেতমার্জারাঃ কৃষ্ণায়াঃ বাথ চূর্ণয়েৎ।
ত্রিলোহবেষ্টিতং কুর্য্যান্ মুখস্থাঽদৃশ্য-কারিণী ॥

২। খ+গ—স্রোতোঽঞ্জনং হিতম্।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্রোতোঽঞ্জন-যুতং কুর্য্যাদঞ্জনেঽদৃশ্য-কারকম্ ॥ ২৫
উলুকস্য শৃগালস্য শূকরস্যাক্ষি-নাসিকাম্ ।
নীলাঞ্জন-যুতাং[১] পিষ্ট্বা রুদ্ধা স্রাব-পুটে[২] দহেৎ ।
তেনাঞ্জিতো নরোঽদৃশ্যো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬
খঞ্জরীটং সজীবন্তু গৃহীত্বা ফাল্গুনে ক্ষিপেৎ ।
পঞ্জরে রক্ষয়েৎ তাবদ্ যাবদ্ ভাদ্রপদং লভেৎ ।
তদা স পঞ্জরেঽদৃশ্যো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭
খঞ্জরীট-শিখা গ্রাহ্যা হস্তস্থাঽদৃশ্য-কারিণী ।
ত্রিলোহ-বেষ্টিতাং রক্ষেদ্ ধারয়েন্ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বদা ॥ ২৮
দশ হেম দ্বিষট্ তাম্রং রৌপ্যং ষোড়শ-ভাগকম্[৩] ।
এষা সংখ্যা ত্রিলোহস্য জ্ঞাতব্যা সর্ব্ব-কর্ম্মণি ।
ক্রমেণ বেষ্টয়েদ্ যত্নাদ্ গুটিকানাময়ং বিধিঃ ॥ ২৯

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় নমো রুদ্রায় বিলি বিলি ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান কমল কতুল চণ্ড প্রচণ্ড কিলি কিলি স্বাহা । উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ।

একসঙ্গে মিশাইয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। এই অঞ্জন লেপন অদৃশ্য-কারক হইয়া থাকে। ২৫

পেচক, শৃগাল ও শূকর—ইহাদের চক্ষুঃ ও নাসিকা আনয়ন পূর্বক নীলাঞ্জনের সহিত মিশাইয়া চূর্ণ করিয়া স্রাব পুটপাকে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ঐ ভস্ম দ্বারা নেত্র আঞ্জত করিলে লোক অদৃশ্য হইতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৬

ফাল্গুনমাসে একটি জীবিত খঞ্জরীট পাখী আনিয়া পিঞ্জরমধ্যে রাখিবেন। যত দিন ভাদ্রমাস না হয়, তত দিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। ভাদ্রমাস আসিলে দেখিতে পাইবে যে, সে পিঞ্জরমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

খঞ্জরীট পাখীর ঝুঁটি সংগ্রহ করিয়া হাতে রাখিলে উহার ফলে সেই ব্যক্তি সকলের অদৃশ্য হয়। আবার উহাকে ত্রিলোহ বেষ্টিত করিয়া সর্বদা মস্তকে রাখিলেও অদৃশ্য হওয়া যায়। ২৮

দশ ভাগ সুবর্ণ, দ্বাদশ ভাগ তাম্র ও ষোড়শ ভাগ রৌপ্য—ত্রিলোহের এই সংখ্যা। সকল কর্মে ত্রিলোহের এই পরিমাণ জানিবেন। যত্ন সহকারে ক্রমে ক্রমে গুটিকা প্রভৃতিকে বেষ্টন করিবেন। গুটিকাসমূহের এই নিয়ম। ২৯

ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রটি "পূর্বোক্ত যোগ সমূহের মন্ত্র।

১। খ+গ—যুতং পিষ্ট্বা। ২। খ+গ—স্রাবপুটে। ৩। খ+গ—ষোড়শভাগিকম্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অজমোদস্য মূলন্তু তুরগী-গর্ভ-শয্যয়া।
সহ তালক-সংপিষ্টং তিলকেঽদৃশ্য-কারকম্ ॥ ৩০
রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দশ্যাং লাঙ্গলী-মূলমুদ্ধরেৎ।
শ্বেত-চ্ছাগলিকা-গর্ভ-শয্যয়া নর-তৈলকম্।
একীকৃত্যাঞ্জয়েন্ নেত্রে অদৃশ্যঃ খেচরো ভবেৎ ॥ ৩১

ওঁ অঃ সখে অঃ সকর্ণে অরিদুর্ব্বল অর্দ্ধাকোশ দাটা করালে চক্কারাবে ফেৎকারিণি[১] হুঁ হুঁ চণ্ডালিনি স্বাহা। উক্তযোগদ্বয়ে অয়মেব মন্ত্রঃ ॥ ৩২

অমাবস্যাঽথবা পূর্ণা পঞ্চমী বা ত্রয়োদশী।
শ্বেত-পুষ্পৈর্গন্ধ-ধূপৈর্বলি-দীপোপহারকৈঃ।
রাত্রৌ পূজ্য ততো গ্রাহ্যা দেবদানী সুমন্ত্রিতা ॥ ৩৩

ওঁ অমৃতগণপরিবেষ্টিতে রুদ্রগণায় ওঁ নমঃ স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ফট্। অনেন গ্রাহ্যা। ৩৪

তদ্-রসৈঃ পারদং মদ্যং দিনমেকং ততোঽঞ্জয়েৎ।
অদৃশ্যো জায়তে সত্যং স্বয়ং প্রোক্তং কপর্দ্দিনা ॥ ৩৫

ঘোটকীর জরায়ু ও যমানীর শিকড় সহিত হরিতাল একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ললাটে তিলক অঙ্কিত করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ৩০

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথির নিশাকালে লাঙ্গলীর শিকড় তুলিবেন। শ্বেত বর্ণ ছাগীর জরায়ু ও নরতৈল মিশাইয়া অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা দুইটি নেত্র অঞ্জিত করিলে অদৃশ্য হইয়া শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারিবেন। ৩১

"ওঁ অঃ সখে" ইত্যাদি মন্ত্রটি উক্ত প্রয়োগদ্বয়ের মন্ত্র। ৩২

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পঞ্চমী বা ত্রয়োদশী তিথিতে নিশাভাগে শ্বেত পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, বলি প্রভৃতি উপহারে পূজা করিবেন। "ওঁ অমৃতগণ" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবদানীর শিকড় তুলিবেন। ৩৩

ওঁ অমৃতগণ-পরিবেষ্টিতে ইত্যাদি মন্ত্রটি এই প্রয়োগের মন্ত্র। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে দেবদানীর শিকড় তুলিবেন। ৩৪

অনন্তর ঐ শিকড়ের রসের সহিত পারদ ও মদ্য এক দিন সমস্ত অহোরাত্র মিশাইয়া পরে তাহা হইতে অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। পরে "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ অঞ্জন চক্ষুতে দিলে সত্যই অদৃশ্য হওয়া যায়। স্বয়ং মহাদেব ইহা বলিয়াছেন। ৩৫

১। খ+গ—ফিক্কারিণী।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তদ্রসং দেবদান্যুত্থং কেতকী-স্তন্য-সংযুতম্ ।
অঞ্জয়েন্ নেত্রযুগলমন্তর্দ্ধান-করং পরম্ ॥ ৩৬

রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্ভিঃ সহ সাধকৈঃ ।
একান্তে চ শ্মশানে বা খড়্‌গ-হস্তৈর্মহাবলৈঃ ।
অর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণ-মার্জ্জারং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৩৭

কৃষ্ণমজং[১] বলিং দদ্যাৎ তস্য মেদঃ সমাহরেৎ ।
উপোষিতায় তস্মৈ হি মেদো দেয়ন্তু ভক্ষণে ॥ ৩৮

তৃপ্যতে তন্তু মার্জ্জারং গৃহীত্বা পশ্চিমে পদে ।
চালনাদ্ বাময়েদ্ ভাণ্ডে জলপূর্ণে যথার্চ্চিতে[২] ।
তদ্বান্তং পাচয়েদগ্নৌ দীপং তেনৈব দাপয়েৎ ॥ ৩৯

বর্ত্তিশ্চ শুভ্র-তন্তূত্থা জ্বালয়েন্ নৃ-কপালকে ।
তৎ-পাত্রে কজ্জলং গ্রাহ্যং রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০

পরস্পরাশ্লিষ্ট-করাশ্চত্বারঃ খড়্গ-পাণয়ঃ ।

দেবদানীজাত ঐরূপ রস ও কেতকী বৃক্ষের রস একত্র করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ নেত্রদ্বয়ে দিলে, উহাও শ্রেষ্ঠ অদৃশ্যকারক হয় । ৩৬

দিবাভাগে একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারকে উপবাসী রাখিয়া খড়্গধারী মহাবল চারিজন সহচরের সহিত সাধক কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রিকালে কোন জনশূন্য স্থানে বা শ্মশানে যাইয়া ঐ মার্জ্জারকে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন । ৩৭

অনন্তর একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বলি দিবেন এবং সেই ছাগের চর্ব্বি গ্রহণ করিবেন । সেই চর্বি উপবাসী মার্জ্জারকে ভক্ষণ করাইবেন। তাহাতে সে পরিতৃপ্ত হইবে। তৎপরে ঐ মার্জ্জারের পশ্চাৎ দিকস্থ পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যথাযথভাবে অর্চিত একটি জলপূর্ণ পাত্রে তাহাকে বমি করাইবেন। সেই বান্ত (বমি) লইয়া অগ্নিতে পাক করিবেন এবং উহা দ্বারা একটি প্রদীপ দিবেন । ৩৯

শ্বেত সূত্র-নির্ম্মিত সলিতা দ্বারা নরমুণ্ডে (মানুষের মাথার খুলীতে) ঐ প্রদীপ জ্বালিবেন। ঐ দীপশিখায় নৃমুণ্ডে কজ্জল পাত করিয়া গ্রহণ করিবেন। রাত্রি কালে দেবীর অর্চ্চনা করিবেন । ৪০

অনন্তর পূর্ব্বকথিত খড়্গধারী সহচর তুষ্টয় পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া প্রদীপটি

১। ক+খ+গ—কৃষ্ণমাজং। ২। খ+গ—সমর্চিতে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দীপমাবৃত্য রক্ষেয়ুঃ পঞ্চমস্তু জপেৎ সদা ॥ ৪১
মহাকালীয়-মন্ত্রেণ পূর্ব্বযোগ উদাহৃতঃ।
তত্রত্যং কজ্জলং যত্নাৎ পঞ্চভির্গ্রাহয়েৎ সমম্।
অদৃশ্য-কারকং রাজ্য-প্রদো যোগ উদাহৃতঃ ॥ ৪২
শুনকস্যাঽতিকৃষ্ণস্য গলে[১] সূত্রং বিবন্ধয়েৎ।

ওঁ নমঃ অকান্তি নৃ-কটয়তু কুটকটিমেন। অনেন মন্ত্রেণ কৃষ্ণশুনকস্য দক্ষিণাধোদংষ্ট্রামূলস্থং মাংসং গ্রাহ্যম্। পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়িত্বা সমাহরেৎ। ত্রিলৌহবেষ্টিতং কৃত্বা বক্ত্রস্থোঽদৃশ্যকারকঃ ॥ ৪৩

ময়ূর-বানরাস্থীনি পাচয়েন্ মাহিষৈর্ঘৃতৈঃ।
পিষ্ট্বা তদঞ্জয়েন্ নেত্রে অদৃশ্যো জায়তে নরঃ ॥ ৪৪
উপবাসত্রয়ং কৃত্বা ততঃ পুষ্যে নিবাপয়েৎ।
নৃ-কপালে যবান্ কৃষ্ণান্ কৃষ্ণমৃৎ-পূরিতে নিশি ॥ ৪৫
নিশায়াং সেচয়েন্ নিত্যং সুপক্কানাহরেন্ নিশি।
তৈর্বীজৈস্তু কৃতা মালা শিরঃস্থাঽদৃশ্যকারিণী ॥ ৪৬

আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করিবেন। আর পঞ্চম জন অর্থাৎ সাধক মহাকালের মন্ত্র সর্বদা জপ করিবেন। ৪১

পরে পাঁচ জন একত্র হইয়া যত্ন সহকারে সমভাগে ঐ কজ্জল গ্রহণ করিবেন। এই কজ্জল অদৃশ্যকারক, ইহা রাজ্যপ্রদ যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪২

একটি অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের গলদেশে সূত্র বাঁধিবেন। "ওঁ নমঃ অকান্তি" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের নিম্নভাগের দক্ষিণ দিকস্থ দন্ত মূলের মাংস গ্রহণ করিবেন। পঞ্চোপচারে অর্চ্চনান্তে ঐ মাংস গ্রহণ করিবেন। উহা ত্রিলৌহ মধ্যস্থ করিয়া মুখে ধারণ করিবেন। এই যোগ অদৃশ্যকারক। ৪৩

ময়ূরের অস্থি ও বানরের অস্থি—এই দুই দ্রব্য একত্র মহিষের ঘৃতে পাক করিবেন এবং তাহাকে পেষণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। উহা দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে মনুষ্য অদৃশ্য হইতে পারে। ৪৪

তিন দিন উপবাসী থাকিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে রাত্রি কালে কৃষ্ণমৃত্তিকা পূরিত নর-কপালে (মানুষের মাথার খুলীতে) কৃষ্ণ যব বপন করিবেন। ৪৫

প্রত্যহ রাত্রিকালে উহাতে জল সেচন করিবেন। উহা হইতে বৃক্ষ জন্মিলে তাহার

১। খ+গ—গলে সূত্রে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শরেণ নিহতে মর্ত্ত্যে[1] দগ্ধে তল্লোহমাহরেৎ।
কাকোলুকস্য নীলস্য গ্রাহ্যে এতস্য লোচনে।
তল্লোহেনাঞ্জয়েচ্চক্ষুরদৃশ্যো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৪৭

ভজেদ্ ঋতুমতীং কন্যাং শ্মশানে মৈথুনেন তু।
তচ্ছুক্র-শোণিতং গ্রাহ্যং শিলালক-বিমিশ্রিতম্।
ললাটে তিলকং তেন কৃত্বাঽদৃশ্যো ভবেন্ নরঃ ৪৮

সংপ্রাপ্তে ত্বষ্টমে মাসে যদি গর্ভং পতেৎ স্ত্রিয়ঃ।
তস্য নেত্রঞ্চ কর্ণঞ্চ জিহ্বা-হৃন্মাংস-নাসিকাম্।
গুদ-মেঢ্রমুপাদায় সন্ধ্যায়াং তৎ প্রপেষয়েৎ ॥ ৪৯

চন্দ্রগ্রহেঽথবা সূর্য্যে গুটিকামভিমন্ত্রয়েৎ।
মহাকালীয়-মন্ত্রেণ যাবন্ মোক্ষো ভবেদ্ গ্রহঃ।
গুটিকাং ধারয়েদ্ হস্তে অদৃশ্যো জায়তে নরঃ ॥ ৫০

সুপক্ব বীজ লইয়া মালা গাঁথিবেন। ঐ মালা মস্তকে ধারণ করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ৪৬

লৌহ শর দ্বারা কোন ব্যক্তি মৃত ও পরে দগ্ধ হইলে সেই দেহলগ্ন লৌহ শর আহরণ করিবেন। পরে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ বায়স ও পেচকের দুইটি চক্ষু আনয়ন পূর্ব্বক একত্র করিয়া তাহার দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন। ঐ অঞ্জন পূর্ব্বোক্ত লৌহ দ্বারা চক্ষুতে দিলে নিশ্চয় অদৃশ্য হয়। ৪৭

শ্মশানে ঋতুমতী কুমারীর সহিত বিহার করিয়া সেই শুক্র ও শোণিত গ্রহণ করিবেন। অনন্তর উহার সহিত মনঃশিলা ও তাল (হরিতাল) মিশাইয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে মনুষ্য অদৃশ্য হইতে পারে। ৪৮

যদি কোন গর্ভিণী স্ত্রীলোকের আট মাসে গর্ভ পতিত হয়, তবে সেই গর্ভচ্যুত সন্তানের চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, বক্ষঃস্থলের মাংস, নাসিকা, গুহ্য ও লিঙ্গ লইয়া সন্ধ্যার সময়ে পেষণ করিবেন। ৪৯

অনন্তর উহা দ্বারা গুটিকা নির্মাণ পূর্ব্বক সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে যতক্ষণ গ্রহণমুক্তি না হয়, ততক্ষণ মহাকালমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন। ঐ গুটিকা হস্তে ধারণ করিলে উহা দ্বারা লোক অদৃশ্য হইয়া থাকে। ৫০

১। খ+গ—নিহতো মর্ত্ত্যো দগ্ধে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নৃ-কপালে তু যা লগ্না ক্ষিতি-সম্ভব-মৃত্তিকা[১] ।
চণ্ডালী-স্তন্য-সংমিশ্রা হস্তস্থাঽদৃশ্য-কারিণী ॥ ৫১

বাপয়েৎ তুলসী-বীজং কর্মকারস্য মস্তকে ।
রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং জলেন পরিষেচয়েৎ[২] ॥ ৫২

কালেন তদ্‌বীজাচ্চৈব তুলসী জায়তে যদা ।
বটপত্রে বলিং দত্ত্বা কুক্কুটং সপ্ত-ধান্যকম্ ।
সমূলাং তুলসীমঞ্জ্যাদদৃশ্যো জায়তে নরঃ ॥ ৫৩

কৃষ্ণাষাঢ়-চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণ-ধুস্তূর-বীজকম্ ।
বাপয়েন্ নরমুণ্ডে তু নাসারন্ধ্রে সমাংশকে ॥ ৫৪

নিখনেৎ কৃষ্ণ-ভূম্যন্তঃ সোচ্ছিষ্টে সেচয়েৎ সদা ।

মানুষের মাথার খুলিতে পৃথিবী হইতে উত্থিত যে মৃত্তিকা সংলগ্ন থাকে, উহা গ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালীর স্তনদুগ্ধে মিশাইয়া হস্তে ধারণ করিলে অদৃশ্য হওয়া যায় । ৫১

কোন মৃত কর্মকারের মাথার খুলীতে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিকালে তুলসীবীজ বপন করিবেন ও জলসেচন করিবেন । ৫২

যথাকালে যখন ঐ বীজ হইতে তুলসী-বৃক্ষ জন্মিবে, তখন বটপত্রে কুক্কুট ও সপ্ত ধান্য বলি দিয়া ঐ তুলসীবৃক্ষ মূলের সহিত উত্তোলন করিবেন । উহা দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে দিলে মনুষ্য অদৃশ্য হইয়া থাকে । ৫৩

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে মানুষের মাথার খুলীতে ও নাসারন্ধ্রে কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ সমভাগে বপন করিবেন । ৫৪

কৃষ্ণ মৃত্তিকার ভিতরে উহা প্রোথিত করিয়া রাখিবেন । উহাতে উচ্ছিষ্টমুখে সর্বদা জলসেচন করিতে হয় । যাবৎ পর্য্যন্ত উহ্য বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফল প্রসব

---

১ । খ+গ—সীসকোদ্ভব-মৃত্তিকা ।

২ । খ+গ—পরিষেচয়েদিত্যনন্তরং নিম্নলিখিতাঃ শ্লোকা দৃশ্যন্তে :—

তুলসী-কাষ্ঠপৃষ্ঠে বা দৃশ্যতে সা ন কেনচিৎ ।
তদর্থং বাপিতা বাহে তুলসী জায়তে সদা ॥
তদা কাকোদ্ভবা গ্রাহ্যা বলিং দত্ত্বা তু কুক্কুটম্ ।
সুপক্কং সপ্তধান্যঞ্চ বটপত্রে বলিং ক্ষিপেৎ ॥
সমূলাং তুলসীমঞ্জ্যাদদৃশ্যো জায়তে নরঃ ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সংক্রান্তি-দর্শ-পূর্ণাসু দীপং দদ্যাদ্ ঘৃতেন চ।
রক্ত-সূত্রোদ্ভবা বর্ত্তির্যাবৎ তস্য ফলোদয়ঃ॥ ৫৫
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ফলং গ্রাহ্যং বলিং দদ্যাৎ তু কুক্কুটম্।
তদ্বীজৈর্গুটিকা কার্য্যা মুখস্থাঽদৃশ্য-কারিণী॥ ৫৬
কৃষ্ণমৃৎপূরিতে ক্ষেত্রে বাপ্যা গুঞ্জা নৃ-মুণ্ডকে।
রাত্রৌ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যামতিবল্যুপহারকৈঃ।
নিত্যং কুর্য্যাদ্ বলিং পূজাং জলৈঃ সিঞ্চ্যাৎ সদা নিশি ৫৭
যাবৎ ফলতি সা গুঞ্জা ততঃ কৃষ্ণমজং বলিম্।
কৃত্বা যোগীশ্বরাংশ্চৈব ভোজয়েদ্ বলি-পূর্ব্বকম্॥ ৫৮
তস্য চাষ্টোত্তর-শতং গ্রাহ্যং গুঞ্জাফলং ক্রমাৎ।
সূচ্যা চ প্রোতয়েৎ সূত্রৈঃ সা মালাঽদৃশ্যকারিণী।
ধারয়েন্ মূর্দ্ধ্নি কর্ণে বা তদ্-বৃক্ষো ন হি দৃশ্যতে॥ ৫৯
সুকৃষ্ণ-মহিষী-ক্ষীরৈঃ পাচয়েৎ কৃষ্ণ-জীরকম্।
তদ্-ভক্ষণাদদৃশ্যঃ স্যাদ্ যাবদ্ জীর্ণং ন সংশয়ঃ॥ ৬০

না করে, তাবৎ কাল সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে রক্ত সূত্রোৎপন্ন বাতি দ্বারা ঘৃত-দীপ প্রদান করিবেন। ৫৫

ক্রমে উহা হইতে ফল জন্মিলে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে সেই ফল গ্রহণ করিবেন ও কুক্কুট বলি প্রদান করিবেন। ঐ ফলের বীজ দ্বারা গুটিকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ৫৬

কৃষ্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষের মাথার খুলীতে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে গুঞ্জা বপন করিবেন। প্রত্যহ নানারূপ বলিদান ও প্রচুর উপহার দ্বারা পূজা করিবেন। যতদিন সেই গুঞ্জা ফলিত না হয়, তত দিন এইরূপ পূজা ও রাত্রিতে জলসেচন করিবেন। ৫৭

উহাতে ফল ধরিলে পরে কৃষ্ণ ছাগ বলি দিয়া যোগীশ্বরগণকে বলি (উপহার) দিয়া ভোজন করাইবেন। অনন্তর ঐ বৃক্ষের ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া অষ্টোত্তরশত ফল লইবেন এবং সূত্র সহযোগে সূচী দ্বারা তাহার মালা গাঁথিবেন। এই মালা অদৃশ্যকারিণী। ঐ মালা মস্তকে বা কর্ণে ধারণ করিলে সেই বৃক্ষকে কেহ দেখিতে পায় না। ৫৮-৫৯

ঘোর কৃষ্ণবর্ণা মহিষীর দুগ্ধে কৃষ্ণ জীরক সিদ্ধ করিবেন। পরে উহা ভক্ষণ করিলে যাবৎ ঐ জীরক জীর্ণ না হয়, তাবৎ সেই ব্যক্তি সকলের নিকট অদৃশ্য হয়, সন্দেহ নাই। ৬০

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

হৃদয়ং কৃকলাসস্য গ্রাহয়েদ্ বিধি-পূর্বকম্ ।
গোরোচনা-সমং পিষ্ট্বা তালপত্রেণ বেষ্টয়েৎ ।
সমং বা গুটিকা সা তু মুখস্থাঽদৃশ্য-কারিণী ॥ ৬১

ওঁ ইলাপিঙ্গলায় স্বাহা ।

কটুতুম্বী দেবদানী পটোলী চেন্দ্রবারুণী ।
তিক্তা কোষাতকী তাসাং শুষ্ক-বীজানি চূর্ণয়েৎ ॥ ৬২
কাকতুণ্ড্যপামার্গোত্থ-কষায়েণ বিলোলয়েৎ ।
আলিপ্য কাংস্য-পাত্রন্তু ধারয়েদাতপে খরে ॥ ৬৩
তং তপ্তং স্বচ্ছ-বস্ত্রেণ পীড়য়েৎ তৈলমাহরেৎ ।
তেন তৈলেন সংঘৃষ্টং দেবদারুঞ্চ চন্দনম্ .
তেন বৈ তিলকং কুর্য্যাল্ললাটেঽদৃশ্য-কারণম্ ॥ ৬৪
অপামার্গ-কষায়েণ পূর্ব্ব-তৈলং সমাহরেৎ ।
বিষমুষ্ট্যুত্থ-বীজানাং চূর্ণমাম্রাত-চূর্ণকম্ ।
দশাংশং চিত্রকং মূলং নারিকেলাম্বুনা পিষেৎ ॥ ৬৫

যথানিয়মে কৃকলাসের বক্ষঃস্থলের মাংস আনিয়া সমপরিমাণ গোরোচনার সহিত পেষণ পূর্বক তালপত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অথবা উভয়ের সমপরিমাণ পিষ্ট দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। উহা মুখে ধারণ করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ৬১

"ওঁ ইলাপিঙ্গলায় স্বাহা" এই মন্ত্রটি এই প্রক্রিয়া সম্পাদনের মন্ত্র।

কটুতুম্বী (তিতালাউ), দেবযানী, পটোল, ইন্দ্রবারুণী (রাখালশশা), তিক্তা (কটুরোহিণী) ও কোষাতকী—ইহাদিগের শুষ্ক বীজ লইয়া চূর্ণ করিবেন। ৬২

কাকতুণ্ডী (কাকমাচী) ও অপামার্গের (অপাঙের) কষায়ে (ক্বাথে) আলোড়ন করিবেন। অনন্তর কাংস্য পাত্রে ঐ ক্বাথ লেপন করিয়া প্রখর আতপে ধারণ করিবেন। ৬৩

পরে সেই তপ্ত ক্বাথকে সূক্ষ্ম কাপড়ে নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহা হইতে তৈল বাহির করিবেন। ঐ তৈলে দেবদারু ও চন্দন ঘষিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে উহা অদৃশ্যের কারণ হইবে অর্থাৎ ইহা দ্বারা অদৃশ্য হওয়া যায়। ৬৪

অপামার্গের ক্বাথের সহিত পূর্ব্বকথিত তৈল আহরণ করিবেন। পরে তৎসহ বিষমুষ্টির (বিছুটির) বীজচূর্ণ, আমড়া আঁটির চূর্ণ ও চিতামূল দশাংশ পরিমাণে মিশাইয়া নারিকেলের জলে মর্দ্দন করিবেন। ৬৫

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

এবংবিধাৎ ক্রিয়াযোগাৎ পূর্ব্ব-তৈলং সমাহরেৎ।
বিষমুষ্ট্যুত্থ-বীজানাং সর্ব্ব-যোগেষু যোজয়েৎ ॥ ৬৬
অঙ্কোলতৈল-নির্দগ্ধং রজনী-কুঙ্কুমং নিশি।
রোচনা সহদেবী চ সমভাগানি পেষয়েৎ।
বিষমুষ্ট্যুত্থ-তৈলেন তিলকোঽদৃশ্য-কারকঃ ॥ ৬৭
কার্পাস-বীজ-চূর্ণানি দিনমেকং বিভাবয়েৎ।
সমূলোত্তর-বারুণ্যাঃ কষায়েণ প্রযত্নতঃ।
পূর্ব্ববদ্ গ্রাহয়েৎ তৈলং সর্বযোগেষু যোজয়েৎ ॥ ৬৮
আম্রাত-বীজ-চূর্ণানি দশাংশং চিত্র-মূলকম্।
নারিকেলাম্বুনা পিষ্ট্বা বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
জ্বলিতাং ধারয়েদ্ হস্তে সোঽপ্যদৃশ্যো ভবেন্ নরঃ ॥ ৬৫
পুত্রজীবোত্থ-বীজানাং তৈলমাম্রাতবদ্ ভবেৎ।
দৃশ্যন্তে চাঞ্জিতাঃ সর্ব্বে গোমুত্রৈঃ ক্ষালনাৎ পুনঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে অদৃশ্যকরণং নাম ষড়্বিংশঃ পটলঃ।

উক্ত প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া উহা হইতে পূর্ব্ববৎ তৈল আহরণ করিবেন। এই বিষমুষ্টি বৃক্ষোৎপন্ন বীজ সকল সর্বযোগে প্রয়োগ করিবেন। ৬৬

অনন্তর রাত্রিকালে অঙ্কোলতৈলের দ্বারা কুঙ্কুম ও দারুহরিদ্রা দগ্ধ করিয়া তৎসহ গোরোচনা ও বেড়েলামূল তুল্য পরিমাণে একসঙ্গে মর্দ্দন করিবেন। পরে উহার সহিত বিষমুষ্টি-জাত তৈল মিশাইয়া তাহার তিলক অদৃশ্য কারক হয়। ৬৭

রাখালশসা সমূলে উৎপাটনপূর্বক তাহার কষায়ে যত্নসহকারে কার্পাস বীজচূর্ণ এক দিন ভাবনা দিবেন। পূর্ব্ববৎ তাহা হইতে তৈল গ্রহণ করিবেন। এই তৈল সর্ব্বযোগে প্রযোজ্য। ৬৮

অনন্তর আমড়া-আঁটি-চূর্ণ ও দশাংশ পরিমিত চিতামূল নারিকেলের জলে পেষণঃ পূর্বক সযত্নে তাহা দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিবেন। পূর্বকথিত তৈলে ঐ বাতি ভিজাইয়া জ্বালিয়া হাতে রাখিলে মনুষ্য অদৃশ্য হইবে। ৬৯

পূর্ব্বোক্ত আমড়াবীজের মত পুত্রজীব বৃক্ষের বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিয়া তাহা জ্বালিয়া তাহাতে কজ্জল প্রস্তুত করতঃ নেত্র অঞ্জিত করিলে অদৃশ্য হওয়া যায়। আবার গোমূত্র দ্বারা নেত্র ধৌত করিলে পুনরায় সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ৭০

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের অদৃশ্যকরণ নামক ষড়্বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সপ্তবিংশঃ পটলঃ

অথ পাদুকা-সাধনম্

পাদুকা সাধন

অথ চাঙ্কুলী-তৈলেন পেষয়েৎ শ্বেত-সর্ষপান্ ।
তল্লিপ্ত-হস্ত-পাদস্তু যোজনানাং শতং ব্রজেৎ ॥ ১
অঙ্কোল-তৈল-সংপিষ্ট-শ্বেতসর্ষপ-লেপিতাম্ ।
পাদুকামুষ্ট্রচর্ম্মোত্থাং সমারুহ্য শতং ব্রজেৎ ॥ ২
কাকজঙ্ঘা সিতা গ্রাহ্যা গৃধ্রস্য চ বসা তথা ।
অশ্বগন্ধা-সমাযুক্তামুষ্ট্রী-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।
অনেন লিপ্তপাদস্তু যোজনানাং শতং ব্রজেৎ ॥ ৩

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ভুতবেতালত্রাসনায় শঙ্খ-চক্র-গদাধরায় হন হন মহতে চন্দ্রযুতায়[১] হুঁ ফট্ স্বাহা। অনেন পাদলেপত্রয়মভিমন্ত্রয়েৎ। সিদ্ধির্ভবতি।

শ্বেত-মার্জ্জার-নকুল-পিত্তং[২] গ্রাহ্যং সমং সমম্ ।
যোজনানাং শতং গত্বা কাকমাংসং রসাঞ্জনম্ ।
পিষ্ট্বা পাদ-প্রলেপেন পুনরাবর্ত্ততে ক্ষণাৎ ॥ ৪

অনন্তর পাদুকা সাধন কথিত হইতেছে। শ্বেতসরিষা অঙ্কুলীতৈলের সহিত পেষণ করিবেন। তাহা হস্তে ও পদে লেপন করিলে শত যোজন পথ গমন করিতে পারিবেন। ১

শ্বেতসরিষা অঙ্কুলীতৈলে পেষণ পূর্বক তদ্দ্বারা উষ্ট্রচর্ম নির্মিত পাদুকাকে লেপন করিবেন। এই পাদুকা পরিধান করিয়া শত যোজন পথ গমন করিতে পারিবেন। ২

শ্বেতবর্ণ কাকজঙ্ঘা, শকুনির চর্বি ও অশ্বগন্ধা—এই সমস্ত বস্তু একসঙ্গে উষ্ট্রীর দুগ্ধে পেষণ করিবেন। তাহা দ্বারা লিপ্তপাদ ব্যক্তি যোজন পথ গমন করিতে করিবেন। ৩

ইতঃপূর্ব্বে যে তিনটি পাদলেপ কথিত হইল, "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ তিনটি অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।

শ্বেতবর্ণ মার্জ্জার ও নকুলের পিত্ত তুল্যপরিমাণে লইয়া পদে লেপন করিলে শত শত যোজন পথ গমন করিতে পারিবেন। অনন্তর শত যোজন গিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সহিত বায়স মাংস ও রসাঞ্জন মিশাইয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ চরণে লেপ প্রদান করিলে ক্ষণমাত্রে ঐ ব্যক্তি শত যোজন পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন। ৪

১। ক—চন্দ্রসুতায়। ২। খ+গ—শ্বনমার্জার নকুলপিত্তং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মাংসে মাসংলে[১] কালে সলেখোহয়ং[২] প্রবর সর সর স্বাহা ।

কীটমৈন্দ্রং সসিন্দুরং[৩] হরিচন্দন-বেতসম্ ।
অজামাংসং তথা রাস্নামবি-ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥ ৫
পিষ্ট্বা পাদ-প্রলেপেন স গচ্ছেদ্ যোজনাযুতম্ ।
সুভগঃ স তু নারীণাং ব্রহ্মতুল্যো ভবেন্ নরঃ ॥ ৬

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নমঃ সূর্য্যায়[৪] নমশ্চন্দ্রায় শঙ্খ-চক্র-গদাধরায়[৫] হিলি হিলি স্বাহা ।

সুরভী-কাঞ্চনী-মুলমজমারী চ চন্দ্রকম্ ।
দরদং পারদঞ্চৈব উষ্ট্রী-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ ॥ ৭
অনেন পাদলেপেন নানারূপধরো ভবেৎ ।
যোজনানাং সহস্রৈকং গত্বা প্রতিনিবর্ত্ততে ।
কাময়েৎ স্ত্রীসহস্রাণি রুদ্রতুল্যো ভবেন্ নরঃ ॥ ৮

'ওঁ নমো ভগবতে' ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন ।

ইন্দ্রগোপকীট, সিন্দুর, হরিচন্দন (কুঙ্কুম), বেতস-লতা, ছাগীমাংস ও রাস্না—এই সমস্ত বস্তু ভেড়ীর দুগ্ধে ভাবনা দিবেন । ৫

উহা পেষণ পূর্ব্বক পাদে প্রলেপ দিলে সেই ব্যক্তি অযুত যোজন পথ অনায়াসে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং সে রমণীগণের প্রিয় হয় । বেশী কি, মানব ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকে । ৬

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই যোগ সম্পাদন করিবেন ।

সুরভী (নবমল্লিকাফুল), কাঞ্চনার (স্বর্ণক্ষীরীগাছের) শিকড়, অজমারী, চন্দ্রক (কর্পূর), দরদ (হিঙ্গুল) ও পারদ—এই সমস্ত বস্তু উষ্ট্রীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবেন । ৭

এই পাদলেপ পাদে প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয় এবং সে প্রত্যহ সহস্র যোজন পথ গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় । ইহার প্রভাবে সে সহস্র রমণীকে কামনা করিতে পারে ও রুদ্রতুল্য হইতে পারে । ৮

---

১ । খ+গ—সংমলে কালে ।   ২ । খ+গ—গলে খোয়ং ।
৩ । খ+গ—কীটমৈন্দবসিন্দুরং ।   ৪ । খ+গ—রুদ্রায় নমো ব্রহ্মণে নমঃ সূর্য্যায় ।
৫ । খ+গ—শঙ্খনেত্রগদাধরায় ।

 CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নমো দণ্ডিকপালায় মিলি কটংকটস্থ যানপ্রিয়ায় বর্দ্ধে[১] শ্রীশূলিনে ভগবতে ত্রিনেত্রায় চল হন স্বাহা।

সারিকায়া বসা-নেত্রমন্ত্রাণি রুধিরং তথা।
কাক-পিত্তং তথা নেত্রং হরিচন্দন-বেতসম্ ॥ ৯
শুনো মজ্জাং বসাং তুল্যমুষ্ট্রী-ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
পাদলেপঃ প্রকর্ত্তব্যো নমস্কৃত্য শিবং ততঃ ॥ ১০
যোজনং লক্ষমেকন্তু নিমিষার্দ্ধেন গচ্ছতি।
গগনাশেষচারী চ ক্রীড়ত্যেব যথা শিবঃ ॥ ১১
স্ত্রী-কোটি-শত-সংঘাতং কাময়েন্ নিমিষান্তরে।
ব্রহ্মতুল্যো ভবেৎ সোঽপি লীয়তে পরমে শিবে ॥ ১২

ওঁ নমশ্চন্দ্রমণে চন্দ্রশেখরে নমো ভগবতে তিষ্ঠ নমো ভগবতে নমো ভগবতে নমঃ শিবায়[২] নমঃ শূলিনে নমঃ পাদপ্রচারিণে যোগিনে হুঁ ফট্ স্বাহা।

প্রতীচী-দিগ্-গতং মূলং দেবদান্যাঃ সমাহরেৎ।
তৎ পিষ্ট্বাঙ্কোল-তৈলেন পাদলেপাচ্ছতং ব্রজেৎ ॥ ১৩

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন।

সারিকা (স্ত্রীজাতি টিয়া) পাখীর চর্ব্বি, চক্ষুঃ, অন্ত্র ও শোণিত, বায়সের পিত্ত ও চক্ষুঃ, কুঙ্কুম, বেতসলতা, কুকুরের মজ্জা ও চর্ব্বি—এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া উষ্ট্রীর দুগ্ধে ভাবনা দিবেন। পরে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া উহা পাদে লেপন করিবেন। ৯-১০

এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি অর্দ্ধ নিমেষ কালের মধ্যে লক্ষ যোজন পথ গমন করেন, মহাদেবের ন্যায় সমস্ত গগনে ভ্রমণ করিতে পারেন। নিমেষমধ্যে সহস্র নারীর কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন ও ব্রহ্মতুল্য হন এবং অন্তিমে পরব্রহ্মে বিলীন হন। ১১-১২

"ওঁ নমো নমশ্চন্দ্রমণে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রযোগ সম্পাদন করিবেন।

দেবদানী গাছের পশ্চিম দিকের শিকড় আনিবেন। অঙ্কুলীতৈলের সহিত তাহা মর্দ্দন করিয়া পাদে লেপ প্রদান করিলে শত যোজন পথ গমন করিতে পারে। ১৩

১। খ+গ—বদ্ধে শ্রীশূলিনে। ২। খ+গ—নমঃ শিখরে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দূর-গমন

কাকতুণ্ডস্য মূলানি তিলতৈলেন পাচয়েৎ।
পাদান্ত-জানুপর্য্যন্তং লিপ্ত্বা দূরাধ্বগো ভবেৎ॥ ১৪

ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ গগনং গময় গময় চালয় চালয় বেগবাহিনি হ্রীং স্বাহা। উক্তযোগদ্বয়স্যায়ং মন্ত্রঃ। ১৫

কাকস্য হৃদয়ং নেত্রং জিহ্বাঞ্চৈব মনঃশিলাম্।
গৈরিকং সিন্দূরঞ্চৈব অজমারী চ মালতী।
সমং রুদ্রজটা চৈব বিদার্য্যা সহ পেষয়েৎ॥ ১৬
তল্লিপ্ত-পাদঃ সহসা সহস্র-যোজনং ব্রজেৎ।
বলী-পলিত-নির্ম্মুক্তো যাবদাহূত-সংপ্লবম্॥ ১৭

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হরিতগদাধরায় ত্রাসয় ত্রাসয় চালয় চালয় স্বাহা।

নির্গুণ্ডী-মূলমাদায় মলং পারাবতোদ্ভবম্।
পলাশ-বীজ-সংযুক্তং রক্তপাঠা-ফলানি চ॥ ১৮
হৃদয়ঞ্চ উলূকস্য পেষয়েচ্ছীত-বারিণা।
অনেন পাদলেপেন যোজনানাং শতং ব্রজেৎ॥ ১৯

তিল তৈলের সঙ্গে কাকতুণ্ডী গাছের শিকড় পাক করিবেন। তদ্দ্বারা জানু হইতে পাদ পর্য্যন্ত লিপ্ত করিলে অতি দূরে গমন করিতে সমর্থ হয়। ১৪

"ওঁ হ্রীং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত দুইটি প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ১৫

বিদারীর সহিত বায়সের বক্ষঃস্থল, নেত্র ও জিহ্বা, মনঃশিলা, গিরিমাটি, সিন্দুর, অজমারী, মালতীপুষ্প ও রুদ্রজটা—এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন করিবেন। ১৬

উহা পাদে লেপ প্রদান করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে সহস্র যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হয় এবং প্রলয় যাবৎ বলী ও পলিত নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবন ধারণ করে। ১৭

"ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন।

নির্গুণ্ডীমূল (নিসিন্দা গাছের শিকড়), কপোত-বিষ্ঠা, পলাশ-বীজ, রক্তবর্ণ আকনাই ফল ও পেচকের বক্ষঃস্থল—এই সমস্ত বস্তু এক সঙ্গে শীতল জলে মর্দ্দন করিবেন। উহা পাদে লেপন করিলে শত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হয়। ১৮-১৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

উলূকস্য তু পাদানি দগ্ধানি চূর্ণিতানি চ।
অঙ্কুলী-তৈল-পিষ্টানি পাদলেপেন যোজয়েৎ।
যোজনানাং শতং গত্বা পুনরাগচ্ছতি ধ্রুবম্ ॥ ২০

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রুং প্লৃং হুং ফট্ নমঃ। উক্ত-যোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ।

যথেচ্ছ গমন

বিধিনা কৃকলাসস্য পুচ্ছমাদায় দক্ষিণম্।
ত্রিলৌহ-বেষ্টিতং বক্ত্রে ধার্য্যমিচ্ছাগতির্ভবেৎ ॥ ২১

ওঁ সঙ্কোচায় স্বাহা।

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে পাদুকাসাধনং নাম সপ্তবিংশঃ পটলঃ।

পেচকের দুইটি দগ্ধ পদের চূর্ণ অঙ্কুলী তৈল দ্বারা পিষিয়া পাদলেপে প্রয়োগ করিবেন অর্থাৎ ইহা দ্বারা পাদদ্বয় লিপ্ত করিলে শত যোজন গমন করিয়া নিশ্চয়ই পুনঃ প্রত্যাগমন করিতে পারেন। ২০

'ওঁ হ্রীং' হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্র। উহা দ্বারা পূর্বোক্ত দুইটি প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন।

কৃকলাসের দক্ষিণ দিকের পুচ্ছ যথানিয়মে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ ত্রিলৌহমধ্যে পুরিয়া মুখে ধারণ করিলে ইচ্ছাগতি হইতে পারে অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই যাতায়াত করা যায়। ২১

ওঁ সঙ্কোচায় স্বাহা—এই মন্ত্রে এই প্রয়োগ সম্পাদন করিবেন।

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের পাদুকাসাধন নামক সপ্তবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অষ্টাবিংশঃ পটলঃ

অথ গুটিকাসাধনম্

গুটিকা সাধন

দ্বাদশ-যোজন যাতায়াত

সাধকশ্চিহ্লালয়ং গত্বা নিত্যং তস্যৈ[1] নিবেদয়েৎ, দেবতাবুদ্ধ্যাঽতিভক্ত্যা ভক্ষণার্থং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদামমাংসং নিক্ষিপেৎ, যাবৎ প্রসূতা ভবতি। ততঃ পারদং রসং সার্দ্ধনিষ্কত্রয়ং কস্মিংশ্চিন্নালিকাদ্বয়ে নিক্ষিপেৎ। তস্যাধোর্ধ্ব-চ্ছিদ্রং সিক্থকেন রুদ্ধা চিহ্লালয়ং গত্বা অণ্ডদ্বয়স্যোপরি নালিকাদ্বয়ং নিধায় লৌহশলাকয়া নালিকামধ্যমার্গেণ তদণ্ডং লঘুহস্তেন বেধয়িত্বা শলাকামুদ্ধরেৎ। তেনৈব মার্গেণ অণ্ডমধ্যে যথাশ্মা[2] গচ্ছতি তথায়তং কুর্য্যাৎ। ১

ততশ্ছিদ্রং চিহ্লাবিষ্ঠয়া[3] লিপেৎ। ততস্তদ্‌বৃক্ষাধো নিত্যমতিবল্যুপহারেণ পূজাং কুর্য্যাৎ। যাবৎ স্বয়মেবাণ্ডানি স্ফোটয়ন্তি তাবন্নিত্যমুপরি গত্বা বীক্ষয়েৎ। স্ফুটিতে সতি গুটিকাদ্বয়ং গ্রাহ্যম্। ততো বৃক্ষাদুত্তীর্য্য যো

সাধক স্ত্রী-চিল পাখীর বাসায় যাইয়া তাহাকে দেবজ্ঞানে অর্চ্চনা করতঃ নৈবেদ্য দিবেন, প্রত্যহ তাহার ভক্ষণার্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচা মাংস দান করিবেন। যত দিন পাখী অণ্ড প্রসব না করে, তাবৎ এই প্রকার আহার প্রদান করিবেন। অণ্ড-প্রসবান্তে প্রস্তুত নল দুইটির মধ্যে সাড়ে তিন নিষ্ক-পরিমিত পারদ রাখিবেন। তাহাদের উর্দ্ধ্ব-চ্ছিদ্র ও নিম্নচ্ছিদ্র মোম দ্বারা বন্ধ করিয়া চিলের বাসায় যাইয়া ডিম্ব দুইটির উপর ঐ নল দুইটি রাখিয়া নলের মধ্য পথে একটি লৌহনির্ম্মিত শলাকা দ্বারা অণ্ডদ্বয়কে ধীর হাতে বিদ্ধ করতঃ শলাকা তুলিয়া লইবেন। এরূপ ভাবে ছিদ্র হইবে; যেন সেই ছিদ্রপথে অণ্ডাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র পাথর প্রবিষ্ট হইতে পারে অথচ অণ্ড ভাঙ্গিয়া না যায়। ১

তদনন্তর ঐ অণ্ড-ছিদ্র চিলের বিষ্ঠা দ্বারা বন্ধ করিয়া, যত দিন ডিম না ফোটে, তত দিন প্রত্যহ গাছের নীচে বলি ও নানারূপ উপহার দ্বারা পূজা করিবেন। অণ্ড যত দিন স্বয়ং স্ফুটিত না হয়, তত দিন প্রত্যহ গাছের উপর উঠিয়া দেখিবেন। ডিম ফুটিলে ঐ গুটিকা দুইটি লইবেন। অনন্তর বৃক্ষ হইতে নামিয়া একটি আপনার মুখে

১। খ+গ—তস্মৈ। ২। খ+গ—যথাশ্মো গচ্ছতি তথায়তং।

৩। খ+গ—চিহ্লবিষ্ঠয়া।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

গিলতি মনুষ্যস্তস্মৈ একা দেয়া। অপরাং স্বয়ং মুখে ধারয়েৎ। যোজন-দ্বাদশং গত্বা পুনরেব নিবর্ত্ততে। ইতি সিদ্ধযোগঃ। ২

ওঁ হ্রীং হ্রূং ফট্ চিহ্লাচক্রেশ্বরি পরাৎপরেশ্বরে পাদুকাসাধনং[১] ওঁ দেহি মে দেহি স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ জপং পূজাঞ্চ কুর্য্যাৎ।

আকাশ গমন

লক্ষত্রয়ং জপেন্ মন্ত্রী ধ্যাত্বা তাং রক্তবর্ণকাম্।
কদম্ব-বন-মধ্যে তু মদ-ঘূর্ণিত-লোচনাম্ ॥ ৩
কুণ্ডলৈর্মণিভির্দিব্যৈর্বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতাম্।
সামৃতং কলসং বামে দক্ষিণে মণিহারকম্ ॥ ৪
দধতীং চিন্তয়েদ্ দীপ্তাং রক্ত-পদ্মোপরি-স্থিতাম্।
প্রহসন্তীং চিত্রলেখাং প্রসন্নাং নব-যৌবনাম্ ॥ ৫
ঈদৃশীং পূজয়েন্ নিত্যং জপান্তে হোময়েৎ ততঃ।
শর্করা-চ্ছাগ-মাংসন্তু গোক্ষীরং ঘৃত-সংযুতম্।
দশাংশেন ততস্তুষ্টা গোচরত্বং[২] প্রযচ্ছতি ॥ ৬

ধারণ করিবেন এবং অপরটি যে মনুষ্য গিলিতে সমর্থ, তাহাকে দিবেন। এইরূপ করিলে সাধক দ্বাদশ যোজন পথ গমন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। ইহা সিদ্ধ যোগ। ২

"ওঁ হ্রীং হ্রূং ফট্" প্রভৃতি মূলোক্ত মন্ত্রে পূজা ও জপ করিতে হয়।

সাধক কদম্ব বনের মধ্যে রক্তবর্ণা, মদোন্মত্ততায় ঘূর্ণিত লোচনা, দিব্য কুণ্ডল, মণির সহিত বসন ও ভূষণে বিভূষিতা, বাম হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস এবং দক্ষিণ হস্তে মণিময় হার-ধারিণী কদম্ব বনমধ্যে রক্ত পদ্মোপরি সংস্থিতা সুহাস্যমুখী, নব যৌবনা, প্রসন্না ও দীপ্তা চিত্রলেখা দেবীকে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং চিত্রলেখে" ইত্যাদি মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবেন। ৩-৫

এই প্রকার মূর্ত্তি-ধারিণী সেই চিত্রলেখা দেবীকে নিত্য পূজা করিবেন। জপান্তে জপের দশাংশ হোম করিবেন। শর্করা, ছাগমাংস, গোদুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হোম করিতে হয়। এইরূপ করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া দর্শন দিয়া থাকেন। ৬

১। খ+গ—পাদুকানাসনং। ২। খ+গ—খেচরত্বং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিমানং খেচরত্বঞ্চ দদাত্যমৃত-ভাজনম্[1] ।
আয়ুর্লক্ষাযুতঞ্চৈব হার-কেয়ুর-মণ্ডলম্ ।
নানালোক-গতিঞ্চৈব[2] যস্মান্মন্ত্রী সুখী ভবেৎ ॥ ৭

ওঁ হ্রীং চিত্রলেখে আগচ্ছ আগচ্ছ তুতু তুতু হ্রীং স্বাহা[3] ।

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা

মৃতের পুনর্জীবন

মৃত-সঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
লিঙ্গমঙ্কোল-বৃক্ষাধঃ স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
নবং ঘটঞ্চ তত্রৈব পূজয়েল্লিঙ্গ-সন্নিধৌ ।
বৃক্ষং লিঙ্গং ঘটঞ্চৈব সূত্রেণৈকেন বেষ্টয়েৎ ॥ ৯
চতুর্ভিঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং প্রতিযামং ক্রমেণ তু ।
এবং দিবানিশং কুর্য্যাদঘোরেণ সমর্চ্চনম্ ॥ ১০
পুষ্পাদি-ফল-পক্বান্তং সাধনং কারয়েৎ সুধীঃ ।
ফলানি পক্বান্যাদায় পূর্ব্বোক্তং পূরয়েদ্ ঘটম্ ॥ ১১

সাধককে আকাশচারী রথ, শূন্যমার্গে গমনশক্তি, অমৃত (আহার্য্য) ভাজন, অযুত লক্ষ বৎসর পরমায়ু, হার, কেয়ুর ও নানা লোকে গতিশক্তি প্রদান করেন। সাধক যাহাতে সুখী হয়, তাহার উপায় করিয়া থাকেন। ৭

ওঁ হ্রীং চিত্রলেখে ইত্যাদি মন্ত্রটি এই প্রয়োগের মন্ত্র। ইহা দ্বারা এই প্রয়োগ সম্পাদ্য। ৮

অতঃপর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা সবিস্তার কথিত হইতেছে। অঙ্কোল গাছের মূলে শিবলিঙ্গের নিকটে নূতন ঘট স্থাপন করতঃ সেই ঘটে সুন্দরভাবে অর্চ্চনা করিবেন। পরে একটি সূত্রের দ্বারা অঙ্কোল বৃক্ষ, ঘট ও লিঙ্গ—এই সমুদায় বেষ্টন করিবেন। ৯

চারি জন সাধকের সহিত প্রতি প্রহর ক্রমে ক্রমে পূজা করিবেন। 'ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ' ইত্যাদি অঘোরমন্ত্র দ্বারা এইরূপ দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিবেন। ১০

যত দিন এই বৃক্ষে পুষ্প ও পক্ব ফল উৎপন্ন না হয়, সাধক তত দিন সাধনা করিবেন। ফল উৎপন্ন হইয়া পক্ব হইলে তাহা গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা ঘট পূর্ণ করিবেন। ১১

১। খ+গ—দদাত্যমৃতভোজনম্। ২। ক+খ+গ—লোকগতশ্চৈব।
৩। খ+গ—অত্র পটলোপসংহারঃ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তদ্ঘটং পূজয়েদ্ ধীমানর্ঘ্য-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
তুষবর্জ্জং[1] ততঃ কৃত্বা বীজানাং বাপয়েন্ মুখম্ ॥ ১২
তন্মুখে টঙ্কণং চূর্ণং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রপূরয়েৎ[2]।
বিস্তীর্ণ-মুখভাণ্ডান্তঃ কুম্ভকার-গণোদ্ধৃতাম্[3] ॥ ১৩
মৃত্তিকাং লেপয়েৎ তত্র তানি বীজানি লেপয়েৎ।
কুণ্ডল্যাকার-যোগেন যত্নাদূর্দ্ধ-মুখানি চ ॥ ১৪
তচ্ছুষ্কং তাম্র-পাত্রোত্থং ভাণ্ডং দেয়াদধোমুখম্।
আতপে ধারয়েৎ তৈলং গ্রাহয়েৎ তঞ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ১৫
মাষার্দ্ধঞ্চৈব তৎ তৈলং মাষার্দ্ধং তিল-তৈলকম্।
তস্য দেয়ং মৃতস্যৈতং সম্যক্ ভল্লেপিতেন তু[4] ॥ ১৬
তৎক্ষণাজ্জীবয়েৎ সত্যং গতো বাপি যমালয়ম্।
রোগাদি-সর্পাদি-মৃতাঃ পুনর্জীবন্তি নিশ্চয়ম্ ॥ ১৭

তদনন্তর পুনরায় অর্ঘ্য, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা সেই ঘটে অর্চ্চনা করিবেন। পরে ঐ সমস্ত বীজ তুষনির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার মুখকে কাটিয়া দিবেন এবং তাহার মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সোহাগাচূর্ণ দিয়া পূর্ণ করিবেন। কোন বিস্তৃতমুখ পাত্রের ভিতর কুম্ভকারোদ্ধৃত মাটী দ্বারা লেপন করিবেন। ১২-১৩

সেই পাত্রে সেই বীজগুলিকে লেপিয়া দিবেন। তাহাতে ঐ সকল বীজ কুণ্ডলীর আকারে উর্দ্ধমুখ করিয়া যত্নপূর্বক গুঁজিবেন। সেই ভাণ্ডকে অধোমুখ করিয়া সূর্য্যতাপে রাখিবেন। তাহা শুষ্ক হইবে। যাহাতে ঐ অঙ্কোলীবীজ হইতে সূর্য্যতাপে তৈল নির্গত হয়, এরূপ সূর্য্যতাপ দেওয়া আবশ্যক। ঐ পাত্রের নীচে একটি তাম্রাধার রাখিতে হয়, তাহা হইলে সেই তাম্রপাত্রে তৈল পড়িবে। ঐ তাম্রপাত্রে পতিত তৈল সংগ্রহ করিবেন ও রক্ষা করিবেন। ১৪-১৫

অর্দ্ধমাষ পরিমাণ ঐ তৈল এবং অর্দ্ধমাষ-পরিমাণ তিল তৈল একত্র করিয়া যদি মৃত ব্যক্তির দেহে সম্যক্ রূপে লিপ্ত করা যায়, তবে সেই ব্যক্তি যমালয়গত হইলেও তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবিত হয়। যে ব্যক্তি রোগে বা সর্পাদি-দংশনে বা অপঘাতাদিতে প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তিও এই তৈলগুণে পুনর্জ্জীবন লাভ করে। ১৬-১৭

১। খ+গ—তুষবর্জি। ২। খ+গ—প্রপূজয়েৎ। ৩। খ+গ—গণোদ্ধৃতম্।
৪। খ+গ—তস্যাসিতেন তু।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সর্পদংশন-মৃতের পুনর্জীবন

পুং-শুক্রং পারদং তুল্যং তেন তৈলেন মর্দ্দয়েৎ।
গাত্রে দেয়ং মৃতস্যৈব কাল-দষ্টস্য বা ক্ষণাৎ।
জীবমায়াতি নো চিত্রং মহাদেবেন ভাষিতম্ ॥ ১৮

পুষ্য-ভাস্কর-যোগেন গুড়ূচী-মূলমাহরেৎ।
কর্ষমুষ্ণোদকৈঃ পীতমপমৃত্যুহরং পরম্ ॥ ১৯

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ। নমোঽস্তু সর্ব্ব-সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।[১] উক্তযোগদ্বয়স্যায়মেব মন্ত্রঃ।

ইতি সিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে গুটিকাসাধনং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা-বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশঃ পটলঃ।

পুরুষের শুক্র ও পারদ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-কৃত অঙ্কোল-তৈলের সঙ্গে মর্দ্দন করিয়া মৃত ব্যক্তির দেহে মাখাইলে সে কালসর্পের দ্বারা দষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবন লাভ করে। ইহা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য। ইহা মহাদেবের উক্তি। ১৮

পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে গুলঞ্চের শিকড় তুলিয়া তাহার দুই তোলা লইয়া উষ্ণ জলের সহিত ভক্ষণ করিলে অপমৃত্যু নিবারিত হয়। ১৯

"ওঁ অঘোরেভ্যঃ" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে উক্ত যোগ দ্বয়ের প্রয়োগ করিবেন।

শ্রীসিদ্ধনার্জ্জুনবিরচিত কক্ষপুটের গুটিকাসাধন ও মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাবর্ণন নামক অষ্টাবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত।

১। খ+গ—ঘোরেভ্যো রুদ্ররূপেভ্যঃ—এতাবন্মাত্রোঽঘোরমন্ত্র-পাঠঃ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ঊনত্রিংশঃ পটলঃ

অথ কালবঞ্চনম্

কালবঞ্চন—মৃত্যুকাল প্রতিরোধ

রোচনৈঃ কুঙ্কুমৈর্লাক্ষানামিকা-রক্ত-সংযুতৈঃ।
দ্বাদশারং লিখেৎ পদ্মং তদ্বহিশ্চৈব তৎসমম্।
ষোড়শারং ততো বাহ্যে মূলং বীজং ততো লিখেৎ ॥ ১
প্রথমস্য দলে বর্ষং মাসাংশ্চৈব বহির্দলে।
দিবসা ষোড়শারে তু সাধ্যনাম চ কর্ণিকে ॥ ২
পূজয়েচ্চক্রবৎ তাংস্তু তদন্তে[1] তন্নিরীক্ষয়েৎ ॥ ৩
যদ্দলে বাঽক্ষরং লুপ্তং তদ্দিনে ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
বর্ষমাসং দিনঞ্চৈতৎ তস্য নাম্নঃ পরস্য বা ॥ ৪
যদা বর্ণং ন লুপ্তং স্যাৎ তদা মৃত্যুর্ন বিদ্যতে।
বর্ষ-দ্বাদশ-পর্য্যন্তং কালং জ্ঞেয়ং শিবোদিতম্ ॥ ৫

অনন্তর মৃত্যুকাল জ্ঞান ও তাহার প্রতিকার কথিত হইতেছে। গোরাচনা, কুঙ্কুম, লাক্ষা ও অনামিকা অঙ্গুলীর রক্ত—এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া তদ্দারা একটি দ্বাদশদল পদ্ম আঁকিবেন। উহার বহির্ভাগে পুনরায় উক্ত মসী দ্বারা ঐরূপ আর একটি দ্বাদশদল কমল আঁকিবেন। ১

তাহার বাহিরে একটি ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিবেন। তাহার পর তাহার মধ্যে মূলবীজ লিখিবেন। প্রথম দ্বাদশদলে বর্ষ, দ্বিতীয় দ্বাদশদলে মাস লিখিবেন। ২

ষোড়শদলে দিন লিখিয়া কর্ণিকাতে অভীপ্সিত ব্যক্তির নাম লিখিবেন। এই প্রকারে চক্রাকারে মাস, বর্ষ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবেন। পূজান্তে ঐ চক্রের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিবেন। ৩

দিনের যে দলে সাধকের নাম বা পরের নামের অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে দেখিবেন, সেই দিন তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে। এই প্রকারে মাস, বৎসরাদি লিখিত দলে অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিলে বুঝিতে হইবে, সেই মাস ও সেই বৎসরে মৃত্যু ঘটিবে। কোন দলের অক্ষর লুপ্ত না দেখিলে জানিবেন, তাহার মরণ হইবে না। এই প্রণালীতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটিবে কি না, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। মহাদেব ইহা বলিয়াছেন। ৪-৫

১। খ+গ—পূজয়েচ্চক্রবর্ষ্যন্তু নদতে। ক—বর্ষ্যন্তু নদতে (?)।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ ধত্ত কালপুরুষোত্তম সংধা বিশ্বমূর্ত্তে কালক্ষয়ং অন্তকালং প্রদর্শয় প্রধানকালং দর্শয় স্বাহা। অমুং মন্ত্রং নিত্যমষ্টোত্তর-সহস্রং জপ্তব্যম্। পঞ্চোপচারৈঃ সপ্তদিনপর্য্যন্তমনেনৈব প্রপূজয়েৎ। প্রত্যয়ো ভবতি। ৬

মাগশীর্ষে তু কৃষ্ণায়াং পঞ্চম্যাং নীরজং শুভম্।
ভূর্জপত্রং সমানীয় লাক্ষা-কুঙ্কুম-রোচনৈঃ[১]।
স্বকীয়ানামিকা-রক্তৈর্লিখেদ্ বিদ্যাং শিবোদিতাম্ ॥ ৭
ক্রমপূজাং বিধায়াদৌ পশ্চাদ্ বিদ্যাং সমর্চ্চয়েৎ।
শরাব-পুট-মধ্যস্থাং জাতী-পুষ্পৈঃ সুবেষ্টিতাম্।
শুভপীঠে বিধৃত্যাথ[২] তাং বিদ্যাং পূজয়েন্ নিশি ॥ ৮
প্রাতঃ কৃত্বার্চ্চনং ভূয়ঃ কৃত্বা পূজ্যা কুমারিকা।
সাধকস্ত্বেকচিত্তেন পশ্চাদ্ বিদ্যাং বিলোকয়েৎ[৩]।
বর্ণাধিক্যে ভবেদ্ রাজ্যং মাত্রাধিক্যে চ সম্পদঃ ॥ ৯
সমত্বে সুখমারোগ্যং হানির্বিন্দু-বিলোপনাৎ।
মাত্রাহীনে ভবেদ্ ব্যাধির্মরণং বিন্দু-নাশনে ॥ ১০

"ওঁ ধত্ত" ইত্যাদি মন্ত্র প্রত্যহ এক হাজার আটবার জপ করিবেন এবং ঐ মন্ত্রে সাত দিন যাবৎ পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। তাহাতে মৃত্যুকালের জ্ঞান হইবে। ৬

মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে একটি রক্তরেখাহীন সুলক্ষণ ভূর্জ্জপত্র আনিয়া তাহাতে লাক্ষা, কুঙ্কুম, রোচনা ও স্বীয় অনামিকা অঙ্গুলীর রক্ত দ্বারা "ওঁ হ্রীং হ্রীং" ইত্যাদি মহাবিদ্যামন্ত্র লিখিবেন। ৭

প্রথমে যথাক্রমে পূজা করিয়া পরে বিদ্যাদেবতার পূজা করিবেন। অনন্তর শরাব-পুটমধ্যে (দুইখানি শরার মধ্যে) ঐ ভূর্জ্জপত্রকে জাতীকুসুম দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিতে হয়। পরে কোন পবিত্র পীঠাসনে ঐ শরাব যুগল রাখিয়া নিশাভাগে অর্চ্চনা করিবেন। ৮

প্রভাতে সাধক পুনরায় অর্চ্চনা ও কুমারীপূজা করিয়া একাগ্রমনে মন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। যদি মন্ত্রের মধ্যে একটি বর্ণ অধিক দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিবেন—রাজ্যপ্রাপ্তি হইবে। এই প্রকার মাত্রাধিক্য দেখিলে সম্পদ্ লাভ হইবে। ৯

আর অক্ষরাদির সমতা থাকিলে অর্থাৎ অধিক বা ন্যূন না হইলে সুখ ও আরোগ্য হইবে। যদি দেখা যায়, কোন বিন্দু লুপ্ত হইয়াছে, তবে ক্ষতি হয় এবং মাত্রাহীন দেখিলে রোগ ও বিন্দুনাশ দেখিলে মৃত্যু ঘটিবে বুঝিবেন। ১০

১। খ+গ—কুঙ্কুমরোচনাঃ। ২। ক+খ+গ—বিধৃত্বাথ। ৩। ক—শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং নাস্তি।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ হ্রীং হ্রীং ম্লেং মহাপত্তয়ে রক্ষ রক্ষ মৃতামৃতোদ্ভবে ম্লেং হ্রূং হ্রীং বিচ্চে স্বাহা।

মৃত্যুকাল সূচক অরিষ্টবর্গ

উত্তরাভিমুখস্থো যো যদি গচ্ছতি দক্ষিণাম্[১]।
দিঙ্‌মূঢ়ঃ স তদা জ্ঞেয়ঃ সপ্তমাসান্ন জীবতি ॥ ১১
শুদ্ধ-নির্ম্মলমাদিত্য-বিবরং যদি পশ্যতি।
তদ্-বর্ষান্তে ক্ষয়ং যাতি নান্যথা ভৈরবোদিতম্ ॥ ১২
সিতং কৃষ্ণং হরিদ্রাভং সমূলং ভানুমণ্ডলম্।
যঃ পশ্যতি সদাসৌ বৈ বর্ষাদর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ১৩
রবিবিম্বে জলে দৃষ্টে সম্পূর্ণে ন মৃতিঃ ক্বচিৎ।
খণ্ডে দিক্ষু ক্রমান্ মৃত্যুরেক-দ্বি-ত্রিষু মাসতঃ।
মধ্যচ্ছিদ্রে দশাহেন তজ্জলে ধূম-সঙ্কুলে ॥ ১৪
অরুন্ধতীং ধ্রুবং সোমং ছায়ায়াং বা মহাপথম্।
যো ন পশ্যতি নিস্তেজা[২] বর্ষান্তে ম্রিয়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৫

যদি কেহ উত্তরাভিমুখ হইয়া উত্তরদিকে যাইতে দক্ষিণে যায়, তাহকে দিঙ্‌মূঢ় বলে, তাহা হইলে বুঝিবে—ঐ ব্যক্তি সাতমাসের অধিক জীবিত থাকে না। ১১

যদি কেহ নির্ম্মল সূর্য্য-গোলকের মধ্যে ছিদ্র দেখিতে পায়, তবে বর্ষান্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহার অন্যথা হয় হয় না। ইহা ভৈরবের উক্তি। ১২

যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যমণ্ডলকে কখন শ্বেতবর্ণ, কখনও কৃষ্ণবর্ণ বা হরিদ্রাভ, কখনও সমূল অর্থাৎ কোথায় আবদ্ধ দর্শন করে, সে বর্ষার্দ্ধ অর্থাৎ ছয় মাস জীবিত থাকে না। ১৩

জলগর্ভে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূর্য্যবিম্ব দেখে, তাহার কদাচ মৃত্যু ঘটে না। যদি চতুর্দ্দিকে খণ্ড খণ্ড দেখা যায় অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন—এক ভাগ, দুই ভাগ বা তিন ভাগ দৃষ্ট হয়, তবে যথাক্রমে এক মাস, দুই মাস ও তিন মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। আর যদি ভাস্করমণ্ডলের মধ্যে ছিদ্র এবং সেই জলে সূর্য্য প্রতিবিম্ব যদি ধূমসঙ্কুল দেখা যায়, তাহা হইলে দশ দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। ১৪

যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুবতারা, সোম অথবা দীর্ঘ ছায়াপথ দেখিতে পায় না, সে তেজোহীন হইয়া বর্ষান্তে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৫

১। খ+গ—দক্ষিণম্। ২। খ+গ—নিস্তেজো।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

সচ্ছিদ্রো দৃশ্যতে চন্দ্রস্তদ্বদ্ বা দর্পণে রবিঃ।
দৃশ্যতে নিষ্প্রভো[1] বাপি যস্যাসৌ ম্রিয়তেঽব্দতঃ॥ ১৬

সম্পূর্ণে বহতে সূর্য্যে যস্য সোমো ন দৃশ্যতে।
বর্ষান্তে জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানং শিবোদিতম্॥ ১৭

যস্য বা স্নান-মাত্রেণ হৃদয়ং যদি শুষ্যতি।
ধূমো বা দর্শনে যস্য সপ্ত-মাসান্ত-জীবনম্॥ ১৮

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি যস্য স্যাৎ খণ্ডিতং পদম্।
কর্দ্দমে পাংশুপুঞ্জে বা সপ্ত-মাসান্ত-জীবনম্॥ ১৯

কৃষ্ণ-রক্তানি বস্ত্রাণি রক্ত-মাল্যানুলেপনম্।
স্বপ্নে বা লভতেঽকস্মাৎ ষণ্মাসান্তে ন জীবতি॥ ২০

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিশ্চৈব[2] বুদ্ধির্বলমহেতুকম্।
যস্যৈতানি নিবর্ত্তন্তে ষণ্মাসান্তে[3] ন জীবতি॥ ২১

যে ব্যক্তি দর্পণে চন্দ্রকে বা সূর্য্যকে সচ্ছিদ্র দেখে ও সূর্য্যমণ্ডলকে তেজোহীন দর্শন করে, সে বর্ষমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৬

যে ব্যক্তির সূর্য্যনাড়ী সম্পূর্ণ প্রবাহিত হয়, কদাচ চন্দ্রনাড়ী প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না, বর্ষান্তে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মহাদেব এইরূপ মৃত্যুর কালজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। ১৭

স্নান করিয়া উঠিবামাত্র যাহার বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয় এবং চক্ষুতে ধূম দর্শন করে, সপ্ত মাস পর্য্যন্ত তাহার পরমায়ুঃ জানিবেন। ১৮

গমনকালে যাহার সম্মুখভাগে বা পশ্চাদ্‌ভাগে পদস্খলন হয় কিংবা কর্দ্দমে বা ধূলিপুঞ্জে পদ স্খলিত হয়, সপ্তমাস পর্য্যন্ত তাহার জীবন জানিবেন। ১৯

কোন কিছু আলোচনা ব্যতীতই হঠাৎ স্বপ্নযোগে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ বস্ত্র ও রক্তবর্ণ মাল্য বা অনুলেপন প্রাপ্ত হয়, ছয় মাস পরে সে আর জীবিত থাকে না।২০

ভক্তি, স্বভাব, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি ও বল—এই সমস্ত অকারণে যাহার নিবৃত্তি হয়, ছয় মাস পরে আর সে জীবিত থাকে না। ২১

১। খ+গ—নিস্পৃহো। ২। খ+গ—স্মৃতিত্যাগো বুদ্ধির্বলমহেতুকম্।
৩। খ+গ—ষণ্মাসান্তং ন।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রাক্ষসৈর্ভূত-বেতালৈঃ শ্বান-শূকর-গর্দ্দভৈঃ।
গৃধ্রৈঃ কাকৈরুলূকৈশ্চ মহিষৈর্ব্বা ক্রমেলকৈঃ।
স্বপ্নে বেষ্টিতমাত্মানং পশ্যেদব্দান্ন জীবতি॥ ২২
আস্বোরস্কাং[1] যদা পশ্যেদাত্মচ্ছায়ামথাপি বা।
সুকৃষ্ণাস্তারকাঃ পশ্যেৎ ষণ্মাসান্তে ন জীবতি ২৩
নিশি চাপং দিবা চোল্কামমেঘে নিশি-দর্শনম্।
যঃ পশ্যেন্ ম্রিয়তে সোঽপি ষণ্মাসাচ্ছঙ্করোদিতম্॥ ২৪
স্বপ্নে দেহং স্বকং স্থূলং তৈলাক্তং বাথ পশ্যতি।
ভীতঃ ক্রুদ্ধোঽথবা নিত্যং মাসাদূর্ধ্বং ন জীবতি॥ ২৫
শঙ্খাবর্ত্তে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে গুল্ফয়োর্মর্ম্ম-সন্ধিষু।
স্যন্দনং যস্য নৈবাস্তি মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥ ২৬
চক্ষুষী স্রবতো নিত্যং ন শৃণোত্যপি নিশ্চিতম্।
দীপগন্ধং ন জানাতি পক্ষাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥ ২৭

স্বপ্নযোগে যে ব্যক্তি আপনাকে, রাক্ষস, ভূত, বেতাল, কুক্কুর, শূকর, রাসভ, গৃধ্র, বায়স, পেচক, মহিষ বা উষ্ট্র কর্ত্তৃক বেষ্টিত দেখে, সে এক বর্ষের অধিক জীবিত থাকে না। ২২

যে ব্যক্তি নিজের ছায়াতে (প্রতিবিম্বে) বক্ষস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় অর্থাৎ আর ঊর্ধ্বাংশ দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা গগনপটে তারকা সকলকে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেখে, ছয় মাস পরে সে আর জীবিত থাকে না। ২৩

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু ও দিবাভাগে উল্কাপাত দর্শন করে এবং মেঘহীন সময়ে যাহার রাত্রিভ্রম হয়, ছয় মাসের পর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মহাদেব ইহা বলিয়াছেন। ২৪

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আপনার দেহ স্থূল বা তৈলাক্ত দর্শন করে অথবা স্বয়ং ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়, এক মাসের অধিক সে আর জীবিত থাকে না। ১৫

ললাটে, ভ্রমধ্যে, গুল্ফযুগলে ও মর্ম্মসন্ধিস্থলে যাহার স্যন্দন (ঘর্ম্ম) নির্গত হয় না, এক মাসের অধিক সে জীবিত থাকে না। ২৬

যে ব্যক্তির দুই চক্ষুঃ হইতে নিরন্তর জল পড়ে এবং অপরের কথা নিশ্চিতভাবে শুনিতে পায় না, আর যে ব্যক্তি প্রদীপের গন্ধ (প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে) অনুভব করে না, এক পক্ষের অধিক সে আর জীবিত থাকে না। ২৭

১। খ+গ—আস্যোরস্কাং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওষ্ঠয়োর্ধূসরত্বঞ্চ শুষ্কং বা তালু-দেশকম্।
স্কন্ধৌ চ ভগ্নমায়াস্তৌ ষণ্মাসান্তে ন জীবতি ॥ ২৮
ভুঞ্জতো যস্য বা নিত্যং যুকা বা মক্ষিকাদয়ঃ।
ভজন্তে[১] বাথ বৈরস্যং ষণ্মাসান্তে ন জীবতি ॥ ২৯

মৃত্যুকালের প্রতিরোধ

কালজ্ঞানমিদং জ্ঞাত্বা তস্য কুর্ব্বীত বন্ধনম্।
মন্ত্রাভ্যাসং সমারভ্য মন্ত্রে তন্ত্রে শিবোদিতম্ ॥ ৩০
বর্ষাণ্যেকাদশ ব্রহ্মা[২] শরীরে ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র এবমাবর্ত্তয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩১
ব্রহ্মকালে[৩] নাভিপদ্মে বিষ্ণুকালে হৃদম্বুজে।
কণ্ঠাব্জে রুদ্রকালে[৪] তু ধ্যাত্বা কালস্য বঞ্চনম্ ॥ ৩২
কালসঙ্কর্ষণীং বিদ্যাং জ্যোতীরূপাং জপেৎ ততঃ।
কালো বিমুখতাং যাতি লক্ষজাপে কৃতে সতি ॥ ৩৩

যাহার ওষ্ঠ যুগল ধূসরবর্ণ ও তালুদেশ শুষ্ক হয় এবং স্কন্ধ যুগল ভাঙ্গিয়া পড়ে, ছয় মাস পরে সে আর জীবিত থাকে না। ২৮

যাহার ভক্ষণকালে ভক্ষ্যদ্রব্যের উপর কেবল মক্ষিকা, উকুন, কীট প্রভৃতি বসে, কিম্বা যাহার ভোজনে সর্ব্বদা অরুচি জন্মে, সে ছয় মাস পরে আর জীবিত থাকে না। ২৯

এই প্রকারে নিজের মৃত্যুর কাল বিদিত হইয়া তাঁহার প্রতিরোধ করিবেন। তন্ত্রে ও মন্ত্রে মহাদেব যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ মন্ত্রাভ্যাস করিবেন। ৩০

ব্রহ্মা একাদশ বর্ষ সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। বিষ্ণু এবং রুদ্রও এইরূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকেন। যথাক্রমে এইরূপে বর্ষ আবর্ত্তিত হয়। ৩১

ব্রহ্মার অবস্থানকালে নাভিপদ্মে, বিষ্ণুর অবস্থানকালে হৃৎপদ্মে এবং রুদ্রের অধিষ্ঠানকালে কণ্ঠস্থপদ্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ধ্যান করিলেই কালবঞ্চন হয়। ৩২

তৎপরে জ্যোতিরূপা কালসঙ্কর্ষণী বিদ্যা জপ করিবেন। এক লক্ষ জপ করিলেই কাল বিমুখ হইয়া থাকে। ৩৩

১। খ+গ—ত্যজন্তে। ২। খ+গ—ব্রহ্ম শরীরে। ৩। খ+গ—ব্রহ্মা কালে।
৪। খ+গ—কণ্ঠাজরুদ্র কালে।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ওঁ ক্লীং প্রং ক্ষ্ম্রোং[১] ঠৌং ঠাং ক্রোং সম্মোহিনি চণ্ডে কামসঙ্কর্ষণ্যৈ নমঃ। এবং জপেৎ। ৩৪

'পশ্চিমাম্নায়ে চোক্তস্য[২] প্রোক্তং কালস্য বঞ্চনম্।
নাভিতো ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং সর্পাভাং জ্যোতিরূপিণীম্।
প্রোল্লসন্তীং জপেন্নিত্যং মায়াং কালস্য বঞ্চনম্ ॥ ৩৫

হ্রীং ইতি মায়া।

স্বকীয়ং গ্রসতে যোঽসৌ চিত্তং কাল-কুলাকুলম্।
গ্রাসান্তে ন স্মরেৎ কিঞ্চিৎ কালস্তস্য করোতি কিম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে কালবঞ্চনং নাম
উনত্রিংশঃ পটলঃ।

"ওঁ ক্লীং প্রং" ইত্যাদি মন্ত্রই কালসঙ্কর্ষণী বিদ্যা। লিখিত ক্রমানুসারে উচ্চারণ করিয়া জপ করিবেন। ৩৪

পশ্চিমাম্নায়ে উক্ত কালের বঞ্চনোপায় বর্ণিত হইল। নাভি হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সংস্থিতা সর্পসন্নিভা জ্যোতীরূপিণী দীপ্তিমতী মায়া বীজ (হ্রীং) নিত্য জপ করিলে কালকে বঞ্চনা করা যায়। ৩৫

হ্রীং এইটি মূলোক্ত মায়া।

যে ব্যক্তি কালকুলে আকুল স্বকীয় চিত্তকে গ্রাস (আয়ত্ত) করিতে পারে এবং চিত্ত গ্রাস করিবার পর কোন কিছু চিন্তা করে না, কাল তাহার কি করিবে? ৩৬

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের কালবঞ্চন নামক উনত্রিংশ পটলের
অনুবাদ সমাপ্ত। ১৯।

১। খ+গ—ক্লীং প্রং ক্ষৌং। ২। খ+গ—পশ্চিমাম্নায়সক্তস্য।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ত্রিংশঃ পটলঃ

অত্যাহার ও অনাহার

অত্যাহারমনাহারং প্রবদামি সমাসতঃ।
যোঽত্তি নিঃশেষ-লোকস্য জায়তে কৌতুকং মহৎ ॥ ১
ব্রধ্নকেনাঽক্ষবৃক্ষস্য পীঠং কৃত্বাসনে স্থিতঃ।
যোঽসৌ ভুঙ্‌ক্তে ঘৃতৈঃ সার্দ্ধং ভোজনং ভীমসেনবৎ ॥ ২
সন্ধ্যায়ামক্ষবৃক্ষস্য কর্ত্তব্যমভিমন্ত্রণম্।
প্রাতঃ পুষ্পাণি সংগৃহ্য মালাং শিরসি ধারয়েৎ ॥ ৩

ওঁ নমঃ সর্ব্বাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় ভৈরবী আজ্ঞাপয়তি স্বাহা।
উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ।

অধরং কৃকলাসস্য শিখা-স্থানে নিবন্ধয়েৎ।
বায়ুপুত্র ইবাশ্চর্য্যং স তু ভুঙ্‌ক্তেঽন্ন-পর্ব্বতম্ ॥ ৪

ওঁ নাড়ীবেগেন উর্ব্বশী স্বাহা।

ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবারণ

অস্ত্রাণি কৃকলাসস্য মজ্জাং করঞ্জ-বীজজাম্।

এখন অত্যাহার ও অনাহারের বিষয় সবিস্তরে বলিতেছি। যে ব্যক্তি অধিক আহার করে, তদ্দর্শনে সমস্ত লোকের মহৎ কৌতুহল জন্মে। ১

বহেড়া গাছের শিকড় দ্বারা পীঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই আসনে বসিয়া যে ব্যক্তি ঘৃতের সহিত খাদ্য আহার করে, সে ভীমসেনের ন্যায় অত্যধিক ভোজন করিতে সমর্থ হয়। ২

পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যাকালে কোন বহেড়া গাছকে 'ওঁ নমঃ সর্ব্বাধিপতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবেন। পরদিন প্রভাতে ঐ গাছের ফুল আনিয়া তদ্দ্বারা মালা গাঁথিয়া মস্তকে ধারণ করতঃ ভোজনে বসিলে অধিক আহার করিতে পারা যায়। ৩

ওঁ নমঃ সর্বাধিপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রটি উক্ত প্রয়োগ সমূহের মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রয়োগ সমূহ সম্পাদন করিবেন।

কৃকলাসের অধর শিখায় বাঁধিয়া আহারে বসিলে আশ্চর্য বায়ু-পুত্র হনুমানের ন্যায় পর্ব্বত পরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে পারে। ৪

"ওঁ নাড়ীবেগেন" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে এই প্রয়োগ কার্য্য করিবেন।

কৃকলাসের অস্ত্র ও করঞ্জবীজের মজ্জা (আঁটির শাঁস) এই দুই দ্রব্য একত্র মর্দ্দন

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পিষ্ট্বা তু গুটিকাং কৃত্বা ত্রিলোহেন তু বেষ্টয়েৎ।
তদ্ বক্ত্রে ধারয়েদ্ যোঽসৌ ক্ষুৎপিপাসা ন বাধতে॥ ৫
ওঁ বাসং শরীরং অমৃতমাকর্ষয় স্বাহা।
পদ্মবীজ-মহাশালী ছাগী-দুগ্ধেন পাচয়েৎ।
সাজ্যং তৎ পায়সং ভুক্ত্বা দ্বাদশাহং ক্ষুধাপহম্॥ ৬
উডুম্বর-ফলং পক্বমঙ্কুলীতৈল-পাচিতম্।
ভুক্ত্বা মাসং ক্ষুধাং হন্তি পিপাসাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭
উডুম্বরং শালিবীজং শিরীষবীজ-সংযুতম্।
পক্বং ভুক্ত্বা সমাংশেন সাজ্যং মাসং ক্ষুধাপহম্॥ ৮
চক্রমর্দ্দস্য মূলন্তু দূর্ব্বাঙ্কুর-কশেরুকম্।
নীলোৎপলোত্থ-মূলানি ক্ষীরেণাপি চ কোদ্রবৈঃ।
পচেৎ তৎ পয়সা সাজ্যং ভুক্ত্বা মাসং ক্ষুধাপহম্॥ ৯
অপামার্গস্য বীজানি সঘৃতানি প্রপাচয়েৎ।
পায়সং আবিকা-ক্ষীরৈর্ভুঙ্‌ক্তে মাসং ক্ষুধাপহম্॥ ১০

পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিয়া ত্রিলোহ দ্বারা বেষ্টন করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করে, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না। ৫

"ওঁ বাসং শরীরং" ইত্যাদি মন্ত্রে এই যোগ সম্পাদন করিবেন।

ছাগীদুগ্ধের সহিত পদ্মবীজ ও মহাশালি-তণ্ডুল পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করতঃ ঘৃত সহযোগে উহা ভক্ষণ করিলে দ্বাদশ দিন আর ক্ষুধা থাকে না। ৬

(এই যোগ "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি পশ্চাদুক্ত মন্ত্রে সম্পাদন করিবেন)।

পক্ব উডুম্বরফল অঙ্কুলীতৈলে পাক করিয়া আহার করিলে উহা এক মাস যাবৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাকে নাশ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭

উডুম্বর, শালিতণ্ডুল ও শিরীষবীজ—এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পাক করতঃ ঘৃতসহযোগে আহার করিলে উহা একমাস যাবৎ ক্ষুধা নাশক হয়। ৮

চক্রমর্দ্দ (চাকুন্দিয়া) গাছের শিকড়, দূর্ব্বার অঙ্কুর, কশেরুক (কেশুর), নীলোৎপলের শিকড় ও কোদ্রব (গম)—এই সমস্ত বস্তু একত্র পাক পূর্ব্বক দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত আহার করিলে উহা একমাস পর্য্যন্ত ক্ষুধানাশক হয়। ৯

ঘৃত ও ছাগী দুগ্ধের সঙ্গে অপামার্গবীজ পাক করতঃ পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে উহা এক মাস পর্য্যন্ত ক্ষুধানাশক হয়। ১০

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দুগ্ধসিদ্ধং ফলং ধাত্র্যা দিনৈকং পেষয়েৎ ততঃ।
সিতাজ্য-সহিতং পাচ্যং মোদকং ভক্ষয়েৎ ততঃ।
দশরাত্রং ক্ষুধাং হন্তি পিপাসাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
উড়ুম্বর-শমী-বীজং বীজপুর-শিরীষজৈঃ।
চূর্ণয়িত্বা ঘৃতৈর্ভুক্তং মাসার্দ্ধং তৎ ক্ষুধাপহম্ ॥ ১২

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমৃতার্ণব-মধ্যসংস্থিতায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু সহ স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ। ১৩

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে অত্যাহারানাহার-কথনং নাম ত্রিংশ পটলঃ[১]।

দুগ্ধে আমলকীর বীজ সিদ্ধ করিয়া এক দিন ক্রমাগত পেষণ করিবেন। পরে চিনি ও ঘৃতের সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করতঃ ভক্ষণ করিবেন। উহা দশ রাত্রি পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে ক্ষুধা ও পিপাসাকে নাশ করে। ১১

উড়ুম্বর, শমী, বীজপুর (টাবা লেবু) ও শিরীষ—এই সকলের বীজ একত্র চূর্ণ করতঃ ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে উহা মাসার্দ্ধ (পঞ্চদশ দিন) যাবৎ ক্ষুধা নাশক হয়। ১২

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়াই 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়' ইত্যাদি মন্ত্রে সাধন করিতে হয়। ১৩

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের অত্যাহার-অনাহার কথন নামক ত্রিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ৩০।

১। খ+গ—অত্র পটলোপসংহারো নাস্তি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

একত্রিংশঃ পটলঃ

সর্বসিদ্ধিকর যোগ

ভাগাঃ ষোড়শ চাজ্যস্য সহদেব্যাস্ত্রিপঞ্চকাঃ[১] ।
ত্রয়োদশ শিলাভাগাঃ[২] পুত্রজীবী দ্বিভাগিকা ॥ ১
হস্তাপেটারিকা সপ্ত ভাগা গৌরাশ্চতুর্দশ ।
একাদশস্তু তু[৩] দন্ত্যাস্তু বন্ধ্যা-কর্কোটিকাঽষ্ট চ ॥ ২
দশ ভাগা রুদ্রজটা বিষ্ণুক্রান্তা তদর্দ্ধিকা ।
শ্বেতার্কস্য চতুর্ভাগা লজ্জা চ নব-ভাগিকা ॥ ৩
ষড়্ভাগা লক্ষণা জ্ঞেয়া দ্বিষট্কা মেষশৃঙ্গিকা ।
চাণ্ডালী ভাগ একঃ স্যাৎ ত্রিভাগা চেন্দ্রবারুণী ।
এতৎ ষোড়শকং যোগং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্ ॥ ৪

যোগস্থাপন পদ্ধতি

প্রতিযোগং চতুষ্কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ তু ভাগিকাঃ ।
গ্রাহয়েদুক্তযোগেন যথা যত্র তথোচিতা ।
এতেষাং পরিভাষা তু জ্ঞপ্তিহেতোর্নিগদ্যতে ॥ ৫

গব্য ঘৃত ষোল ভাগ, সহদেবী (অপামার্গ) পনর ভাঁগ, শিলাজতু ত্রয়োদশ ভাগ, পুত্রজীবী দুই ভাগ, হস্তাপেটারিকার মূল সাত ভাগ, শ্বেতসর্ষপ চৌদ্দ ভাগ, দন্তীর এগার ভাগ, অফল কার্কোটিকা বৃক্ষের মূল আট ভাগ, রুদ্রজটা দশ ভাগ, অপরাজিতার মূল তদর্দ্ধ অর্থাৎ পাঁচ ভাগ, শ্বেত আকন্দের মূল চারি ভাগ, লজ্জাবতী লতার মূল নয় ভাগ, লক্ষণার মূল ছয় ভাগ, মেষশৃঙ্গীর মূল বার ভাগ, চাণ্ডালীর মূল এক ভাগ, ইন্দ্রবারুণী তিন ভাগ, এই ষোড়শ প্রকার যোগ মনুষ্যগণের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধিকর যোগ । ১-৪

অতঃপর এই সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট দ্রব্যের ইঙ্গিত বুঝিবে। প্রতিযোগেই নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে রচিত যন্ত্রের চারিটি ঘরে চতুস্ত্রিংশৎ ভাগ রাখিবেন। যে ঘরে যে প্রকারে ভাগ স্থাপিত হইয়াছে, উক্ত প্রয়োগের দ্বারা সেইভাবে উচিত ভাগ-সমূহ গ্রহণ করাইবেন। ইহাদের জ্ঞানের পরিভাষা কথিত হইতেছে। ৫

১। খ+গ—ভাগান্ ষোড়শ চাজ্যস্য সহদেব্যাস্ত্রয়স্তথ । ২। খ+গ—ত্রয়োদশ শিলাভাগঃ।
৩। খ+গ—একাদশস্ত।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ভূর্জপত্রে পটে বাথ চতুরস্রং সমালিখেৎ।
রোচনা-কুঙ্কুমাভ্যাস্তু কুর্য্যাৎ ষোড়শ-কোষ্ঠকম্।
হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রশ্চতুর্দ্দিক্ষু একৈকং বীজমালিখেৎ॥ ৬

মাত্রাষ্টকং লিখেদ্ দিক্ষু মম রক্ষতু সংযুগে।
মন্ত্রেণ হুঁ-ফড়ন্তেন[1] প্রণবাদ্যেন তু ক্রমাৎ।
রুদ্ধা পাশাঙ্কুশাভ্যাস্তু রেখাগ্রে বজ্রমালিখেৎ॥ ৭

ষোড়শানান্তু কোষ্ঠানাং মধ্যে দ্ব্যেকৈকমৌষধম্
স্থাপয়েৎ পূজয়েদ্ ধীমাংশ্চণ্ডমন্ত্রেণ ভক্তিতঃ[2] ॥ ৮

ঐশান্যাদি-ক্রমেণৈব কুণ্ডলাকারতো ভবেৎ।
স্থাপনং পূজনঞ্চৈব সর্ব্বকামার্থ-সিদ্ধয়ে॥ ৯

চণ্ডমন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু সর্ব্বসিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা ভবান্যৈ নমঃ।

একখানি ভূর্জ্জপত্রে বা পটে চারিদিকে সম-চতুষ্কোণ একটি চতুরস্র মণ্ডল আঁকিবেন। গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা ষোলটি কোষ্ঠ (ঘর) করিবেন। মণ্ডলের পূর্ব্বাদি চারিদিকে এক একটি করিয়া যথাক্রমে হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রঃ এই কয়টি বীজ লিখিবেন। ৬

পুনশ্চ মণ্ডলের পূর্ব্বাদি ঈশানকোণ পর্য্যন্ত আটটি দিকে যথাক্রমে প্রণবাদি ও হুং ফট্ অন্ত মম রক্ষতু সংযুগে মন্ত্রের অর্থাৎ 'ওঁ মম রক্ষতু সংযুগে হুঁ ফট্' মন্ত্রের অষ্টমাত্রা লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে অষ্টদিকে 'আং ক্রোং' মন্ত্রে বেষ্টিত করিয়া রেখাগ্রে বজ্র অঙ্কন করিবেন। ৭

উক্ত ষোলটি কোষ্ঠের মধ্যে এক একটিতে পূর্ব্বোক্ত দুই ও এক একটি অর্থাৎ দুই দুইটি ঔষধ নিম্নোক্ত 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে' ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিবেন। ধীমান্ সাধক ভক্তির সহিত উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। ৮

স্থাপনটি ঈশানাদি ক্রমে কুণ্ডলাকারে হইবে। সর্বকামনার সিদ্ধির জন্য পূজা করিবেন। ৯

১। খ+গ—মন্ত্রেণ হুং ফট্ তেন সবাদ্যে ন তু। ২। খ+গ—ভক্তিকম্।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

জগদ্‌বশকর যোগ

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধিকরো ভবেৎ।
কলা-গুণ-স্মরৈর্দ্বাভ্যামঙ্গলেপে জগদ্-বশম্ ॥ ১০
তৈলেন বাপি চান্যেন কজ্জলী রাজপূর্ব্বিকা।
তিথীন্দু-সূর্য্য-ঋতুভিরঙ্গলেপে জগদ্-বশম্ ॥ ১১
ষোড়শাদ্যাস্তু ধূপেন নব দ্বি-বর্ত্তনেন চ।
চতুর্দ্ধা চাঞ্জনে যোজ্যং পশ্চাচ্চ স্নান-কর্ম্মণি ॥ ১২
পক্ষং কলাদি-রুদ্রান্ত্যমেতৎ[1] সর্ব্ব-বশঙ্করম্।
স্নানে বাণাদি-পক্ষান্ত্যং[2] সর্ব্বলোক-বশঙ্করম্ ॥ ১৩

পতিবশকর যোগ

স্বরৈর্নব-জলাযোগাৎ তিলকং সর্ব্ব-বশ্যকৃৎ।
মন্বর্ক-স্মর-পক্ষৈঃ সা যোনি-লেপে পতির্বশঃ ॥ ১৪

উক্ত ষোলটি কোষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য স্থাপনের পূর্ব্বে এই মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ করিলে উহা সর্ব্বসিদ্ধিকর হয়। উক্ত সংখ্যাঙ্কিত ঔষধি-সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় কোষ্ঠস্থিত ঔষধের সহিত কলা (১৬), গুণ (৩), ও স্মর (১৩) সংখ্যক ভাগস্থিত ঔষধি শরীরে লেপন করিলে জগৎ বশীভূত হয়। ১০

তিল তৈল বা অন্য কোন স্নেহপদার্থের দ্বারা রাইসর্ষপের কজ্জলী, তাহার সহিত তিথি (১৫), ইন্দু (১), সূর্য্য (১২), ঋতু (৬) ভাগস্থিত ঔষধি অঙ্গে লেপন করিলে জগৎ বশ্য হইয়া থাকে। ১১

ষোড়শাদ্য অর্থাৎ পঞ্চদশ ভাগস্থিত ওষধিকে ধূপের জন্য এবং নবকোষ্ঠের দুইবার ও দ্বিতীয় কাষ্ঠের দুইবার এই চারিবার আবর্ত্তন করিলে চারি প্রকার হইবে। উহা অঞ্জনের জন্য প্রয়োগ করিবেন। পরে স্নানীয় কর্মে প্রয়োগ করিবেন। ১২

পক্ষ (২), কলাদি (১৫), রুদ্র (৯) অন্ত্য (১৬) সংখ্যক ভাগস্থিত ঔষধি প্রয়োগ করিলে উহা সকলের বশকর হয়। স্নানে বাণ (৫), আদি (১), পক্ষ (১৫) ও অন্ত্য (১৬) সংখ্যক ভাগস্থিত ঔষধগুলি সকলের বশকর হয়। ১৩

স্বর (৭), নব (৯) জল ও আযোগ (?) সংখ্যক ভাগস্থিত ঔষধের তিলক সর্ববশ-কর।

উক্ত স্বর (৭) ভাগস্থিত ঔষধির সহিত নবোদক মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা তিলক সকলের বশকারক। মনু (১৪), অর্ক (১২), স্মর (১৩) ও পক্ষ (২) সংখ্যক কোষ্ঠস্থিত ঔষধি যোনিতে প্রলেপ দিলে পতি বাধ্য হয়। ১৪

১। খ+গ—পক্ষং কলাদিরব্ধ্যান্ত্যমেতৎ। ২। খ+গ—স্নানে বাণাদিপক্ষান্ত্যং।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

দিগ্-বাণ-তিথি-বেদৈশ্চ গুটিকা চ বশঙ্করী।
ধারয়েন্ মস্তকে ভালে ভোজনে বাথ পাচয়েৎ ॥ ১৫
গুণ-দিগ্-বসু-কামৈঃ স্যাদঙ্গলেপো ভয়ঙ্করঃ।
বসু-পক্ষ-স্মরৈ রুদ্রৈর্ন্যস্তং যোনৌ প্রসূতি-কৃৎ ॥ ১৬

যুদ্ধবিজয় যোগ

দিগষ্ট-সপ্ত-নবভিঃ পাণৌ লেপে কৃতে সতি।
যোদ্ধা বিজয়মাপ্নোতি যথা দুর্য্যোধনে[১] ধ্রুবম্ ॥ ১৭

চৌরবাধাহর যোগ

মনু-স্মর-ত্রিভির্বেদৈঃ কৃত্বা তু গুটিকাং করে।
বাহৌ শিরসি কর্ণে চ ধৃত্বা চৌরৈর্ন বাধ্যতে ॥ ১৮

শত্রুজয়কর যোগ

স্মর-সূর্য্যেন্দু-বসুভিশ্চূর্ণং কৃত্বা জলে ক্ষিপেৎ।
তৎ পীত্বা পরসৈন্যস্তু দর্পহীনং প্রজায়তে ॥ ১৯

দিগ্, বাণ, তিথি ও বেদ (১০।৫।১৫।৪) সংখ্যক ভাগস্থিত ঔষধি একত্র মর্দ্দন করিয়া গুটিকা নির্ম্মাণ করিলে উহা বশ-করী হয়। উহা মস্তকে কিম্বা ললাটে ধারণ করিবেন কিম্বা ভোজনের জন্য পাক করাইবেন। ১৫

গুণ, দিক্, বসু ও কাম (৩।১০।৮।১৩) সংখ্যক ভাগস্থিত ঔষধের অঙ্গে লেপ লোকে ভয়-জনক হয়। বসু, পক্ষ, স্মর ও রুদ্র (৮।২।১৩।১১) সংখ্যক ভাগোক্ত ঔষধি একত্র পেষণ করতঃ যোনিতে মাখাইলে বন্ধ্যাও গর্ভবতী হয়। ১৬

দিক্, অষ্ট, সাত ও নব (১০।৮।৭।৯) ভাগের ঔষধি হস্তে লেপন করিলে যোদ্ধা অবশ্যই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে পাণ্ডবের মত বিজয়লাভ করে। ১৭

মনু, স্মর, তিন ও বেদ (১৪।১৩।৩।৪) অংশোক্ত ঔষধি দ্বারা গুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ঐ গুটিকা করমূলে, বাহুতে, মস্তকে ও কর্ণে ধারণ করিলে চৌর কর্ত্তৃক পীড়িত হয় না। ১৮

স্মর, সূর্য্য, ইন্দু ও বসু (১৩।১২।১।৮) ভাগোক্ত ঔষধি চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা পান করিবামাত্র শত্রুসৈন্য দর্পহীন হয়। ১৯

১। ক—দুর্য্যোধনো।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

রুদ্রেন্দু-ষট্-কলাযুক্তং জলে ন্যস্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
তিলকং বাহুমূলেন ধারয়েদ্ বাথ মূর্দ্ধনি।
বীরসৈন্যা[1] পলায়ন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২০
কলা-গ্রহ-যুগৈর্ব্বাণৈঃ পিষ্ট্বা পাদং প্রলেপয়েৎ।
যথেষ্টং জলমধ্যে তু গচ্ছতি বা যথা স্থলে।
চন্দ্রার্ক-পক্ষ-ভুবনৈঃ[2] পাদলেপাচ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ২১
বেদ-দিঙ্মুনি-কামৈশ্চ বক্ত্রস্থৈর্নাক্রমেৎ বিষম্।
স্মরার্কেষু-গুণৈর্যুক্তং[3] তিলকং শক্রজিদ্ ভবেৎ॥ ২২
রুদ্রার্ক-বাণ-ঋতুভিস্তিলকং চাঙ্গ-লেপনম্।
কৃত্বা সর্পৈর্গজৈঃ ক্রুরৈর্ব্যাঘ্রৈর্দুষ্টৈর্ন বাধ্যতে॥ ২৩
সপ্ত-ষণ্নব-পক্ষাস্তু[4] পুষ্যার্কে মূল-সংযুতাঃ।
দত্তং ধূপং নর-স্ত্রীণাং সর্ব্বলোক-বশঙ্করম্॥ ২৪

রুদ্র, ইন্দু, ষট্ ও কলা (১১।১।৬।১৬) অংশোক্ত ঔষধিযুক্ত ঐ চূর্ণ পূর্ববৎ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে অথবা তাহার তিলক বাহুমূলে কিম্বা মস্তকে ধারণ করিলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, ইহাতে সংশয় বা দ্বিধা করিবার কিছু নাই। ২০

কলা, গ্রহ, যুগ ও বাণ (১৬।৯।৪।৫) ভাগোক্ত ঔষধি সমূহ একত্র পেষণ করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিলে জলের উপর দিয়া স্থলপথের মত যথেচ্ছভাবে চলিয়া যাওয়া যায়। চন্দ্র, তর্ক, পক্ষ ও ভুবন (১।১২।২।৭) সংখ্যক অংশোক্ত ঔষধি পেষণ করতঃ তাহা দ্বারা পাদলেপেও পূর্ব্ববৎ ফল হয়। ২১

বেদ, দিক্, মুনি ও কাম (৪।১০।৭।১৩) অংশোক্ত ঔষধি মুখে ধারণ করিলে বিষ আক্রমণ করে না। স্মর, তর্ক, ইষু ও গুণ (১৩।১২।৫।৩) অংশস্থিত ঔষধি দ্বারা তিলক রচনা করিয়া উহা ললাটে ধারণ করিলে শত্রুজয় অবশ্যম্ভাবী। ২২

রুদ্র, অর্ক, বাণ ও ঋতু (১১।১২।৫।৬) অংশস্থিত ঔষধির দ্বারা রচিত তিলক ও অঙ্গে লেপন করিলে সর্প, হস্তী, ক্রুর—শ্বাপদ জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুষ্ট হিংস্রগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হয় না। ২৩

পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে সপ্ত, ষট্, নব ও পক্ষ (৭।৬।৯।২) ভাগস্থিত ঔষধির মূল দ্বারা রচিত ধূপের ধূম যে নর বা নারী আঘ্রাণ করে, সেই বশ্য হইয়া থাকে। ২৪

১। খ+গ—বিরসৈন্যাঃ। ২। খ+গ—চন্দ্রার্দ্ধ সপ্ত ভবনে।
৩। খ+গ—স্মরার্কস্য গুণৈর্যুক্তং। ৪। খ+গ—সপ্তষণ্নব পক্ষৌ তু।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

যুগেন্দু-মুনি-তিথ্যঙ্কৈঃ পেষয়িত্বা রবের্দ্দিনে।
পুষ্যার্কে লেপয়েৎ স্বাঙ্গং সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
স্পর্শমাত্রে ন[১] সন্দেহঃ শত্রুবাদে জয়ঙ্করঃ॥ ২৫

ধনধান্যকর যোগ

গুণ-ষড়্-নগ-দিগ্ভিস্তু যুক্তং পঞ্চমলৈঃ সহ।
দশাংশ-ধূপলেপোঽয়ং ধন-ধান্য-করো গৃহে॥ ২৬

কলা-রুদ্রেন্দু ঋতুভির্লেপনাদ্ ধারণাদপি।
যুদ্ধে বারণ-বিখ্যাতং তথা লোক-বশঙ্করম্॥ ২৭

দৃষ্টিস্তম্ভন যোগ

কলা-ষণ্নব-রুদ্রেন্দু-গব্যাজ্যৈর্মাহিষৈর্ঘৃতৈঃ।
ভূতাহে কজ্জলং কৃত্বা হ্যঞ্জনং চাতিমোহ-কৃৎ।
দৃষ্টিস্তম্ভঞ্চ কুরুতে নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮

যুগ, ইন্দু, মুনি ও তিথি (৪।১।৭।১৫) ভাগাঙ্কিত ঔষধি রবিবারে আহরণ পূর্বক পেষণ করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে যদি তাহা অঙ্গে লেপন করা যায়, তবে সকল স্থানেই জয়লাভ ঘটে। অধিক কি, বিরুদ্ধবাদীর সহিত কোন বাদানুবাদ ঘটিলে উহা স্পর্শ মাত্রে জয় দান করে। ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৫

গুণ, ষট্, নব ও দিক্ (৩।৬।৯।১০) ভাগস্থিত ঔষধি যদি শরীরের পঞ্চবিধ মলের (মূত্র, বিষ্ঠা চক্ষুমল, কর্ণমল, নাসিকামল) সহিত মিশ্রিত করিয়া দশাংশ ধূপ নির্ম্মাণ করা যায়, তবে উহা গৃহে রাখিলে ধন ও ধান্য বৃদ্ধি করে। ২৬

কলা, রুদ্র, ইন্দু ও ঋতু (১৬।১১।১।৬) অংশস্থিত ঔষধি একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা মর্দ্দন করতঃ অঙ্গে লেপন করিলে বা ধারণ করিলে যুদ্ধে বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বলোক বশ-কর হইয়া থাকে। ২৭

কলা, ষট্, নব ও রুদ্র (১৬।৬।৯।১১) ভাগস্থিত ঔষধি, গব্য ঘৃত ও মাহিষ ঘৃত একত্র করিয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে সোমবারে তাহার কজ্জল করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন অতিমোহকারী হয়। উহা মনুষ্যমাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের দৃষ্টিস্তম্ভনও করে। ইহাতে সংশয় নাই। ২৮

১। খ+গ—স্পর্শমাত্রেণ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

নগেন্দু-দিন-দিঙ্‌নাগ-গুরু-পুষ্য-দিনে[১] কৃতম্ ।
তৈলেনাহগুরুধূপেন সর্ব্ব-বশ্যকরং পরম্ ॥ ২৯

বাদজয়কর যোগ

স্মরার্ক-দ্বিগুণৈর্যুক্তং যোগাদৌ যোগ উত্তমঃ ।
কৃত্বা তৎ তিলকং ভালে সর্ব্ব-বশ্যকরং পরম্ ।
তিলকং নাত্র সন্দেহো নানাবাদে জয়ো ভবেৎ ॥ ৩০
দিগ্‌-বাণ-তিথি-বেদৈশ্চ পুর্ণিমায়াং গুরোর্দ্দিনে ।
মল[২] পঞ্চযুতং ক্ষিপ্ত্বা বাপী-কূপ-তড়াগকে ।
পিবন্তি তজ্জলং যে তু বশ্যা ভবন্তি তেন বৈ ॥ ৩১
নব-ষড়্‌ভিঃ পিবেদ্ যস্তু দর্শ-সোম-দিনে কৃতে ।
দেয়ং পঞ্চমলোপেতং ভোজনে সর্ব্ব-বশ্যকৃৎ ॥ ৩২
দিনেন্দু-সূর্য্য-ঋতুভির্গুরু-পুষ্যে তু মিলিতঃ[৩] ।
হস্তার্কে বাথ পূর্ণায়াং ধূপো বশ্যকরো নৃণাম্ ॥ ৩৩

নগ, ইন্দুদিন, দিক্ ও নাগ (৭।১।১০।৮) অংশস্থিত ঔষধি পুষ্যা নক্ষত্র-যুক্ত বৃহস্পতি বারে আহরণ করিয়া তৈল ও অগুরু সহিত মিশ্রিত করতঃ ধূপ করিলে উহা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ বশকর হয় । ২৯

স্মর, অর্ক, দ্বি ও গুণ (১৩।১২।২।৩) ভাগোক্ত ঔষধিঃ যুক্ত যোগ দ্বারা ললাটে তিলক করিলে উহা সর্ববশকর তিলক হয় । ইহা সর্ববিধ যোগের মধ্যে উত্তম যোগ । ইহা দ্বারা নানাবিধ বিবাদে জয়লাভ নিশ্চিত হইয়া থাকে । ইহাতে সন্দেহ নাই । ৩০

দিক্, বাণ, তিথি ও বেদ (১০।৫।১৫।৪) অংশস্থিত ঔষধি সহিত বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে মূলানক্ষত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ মল সংযুক্ত করিয়া বাপী, কূপ বা তড়াগে নিক্ষেপ করিলে ঐ জল যাহারা পান করে, তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বারা তাহারা নিক্ষেপণকারীর বশ্য হয় । ৩১

সোমবার অমাবস্যায় নব ও ষড়্ (৯।৬) অংশস্থিত ঔষধি যে পান করে কিম্বা উহার সহিত পঞ্চমল মিশ্রিত করিয়া খাদ্যে প্রয়োগ করে, তাহা সকলেরই বশ্যকারী হয় । ৩২

বৃহস্পতিবার পুষ্যা নক্ষত্রে দিন, ইন্দু, সূর্য্য ও ঋতু (১৫।১।১২।৬) অংশস্থিত ঔষধি একত্র মিলিত ও মর্দিত হইয়া যে ধূপ হয়, উহা হস্তা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে কিম্বা পূর্ণিমা তিথিতে মনুষ্যমাত্রেরই বশ্যকর হয় । ৩৩

১। খ+গ—গুরুপুষ্যে দিনে । ২। ক+খ+গ—মলে পঞ্চযুতং । ৩। ক—মেলিতম্ ।

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কলা-সপ্ত-দ্বি-নবকৈর্ধুস্তুর-রস-পেষিতৈঃ।
স্বদেহ-লেপনং কৃত্বা রতৌ বামা বশা ভবেৎ॥ ৩৪
পঞ্চগব্যানি সহিতৈর্মনু-সপ্ত-যুগৈগ্রহৈঃ।
কুমুদৈঃ কমলৈর্ধূপো জ্বর-ভূত-বিষাপহঃ॥ ৩৫

বিষনাশক যোগ

মনু-রুদ্র-যুগৈর্বাণৈর্ভানুপত্র-দ্রব-স্মুতৈঃ।
বিষং চতুর্বিধং হন্তি তস্য পান-প্রধূপতঃ॥ ৩৬
কলাশ্চত্বারকশ্চৈব[১] একবর্ণ-গবাং পয়ঃ।
পিষ্ট্বা পিবেদ্ ঋতৌ বন্ধ্যা সম্যক্ পুত্রং প্রসূয়তে।
বসু-রুদ্র-স্মরৈর্দ্বাভ্যাং পূর্ব্ববল্ লভতে সুতম্॥ ৩৭
দ্বি-গুণৈশ্চ স্মরৈশ্চূর্ণং মূর্দ্ধোচ্চাটকৃদীরিতম্।
রুদ্রাষ্ট-স্মর-পক্ষৈস্তু শিবা-মধ্বাজ্য-সংযুতৈঃ।

কলা, সপ্ত, দ্বি ও নব (১৬।৭।২।৯) ভাগস্থিত ঔষধিসমূহ ধুতুরার রসের সহিত মিশাইয়া পেষণ করতঃ নিজ অঙ্গে লেপন করিয়া যে রমণীর সহিত বিহার করিবে, সেই চিরদাসানুদাসী হইয়া থাকিবে। ৩৪

মনু, সপ্ত, যুগ ও গ্রহ (১৪।৭।৪।৯) ভাগস্থিত ঔষধি সমূহের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পঞ্চগব্য মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কুমুদ বা পদ্ম মর্দ্দন করিয়া ধূপ নির্ম্মাণ করিলে ঐ ধূপের ধূম জ্বর, পিশাচাদির উপদ্রব ও অন্যান্য বিষ দোষের নাশক হয়। ৩৫

মনু, রুদ্র, যুগ ও বাণ (১৪।১১।৪।৫) ভাগোক্ত ঔষধি সমুদায় আকন্দপাতার রসে সিক্ত করিয়া একত্র মর্দ্দন পূর্বক পান করিলে কিম্বা উহার ধূপের ধূম সেবন করিলে চতুর্ব্বিধ বিষদোষ নষ্ট হয়। ৩৬

চারিবার কলা (১৬) ভাগস্থিত দ্রব্য একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে পান করিলে বন্ধ্যাও পুত্র প্রবস করে অথবা বসু, রুদ্র, স্মর ও দ্বিতীয় (৮।১১।১৩।২) ভাগস্থিত ঔষধি একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করতঃ পান করিলে বন্ধ্যা পূর্ববৎ পুত্র লাভ করে। ৩৭

দ্বিতীয়, গুণ ও স্মর (২।৩।১৩) ভাগ চিহ্নিত ঔষধি সমূহ একত্র চূর্ণ করিয়া মস্তকে মাখাইলে ঐ ব্যক্তির উচ্চাটন অবশ্যম্ভাবী। রুদ্র, অষ্ট, স্মর ও পক্ষ (১১।৮।১৩।২) ভাগোক্ত ঔষধিবর্গ শিবা (হরীতকী) মধু ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া মর্দ্দন করতঃ

১। খ+গ—কর্ণাশ্চত্বারকশ্চৈব।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

আলিপ্তাঙ্গো বিবাদে তু জয়মাপ্নোতি নান্যথা ॥ ৩৮

ভূনিধি-দর্শনকর যোগ

তিথি-পক্ষ-যুতৈঃ কামৈর্দিনৈর্দিন-চতুষ্টয়ম্

নরতৈলেন তদ্বর্ত্তির্দিবা পশ্যন্তি ভূনিধিম্ ॥ ৩৯

নব-ষণ্নাগ-রুদ্রৈশ্চ মণ্ডিতো নিধিমগ্রতঃ।

শিলা-গুণ-স্মরৈর্ধন্যা-হরিদ্রা-ঘৃত-পানতঃ।

বিষং নানাবিধং হন্তি কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ৪০

পশু-বশ্যকর যোগ

দিক্-কলা-গুণ-বাণৈশ্চ চূর্ণং ভক্ষ্যে প্রদাপয়েৎ।

সর্ব্বেষাং পশু-জীবানাং নানাবশ্যকরং পরম্ ॥ ৪১

কলা-কাম-গুণৈর্দ্বাভ্যাং কৃত্বা রক্ষাং বিধারয়েৎ।

মুচ্যতে বন্ধনাচ্ছীর্ষে[১] কৃতদোষ ক্ষয়ং লভেৎ ॥ ৪২

তাহা গাত্রে মাখাইলে সর্ব্ববিধ বিবাদে জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহার অন্যথা হয় না। ৩৮

তিথি ও পক্ষ-যুক্ত, কাম ও দিন (১১।২।১৩।১৫) ভাগস্থিত ঔষধি পেষণ করিয়া একটি বাতি প্রস্তুত করিয়া উহা চারিদিন নরতৈলে ভিজাইয়া রাখিয়া জ্বালিলে ঐ আলোকে দিবাভাগেও ভূমিগর্ভস্থ নিধি দৃষ্টিগোচর হয়। ৩৯

নব, ষট্, নাগ ও রুদ্র (৯।৬।৮।১১) ভাগাঙ্কিত ঔষধি মণ্ডিত ব্যক্তি সম্মুখে নিধি-দর্শন করে। শিলা (পর্বত), গুণ ও স্মর (৭।৩।১৩) ভাগস্থিত ঔষধির সহিত ধনিয়া, হরিদ্রা ও ঘৃত পান করিলে সর্ববিধ বিষদোষ নিবারিত যয়, এমন কি, কাল-সর্পদষ্ট ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। ৪০

দিক্, কলা, গুণ ও বাণ (১০।১৬।৩।৫) ভাগস্থিত ঔষধি একত্র চূর্ণ করিয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে ঐ খাদ্য যে পশু বা প্রাণী ভক্ষণ করিবে, সেই চিরবাধ্য হইবে। ৪১

কলা, কাম, গুণ ও দ্বিতীয় (১৬।১৩।৩।২) ভাগস্থিত ঔষধি রক্ষা করিয়া ধারণ করিবেন। উহা মস্তকে ধারণ করিলে বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে এবং পূর্বকৃত দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪২

১। খ+গ—বন্ধনাচ্ছীর্ষং।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কলা-গুণ-যুগৈ রুদ্রৈঃ শতধা চাজ্য-পীড়িতৈঃ।
কর্ষমাত্রং সদা খাদে দত্ত্বান্ন পলিতং ব্রজেৎ।
বজ্রকায়ো ভবেদ্ বর্ষাজ্জীবেদ্ ব্রহ্মদিন-ত্রয়ম্ ॥ ৪৩
কলা-ষণ্মুনি-বাট্যাল-চাঙ্কুলী-তৈলকেন চ।
হস্তৌ লিপ্ত্বা ভজেল্লক্ষ্মীং পাদয়োর্বীজ-ধারণম্।
শতযোজনগামী চ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
রুদ্রেন্দু-মনু-নাগাশ্চ নবনীতেন সংযুতম্।
রবিপত্রেণ লেপেন নেত্রয়োরঞ্জনেন চ।
পুরুষো জায়তে রামা যথা রম্ভা গুণান্বিতা ॥ ৪৫

অপস্মরাদিরোগহর যোগ

কলা-রুদ্র-গুণৈর্বেদৈর্ধুপোঽয়ং মধু-মিশ্রিতঃ।
অপস্মারং নিহন্ত্যাশু নাকালঞ্চ মহোৎকটম্ ॥ ৪৬

অদৃশ্যকর যোগ

গুণৈঃ কামৈঃ সুরৈ রুদ্রৈরঙ্কুলীতৈল-পেষিতৈঃ।

কলা, গুণ, যুগ ও রুদ্র (১৬।৩।৪।১১) ভাগস্থিত ঔষধি একশত বার ঘৃত দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া এককর্ষ (পল) মাত্র খাদ্যের সহিত নিত্য ভোজন করিলে বার্দ্ধক্য আসিতে পারে না। সে ব্যক্তি একবর্ষ মধ্যে বজ্রের মত দৃঢ় শরীর লাভ করিয়া ব্রহ্মার তিন দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ৪৩

কলা, ষট্ ও মুনি (১৬।৬।৭) ভাগোক্ত ঔষধি, বেড়েলা ও অঙ্কুলীতৈল একসঙ্গে মিশাইয়া তাহা দুই হস্তে লেপন করিলে লক্ষ্মী লাভ হয়, পাদতলে মাখাইলে বীর্য্য ধারণ অবশ্যম্ভাবী। অধিক কি, শত যোজন পথ গমনে সমর্থ হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৪

রুদ্র, ইন্দু, মনু ও নাগ (১১।১।১৪।৮) ভাগস্থিত ঔষধি নবনীতের সহিত মিশাইয়া আকন্দ পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া উহার প্রলেপ কিম্বা উহার অঞ্জন নেত্রে ধারণ করিলে পুরুষ লাবণ্যাদি গুণময়ী রম্ভা অপ্সরার মত বশ্য হইয়া যাইবে। ৪৫

কলা, রুদ্র, গুণ ও বেদ (১৬।১১।৩।৪) অংশোক্ত ঔষধি সমুদয় মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে অপস্মার রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ইহার সেবনে অত্যুৎকট নাকাল রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে। ৪৬

গুণ, কাম, সুর ও রুদ্র (৩।১৩।১২।১১) ভাগোক্ত ঔষধি অঙ্কুলীতৈলে পেষণ করতঃ

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

লৌহেন বেষ্টিতৈর্বক্ত্রে ধারিতং পুষ্য-ভাস্করে
অদৃশ্যো জায়তে সত্যং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ৪৭
দিগ্-বেদ-মুনি-কামৈশ্চ হ্যঙ্কুলী-তৈল-পেষিতৈঃ
পুষ্য-ভাস্কর-যোগেন ত্রিলৌহেন চ বেষ্টয়েৎ।
মূর্দ্ধ্নি স্থৈঃ খেচরত্বং স্যাদ্ যোজনানাং শতাবধি[1] ॥ ৪৮
ইদং গোপ্যমিদং গোপ্যমিদং গোপ্যং পুনঃ পুনঃ।
তাণ্ডবাচ্চ বিশেষোঽত্র বহুধা দৃশ্যতে ময়া ॥ ৪৯
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সম্যক্ পূরয়েৎ তচ্ছতাবধি।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং পর-শিষ্যায় সুন্দরি! ॥ ৫০

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন-বিরচিতে কক্ষপুটে সর্ব্বসিদ্ধিকরযোগো
নাম একত্রিংশঃ পটলঃ।

পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে লৌহময় মাদুলীর মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করতঃ মুখ-মধ্যে রাখিলে অদৃশ্য হয়, দেবতা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পান না, ইহা সত্য। ৪৭

দিক্, বেদ, মুনি ও কাম (১০।৪।৭।১৩) অংশস্থিত ঔষধিগুলি অঙ্কুলীতৈলে পেষণ করতঃ পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে ত্রিলৌহ দ্বারা বেষ্টন করিবেন। উহা মস্তকে ধারণ করিলে ভূমি হইতে শত যোজন উর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষ পথে বিচরণ করিবার ক্ষমতা পায়। ৪৮

শিব বলিলেন, সুন্দরি! ইতঃপূর্বে যে সমুদায় প্রক্রিয়া কথিত হইল, ইহা অতি গোপনীয়, ইহা অতি গোপনীয়, পুনঃ পুনঃ ইহাকে গোপন করিবে। আমি তাণ্ডব নৃত্যকালে ইহাতে বহুবিধ বিশেষ অনুভব করি। ৪৯

ইহাতে অনেক কৌতুক আছে, গুরুমুখে সমস্ত সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া শতাবধি কৌতুক পূরণ করিবেন। গুরুর কর্ত্তব্য যে, ইহা যে কোন অভক্ত পরশিষ্যকে উপদেশ করিবেন না। যে শিষ্য যথার্থ সাধক, মন্ত্রগুপ্তিতে সমর্থ ও নিষ্ঠাপরায়ণ, সেই ব্যক্তিই উপদেশের পাত্র। ৫০

শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুন বিরচিত কক্ষপুটের সর্ব্বসিদ্ধকর যোগ নামক একত্রিংশ
পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ৩১।

১। খ+গ—শতাবধি। ইত্যনন্তরং পটলোপসংহারঃ। অন্তিমশ্লোকদ্বয়ং নাস্তি।

অত্র গ্রন্থসমাপ্তিশ্চ

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

পরিশিষ্টম্

গ্রহদোষনিবারণ

অর্ক-মূলঞ্চ ধুস্তূরমপামার্গস্য মূলকম্ ।
দূর্ব্বা-মূলং বট-মূলং হ্যশ্বত্থমূলমেব চ ॥ ১

শমীপত্রং চাম্রপত্রং পত্রমৌডুম্বরঞ্চ যৎ ।
মৃণ্ময়স্য চ মধ্যস্থং দুগ্ধং ঘৃত-সমন্বিতম্ ॥ ২

তণ্ডুলং চণকং মুদ্গং গোধূমং তিল-সংযুতম্ ।
মধু-তক্রময়ে তত্র সন্ধ্যাকালে শনৈর্দিনে ।
অশ্বত্থ-মূল-খননং গ্রহোপদ্রব-নাশনম্ ॥ ৩

মহাদারিদ্র্য-হরণং মহাপাতক-নাশনম্ ।
যাবজ্জীবতি স লোকে গ্রহপীড়া ন বাধতে ॥ ৪

মন্ত্রঃ—ওঁ নমো ভাস্করায় অস্মাকং সর্ব্বগ্রহাণাং পীড়ানাশং কুরু কুরু স্বাহা। ১০৮ অষ্টোত্তরশতজপাৎ সিদ্ধিঃ।

গ্রহদোষ নিবারণ কথিত হইতেছে। আকন্দ মূল, ধুতুরা, অপমার্গের মূল, দূর্ব্বা, বট ও অশ্বত্থবৃক্ষের শিকড়, শাঁই, আম ও যজ্ঞডুমুরের পাতা—এই সকল দ্রব্য একটি মাটীর পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দুগ্ধ ও ঘৃত সমন্বিত করিবেন। মধু ও তক্র পূর্ণ মৃৎপাত্রে তণ্ডুল, ছোলা, মুগ, গম ও তিল যুক্ত করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে 'ওঁ নমো ভাস্করায় ইত্যাদি মন্ত্র ১০৮ বার জপে অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে পুতিয়া রাখিলে সর্ব্ববিধ গ্রহপীড়ার নিবৃত্তি হয়। ১৩

সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য ও মহাপাতক বিনষ্ট হয়, সে ব্যক্তি যাবৎ কাল বাঁচিয়া থাকে, কখনও গ্রহপীড়া দ্বারা পীড়িত হয় না। ৪

'ওঁ নমো ভাস্করায়' ইত্যাদি মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। এই মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্যাদির অভিমন্ত্রণ ও পূজা কর্ত্তব্য।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বাজীকরণ

ঈশ্বর উবাচ

বলেন নারী পরিতোষমেতি ন হীনবীর্য্যস্য কদাপি সৌখ্যম্।
অতো বলার্থং রতিলম্পটস্য বাজী-বিধানং প্রথমং বিধেহি॥ ১

বল্কলং ত্বাম্র-বৃক্ষস্য মৃৎপাত্রে প্রবিনিক্ষিপেৎ।
তস্যোপরি জলং ক্ষিপ্ত্বা তদূর্দ্ধং বসু দাপয়েৎ॥ ২

প্রাতঃকালে দুগ্ধ-সার্দ্ধং যঃ পিবেন্ মকরধ্বজঃ।
ধাতু-বৃদ্ধিকরং লোকে বলপুষ্টিকরং তথা॥ ৩

কুমারী-কন্দমাদায় গবাং ক্ষীরেণ যঃ পিবেৎ।
বল-পুষ্টিকরো ধাতুর্জায়তে মকরধ্বজঃ॥ ৪

গৃহীত্বা চ রবৌ বারে ভিন্দিকাং শুচিপূর্ব্বকম্।
ছায়া-শুষ্কঞ্চ চূর্ণন্তু অশ্বগন্ধা-সমন্বিতম্॥ ৫

মুসলী-গোক্ষুরকঞ্চ বিজয়াবীজ-সংযুতম্।
একবর্ণ-গবাং ক্ষীরং যঃ পিবেট্টঙ্কমাত্রতঃ॥ ৬

বাজীকরণ কথিত হইতেছে। ঈশ্বর বলিয়াছেন—যে পুরুষ বলবান্, নারী তাহারই বলের দ্বারাই সন্তোষ লাভ করে। হীনবীর্য ব্যক্তির কোনই রতিসুখ নাই, অতএব রতিলম্পট সম্ভোগসুখ কামী ব্যক্তি বলাধানের উপায় বাজীকরণ অগ্রে অবলম্বন করিবেন। ১

একটি আমগাছের ছাল কোন মৃন্ময়পাত্রে রাখিবেন। তাহার উপর জল দিয়া পরে তাহার উপর বসু (স্বর্ণাদি) দিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন। ২

পরদিন প্রাতঃকালে ঐ জল ছাঁকিয়া দুধের সহিত পান করিলে সাক্ষাৎ কামদেবের তুল্য রূপবান্ হইবে। এই জগতে ইহা ধাতুবৃদ্ধি-কারক এবং বল ও পুষ্টি-কর। ৩

ঘৃতকুমারীর গেঁড় গোরুর দুগ্ধের সহিত যে ব্যক্তি পান করে, তাহার বল, পুষ্টি ও শুক্রধাতু বৃদ্ধি হয়, সে মকরধ্বজতুল্য শরীর ধারণ করে। ৪

রবিবারে পবিত্রভাবে ঢেঁড়স ফল আহরণ করিবেন। পরে উহা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ অশ্বগন্ধার সহিত মিশাইয়া তাহাতে মুসলী, গোক্ষুরের জল ও বিজয়ার (সিদ্ধি) বীজ সংযুক্ত করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবেন এবং একভরি

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বল-পুষ্টিকরং দেহে স্তম্ভনং ধাতু-বৃদ্ধিদম্ ।
অনেন সিদ্ধ-তন্ত্রেণ কামদেবো ভবেন্নরঃ ॥ ৭

অশ্বত্থ-ফলমাগ্রাহ্য ছায়াশুষ্কন্তু কারয়েৎ ।
দুগ্ধ-সার্দ্ধং পিবেৎ সত্যং জায়তে মকরধ্বজঃ ॥ ৮

গৃহীত্বা শুভ-নক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ড্যাশ্চ মূলকম্ ।
মহিষী-ক্ষীর-সহিতং যঃ পিবেন্ মকরধ্বজঃ ॥ ৯

গৃহীত্বা ত্বমৃতা-মূলং রবের্বারেঽভিমন্ত্রিতম্ ।
ছায়া-শুষ্কং তস্য চূর্ণং শর্করা-সহিতং পরম্ ॥ ১০

মহাপুষ্টি-করং পুংসাং তস্যোপরি গবাং পয়ঃ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নারী ভবতি কিঙ্করী ॥ ১১

মন্ত্রঃ—নমো হ্রমুকং বলপরাক্রমং কুরু কুরু স্বাহা। ১০৮ অষ্টোত্তর-শতজপাৎ সিদ্ধিঃ ।

পরিমাণে উহা পান করিলে শুক্র-স্তম্ভন হইয়া থাকে। উহার ফলে ধাতুবৃদ্ধি এবং শরীরে বল ও পুষ্টি জন্মে। এই সিদ্ধতন্ত্র (যোগ) দ্বারা মানব কামদেব-তুল্য হয় । ৫-৭

অশ্বত্থের ফল সংগ্রহ করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবেন। পরে উহা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে মদনসদৃশ আকৃতি হয়। ইহা সত্য । ৮

একটি শুভ-দিনে শুভ-নক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডী লতার শিকড় সংগ্রহ করিয়া উহা মহিষীর দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করিলে কামদেবের মত রমণীপ্রিয় হয় । ৯

রবিবারে গুলঞ্চের শিকড় তুলিয়া নিম্নোক্ত 'ওঁ নমো হ্রমুকং' ইত্যাদি মন্ত্র ১০৮ বার পাঠে অভিমন্ত্রিত করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিবেন । পরে উহা চূর্ণ করিয়া ইক্ষুচিনির সহিত পান করিবেন। ১০

পরে একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ পান করিবেন। ইহা পুরুষগণের মহা পুষ্টিকর। ইহা পান করিলে নারী তাহার দাসী হইয়া থাকে। এ মুষ্টিযোগ যে কোন ব্যক্তিকে দান করিতে নাই। ১১

উক্ত সমস্ত প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে 'ওঁ নমো হ্রমুকং' ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইবেন। মন্ত্র মধ্যস্থ 'অমুকং' স্থলে সাধ্যের নাম উচ্চার্য্য ।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মৃতবৎসা-বৎস-জীবনোপায়ঃ

মৃৎবৎসা নারীর বৎসের জীবনের উপায়

ঈশ্বর উবাচ

গর্ভঃ সঞ্জাত-মাত্রো বা পক্ষে মাসে চ বৎসরে।
ম্রিয়তে দ্বি-ত্রি-বর্ষাদৌ যস্যাঃ সা মৃতবৎসকা ॥ ১২

গৃহীত্বা শুভ-নক্ষত্রে হ্যপামার্গস্য মূলকম্।
গৃহীত্বা লক্ষ্মণামূলমেক-বর্ণ-গবাং পয়ঃ ॥ ১৩

পীত্বা সা লভতে গর্ভং দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ১৪

পীত্বা কর্কোটিকা-কন্দং ভৃঙ্গরাজেন পেষিতম্।
ঋতুকালে তু সপ্তাহং দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ।
অত্র যোগে প্রকর্ত্তব্যং যথা শঙ্কর-ভাষিতম্ ॥ ১৫

মার্গশীর্ষেঽথবা জ্যৈষ্ঠে পূর্ণায়াং লেপিতে গৃহে।
নূতনং কলসং পূর্ণং গন্ধতোয়েন কারয়েৎ ॥ ১৬

মৃত-বৎসার পুত্রের জীবনোপায় কথিত হইতেছে। ঈশ্বর পার্ব্বতীকে বলিলেন—দেবি! যে গর্ভবতী রমণীর গর্ভ উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হয় অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পক্ষ, মাস বা এক বৎসর মধ্যে মৃত হয় কিম্বা দুই, তিন কি ততোধিক বর্ষে নিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকেই মৃত-বৎসা বলা হয়। ১২

শুভ-নক্ষত্রে শুভ-দিনে অপামার্গের শিকড় ও লক্ষ্মণার শিকড় সংগ্রহ করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করিবার পর রমণী গর্ভ ধারণ করে। সে যে সন্তান প্রসব করে, ঐ সন্তান দীর্ঘজীবী হয়। এই প্রয়োগ যে কোন ব্যক্তির নিকট উপদেশ করিতে নাই, অন্যথা করিবেন না। ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। ১৩-১৪

কর্কোটিকার গেঁড় ভৃঙ্গরাজের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঋতুকালে সপ্তাহ কাল পান করিলে দীর্ঘজীবী সন্তান হয়। উক্ত প্রয়োগে শঙ্কর যে যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৫

অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে। অগ্রহায়ণ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে গোময়লিপ্ত গৃহে একটি নূতন কলস গন্ধ-জলে পূর্ণ করিবেন। ১৬

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

শাখা-ফল-সমাযুক্তং নবরত্ন-সমন্বিতম্ ।
সুবর্ণ-মুদ্রিকা-যুক্তং ষট্‌কোণং মণ্ডলং স্থিতম্ ॥ ১৭

তন্মধ্যে পূজয়েদ্ দেবীমেকান্তাং নাম বিশ্রুতাম্ ।
গন্ধ-পুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্য-সংযুতৈঃ ।
অর্চ্চয়েদ্ ভক্তিভাবেন দুগ্ধৈর্মাংসৈর্মুহুস্তথা ॥ ১৮

বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী তথা ।
কৌমারী বৈষ্ণবী দেবী ষট্‌সু যন্ত্রেষু মাতরঃ ।
পূজয়েন্ মন্ত্রভাবেন দধি-পিণ্ডাংশ্চ কারয়েৎ ॥ ১৯

সপ্তসংখ্যা-প্রমাণাংশ্চ ষট্‌সংখ্যাঃ ষট্‌প্রমাণকাঃ ।
সপ্তমন্তু পৃথক্ কৃত্বা শুচি-স্থানে বিশেষতঃ ॥ ২০

তদ্ ভুক্ত্বা গৃহমাগচ্ছেৎ কন্যকা বটুকস্ত্রিয়ঃ ।
ভোজনং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রণম্যাকারয়েৎ ততঃ ॥ ২১

বিসৃজ্য দেবতানাঞ্চ সুনদ্যাং কলসোদকম্ ।
স্বকুলং বীক্ষয়েদ্ ধীমান্ শুভানাং শুভমাদিশেৎ ॥ ২২

তাহার অভ্যন্তরে নবরত্ন ও মুখাগ্রে পঞ্চপল্লব এবং ফল (সশীব ডাব) দিয়া সুবর্ণমুদ্রিকায় যুক্ত করিয়া ষট্‌কোণাকৃতি মণ্ডলের মধ্যে তাহা স্থাপন করিবেন। ১৬

পরে যথোক্ত নিয়মে ঐ ঘটে একান্তা নাম্নী প্রসিদ্ধা দেবীকে আবাহন করতঃ গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য-সম্ভারে পূজা করিবেন। ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার প্রীত্যর্থ দুগ্ধ ও মাংস মুহুর্মুহুঃ নিবেদন করিবেন। ১৭-১৮

ছয়টি যন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী ও বৈষ্ণবী মাতৃগণকে যথোক্ত "ওঁ নমঃ পরব্রহ্মপরমাত্মনে" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবেন ও দধি পিণ্ড করিবেন। ১৯

সাতটি প্রমাণ দধিপিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ছয়টি ছয় মাতৃকার উদ্দেশ্যে প্রদান করিবেন। অবশিষ্ট সপ্তম দধিপিণ্ড কোন পবিত্র স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া যথাকালে ভোজনান্তে গৃহে আগমন করিবেন। বটুক-স্ত্রী ও কুমারীদের ভোজন ও দক্ষিণা দান করিয়া প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। ২১

পরিশেষে গঙ্গাদি পবিত্র নদীতে দেবতার বিসর্জ্জন ও ঘটোদক নিরঞ্জন করিয়া নিজ কুলের দিকে তাকাইবেন। পরে ধীমান্ ব্যক্তি শুভ (সজ্জন) ব্যক্তিকে শুভ

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

বিপরীতং পুনঃ কার্য্যং যাগবৎ শুদ্ধিদং ততঃ
প্রতিবর্ষমিদং কুর্য্যাদ্ দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ।
সিদ্ধযোগো হ্যয়ং খ্যাতো নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ২৩

মন্ত্রঃ—ওঁ নমঃ পরব্রহ্মপরমাত্মনে অমুকীগৃহে, দীর্ঘজীবিসুতং কুরু কুরু স্বাহা।

কাকবন্ধ্যা-দোষোপশমনম্
কাকবন্ধ্যার দোষ নাস্তি

পূর্ব্বং পুত্রবতী যা সা কচিদ্ বন্ধ্যা ভবেদ্ যদি।
কাকবন্ধ্যা তু সা জ্ঞেয়া চিকিৎসা তত্র কথ্যতে।
সত্যং পুত্রবতী বন্ধ্যা নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ২৪

গোক্ষুরকস্য বীজন্তু পিবেন্ নিগু'ণ্ডিকা-রসৈঃ।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রঞ্চ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ২৫

কর্কোট-বীজ-চূর্ণন্তু একবর্ণ-গবাং পয়ঃ।
ঘৃষ্টং পিবেচ্চ মাসন্তু বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ২৬

উপদেশ দিবেন। বিপরীত হইলে পুনরায় যাগবৎ কার্য্য করিবেন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধি (পাপক্ষালন) না হয়, তাবৎ প্রতি বর্ষেই ঐ কার্য্য কর্ত্তব্য। ইহাতে দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ নিশ্চিত হইবে। এই সিদ্ধিযোগ প্রখ্যাত। ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ইহা শঙ্করের কথিত। ২২-২৩

কাকবন্ধ্যার দোষ শান্তি কথিত হইতেছে। একবার মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া যে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইয়া যায়, তাহাকে কাকবন্ধ্যা বলে। ইহার প্রতীকার কথিত হইতেছে। ইহাতে কাকবন্ধ্যা রমণী নিশ্চয়ই পুনরায় পুত্রবতী হইবে। শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। ২৪

গোক্ষুরের বীজ নিগু'ণ্ডীর রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া তিন দিন কি পাঁচ দিন পান করিলে কাকবন্ধ্যা নিশ্চয়ই পুত্রিণী হয়। যে কোন ব্যক্তিকে এই প্রক্রিয়ার উপদেশ করিতে নাই; ইহার অন্যথা করিবে না। ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। ২৫

মাসাবধি কাল যদি কর্কোটিকা ফলের বীজচূর্ণ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া পান করে; তবে বন্ধ্যাও পুত্রবতী হয়। ২৬

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মন্ত্র—ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় অমুকীং সপুত্রাং কুরু কুরু স্বাহা। অষ্টোত্তর-শতজপাৎ সিদ্ধিঃ।

বন্ধ্যাগর্ভজননম্

বন্ধ্যার পুত্র প্রসব

ঈশ্বর উবাচ

জন্ম-বন্ধ্যাঃ কাক-বন্ধ্যা মৃতবৎসাঃ ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ।
আসাং পুত্র-প্রাপণায় শম্ভুনা সূচিতং পুরা ॥ ২৭

পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী-পয়সান্বিতম্।
ঋত্বন্তে তচ্চ পীত্বা বৈ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ২৮

এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ শোক-দুঃখাদি-বর্জ্জিতম্।
পতিসঙ্গ-গতা সা চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯

ক্ষীর-শাল্যন্ন-মুদ্গঞ্চ লঘ্বাহারং প্রদাপয়েৎ।
একমেব তু রুদ্রাক্ষং সর্পাক্ষীং কর্ষমাত্রকম্।
একবর্ণ-গবাং ক্ষীরে ঋতু-কালে প্রদাপয়েৎ ॥ ৩০

'ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায়' ইত্যাদি মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া এই উভয় প্রক্রিয়া সিদ্ধ করিতে হয়।

বন্ধ্যার পুত্র প্রসব কথিত হইতেছে। ঈশ্বর বলিলেন—দেখা যায়; কোনস্থলে কোন স্ত্রীলোক চির বন্ধ্যা, কেহ কাকবন্ধ্যা, কেহ বা মৃৎবৎসা, কেহ মোটেই পুত্র প্রসব করে না, কেহ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত, আবার কেহ বা প্রায়ই সন্তান প্রসব করে, কিন্তু রক্ষা পায় না। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্ত্রীলোকগণের সন্তান প্রাপ্তির জন্য মহাদেব তাহার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। ২৭

পলাশ বৃক্ষের একটি পত্র লইয়া চূর্ণ করতঃ কোন গর্ভবতী রমণীর স্তনদুগ্ধে মিশাইয়া ঋতু-স্নানের পর সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ পান করিবেন। ইহাতে বন্ধ্যা পুত্রিণী হয়। কোনরূপ শোক বা দুঃখে অভিভূত না হইয়া সাত দিন এইরূপ করিবেন এবং পতিসঙ্গতা হইবেন। এইরূপ করিলে বন্ধ্যা রমণীও পুত্রের জননী হইতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। ২৮-২৯

দুগ্ধ; শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মুগ সিদ্ধ করিয়া লঘু ভোজন করাইবেন। এককর্ষ পরিমাণ সর্পাক্ষী ও একটিমাত্র রুদ্রাক্ষ একবর্ণ-বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৩১
দেবদালস্য মূলন্তু গ্রাহয়েৎ পুষ্য-ভাস্করে ।
ঋত্বন্তে তানি পীতানি একবর্ণ-গবাং পয়ঃ ॥ ৩২
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ ।
উদ্বেগং গর্ভশোকঞ্চ দিবারাত্রৌ চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩
শীত-তোয়েন সংপিষ্য শরপুঙ্খ্যাস্তু মূলকম্ ।
ঘর্ষয়িত্বা লভেদ্ গর্ভং সা নারী পতি-সঙ্গতা ॥ ৩৪
সমূলাং সহদেবীঞ্চ সংগ্রাহ্য পুষ্য-ভাস্করে ।
ছায়া-শুষ্কন্তু চূর্ণঞ্চ একবর্ণ-গবাং পয়ঃ ॥ ৩৫
পূর্ব্ববদ্ যা পিবেন্ নারী বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৩৬
নাগকেশরকং চূর্ণং নূতনং গব্য-দুগ্ধতঃ ।
পিবেৎ সপ্তদিনং দুগ্ধং ঘৃতৈর্ভোজনমাচরেৎ ॥ ৩৭

ঋতুকালে পান করিতে দিবেন। এইরূপ সাত দিন করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। এই সিদ্ধিযোগ যে কোন ব্যক্তিকে উপদেশ করিবেন না। অন্যথা করিবেন না, ইহাই শঙ্করের উক্তি। ৩০-৩১

পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে দেবদাল বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া ঋতু-স্নানের পর একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত ঐ সকল মূল পেষণ করিয়া সাত দিন যাবৎ পান করিলে বন্ধ্যা পুত্রবতী হইবে। পরন্তু গর্ভকালে উদ্বেগ ও গর্ভশোক দিবারাত্রি সর্ব্বথা পরিহার করিবে। ৩২-৩৩

শরপুঙ্খীর শিকড় শীতল জলে অতিমিহিভাবে পেষণ ও ঘর্ষণ করতঃ পান করিবার পর পতিসঙ্গতা হইলে নারী গর্ভবতী হয়। ৩৪

পুষ্যা নক্ষত্র-যুক্ত রবিবারে সমূল সহদেবী লতা উৎপাটন করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবেন। পরে তাহা মূলসহ চূর্ণ করতঃ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করিলে বন্ধ্যাও গর্ভবতী হইবে। অশ্রদ্ধাবান্ ও অনাচারীকে ইহা উপদেশ করিবেন না। ইহার অন্যথা করিবেন না। ইহা শঙ্করের উক্তি। ৩৫-৩৬

ঋতু স্নানান্তে সাত দিন যাবৎ নাগকেশর-পুষ্পচূর্ণ নব-প্রসূতা ধেনুর দুগ্ধ সহ পান

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ঋত্বন্তে লভতে গর্ভং সা নারী পতি-সঙ্গতা।
সিদ্ধিযোগমিদং চূর্ণং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৩৮
পুত্রজীবক-পত্রৈকং পিবেৎ ক্ষীরমৃতৌ চ যা।
পতি-সঙ্গেন সা নারী সত্যং পুত্রবতী ভবেৎ ॥ ৩৯
কদম্ব-পত্রং শ্বেতঞ্চ বৃহতী-মূলমেব চ।
এতানি সমভাগানি অজা-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পিবেদেতন্ মহৌষধম্ ॥ ৪০

গর্ভস্তম্ভনম্

এরণ্ডবীজমৃত্বন্তে ভুক্তং স্তম্ভন-গর্ভকম্।
ধুস্তূর-মূলং কট্যাং বৈ গর্ভ-স্তম্ভকরং পরম্ ॥ ৪১
সিদ্ধার্থ-মূলং শিরসি বদ্ধা কান্তাং রমেচ্চ যঃ।
গর্ভং ধারয়তে সা স্ত্রী সুতমালভতে পুনঃ ॥ ৪২
ধুস্তূর-মূল-চূর্ণন্তু যোনিস্থং গর্ভ-স্তম্ভকম্।
তণ্ডুলী-মূল-তোয়েন দেয়ং তণ্ডুল-বারিণা ॥ ৪৩

করিবেন এবং ঘৃতের সহিত আহার করিবেন ঋতুর অন্তে পতিসঙ্গতা হইলে রমণী নিশ্চয়ই গর্ভ ধারণ করে। এই চূর্ণ সিদ্ধিযোগ; ইহা অন্যথা হয় না। ইহা শঙ্করের উক্তি। ৩৭-৩৮

ঋতুকালে একটি পুত্রজীবক বৃক্ষের পত্র দুগ্ধসহ পান করিলে পতিসঙ্গতা নারী নিশ্চিতই গর্ভবতী হয়। ৩৯

শ্বেত কদম্বপত্র, শ্বেত বৃহতীর শিকড় ও শ্বেত অপরাজিতা—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিবেন। তিন দিন বা পাঁচ দিন পান করিবেন। ইহা মহৌষধ। ইহার ফলে বন্ধ্যাত্ব দোষ নষ্ট হইয়া পুত্রসন্তান লাভ হয়। ৪০

গর্ভস্তম্ভন কথিত হইতেছে। ঋতু-স্নানের পর এরণ্ড-ফলের বীজ ভক্ষণ করিলে গর্ভস্তম্ভন হয়। কাঁকালে ধুতুরা-বৃক্ষের শিকড় শ্রেষ্ঠ গর্ভ স্তম্ভন-কর। ৪১

যে পুরুষ মস্তকের মধ্যে সিদ্ধার্থের মূল বাঁধিয়া স্ত্রী-সহবাস করে, তাহার স্ত্রী নিশ্চিতই গর্ভধারণ করে এবং সে পুনরায় সুপুত্র লাভ করে। ৪২

ধুতুরার শিকড় চূর্ণ করিয়া যোনিদেশে লেপন করিলে গর্ভস্তম্ভন হয়। নটে শাকের মূল ধৌত করিয়া ঐ জলে চাউল-ধোয়া জল মিশ্রিত করতঃ তাহা দ্বারা যোনিদেশ ধৌত করিলে গর্ভ-রক্ষা হয়। ৪৩

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ধূপিতা যোনি-রন্ধ্রেষু নিম্ব-কাষ্ঠেন যুক্তিতঃ।
ঋত্বন্তে ধীয়তে তত্র গর্ভো দুঃখ-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৪

মন্ত্র ঃ—ওঁ হ্রীং গর্ভধারিণী গর্ভস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা। ১০৮ অষ্টোত্তর-শতজপাৎ সিদ্ধিঃ।

বীর্য্য-স্তম্ভনম্

বীর্য্য-স্তম্ভন

কর্পূরং টঙ্কণং সূতং তুল্যং মুনি-রসং মধু।
মর্দ্দয়িত্বা লিপেল্ লিঙ্গং স্থিত্বা প্রাপ্তুং তথৈব চ ॥ ৪৫

ততঃ প্রক্ষালিতং লিঙ্গং রসাদ্ রামায় চর্চ্চিতম্।
বীর্য্য-স্তম্ভকরং পুংসাং সম্যগিত্যর্জ্জুনোদিতম্ ॥ ৪৬

কৃকলাসস্য পুচ্ছাগ্র-মুদ্রিকা প্রেত-তন্তুভিঃ।
বেষ্ট্য কনিষ্ঠিকা ধার্য্যা নরো বীর্য্যং ন মুঞ্চতি ॥ ৪৭

মধুনা যম-বীজানি পিষ্ট্বা নাভিং প্রলেপয়েৎ।
যাবৎ তিষ্ঠত্যসৌ লেপস্তাবদ্ বীর্য্যং ন মুঞ্চতি ॥ ৪৮

ঋতুর অন্তে নিম কাষ্ঠের ধূপ প্রজ্বালিত করতঃ তাহার ধূপ সহবাস কালে যোনি-রন্ধ্রে প্রদান করিলে গর্ভধারণ হয় এবং তাহাতে প্রসূতির গর্ভ দুঃখ রহিত হয়। ৪৪

"ওঁ হ্রীঁ গর্ভধারিণী" ইত্যাদি মন্ত্র ১০৮ বার জপ দ্বারা উক্ত প্রক্রিয়া সমূদায় সিদ্ধ করিবেন।

কর্পূর, সোহাগা, পারদ ও বকপুষ্পের রস সমভাগে লইয়া তাহা মধুর সহিত মর্দ্দন করতঃ লিঙ্গে লেপন করিবেন এবং সেইরূপ কিছুক্ষণ থাকিয়া তাহার পর লিঙ্গ ধৌত করতঃ রাগভরে রমণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বীর্য্য স্তম্ভন হয়। ইহা নাগার্জ্জুনের যথার্থ উক্তি। ৪৫-৪৬

কৃকলাসের পুচ্ছাগ্রের অঙ্গুরী নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ব্যক্তির অন্ত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ধারণ করিলে বীর্য্য ধারণ হয়, উহা পতিত হয় না। ৪৭

মধুর সহিত যোয়ানের বীজ পেষণ পূর্ব্বক নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে যাবৎ-কাল পর্য্যন্ত ঐ লেপ নষ্ট না হয়; তাবৎ বীর্য্য স্তম্ভিত থাকে। ৪৮

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

চটীলাহ্বং তু সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ।
তেন লেপয়তা পাদৌ শুক্র-স্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ৪৯
যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্ বীর্য্যং ন মুঞ্চতি।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥ ৫০

গর্ভনাশক যোগ

শশি-সূতক-টঙ্কেন ভাগধেয়ং ঘৃতেরণা।
ক্ষৌদ্রেণ কনকাক্ষযুতং মুনিপত্ররসে যদি।
লিপেন্ মদযুতা নারী গর্ভ-নাশকরস্ত্বিদম্॥ ৫১
স্থূল-মীনং সমাদায় সম্যক্ স্বর্ণস্তু বেষ্টয়েৎ।
য উদ্ঘাটয়তে কিঞ্চিদ্ বক্ত্রং বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥ ৫২
শূকরস্য তু দংষ্ট্রাগ্রং দক্ষিণেন সমাহরেৎ।
কট্যাং পুরী-পুটে বদ্ধা শুক্র-স্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ৫৩
ষট্পলং শুন্টিকা-ক্বাথং বিনাঽম্লেন ন মুঞ্চতি।
সিদ্ধিযোগমিদং খ্যাতং শুক্রস্তম্ভন-কারকম্॥ ৫৪

চটীলাহ্ব সংগ্রহ করিয়া নবনীতের সহিত পেষণ করিবেন। পরে উহা দুই পাদতলে লেপন করিলে শুক্রস্তম্ভ হইবে। যে পর্য্যন্ত ভূমিকে স্পর্শ না করেন, সে পর্য্যন্ত বীর্য্যকে ত্যাগ করেন না। পরন্তু ভূমিতে পাদক্ষেপ করিলে আর স্তম্ভন থাকিবে না। এই প্রক্রিয়া যে কোন ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে না, ইহা শঙ্করের আদেশ, ইহার অন্যথা-করিবেন না। ৪৯-৫০

কর্পূর, পারদ ও সোহাগা সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া মধুর সহিত কনকাক্ষরস সংযুক্ত বকবৃক্ষের পত্রের রসে মর্দন করিয়া তাহা মদমত্তা নারীর অঙ্গ-বিশেষে লেপন করিলে উৎপন্ন গর্ভও নষ্ট হয়। ৫১

একটি স্থূলকায় (শোল) মৎস্য লইয়া খাঁটি পাকা সোণায় বেষ্টিত করিবেন। পরে যিনি উহার মুখভাগ কিছু উদ্ঘাটিত করিবেন, তাহার আর বীর্য্যপাত হইবে না। ৫২

দক্ষিণ হস্তে শূকরের বহির্দন্তের অগ্রভাগ উৎপাটন করিয়া তাহা পুরীপুটে রুদ্ধ করতঃ কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে শুক্র স্তম্ভন হয়। ৫৩

অম্লভক্ষণ না করিয়া শুঁঠের কাথ ছয় পল পরিমাণ কিছুদিন পান করিবেন। এইরূপ করিলে শুক্র পতিত হইবে না। ইহা এক প্রকার শুক্র-স্তম্ভন কারক সিদ্ধিযোগ কথিত হইয়াছে। ৫৪

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্রূণং তুলসী-বীজং স-তাম্বুলং প্রভক্ষয়েৎ।
ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৫৫

ডিণ্ডিভো নাম যঃ সর্পঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমাহরেৎ।
তস্যাস্থি ধারয়েৎ কট্যাং নরো বীর্য্যং ন মুঞ্চতি ॥ ৫৬

রক্তাপামার্গ-মূলং বা সোমবারেঽভিমন্ত্রয়েৎ।
ভৌমবারে সমুদ্ধৃত্য কট্যাং বদ্ধা তু বীর্য্য-কৃৎ ॥ ৫৭

লিঙ্গবর্দ্ধনোপায়ঃ

লিঙ্গবর্দ্ধনের উপায়

বরাহ-বসয়া লিঙ্গং মধুনা সহ লেপয়েৎ।
স্থূলং দৃঢ়ঞ্চ দীর্ঘঞ্চ মুষলস্যেব জায়তে ॥ ৫৮

ক্লীবত্বের উপায়

নিশা-বড়িশ-চূর্ণে চ ভাবিতে নাগ-বারিণা।
পাতাসন-প্রযুক্তেন ষণ্ডত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ ৫৯

তিলং গোক্ষুর-চূর্ণঞ্চ ছাগী-দুগ্ধেন পাচিতম্।
শীতলং মধুনা যুক্তং সুভুক্তং ষণ্ড-নাশনম্ ॥ ৬০

ওল, তুলসীর বীজ ও তাম্বুল—একত্র মর্দ্দন করিয়া পান করিলে মানব শুক্র ত্যাগ করে না, শুক্র স্তম্ভিত হয়। ইহা শঙ্করের উক্তি, ইহার অন্যথা হয় না। ৫৫

ঢোঁড়া সাপ নামক যে সর্প, কৃষ্ণবর্ণ সেই সাপ সংগ্রহ করিবেন। তাহার অস্থি কটিদেশে বাঁধিবেন। ইহাতে মানব শুক্র ত্যাগ করে না অর্থাৎ শুক্র-স্তম্ভন হয়। ৫৬

সোম বারে রক্তবর্ণ আপাঙের শিকড় অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবেন। পরে মঙ্গল বারে তাহা তুলিয়া কাঁকালে বাঁধিলে বীর্য্যবৃদ্ধি কর হইবে। ৫৭

লিঙ্গ বর্দ্ধনের উপায় কথিত হইতেছে। শূকরের চর্ব্বি মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে উহা মুষলের মত দৃঢ়, স্থির, দীর্ঘ ও সতেজ হয়। ৫৮

হরিদ্রা ও বড়িশের চূর্ণ হস্তীর মদজলে ভাবনা দিয়া পাতাসন সহ মিশ্রিত করতঃ লিঙ্গে প্রলেপ দিলে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৯

আবার তিল ও গোক্ষুরচূর্ণ ছাগীদুগ্ধে পাক করিয়া শীতল অবস্থায় মধুর সহিত মাড়িয়া কিছুদিন উত্তমরূপে সেবন করিলে ক্লীবত্ব নষ্ট হয়। ৬০

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

আর্দ্রকং গন্ধকঞ্চৈব রাজবৃক্ষস্য টঙ্কণম্।
সমীক্ষ্য সমপাতানি নিঃক্ষিপেন্ নিম্ব-পল্লবৈঃ।
স্থাপয়িত্বা ভুজে সব্যে বীর্য্যং দ্রবতি দ্রাক্ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬১

মধু সৈন্ধব-সংযুক্তং পারাবত-মলান্বিতম্।
এতল্লিপ্তেন্দ্রিয়ো রামাং দাসীবৎ কুরুতে রতৌ।
সিদ্ধিযোগমিদং জ্ঞেয়ং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৬২

প্রক্ষালিত-ভগা নিত্যং কৃষ্ণামলক-কল্কৈঃ।
বৃদ্ধাপি কামিনী কামং বালাবৎ কুরুতে রতিম্ ॥ ৬৩

লোমনাশোপায়ঃ

লোম নাশের উপায়

হরিতালং লিপেদ্ যোনিং ছাগী-দুগ্ধেন পেষয়েৎ।
লোমশাতমিদং জ্ঞেয়মুষ্ণজলেন শোধয়েৎ।
হরিতালং সমং চূর্ণং লেপিতং লোমনাশনম্ ॥ ৬৪

সমপরিমাণ আদা, গন্ধক, রাজবৃক্ষের শিকড়, সোহাগা দেখিয়া মিশাইবেন। উহা নিম্বপল্লবের সহিত বাম হস্তে ধারণ করিলে পুরুষের বীর্য্য শীঘ্র দ্রবীভূত হয় এবং রমণীগণ রমণে চরিতার্থ হয়। ৬১

মধু ও সৈন্ধব একত্র মর্দ্দন করিয়া পারাবতের বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত করিবেন। পরে উহা পুরুষাঙ্গে লেপন করিয়া যে স্ত্রীতে উপগত হওয়া যায়, সে দাসী হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার শঙ্করোক্ত যথার্থ সিদ্ধিযোগ। ইহা অন্যথা হয় না। ৬২

কাল আমলকীর খইল জলে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা স্ত্রীজননেন্দ্রিয় লিপ্ত করিবার পর ধৌত করিলে বৃদ্ধা রমণীও অল্পবয়স্কার মত রমণসুখ উৎপাদন করে। ৬৩

ছাগীদুগ্ধের সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া তাহা যোনিতে লোমস্থানে মাখাইবেন। উহা লোমনাশক জানিবেন। উষ্ণ জলের দ্বারা শোধন করিবেন অর্থাৎ পরে উষ্ণ জলে ধৌত করিলে তৎক্ষণাৎ যোনির লোম উঠিয়া যাইবে।

হরিতাল ও চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ লোমস্থানে লেপন করিলে লোম নাশ হয়। ৬৪

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

স্তনদৃঢ়ীকরণোপায়ঃ

স্তনদৃঢ়ীকরণের উপায়

পদ্মবীজঞ্চ সিতয়া ম্রক্ষণং পদ্ম-বারিণা।
বিলেপাৎ স্ত্রীস্তন-দ্বন্দং মাসেন কুরুতে দৃঢ়ম্ ॥ ৬৫

ভূতপিশাচোপদ্রবনিবারণোপায়ঃ

ভূত ও পিশাচের উপদ্রব নিবারণের উপায়

ঈশ্বর উবাচ

শিরীষ-পত্র-পুষ্পাণি রবিবারে সমুদ্ধরেৎ।
উল্লূ-বিষ্ঠাং গৃহীত্বা তু উষ্ট্র-রোম্না চ সংযুতাম্ ॥ ৬৬
গোময়েনৈব সংযুক্তাং গন্ধক-প্রযুতাং তথা।
শ্বেতগুঞ্জা-সমাযুক্তাং কটু-তৈলেন পাচয়েৎ ॥ ৬৭
ধূপং দত্ত্বা জপেন্ মন্ত্রং ভূত-বাধা চ নশ্যতি।
রাক্ষসৈর্ভূত-বেতালৈর্দেব-ভূত-চরাদিভিঃ।
ডাকিনী প্রেতিনী চৈব ধূপং দেয়ং পলায়তে ॥ ৬৮

মন্ত্র ঃ—ওঁ নমঃ শ্মশানবাসিনে ভূতাদীনাং পলায়নং কুরু কুরু স্বাহা। ১০৮ অষ্টোত্তরশতজপাৎ সিদ্ধিঃ। ৬৯

পদ্মপুষ্পের সুপক্ক বীজচূর্ণ শর্করার সহিত মাড়িবেন ও পদ্মপুষ্পের জলের সহিত উহা স্তনে লেপন করিবেন। এইরূপ মাসাবধিকাল করিলে পতিত স্তন উচ্চ ও দৃঢ় হইবে। ৬৫

ঈশ্বর বলিলেন—রবিবারে শিরীষ বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সংগ্রহ করিবেন। পরে পেচকের বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া উষ্ট্রের রোমের সহিত গোময়ে মিশ্রিত করতঃ গন্ধকের সহিত সংযুক্ত করিয়া শ্বেতগুঞ্জা মাখাইয়া উহা কটুতৈলে পাক করিবেন। ৬৬-৬৭

অতঃপর শুষ্ক করতঃ উহা দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম উপদ্রবের স্থলে দিয়া নিম্নোক্ত 'ওঁ নমঃ শ্মশানবাসিনে' ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিবেন। এইরূপ করিলে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি ঐ ধূপ-ধূমের গন্ধে পলায়ন করিবে। ৬৮

ওঁ নমঃ শ্মশানবাসিনে ইত্যাদি মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। ৬৯

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

অধিকাহারশক্তিঃ

ঈশ্বর উবাচ

বন্ধূ কেনাপি বৃক্ষস্য পীতং কৃত্বা ফলৈর্যতিঃ[১] ।
যোঽসৌ ভুক্তং ঘৃতৈঃ সার্দ্ধং ভোজনং ভীমসেনবৎ ॥ ৭০
সন্ধ্যায়াং শুষ্ক-বৃক্ষস্য কর্ত্তব্যমপি মন্ত্রিতম্ ।
প্রাতঃ পুষ্পাণি সংগৃহ্য মালাং শিরসি ধারয়েৎ ॥ ৭১
কৌপীনং সম্পরিত্যজ্য ভৌমবারেণ সেবনাৎ ।
যস্মৈ যস্মৈ ন দাতব্যং সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ ॥ ৭২
উদ্‌ভ্রান্ত-পত্রমাদায় কপিল-শ্বান-দন্তকম্ ।
কট্যামেব দ্বয়ং বদ্ধা ভোজনং ভীমসেনবৎ ॥ ৭৩
গৃহীত্বা মন্ত্রবিন্ মন্ত্রী বিভীত-তরু-পল্লবান্ ।
ধারয়েদ্ দক্ষিণে হস্তে বিংশত্যাহার-ভুগ্ ভবেৎ ॥ ৭৪
অধরং কৃকলাসস্য শিখা-স্থানে বিবন্ধয়েৎ ।
বায়ুপুত্র ইবৈশ্বর্য্যং শক্তো ভোক্তুঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥ ৭৫

বন্ধুক বৃক্ষের শিকড় ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া পান করিলে এবং বন্ধুক বৃক্ষের ফল ভোজন করিলে সংযমী যতি ব্যক্তির ভীমসেনের তুল্য ভোজনশক্তি জন্মে। ৭০

উহার নিয়ম এই যে, পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে শুষ্ক বন্ধুক বৃক্ষকে 'ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে প্রাতঃকালে তাহার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তাহার মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন। ৭১

কৌপীনবাস পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুক-ফল মঙ্গলবারে ভক্ষণ করিবেন। ইহাতে প্রচুর ভোজন শক্তি জন্মে। ইহা এক-প্রকার সিদ্ধিযোগ কথিত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবেন না। ৭২

উদ্‌ভ্রান্তপত্র ও কপিল বর্ণ কুক্কুরের দন্ত একযোগে কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে ভীমসেনের তুল্য ভোজনশক্তি জন্মে। ৭৩

সাধক বহেড়া বৃক্ষের পল্লব নিম্নোক্ত 'ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্র ১৮০ বার পাঠে অভিমন্ত্রিত করিয়া দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে বিংশতি জনের খাদ্য ভোজন করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন। ৭৪

কৃকলাসের মুখের অধরাস্থি লইয়া শিখায় বন্ধন করিবেন। ইহাতে বায়ুপুত্র হনুমানের মত বিক্রমশালী হয় এবং পর্ব্বতভোজনেও শক্তিমান্ হয়। ৭৫

১। অয়ং পাঠোঽসমীচীনতয়া প্রতিভাতি।

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মন্ত্র ঃ—ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রাসয় গ্রাসয় শোষয় শোষয় ভৈরবী আজ্ঞাপয়তি স্বাহা। অষ্টোত্তরশতজপাৎ সিদ্ধিঃ।

অনাহারজীবনম্

অনাহারীর প্রাণধারণ

ঈশ্বর উবাচ

অন্ত্রাণি কৃকলাসস্য মজ্জা করঞ্জ-বীজকম্।
পিষ্ট্বা তু বটিকাং কৃত্বা ত্রিলোহেন তু বেষ্টিতাম্ ॥ ৭৬
তাবদ্ যো ধারয়েদ্ ভৌমে ক্ষুৎ-পিপাসা ন বাধতে।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৭৭
পদ্মবীজং মহেশানি ছাগী-দুগ্ধেন প্রোক্ষয়েৎ।
সাজ্যং তৎপায়সং কৃত্বা ভোজনং দ্বাদশং দিনম্ ॥ ৭৮
অপামার্গস্য বীজানি দুগ্ধাজ্যাভ্যান্তু পাচয়েৎ।
পায়সং বটিকাং ক্ষীরৈর্ভুক্ত্বা মাসদ্বয়ং বসেৎ ॥ ৭৯
কোকিলাক্ষস্য বীজানি বিজয়া-বীজ-সংযুতম্।
ধাত্রী-বীজেন সংযুক্তা বটিকা ক্রিয়তাং নরৈঃ ॥ ৮০

উক্ত সকল প্রক্রিয়াই 'ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত-জপের দ্বারা সিদ্ধ করিবেন।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, কৃকলাসের অন্ত্র ও মজ্জা এবং করমচা ফলের বীজ একত্র জলে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করতঃ ত্রিলৌহ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। ৭৬

এইরূপ বস্তুকে যে মঙ্গলবারে ধারণ করে, সে ক্ষুধা-পিপাসা দ্বারা পীড়িত হয় না। এই সিদ্ধিযোগ যে কোন ব্যক্তিকে উপদেশ করিবেন না, ইহার অন্যথা করিবেন না। ইহাই শঙ্করের উক্তি। ৭৭

হে মহেশানি! পদ্মবীজ ছাগীদুগ্ধে ভিজাইবেন। ঘৃতের সহিত ইহার পায়স প্রস্তুত করিয়া দ্বাদশ দিন ভোজন করিবেন। আর কিছু না খাইয়া বার দিন থাকিতে পারিবেন। ৭৮

আপাঙের বীজ প্রথমে দুগ্ধে ও পরে ঘৃতের সহিত পাক করিবেন। পরে ঐ বীজ দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া ঐ পায়স ও বটিকা দুগ্ধের সহিত পান করিবেন। এইরূপ করিলে দুই মাসকাল অনাহারে থাকিতে পারিবেন। ৭৯

কোকিলাক্ষের বীজ সিদ্ধির বীজ সহ মাড়িয়া পরে আমলকীর বীজ-চূর্ণের সহিত

CC0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

তস্যা ভক্ষণা-মাত্রেণ তস্যোপরি গবাং পয়ঃ।
ক্ষুৎ-পিপাসা-হরং নিত্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ৮১
ঔষধং কুতুনী নাম দ্বিহস্তশ্চলকান্দুশা।
এরণ্ড-সদৃশৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চাপি সুলক্ষয়েৎ ॥ ৮২
তস্যাঃ কন্দং সমাদায় তাম্বুলেনৈব মাত্রতঃ।
ভক্ষণং প্রাতরুত্থায় ক্ষুৎ-পিপাসা-হরং পরম্ ॥ ৮৩

মন্ত্র ঃ—ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় সিদ্ধিং মম শরীরে কুরু কুরু স্বাহা।

মিশ্রিত করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর ইহা ভক্ষণ করিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিকাণ গো-দুগ্ধ পান করিলে উহা প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাসা নাশ করিতে পারে। ইহা অন্যথা হয় না, ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। ৮০-৮১

যে বৃক্ষ কুতুনী নামক ঔষধ বলিয়া খ্যাত, তাহার লক্ষণ—পরিমাণ ন্যূনাধিক দুই হাত; পত্র সর্ব্বদাই চঞ্চল, এরণ্ড বৃক্ষের মত তাহার পত্র ও পুষ্প, এই সকল লক্ষণে কুতুনী বৃক্ষকে চিনিয়া তাহার কন্দ (গেড়) আহরণ করিবেন এবং একমাত্রা তাম্বুলের রস সহ প্রাতঃকালে পান করিবেন। ইহাতে ক্ষুধা ও পিপাসা নষ্ট হইবে। ৮২-৮৩

'ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায়' ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

সমাপ্ত

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

মূল্যবান পুস্তকের সমাবেশ

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৃত—রাসকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বৃহৎতন্ত্রসার মূল্য ৬০'০০

মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, একটি দুষ্প্রাপ্য শ্রীবামাকালী মূর্তির চিত্র ও বহু যন্ত্র চিত্রসহ একখণ্ডে সম্পূর্ণ।

তন্ত্রগ্রন্থমালা (মূল সংস্কৃত, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)

শ্যামারহস্যম্ ৩৫ ০০ পরশুরামকল্পসূত্র ৫০ ০০ কুলার্ণবতন্ত্র ৩৫ ০০ যোগিনীতন্ত্র ৩০ ০০ তন্ত্রাভিধান ৩০ ০০ তারারহস্য ২০ ০০ নীলতন্ত্র ১৫ ০০ ভূতডামরতন্ত্র ১০ ০০ তোড়লতন্ত্র ৬'০০ সরস্বতীতন্ত্র ৫.০০ বগলামুখীতন্ত্র ৬ ০০ ছিন্নমস্তাতন্ত্র ৫ ০০ মায়াতন্ত্র ৫ ০০ নিরুত্তরতন্ত্র ১০ ৩০ যোনিতন্ত্র ১০ ০০ নির্বাণতন্ত্র ৫ ০০ ষট্‌চক্রনিরূপণ ৫'০০ গুপ্তসাধনতন্ত্র ৬ ০০ অন্নদাকল্প ৬ ০০ জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৪ ০০ কুমারীতন্ত্র ৪ ০০ সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র ৬ ০০ ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র ৬ ০০ মাতৃকাভেদতন্ত্র ৮ ০০ কুব্জিকাতন্ত্র ১০ ০০ কালীতন্ত্র ১০ ০০ কামধেনুতন্ত্র ১০ ০০ কামাখ্যাতন্ত্র ৮'০০ কঙ্কালমালিনীতন্ত্র ৮ ০০ মুণ্ডমালাতন্ত্র ২০'০০ নিত্যোৎসব ৩৫ ০০ জ্ঞানার্ণবতন্ত্র ৩৫ ০০ শারদাতিলক ৫০'০০ ভৈরবসংহিতা ১২ ০০ মহাবিদ্যাতন্ত্রম্ (তারাখণ্ড) ১২'৫০ নিত্যাষোড়শিকার্ণবতন্ত্র ২৫ ০০ যোগিনীহৃদয় ৩০ ০০ রুদ্রসপর্যাপদ্ধতি ৬ ০০ শ্রীগুরুতন্ত্র ৪ ০০ তন্ত্রোক্ত নিত্য পূজাপদ্ধতি ১২'০০ পুরশ্চরণরত্নাকর ১২ ০০ আগমতত্ত্ব বিলাস ৪৫ ০০ মহানির্বাণতন্ত্র ২৭'০০ দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি ৬ ৩০ সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুটম্ ৩০ ০০

প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও বহু তন্ত্র গ্রন্থাদির ছাপা চলিতেছে।

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত—তন্ত্রতত্ত্ব মূল্য ৪০'০০

পুরাণ গ্রন্থাদি :

দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুরাণের প্রথম বাংলা অক্ষরে প্রকাশ।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

বশিষ্ঠ বিরচিতম্—**শ্রীসাম্ব-পুরাণম্** মূল্য ৪৫'০০

শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত—কৃষ্ণপুত্র সাম্বের জীবন-কাহিনী।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ)

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিশোধিত

দেবীপুরাণ ৪৫'০০ দেবীভাগবত ১০০'০০ অগ্নিপুরাণ ৬০'০০

কালিকাপুরাণ ৫০'০০ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৫'০০ বিষ্ণুপুরাণ ৪৫'০০

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—শীঘ্রই বাহির হইবে।

যন্ত্রস্থ : গরুড়পুরাণ, ৬০'০০, শিবপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, প্রভৃতি মহাপুরাণাদি।

বিঃ দ্রঃ—অর্ডারের সহিত অর্দ্ধমূল্য অগ্রিম পাঠাইলেই ভি. পি.-তে বই পাঠান হয়।

নবভারত পাবলিশার্স ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মূল্য : তিরিশ টাকা

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha